আসকার রচনাবলী

৩

আসকার রচনাবলী

৩

www.pathagar.com

ISBN 984-455-022-X

শিপ্র : ১৭৩ : ১৯৯৩

আসকার রচনাবলী (৩য় খণ্ড)। সম্পাদনাঃ আবিদ আজাদ/মাহবুব হাসান প্রকাশঃ বৈশাখ ১৪০০ এপ্রিল ১৯৯৩ স্বত্বঃ লেখক। প্রকাশকঃ শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা–১২০৫, পোষ্ট বক্স নংঃ ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ মুদ্রণঃ শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যান্ড এ্যাডভার্টাইজার্স ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা–১২০৫, পোষ্ট বক্স নংঃ ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ কম্পোজঃ দেলোয়ারা শাহজাহান, প্রচ্ছদ : মৃণাল নন্দী মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র।

ISBN 984-455-022-X

SP : 173 : 1993

Askar Rachanabali (Vol. 3) : Edited by Abid Azad & Mahboob Hasan. Date of Publication : Baisakh. 1400/April 1993 Published by Shilpatoroo Prakashani 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352. 864264 Printed by Shilpatoroo Printers & Advertisers 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352. 864264 Copyright : Author Cover Design : Mrinal Nandi Price : $ 10 Only

www.pathagar.com

আসকার রচনাবলী

৩

সম্পাদনা

আবিদ আজাদ

মাহবুব হাসান

শিল্পতরু প্রকাশনী

www.pathagar.com

'আসকার রচনাবলী' প্রকাশনায় রচনার কালক্রম মোটামুটি অনুসৃত হয়ে চলেছে। সেই দিক থেকে এই তৃতীয় খণ্ডের রচনাকাল ১৯৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সীমিত। বর্তমানেও নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত। তাই প্রথম দিককার এসব রচনাবলীতে তাঁর সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলোই ধরা পড়বে মাত্র, পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্ভব হবে সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের পরেই।

প্রথম খণ্ডে আমাদের বক্তব্য অনুসারে তিনি যদি আমাদের আবহমান বাঙালি জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে মুসলমান জনগোষ্ঠীর, জীবন ও চিত্তজগতের আর্তি ও কামনার সার্থক রূপকার, এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বক্তব্য অনুসারে এই ঐতিহ্যশাসিত জীবনবাদী নাট্যকার যদি আমাদের সমাজের চিন্তারেখমালার নৈয়ায়িক উদ্বোধক, তাহলে এই তৃতীয় খণ্ডে আমরা দেখতে পাব আমাদের এমন এক দরদী আপনজনকে যিনি এদেশের ছায়া-ছায়া দূর-অদূর অতীতে আমাদের সংগ্রামী সত্তার উন্মোচনে নিয়োজিত। একদিকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন পলাশী-পরবর্তীকালের 'অগ্নিগিরি'তে স্বাধীনতা-প্রয়াসী ফকির মজনু শা'কে এবং বাঁশের কেল্লা'য় সংগ্রামরত তিতুমীরকে, অন্যদিকে তিনি স্পর্শ করেছেন গীতিকা-সাহিত্য ও রূপকথা-উপকথার ঐশ্বর্যকে। একদিকে সেই সুদূর 'কর্ডোভার আগে'র স্পেনে নির্যাতিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলোকবাহীদের সংগ্রাম-কথা, অন্যদিকে কাজী নজরুলের অমর উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা'য় সর্বহারাদের অসহায় অবস্থা তাঁর দৃষ্টিকে সচকিত করেছে।

এক কথায়, আমাদের দেশবাসীর ইতিহাস-ঐতিহ্য-জীবন বিশ্বাস ও মাটিগন্ধ প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রসার্যমাণ তাঁর সকল রচনা।

আবিদ আজাদ
মাহবুব হাসান

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক
মরহুম ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের
স্মরণে

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

বাঁশের কেল্লা (বেতার নাটক) ঃ ১৯৫১ সালে 'তিতুমীর' শিরোনামে রচিত ও প্রচারিত।

মৃত্যু-ক্ষুধা (বেতার নাটক) ঃ ১৯৫১–এ মঞ্চায়নের জন্য নাট্যায়িত 'মৃত্যু-ক্ষুধা' অনুসরণে ১৯৫৪ সালে বেতার নাটকে রূপান্তরিত।

দেওয়ানা মদিনা (বেতার নাটক) ঃ ১৯৫৪ সালে রচিত ও প্রচারিত।

অতল সায়র (বেতার নাটক) ঃ ১৯৫৫ সালে রচিত ও প্রচারিত।

কর্ডোভার আগে (ঐতিঃ মঞ্চ নাটক) ঃ ১৯৫১ সালে রচিত এবং ১৯৫৪ সালে মাসিক দ্যুতি-তে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮১ সাল; ইসলামিক ফউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; মূল্য ৫·০০ টাকা মাত্র।
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ঐ, ডিসেম্বর ১৯৮৭; মূল্য ১৩·০০ টাকা মাত্র।
উৎসর্গ ঃ স্পেন বিজয়ী মর্দে মুজাহিদদের স্মরণে

অগ্নিগিরি (ঐতিঃ মঞ্চ নাটক) ঃ ১৯৫৪ সালে রচিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৫ সাল, শান্তি প্রকাশনী, আজিমপুর এষ্টেট, ঢাকা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ১৯৮০ সাল; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; মূল্য ৯·০০ টাকা মাত্র।
উৎসর্গ ঃ উত্তর বাংলার তরুণদের হাতে

কাজলরেখা নাম ঃ এ রূপকথাটি ১৯৫৬ সালে নবরূপে রচিত।

দৃষ্টি-ফুল ঃ এই কিশোর নাটিকাটি ১৯৫৬ সালে রচিত।
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭০ সাল; সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ঢাকা।
পরবর্তী সংস্করণ ঃ ডিসেঃ '৭৯ সাল; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

লোক-সংস্কৃতি ঃ ১৯৫৪ সালে রচিত এ প্রবন্ধটি সলিমুল্লাহ্ হল ম্যাগাজিন (১৯৫৩–৫৫)–এ প্রকাশিত।

'কিছু গান'
ও
'নাম' (স্কিট) ঃ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে রচিত।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বেতার নাটক

বাঁশের কেল্লা ৯
মৃত্যু-ক্ষুধা ৩০
দেওয়ানা মদিনা ৬০
অতল সায়র ৮৩

মঞ্চ নাটক

কর্ডোভার আগে ১০৬
অগ্নিগিরি ১৬১

গল্প

কাজলরেখা নাম ২২৮

কিশোর নাটক

দৃষ্টিফুল ২৪৫

প্রবন্ধ

লোক-সংস্কৃতি ২৮২

গান ২৯৮

আত্মজীবনী

আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা ৩০৩

স্ক্রিপ্ট

নাম ৩১৩

জীবন বৃত্তান্ত ৩১৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাঁশের কেল্লা

(বেতার নাট্য)

চরিত্র-লিপি

তিতুমীর

গোলাম মাসুম

শেখজী

ভৈরব মিত্র

মনোহর রায়

কৃষ্ণদেব রায়

রামচন্দ্র

নায়েব

বেনজামিন

আর্থার কলিন্স

মিসকিন শাহ্

মতিউল্লাহ্

বৃদ্ধ সাথী

নির্মলা

সাহানা

নসিবন

www.pathagar.com

নারী–কণ্ঠ ঃ পলাশীর পর কেটে গেছে প্রায় চুয়াত্তর বছর। পরাধীনতার পাষাণ চাপে জীবন্মৃত বাংলার প্রাণ। স্বদেশের অভিজাত নেতৃবর্গ ধ্বংসের পথে বেনিয়ার পদলেহী। তাই বাংলার সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল–

তিতুর কণ্ঠ ঃ জমেছে অনেক অশ্রু, অনেক রক্তের ঋণ– এসেছে সময় ঋণ শোধবার, জেগে ওঠবার!

ভৈরবের কণ্ঠ ঃ জাগো বাংলার জনগণ জাগো। বাংলার ব্যাঘ্র–শাবকেরা জাগো!!

পুরুষ কণ্ঠ ঃ অত্যাচারিত বাংলার সংগ্রামী কণ্ঠ— বাঁশের কেল্লার নায়ক তিতুমীর আর নীল–বিদ্রোহী ভৈরব মিত্রের মিলিত কণ্ঠের ঘোষণা!

নারী কণ্ঠ ঃ এই কণ্ঠের অনুসরণে আমাদের নাটক 'বাঁশের কেল্লা'।

(অন্ধকার রাতে পথ চলতে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায়–প্রৌঢ় ভৈরব মিত্র ও তার বৃদ্ধ সাথী। তাদের কানে ভেসে আসে কাঁসর–ঘন্টার শব্দ)

বৃদ্ধ সাথী ঃ পুঁড়ের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কালী মন্দিরে পূজার বলিদান শেষ হল ভৈরব মিত্র।

(কয়েকটা ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ)

ভৈরব ঃ মায়ের পূজা উপলক্ষে মিলিত হতে যাচ্ছে দেশী–বিদেশী শোষকের দল!

বৃদ্ধ সাথী ঃ ভুলে যেয়ো না ভৈরব, তুমি এই রাতের অন্ধকারে পথ চলছ এক বিশেষ লক্ষ্যে। এখানে দাঁড়িয়ে আবেগ প্রকাশ করা তোমার উচিত হবে না। চলতে আরম্ভ কর। আমরা আড়ালে থেকে তোমার অনুসরণ করছি।

ভৈরব ঃ চলি খুড়ো।

(ভৈরব মিত্র চলে যায়, অন্যদিকে বৃদ্ধ সাথী। অদূর থেকে তখন ভেসে আসছে শাঁখের শব্দ)

(শাঁখের শব্দ থামে। কথা বলতে বলতে আসে কৃষ্ণদেব রায়, বেনজামিন ও মনোহর রায়)

কৃষ্ণদেব ঃ বেনজামিন সাহেব, চুতনার এই তরুণ জমিদার মনোহর রায়কে লক্ষ্য করেই আমাকে আবারও বলতে হচ্ছে– আমরা এদেশে যেসব জমিদার–নীলকর আছি, সবাই শান্তি–শৃঙ্খলায় বসবাস করতে চাই।

মনোহর ঃ শান্তি–শৃঙ্খলায় বসবাস করতে কে না চায় বলুন কৃষ্ণদেব রায়?

বেনজামিন ঃ হাঁ বাবু কিষেণদেব, আমরা সকল নীলকর–জমিদার শান্তি চাই।

কৃষ্ণদেব ঃ কিন্তু অহাবী তিতুমীর সে–শান্তি নষ্ট করে আমাদের বিরুদ্ধে সকল চাষা–ভূষাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

মনোহর ঃ কিন্তু যতটুকু জানি– তিতুমীর ছিল এক ধর্ম–সংস্কারক। তাকে সে

www.pathagar.com

কাজে বাধা দিয়েই করে তোলা হয়েছে এক দুর্ধর্ষ কৃষক-বিদ্রোহী।

কৃষ্ণদেব ঃ তার ধর্ম-সংস্কার এক ছদ্ম আবরণ মাত্র। সে চায়— এদেশ থেকে কোম্পানীকে তাড়িয়ে হিন্দুদের দমন করে আবার মুচলমান রাজ্য স্থাপন করতে। সে লক্ষ্যেই ছোটলোকদের নিয়ে তৈরি করেছে এক বিদ্রোহী বাহিনী। নারকেলবাড়িয়ায় গড়ে তুলেছে এক যুদ্ধ-কেল্লা। লোক দেখানোভাবে বাঁশ দিয়ে তৈরি হলেও বিদ্রোহীদের জন্য তা হতে যাচ্ছে এক সুরক্ষিত আশ্রয়-দুর্গ!

বেনজামিন ঃ এই সকল খবর আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

মনোহর ঃ কিন্তু বাংলার খেটে-খাওয়া মানুষেরা তাকে সমর্থন করছে কেন তা কি আমাদের ভেবে দেখা উচিত নয়? ভেবে দেখা উচিত নয়- কেন বাংলার কৃষককুল আজ ভূমিদাসে পরিণত?

বেনজামিন ঃ (কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে) আপনারা নিজেদের মতভেদ নিয়া আলাপ করুন, আমি দেখি সেনানায়ক আর্থার কলিন্স কোথায় আছে। হাঁ— আমাদের কথা, নিজেদের শান্তি আমরা নিজেরাই রক্ষা করব। নিজেদের স্বার্থ বিকাইয়া দিতে আমরা এই দেশে আসি নাই। উইশ ইউ গুড লাক মনোহর বাবু!

(বেনজামিন চলে যায়, আসে নায়েব বাবু)

কৃষ্ণদেব ঃ কি সংবাদ নায়েব? তিতুর লোকদের কাছে পরওয়ানা জারী করা হয়েছে?

নায়েব ঃ আজ্ঞে কর্তা, সে কাজ সুসম্পন্ন।

মনোহর ঃ পরওয়ানার মর্মার্থটা কি শুনতে পারি না কৃষ্ণবাবু?

কৃষ্ণদেব ঃ অবশ্যই পারেন। নায়েব!

নায়েব ঃ পরওয়ানা মানে যারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাটবে, বাপ-পিতামোর রাখা গোপাল-নেপাল-গোবর্ধন এসব নাম বদলে আরবী ভাষায় অহাবী নাম রাখবে, মসজিদ তৈরি করবে তাদেরকে জমিদারী সেরেস্তায় সে সবের জন্য একটা খাজনা দিতে হবে।

মনোহর ঃ চমৎকার! আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাগ্যে আগেই স্বর্গীয় হয়েছেন- নইলে পরওয়ানা বলে হয় দাড়ি কাটতে হত, নয়তো খাজনা দিতে হত! যাক, আমি মায়ের পূজা-স্থলটা ঘুরে আসি। (চলে যায়)

কৃষ্ণদেব ঃ হিন্দুকুলের কলঙ্ক!

(রামচন্দ্র আসে, নায়েব চলে যায়)

এস দেওয়ান রামচন্দ্র! তারপর, তোমার সাহেবরা কি দেখছে?

www.pathagar.com

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, দেখছে অনেক কিছুই। কিন্তু একটা ব্যাপারে বড় মুস্কিলে পড়েছি।

কৃষ্ণদেব : কেন, তোমাদের দুরন্ত সেনানায়ক আর্থার কলিন্সের নজর কোথাও পড়েছে নাকি?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে, পড়েছেও বড় বেজায়গায় কর্তা। মানে—পুরুত মশাইর ঘরে বড় বেসামাল জিনিস রয়েছে কিনা, তাই...

কৃষ্ণদেব : (বিস্মিত কণ্ঠে) বল কি, আমার কুল-পুরোহিতের বিধবা কন্যা নির্মলা...(দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে) কালী কৈবল্যদায়িনী।

(মন্দিরে শাঁখ বেজে ওঠে)

রামচন্দ্র : কথাটা শুনে আমার মাইন্ডেও খুব শক্ লেগেছিল কর্তা। কিন্তু সাহেবদের নীলকুঠির দেওয়ান...মানে অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট তো...

কৃষ্ণদেব : হুঁম্, এতটা নীচে যেতে –

রামচন্দ্র : (হঠাৎ একটা পথ পাওয়ার ভঙ্গিতে) কর্তা, নির্মলার ভবিষ্যৎ তো শেষ। এখন এই শেষটুকু নিয়ে একটা গেম্ খেলতে পারলে—

কৃষ্ণদেব : দেখ রামচন্দ্র, আমি এ সব নোংরা কথা শুনতে বা জানতে চাই না।

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, আন্ডারষ্ট্যান্ড করেছি। এতেই আমার মুস্কিল আসান হয়ে গেছে। এবার—(বিশ্রীভাবে হাসে)

কৃষ্ণদেব : কুঁই কুঁই করে হাসো আর যা-ই কর- মনে রেখো, তিতুকে দমন করতে না পারলে—

রামচন্দ্র : তিতুকে দমন? ওটা মনে করুন হয়ে গেছে! কর্তা যদি কিছু মাইণ্ড না করেন তো বলি- হাতী ঘোড়া গেল তল, মুষিক বলে কত জল। নবাব-সুলতানরা ভেস্তে গেল, আজ এল তিতুমীর! তিতপুঁটি চেনেন কর্তা, তিতপুঁটি? এক প্রকার মাছ, স্মল- ছোট্ট, নতুন জলে বড়ই ছুটাছুটি করে- হেঃ হেঃ হেঃ—

কৃষ্ণদেব : করুক। তবু তুমি সাহেবদেরকে ভাল করে বুঝাবে। তুমি শিক্ষিত।

রামচন্দ্র : ইংলিশ শিক্ষিত কর্তা। এবং সাহেবদের অতি বিশ্বস্ত।

কৃষ্ণদেব : তিতুর বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি হচ্ছে ওই গোলাম মাসুম।

রামচন্দ্র : আঁ-হাঃ হাঃ হাঃ-সেনাপতি! তিতুর আবার বাহিনী, তার আবার সেনাপতি? নাহ্, আর হাসব না কর্তা। বেশি হাসলে আবার চোখ দিয়ে ওয়াটার বেরোয়। গেম্ আরম্ভ করে দিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখবেন কর্তা- কোথাকার ওয়াটার কোথায় গিয়ে ষ্ট্যান্ড্ করে। আসি। কলিন্স সাহেব আবার পাগলা কুকুর হয়ে আছে।

(চলে যায় রামচন্দ্র, নায়েব আসে)

www.pathagar.com

নায়েব ঃ তিতুর কাছ থেকে এক পত্রবাহক এসেছে কর্তা।

কৃষ্ণদেব ঃ (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) আহ্, আবার তিতু! আমার পরওয়ানার প্রতিবাদপত্র নিয়ে নিশ্চয়? এই স্পর্ধার যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর। মন্দিরে গিয়ে দেখ, মা আমার রক্তলাল জিহ্বা মেলে হাসছেন। যাও।

(নায়েব চলে যায়। মন্দিরে আবার কাঁসর-ঘন্টা বেজে ওঠে)

কালী করালী! তোর রক্তের লালসা পূর্ণ হোক মা!

(দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে চলে যায় কৃষ্ণদেব)

(উদ্‌ভ্রান্ত ভৈরব মিত্র পথে এসে দাঁড়ায়)

ভৈরব ঃ এলাকায় তো এলাম। কিন্তু তাঁর সন্ধান- কে?

(এক প্রৌঢ় মুসলমান আসেন)

প্রৌঢ় ঃ এই অন্ধকার পথে একা দাঁড়িয়ে-কোথায় যেতে চান আপনি?

ভৈরব ঃ আমি সংগ্রামী পুরুষ তিতুমীরের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

প্রৌঢ় ঃ আপনার পরিচয়?

ভৈরব ঃ নীলকরদের অত্যাচারে ঘরহারা আমি ভৈরব মিত্র।

প্রৌঢ় ঃ কিন্তু তিতুমীর তো শুনেছি এক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি! তার কাছে কি সহযোগিতা আপনি আশা করেন?

ভৈরব ঃ দুঃখী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে এক হয়ে কাজ করার সহায়তা।

প্রৌঢ় ঃ আচ্ছা ? হুঁম্, আর একটু এগোলেই গোলাম মাসুমের বাড়ি। সেখানে হয়তো দেখা পাবেন তার। আদাব।

ভৈরব ঃ আদাব। (চলে যান প্রৌঢ় মুসলমানটি)

শান্ত সৌম্য চেহারা-কিন্তু পরিচয়টাও জিজ্ঞাসা করলাম না! কে?

বৃদ্ধ সাথী ঃ (এগিয়ে এসে) ভৈরব মিত্র! তিতুমীরের এই এলাকায় শত্রু পক্ষের লোকও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় না মনে কর? এত সহজে মনের সব কথা খুলে বলছ কেন? যাক, এগিয়ে যাও। শীঘ্রই তার সন্ধান পাবে। আমরা কাছাকাছিই থাকব।

(চলে যায় বৃদ্ধ সাথী। ভৈরব যেতে পা বাড়ায়, তখনই কাছেই শোনা যায় নির্মলার আর্তকণ্ঠ-)

নির্মলা ঃ বাঁচাও! কে আছ-বাঁচও।

ভৈরব ঃ কে, কে তুমি মা এমন করে দৌড়ে এলে? কি হয়েছে তোমার?

নির্মলা ঃ আমি কৃষ্ণদেবের কুল-পুরোহিতের কন্যা। ওই শয়তান আমাকে ধাওয়া করেছে!

ভৈরব ঃ কে ধাওয়া করেছে, কারা?

(ছুটে আসে মদমত্ত আর্থার কলিন্স)

www.pathagar.com

কলিঙ্গ ঃ কাঁহা হ্যায় মেরা ডার্লিং? ও, তুমি এখানে আছ? (ভৈরবকে) এ্যাণ্ড্ ইউ? কৌন্ হ্যায়?

(হাঁপাতে হাঁপাতে রামচন্দ্র আসে)

রামচন্দ্র ঃ এই যে ফাইণ্ড্ আউট করা গেছে! ... কে? ও, ভৈরব মিত্র?!

ভৈরব ঃ আর তুমি গোকনাকুঠির দেওয়ান নীলকরদের চর রামচন্দ্র?

নির্মলা ঃ হ্যাঁ বাবা, ওই তো আমাকে সাহেবের ভয় দেখিয়ে পালাতে বলেছিল।

কলিঙ্গ ঃ লিভ্ হার নিগার। নির্মালাকে ছোড় দাও।

ভৈরব ঃ তা আর হয় না সাহেব। তুমি ফিরে যাও।

কলিঙ্গ ঃ (হাতের পিস্তল উঁচিয়ে) দেখিতে পাও— হাতে আমার পিস্তল আছে?

(তখনই নীরবে পেছন দিক দিয়ে আসে বল্লম হাতে গোলাম মাসুম। মাসুমের বল্লম ছুঁয়ে আছে কলিঙ্গের পিঠ)

মাসুম ঃ তার আগেই অন্ধকারে তোমার পিঠ ছুঁয়ে আছে আমার বল্লমের মুখ! স্থির হয়ে দাঁড়াও আর পিস্তল নামাও সাহেব।

রামচন্দ্র ঃ এ কি হ্যাপেন্ করল স্যার? বল্লম হাতে গোলাম মাসুম! লোকজন ডাকতে হয়।

(মুহূর্তে কেটে পড়ে। পিস্তল নামিয়ে মাসুমের মুখোমুখি দাঁড়ায় কলিঙ্গ)

কলিঙ্গ ঃ তুমি তিতুর সেনাপতি মাসুম আছ?

মাসুম ঃ আর তুমি নীলকর সেনানায়ক আর্থার কলিঙ্গ?

কলিঙ্গ ঃ তোমাকে আমি স্মরণে রাখিব।

মাসুম ঃ নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।

(কলিঙ্গ চলে যায়)

ভৈরব ঃ আপনি সিংহ-শাবক সেই গোলাম মাসুম? আমি ভৈরব মিত্র।

মাসুম ঃ আমাদের এই পরিচয় শুভ হোক। একে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

(সবাই চলে যায়)

(প্রাসাদ-কক্ষে আসে কৃষ্ণদেব রায়, পেছনে রামচন্দ্র। পিশাচসম চাপা উত্তেজনায় আর আনন্দে কথা বলছে রামচন্দ্র)

রামচন্দ্র ঃ চরম বিপদের মধ্যেও গেম্‌টা বেশ জমে উঠেছে কর্তা। এমনভাবে খেললাম যে নির্মলাকে পেয়ে-পেয়েও পায় নি কলিঙ্গ সাহেব। ফলে পাগলা কুকুর আরও পাগলা। কিন্তু আমি জোর পাই না।

কৃষ্ণদেব ঃ কেন, কি হয়েছে তোমার?

রামচন্দ্র ঃ ধারালো সব অস্ত্রের ভয়! কখন দেহে ঢুকিয়ে দেয়। তার ওপর হিন্দু কুলাঙ্গার নীল-বিদ্রোহী ওই ভৈরব মিত্র!

কৃষ্ণদেব ঃ ভৈরব মিত্র?

রামচন্দ্র ঃ যোগ দিয়েছে তিতুর দলে!

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব : তাই নাকি? তাহলে তো দেরী করা উচিত নয়। রামচন্দ্র, দেহে-মনে শক্তি আনো। ওদের দমন করতে বেনজামিন এক পায় খাড়া। কালীপ্রসন্ন বাবুর অনুরোধে মোল্লাআটি কুঠির ম্যানেজার ডেভিসও পাঠাবেন তার দুর্ধর্ষ বাহিনী। এবার সশস্ত্র আক্রমণ- যুদ্ধ। আজ বাদে কাল। কি হল? কথা বল রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র : শুকনা- গলা আমার শুকনা! কথা বেরুতে চায় না।

কৃষ্ণদেব : এস আমার সঙ্গে। ঘোলের শরবত খাবে- সঙ্গে মেশানো থাকবে মায়ের প্রসাদী কারণ। এস।

(কৃষ্ণদেবের পেছনে পেছনে যায় দুর্বলদেহ রামচন্দ্র)

(মাসুমের বাড়িতে একদিক থেকে আসেন সেই প্রৌঢ় মুসলমান, অন্যদিক থেকে ভৈরব মিত্রসহ মাসুম)

প্রৌঢ় : তোমার বাড়ি ফিরতে এত দেরী মাসুম? সঙ্গে তোমার-

মাসুম : আমাদের নতুন সাথী ভৈরব মিত্র। বন্ধু ভৈরব, আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সৈয়দ নিসার আলী ওর্ফে তিতুমীর।

ভৈরব : পথের অন্ধকারে আপনার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিল হযরত!

তিতুমীর : ভৈরব মিত্রের নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। নদীয়া জেলার সেই কৃষক বীর সর্দার বিশ্বনাথ। শোষকেরা নাম দিল 'বিশে ডাকাত'।

ভৈরব : তাঁরই নেতৃত্বে আরম্ভ হল কৃষকদের প্রথম নীল-বিদ্রোহ।

তিতুমীর : আপনি সেই সর্দার বিশ্বনাথের শিষ্য ভৈরব মিত্র!

ভৈরব : আজ সর্বহারা। এই বুকের আগুন ছাড়া কিছুই আর বাকী নেই!

তিতুমীর : আপনার সাক্ষাত যখন পেলাম, পথে ছিল অন্ধকার। স্থির করলাম- আমরা পরিচিত হব দিনের আলোয়, যখন কারও মনে থাকবে না ভ্রান্তিজাত কোন সংশয়।

ভৈরব : সংশয়মুক্ত হয়েই আমি পথে বেরিয়েছি হযরত!

(একটি ঘোড়া ছুটে এসে থামে। ক্ষণপরে এগিয়ে আসে মনোহর রায়)

মাসুম : আপনি... মনোহর রায় এখানে?

মনোহর : শুনেছি কৃষ্ণবাবুর পুরোহিত-কন্যাকে আপনি ধরে এনেছেন?

তিতুমীর : এর পরেও আপনি একা এসেছেন এই দুশমনের ডেরায়?

মনোহর : সে সাহস আমার আছে। আছে না ভৈরব মিত্র?

ভৈরব : দেশী জমিদার-নীলকরদের মধ্যে মনোহর রায় ব্যতিক্রম।

www.pathagar.com

মনোহর ঃ নির্মলা সংক্রান্ত আমার প্রশ্নের উত্তর?

ভৈরব ঃ আপনি হয়তো কৃষ্ণবাবুর বাড়ি থেকেই এখানে এসেছেন। নিজের বাড়ি হয়ে এলে দেখতে পেতেন– মা নির্মলা রয়েছে এখন আপনারই মায়ের আশ্রয়ে। আর্থার কলিঙ্গের গ্রাস থেকে রক্ষা করে নির্মলার ভবিষ্যৎ ভেবে মাসুম সাহেবই এ ব্যবস্থা করেছেন। একাজে আমি ছিলাম মাসুম সাহেবের সাথী।

মনোহর ঃ সত্যিকার ঘটনা তাহলে এই-ই?

ভৈরব ঃ মনোহর বাবু! মনের দ্বিধা কাটিয়ে কর্তব্য নির্ণয়ের সময় কি এখনও আসে নি? এই বাংলা যে আজ ...

মনোহর ঃ আহ্! কেন বুঝতে পারছ না ভৈরব— আমিও একজন জমিদার–নীলকর! ... যাক, আমি আসি।

(বেরিয়ে যায়। ঘোড়াটি আবার ছুটে চলে দূরে)

তিতুমীর ঃ আমাদের আহ্বান এখনও প্রতি ঘরে পৌঁছায়নি ভৈরব। ভ্রান্তির কলরোলে সে-আহ্বান আজও তলিয়ে যায়! কে? ও, মতিউল্লাহ্! কৃষ্ণদেবের আবারও কোন নতুন পরওয়ানা?

মতিউল্লাহ্ ঃ জ্বি না, পরওয়ানা নয়। কৃষ্ণবাবুর বাড়ি থেকে খবর নিয়ে এসেছি।

তিতুমীর ঃ খবর?

মতিউল্লাহ্ ঃ আপনার পত্রবাহক আমিনুল্লাহ্–

তিতুমীর ঃ কি হয়েছে আমিনুল্লা'র?

মতিউল্লাহ্ ঃ আপনার পত্রবহনের অপরাধে সে জীবন দিয়েছে।

সকলে ঃ আমিনুল্লাহ্ নিহত?

তিতুমীর ঃ ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন!

মতিউল্লাহ্ ঃ আপনি আমাকে পথের সন্ধান দিন হযরত! কৃষ্ণদেবের পাইকগিরি থেকে আমি ইস্তফা দিয়ে এসেছি।

তিতুমীর ঃ মাসুম, ভৈরব! নতুন ফেরাউন ওই কৃষ্ণদেব রায়। মতিউল্লাহ্! জমেছে অনেক অশ্রু, অনেক রক্তের ঋণ! আর কোন দ্বিধা নয়। আজ থেকে শুধু প্রতিরোধ, প্রতিশোধ!

(অদূরে মিসকিন শা'র হাসি শোনা যায়)

কে? কে হাসছেন এমন করে?

মিসকিন ঃ হাঃ হাঃ হাঃ–ওরে তিতু! তিতুমীর!

(মিসকিন শাহ্ এগিয়ে আসেন)

www.pathagar.com

তিতুমীর ঃ আপনি...আপনি হযরত?!

মিসকিন ঃ এসেছি। ... তোমার কাছে।

তিতুমীর ঃ হযরত শাহ্ কামালের প্রিয় খলিফা আপনি মিসকিন শাহ্ এসেছেন আমার কাছে? এ যে আমার পরম সৌভাগ্য!

মিসকিন ঃ না না, সৌভাগ্য আমার যে আসতে পেরেছি!

তিতুমীর ঃ কিন্তু আপনার কাঁধে এ কিসের বোঝা?

মিসকিন ঃ বোঝা? চালডালের, কাপড়চোপড়ের। দিয়েছে, সবাই দিয়েছে। যার কাছে চেয়েছি, কেউ ফিরিয়ে দেয় নি!

তিতুমীর ঃ কিন্তু এসব কার জন্য হযরত?

মিসকিন ঃ আমিনুল্লাহ্ তো শহীদ হয়েছে! আর ওই কালীপ্রসন্ন কয়েদ করেছে মনসুর হাজীকে। ওদের ছেলেমেয়ে রয়েছে- গরীব! ওদের এসব লাগবে তো! কিছু বুঝতে পারছ না? বোকা—হাঃ হাঃ হাঃ ... আমি এসেছি তোমার পাশে দাঁড়াতে। আল্লাহ আল্লাহ্, আল্লাহ্ হক, আল্লাহ্ হক!

তিতুমীর ঃ হযরত, আমার ক্বলব্ অস্থির হয়ে উঠছে! আমি সহ্য করতে পারছি না- আমাকে দোয়া করুন হযরত!

মিসকিন ঃ দোয়া ? হাঃ হাঃ হাঃ—পাগল! দোয়া যাঁদের করবার কথা, করছেন। সবাই। তুই যে আমার নবীজির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চলেছিস! মুক্তি—আন্দোলনের নাম দিয়েছিস মুহাম্মদী আন্দোলন! আহ্ তিতু! আরব—দুলাল মহাভিখারী সেই নবীজির স্বপ্নকে তুই সফল করে তোল্। আল্লাহ্ হক। ... যাই। ওরা সব এতিমের অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! আসব, আবার আসব, আবার!

(হাসতে হাসতে চলে যান মিসকিন শাহ্)

তিতুমীর ঃ ওরে, আর ভয় নেই। মহান দরবেশের দোয়া পেয়েছি। এবার শুধু কাজ আর কাজ। রাত্রি শেষ!

মাসুম ঃ এবার শুধু মিলিত কণ্ঠের ঘোষণা-

ভৈরব ঃ জাগো বাংলার জনগণ জাগো!

তিতুমীর ঃ জাগো বাংলার ব্যাঘ্র—শাবকেরা জাগো!!

(নেপথ্যে কোলাহল, আগুন লেগেছে অদূরে। বাঁশ ফাটার শব্দ)

মাসুম ঃ কার বাড়িতে আগুন লেগেছে!

তিতুমীর ঃ শিগগীর ছুটে চল!

www.pathagar.com

(সবাই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। বাঁশ ফাটা চলতে থাকে)

(নিজের কক্ষে কথা বলছেন কৃষ্ণদেব ও মনোহর রায়)

কৃষ্ণদেব ঃ মায়ের লীলা বোঝে কার সাধ্য মনোহর রায়? হ্যাঁ, মেয়েটিকে এখানেই তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন না কেন? তার পিতা আশ্রয় না দিলেও আমি তো ছিলাম?

মনোহর ঃ মেয়েটি এখানে তেমন নিরাপদ মনে করছে না।

কৃষ্ণদেব ঃ হাঃ হাঃ হাঃ— শোন কথা। নিজের পিতা, আমিও পর নই, অথচ এখানে আসতে চাইছে না। কি আশ্চর্য! শাস্ত্রে বলে অবিশ্যিঃ

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

আপনি আমি সাধারণ মানুষ মনোহর রায়। নারী চরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

মনোহর ঃ কিন্তু এর মধ্যে রহস্যোদ্‌ঘাটনের কি আছে? আমি যতদূর ভাবতে পেরেছি, মনে হয়েছে অন্যায় তিতুর দল করছে না, করছেন আপনারা, করছি আমরা।

কৃষ্ণদেব ঃ মনোহর রায়! আপনি যে মন নিয়ে এ-জগৎকে দেখেন, জগৎটার ঠিক সেই রূপটি নেই। আপনার মন কোমল, সুন্দরের ধ্যানই আপনার মনের কাম্য। কিন্তু জানেন তো, কোন সত্যই চরম সত্য নয়। আপনি যা ভেবেছেন, তার বাইরেও সত্য থাকতে পারে।

মনোহর ঃ কিন্তু মাসুম আর ভৈরব মিত্র যে মেয়েটিকে নেয় নি, নিতে চেয়েছিল আপনারই বন্ধু আর্থার কলিন্স- এ বিষয়ে তো আর আপনি সন্দেহ করতে পারেন না?

কৃষ্ণদেব ঃ যদি বলি, মেয়েটির চরিত্রের দুর্বলতা বশতঃই মাসুম-ভৈরবের হাতে পড়ে তাদের বোল বলছে, তাহলে? যদি বলি কলিন্স সাহেব মেয়েটির চরিত্রের স্বরূপ জেনে মাসুম-ভৈরবের সঙ্গে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, তাহলে আপনি অবিশ্বাস করবেন কি করে? আরও যদি বলি, মাসুম-ভৈরবই কলিন্স ও তার পিতার হাত থেকে নিরাপদ অভিপ্রেত স্থানে রাখবার জন্যই মনোহর রায়ের কোমল মনের সুযোগ নিয়েছে, তাহলে?

মনোহর ঃ তাহলেও মেয়েটির মুখের স্বীকৃতিতে আপনার সমস্ত সন্দেহই অমূলক প্রমাণিত হয়ে যায়। আপনার সন্দেহ সন্দেহই। তাকে সত্যের আলোকে তুলে ধরবার মত প্রমাণ আপনার নেই।

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব ঃ তাহলে জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটি তার পিতার কাছে ফিরে আসতে চায় না কেন?

মনোহর ঃ কারণ, সে জানে তার পিতা তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কৃষ্ণদেব ঃ কিন্তু আরেকটি কথা। কলিন্স সাহেব আমার বাড়িতেই মেয়েটিকে আক্রমণ করতে পারতেন। তিনি ওকে গাঁয়ের পথে ধরতে যাবেন কেন? আর ঠিক সেই সময়ই মাসুম আর ভৈরব মিত্র তাকে রক্ষা করবার জন্য ওখানে হাজির হবে কেন? আপনার চিন্তাকে এ-পথেও বিচরণ করতে অনুরোধ জানাই মনোহর রায়।

মনোহর ঃ বেশ, চিন্তা আমি করব। আবার আসব আমি।

কৃষ্ণদেব ঃ কিন্তু এ-ঘটনার সঙ্গে তিতুকে দমন করার কি সম্পর্ক আছে? আমরা কি হিন্দু হিসাবেই এক হয়ে সংগ্রাম করতে পারি না?

মনোহর ঃ কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, আমার এ-হিন্দুত্ব ফলাতে গিয়ে দেশের কোন অমংগল না হয়।

(চলে যায়। রামচন্দ্র আসে সন্তর্পণে)

রামচন্দ্র ঃ কর্তা!

কৃষ্ণদেব ঃ কি ব্যাপার রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র ঃ ব্যাপার সাংঘাতিক কর্তা। সে এসেছে।

কৃষ্ণদেব ঃ কে এসেছে রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র ঃ সে। যার জন্য এত প্ল্যান সে এসেছে।

কৃষ্ণদেব ঃ স্পষ্ট করে বল, কে এসেছে?

রামচন্দ্র ঃ নির্মলা।

কৃষ্ণদেব ঃ এ্যাঁ, নির্মলা এসেছে? (মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠে) যাতে আবার যথাস্থানে সে ফিরে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা কর। সাহেব যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, নির্মলা এখানে এসেছিল।

রামচন্দ্র ঃ ব্যাপারটা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড্ করতে পারলাম না কর্তা।

কৃষ্ণদেব ঃ রামচন্দ্র! তুমি একটি বোকা। কলিন্স সাহেবকে আমার চাই। কলিন্স সাহেবকে পাওয়ার অর্থ তার দুরন্ত স্বভাবকে পাওয়া। সাহেব নির্মলাকে এখন পেতে পারে না। পেতে আমি দেব না। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান চাষীর সমর্থনও আমার দরকার। তুমি যাও।

(দু'জন দু'দিকে চলে যায়)

www.pathagar.com

(গাঁয়ের পথ। আলাপ করতে করতে এসে দাঁড়ায় তিতুমীর ও শেখজী)

শেখজী : ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ পর্যন্ত যা করবার সাহস পায় নি, কৃষ্ণদেব তাই করল! মসজিদ পুড়িয়ে দিয়ে মুসল্লীদের পুড়িয়ে মারল!

তিতুমীর : এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই শেখজী। ইংরেজ চায় রাজত্ব আর শোষণ। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টিতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হবে তাদের। কিন্তু কৃষ্ণদেব যে এ দেশকে ইসলাম-মুক্ত করতে চায়!

শেখজী : কিন্তু এতগুলো মুসলমানকে নির্মূল করার কল্পনা তার আসে কি করে?

তিতুমীর : ভুল করলেন শেখজী। নামধারী মুসলমানের সংখ্যা সে কমাতে চায় না, চায় মুসলমানের বুক থেকে খাঁটি ইসলামকে মুছে ফেলতে, মোহ বিস্তার করে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

শেখজী : কিন্তু জুলুম করে জাগ্রত মানুষকে সে ঘুম পাড়াবে কি করে?

তিতুমীর : জাগ্রত যারা, তারা যদি ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘুমন্তের মত শুয়ে থাকে, তবেই তার আশা সফল হয়। এখানেই আমাদের মনোবল ও ঈমানের পরীক্ষা শেখজী। যে আগুনে মসজিদ পুড়ে গেল, সে আগুনকে ভয় করি আমি তখনই, যখন তা আমাদের ঈমানকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত। কিন্তু এ আগুনে সেই ঈমানের কালিমা পুড়ে যদি খাঁটি সোনা হয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে, তাহলে অচিরেই আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারব এমনি কত মসজিদ।

শেখজী : কিন্তু কোম্পানীর এ কি অবিচার? আমাদের নালিশে তারা কর্ণপাতও করলেন না। আমার মনে হয়, শক্তি দিয়ে সকল জালেমের মোকাবিলা করা উচিত।

তিতুমীর : এখনও তার সময় আসে নি শেখজী। এখন আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন।

(মাসুম আসে)

মাসুম : কিন্তু দুশমন আজ আমাদের সেই বড় প্রয়োজনের মূলেই আঘাত হানছে জনাব। অঙ্কুরিত শক্তিকে ধ্বংস করতে তারা বদ্ধপরিকর। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াসের মাঝখানে হিংসার প্রাচীরকে সুদৃঢ় করার জন্য কৃতসংকল্প।

তিতুমীর : কিন্তু মাসুম। এখনও যে আমাদের লাঞ্ছিত ভায়ে'রা একত্রিত হয় নি!

(ভৈরব মিত্র আসে)

ভৈরব : তাদের একত্রিত করার জন্যই, অঙ্কুরিত শক্তির কিশলয়কে বিরাট মহীরুহে পরিণত করার জন্যই, আজ আত্মরক্ষার প্রয়োজন জনাব।

www.pathagar.com

তিতুমীর : আমার শুধু ভয়, সেই কচি কিশলয়ের গায়ে না জানি কত বড় আঘাত লাগে! আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শক্তি সঞ্চয়ের, লাঞ্ছিত হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বের।

ভৈরব : কিন্তু কৃষ্ণদেব নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই জনাব।

মাসুম : আমি শুধু আত্মরক্ষার আবেদনই জানাতে চাই জনাব। ... কে, নির্মলা?

(নির্মলা আসে)

নির্মলা : হ্যাঁ, আমি। আমি আবার ফিরে এসেছি আমার বাড়ি থেকে।

ভৈরব : কিন্তু সেখানে তুমি গেলে কেন মা? যদি কৃষ্ণদেব তোমাকে ফিরে আসতে বাধা দিত?

মাসুম : মনোহর রায়ের বাড়ি কি তোমার জন্য নিরাপদ ছিল না?

নির্মলা : ছিল। কিন্তু আমাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে নীলকরের কাছে মনোহর রায় নিরাপদ ছিলেন না। তাঁর মায়ের এই শঙ্কা বুঝেই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার পিতার আশ্রয়ে।

তিতুমীর : সে আশ্রয় কি তোমার ভেঙে গেছে মা?

নির্মলা : হ্যাঁ বাবা, কৃষ্ণদেবের স্বার্থের আঘাতে সে আশ্রয় আমার ভেঙে গেছে। আমি নাকি জাতিভ্রষ্টা! কালী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বাবা আমাকে এই কথাই বললেন।

ভৈরব : জনাব, আমাদের নামে কলংক দিতে, হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেই কৃষ্ণদেবের প্রয়োজন ছিল নির্মলাকে এমনিভাবে ঘরহারা করবার।

নির্মলা : বাবা, পথের অন্ধকার কি দূর হবে না?

তিতুমীর : হবে মা, হবে। তোর কোলের এই শিশুকে বাঁচিয়ে তোল্ মা। তাকে বড় কর্, মানুষ কর্। আজ হিন্দু-মুসলমান ভুল করছে সত্য, কিন্তু তোর ছেলে সে ভুল করবে না। যে দিন তোর অপমানের কথা সে বুঝতে পারবে, সেদিন কৃষ্ণদেবের দল এত সহজে ওদের ভুল বোঝাতে পারবে না। আজ যদি মা রাতের অন্ধকার তোর চলার পথ ঢেকে দেয়, কাল ওর মনের সত্যে সে পথ তোর আলোময় হয়ে উঠবে। ভৈরব মিত্র, আমার মায়ের ব্যবস্থা কর।

ভৈরব : তুমি কোথায় যাবে মা?

নির্মলা : যেখানে এই শিশু নিরাপদে থাকবে, ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে আজ থেকে আমি সেখানেই থাকব।

www.pathagar.com

ভৈরব : এস!

(নির্মলা ও ভৈরব চলে যায়। মতিউল্লাহ্ আসে)

মতিউল্লাহ্ : জনাব! এক দুঃসংবাদ পেয়েছি।

তিতুমীর : আবার কি কৃষ্ণদেবের দল আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

মতিউল্লাহ্ : জ্বি জনাব। এবার আসছে কৃষ্ণদেব, বেনজামিন, কলিন্স আর ডেভিস সাহেব। তাদের একদল আসছে ইছামতি দিয়ে, অন্যদল আসছে স্থলপথে।

তিতুমীর : মাসুম!

মাসুম : আমরা প্রস্তুত জনাব। আজ শুধু আত্মরক্ষা নয়, আজ নীলকর ও কৃষ্ণদেবের দলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আগুনে হাত দিলে সেই হাত পোড়ে।

তিতুমীর : তুমি ইছামতির দিকে রওয়ানা হও, আর আমি থাকছি অন্যদলের মোকাবিলা করতে। ভয় নেই মাসুম, আল্লাহ্ আছেন।

(একদিকে তিতু ও মতি, অন্যদিকে মাসুম ও শেখজী পা' বাড়ায়)

(কৃষ্ণদেবে কক্ষে কথা বলতে বলতে আসে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণদেব রায়)

রামচন্দ্র : ইতিমধ্যেই–ইতিমধ্যেই দু'টি চমৎকার গেম্ সুসম্পন্ন কর্তা। এক, হিন্দু জনসাধারণ জেনে গেছে– পুরোহিত–কন্যাটিকে ঘরের বার করে হস্তগত করেছে তিতুর ভাগ্নে এ্যাণ্ড সেনাপতি গোলাম মাসুম। দুই, মুচলমান জনসাধারণ জেনে গেছে– কৃষ্ণবাবুকে দোষী করার মানসে কায়দা করে তিতুর দলই পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের জুম্মা ঘর, জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে দু'জন মুচল্লীকেও। অথচ দোষী করা হচ্ছে হিন্দুদের!

কৃষ্ণদেব : কিন্তু তোমার এই ঘোরপ্যাঁচ যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে?

রামচন্দ্র : প্যাঁচ এত ঘোর যে এই ঘোরপ্যাঁচ খুলতে খুলতেই জমিদার–নীলকরদের আগত যুদ্ধে আশা করি তিতুর দল ফিনিস!

কৃষ্ণদেব : হ্যাঁ, আক্রমণের সব আয়োজন সমাপ্ত। এই দিনের পর আসছে রাত। সেই রাতেই উপযুক্ত শিক্ষা পাবে ওই তিতুর চাষী–বাহিনী। এস।

(ওরা চলে যায়। শোনা যায় কাকের শব্দ–কা কা। তারপর আরম্ভ হয় জোর বাতাস)

(সাহানার কোঠায় কথা বলতে বলতে আসে সাহানা ও পরিচারিকা)

www.pathagar.com

সাহানা : নসিবন! আজকের এই দুর্যোগের রাত কি শেষ হবে না?

নসিবন : হবে বিবিসাহেবা, হবে। একটু আগে পাখী ডাকল গাছে গাছে। অর্ধেক রাত কেটে গেছে। কিন্তু আপনি কি একটুও ঘুমাবেন না?

সাহানা : ঘুম? নসিবন, মনে হয়- ঘুম আমাকে বরাবরের মত ছেড়ে যাচ্ছে!

নসিবন : এমন কথা বলতে নেই বিবিসাহেবা!

সাহানা : জান না, আমার জীবনের শান্তি ওই ইছামতির বুকে দুশমণের মুখোমুখি? দুর্যোগে যদি তাঁর নৌকা সহসাই ডুবে যায়?

নসিবন : আল্লা'র নাম নিয়ে যে নৌকায় উঠেছেন তিনি, সে নৌকা কোনদিন ডুববে না বিবিসাহেবা।

(বাইরে কিছু লোকের কথাবার্তা)

কিন্তু যদি–ওই, ওই বুঝি এসে গেছে আমার দুরন্ত বিজয়ী!

নসিবন, তার অভ্যর্থনার আয়োজন কর।

(ডাকতে ডাকতে আসে গোলাম মাসুম, চলে যায় নসিবন)

মাসুম : সাহানা, সাহানা!

সাহানা : এই যে আমি। সুখবর?

মাসুম : দুশমণরা পরাস্ত হয়ে পালিয়েছে!

সাহানা : আল্‌হামদুলিল্লাহ্!

মাসুম : কিন্তু সাহানা–

সাহানা : কিন্তু?

মাসুম : শিগগীরই তাদের এ পরাজয় ভয়ঙ্কর দানবের রূপ ধরে চড়াও হতে আসছে আমাদের উপর। আমাদের শান্তির আশ্রয়ও তারা তছনছ করে দেবে। তাই মীর সাহেবের সিদ্ধান্ত– কালই আমাদের লোকেরা গিয়ে সমবেত হবে নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায়।

সাহানা : বাঁশের কেল্লায়?

মাসুম : দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই সাহানা। এস, তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

(ওরা চলে যায়)

(কৃষ্ণদেবের প্রাসাদ–কক্ষে আসে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণদেব)

রামচন্দ্র : দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই কর্তা, তা তো আপনাকে বুঝিয়ে বললাম। গেম্ খেলতে খেলতে দুশ্চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিয়েছি ওই ইংরেজ নীলকরদের মাথায়। এ্যাণ্ড্ তারাই দেশের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরকে ধরে

www.pathagar.com

সরকারী সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্যঃ তিতুর ওই বাঁশের কেল্লাকে ছারখার করে দেওয়া।

কৃষ্ণদেব : হ্যাঁ, কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট এসেছেন সেনাবাহিনীর নেতা হয়ে। সঙ্গে আছে বন্দুক, কামান। তিতুর বাবু ষ্টকেড! বাঁশের কেল্লা!

রামচন্দ্র : ধরে নিচ্ছি–ওটা ফিনিস।

কৃষ্ণদেব : তোমার ওই পাগলা কুকুরের অবস্থা কি?

রামচন্দ্র : সর্বদাই এক জপনা– নির্মলা, নির্মলা! ব্রাদার–ইন–ল' আবার উচ্চারণ করে 'নির্মালা'–হাঃ হাঃ হাঃ... কর্তা, বিপদ কিন্তু আমাদের সামনে এখনও রয়ে গেছে।

কৃষ্ণদেব : কি বিপদ রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : আপনার এই নাদুস-নদুস সুখী শরীর আর আমার কোমরের গাউট মানে বাত-তা নিয়েই কিন্তু নারকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে আমাদেরও যেতে হবে!

কৃষ্ণদেব : কারণ?

রামচন্দ্র : কারণ– সরকারের লোক হিসাবে কর্ণেল সাহেব প্রথমে জেনে নেবেন তিতুমীর সত্যি সত্যিই কোম্পানীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে কি না। আমি ইংলিশ শিক্ষিত বলে ওই জানার ব্যাপারে আমাকে দো–ভাষীর কাজ করতে হবে।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু আমাকে আবার যেতে হবে কেন?

রামচন্দ্র : যুদ্ধের এই পক্ষে আপনিও আছেন তো, সেজন্যেই!

কৃষ্ণদেব : ঠিক আছে, যাব। কিন্তু দো–ভাষীর কাজটা করতে গিয়ে তুমি–

রামচন্দ্র : সুকৌশলে যতটুকু ভুল বুঝানো যায়, বুঝাবো। ভয় নেই কর্তা। আপনি গাছ–টাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যুদ্ধটা লাগিয়ে দিয়ে আমিও কেটে পড়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়াব।

কৃষ্ণদেব : হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখব আমরা। যদি জয়ী হই–

(মনোহর রায় আসে)

মনোহর : জয়ী আপনারা নিশ্চয়ই হবেন। কিন্তু সে জয় কি হবে এই বাংলার?

কৃষ্ণদেব : মনোহর রায় হঠাৎ?

মনোহর : আসতে হল শুধু একটা কথা বলতে যে ভুল সংশোধন করবার সময় এখনও আছে কৃষ্ণবাবু!

কৃষ্ণদেব : মনোহর রায়!

www.pathagar.com

(মন্দিরে আরতির শব্দ শোনা যায়)

মনোহর : মন্দিরে মায়ের পূজা হচ্ছে। ভ্রাতৃনাশের সঙ্কল্প নিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন কৃষ্ণবাবু?

কৃষ্ণদেব : দাঁড়াব গিয়ে ভ্রাতৃনাশের সঙ্কল্প নিয়ে নয়, শত্রুনাশের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে।

মনোহর : জানি না আপনার এ সঙ্কল্পে মায়ের চোখে জল আসবে কি না! আসি।

(চলে যায়)

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র!

রামচন্দ্র : কর্তা!

(মন্দিরে আরতির শব্দ আরও প্রবল হয়)

কৃষ্ণদেব : মায়ের চোখে জল আসবে কি না... কথাটা বলে গেল মনোহর রায়!

রামচন্দ্র : আমার তো মনে হয় কর্তা, উনি একজন প্রায়-কবি হয়ে উঠেছেন। হেঃ হেঃ...প্রায়-কবি। কর্তা, রক্তবর্ণ লোল জিহ্বা বের করা মাতৃ-মূর্তির চোখে জল দেখা যাচ্ছে- দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারি না। চলুন কর্তা, মাকে প্রণাম করবেন চলুন।

কৃষ্ণদেব : চল।

(মন্দিরে আরতি শেষ হয়! ... শোনা যায় সৈন্যদের মার্চের শব্দ, সঙ্গে বিদেশী সমরবাদ্য)

(শেষরাতে কোন পাখীর অশুভ ডাক। কথা বলছে সাহানা)

সাহানা : না না, আমার মন বলছে-আজ যেতে নেই ওখানে!

মাসুম : সাহানা, নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় রয়েছেন মীর সাহেব। তাঁরও আছে সংসার, পরিবার-পরিজন। তবু আজ সব ছেড়ে তিনি ওখানে। তুমি আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও। আরও কত লোক জমায়েত হয়েছে সেখানে! আমি তাদের মনোনীত চালক।

সাহানা : তোমাকে সেখানে যেতে আমি বাধা দেব না। তোমার কথা শুনলে সে-শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি। তোমার আদর্শের ধারায় আমার শত মুহূর্তের মনের আশা কোথায় যেন ভেসে যায়। তুমি যেয়ো। কিন্তু আজ নয়, কাল।

মাসুম : আজকের রাতও শেষ হয়ে এসেছে। একটু পরেই শুনব ভোরের আযান। কাল তো এসেই গেল!

www.pathagar.com

সাহানা ঃ আরও একটা দিন তুমি ঘরে থেকে যাও!

মাসুম ঃ প্রিয়ার আবেদন প্রয়োজনের বধির কানে এতটুকুও পৌঁছায় না সাহানা। কর্তব্য বড় নির্মম।

সাহানা ঃ তবু তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না। রাতে দেখেছি দুঃস্বপ্ন। হয়তো...

মাসুম ঃ হয়তো দিয়ে আমাকে আটকে রেখো না সাহানা। তোমার মনের শঙ্কা রূপ নিয়েছে দুঃস্বপ্নে। ওটা নিছক কল্পনা। আমাকে যেতে দাও।

সাহানা ঃ না। দেখছ না, আজকের আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা? সমস্ত পৃথিবী যেন আঁধার-মলিন!

মাসুম ঃ একটু পরেই সূর্য উঠবে হেসে। আঁধার কেটে যাবে! তুমি কোমলপ্রাণা নারী। আকাশে মেঘ দেখে তোমার বুক কেঁপে ওঠে!

সাহানা ঃ বরাবর তুমি আমার মনের শঙ্কা এমনি করে উড়িয়ে দিয়েছ। দেশই তোমার সব? আমি কেউ নই?

মাসুম ঃ ভুল বুঝো না সাহানা। তোমার আমার পূর্ণ মিলনের জন্যই, রাহেলিল্লায় হাতে হাত রেখে চলার জন্যই আজ এ সংগ্রামের প্রয়োজন। একটু আগেই জালেম শক্তির আস্ফালন শোনা গেল। সময়ে সাবধান না হলে আমাদের সামান্য আয়োজন হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আজ পেছনে না টেনে তুমি আমাকে সুমুখ পানে এগিয়ে দাও!

সাহানা ঃ এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর?

মাসুম ঃ নির্মম হলেও এই-ই তোমার প্রশ্নের উত্তর। নারী জীবনের সবটুকু পাওয়া দিয়ে তোমাকে সুখী করতে পারিনি- এ আমি জানি। আজ যা হয় নি, তা-ই যাতে কাল হতে পারে, তারই জন্য আমাদের এ আপাত কষ্টের প্রয়োজন। ... সাহানা!

সাহানা ঃ কিন্তু যেদিন সে-শুভক্ষণ আসবে, তখন যদি তুমি-আমি না থাকি?

মাসুম ঃ আমরা যদি না-ও থাকি, তবু কোটি কোটি মানুষ চলবে সেই আনন্দোজ্জ্বল পথে। সেদিন তুমি-আমি কথা কইব তাদের মন থেকে। (সাহানা কেঁদে ওঠে) অবুঝ হ'য়োনা সাহানা। কোম্পানীর ফৌজ হয়তো আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! মীর সাহেব আমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়!

সাহানা ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) এস। সহি-সালামতে ফিরে এস! আল্লাহ্ হাফেয!

মাসুম ঃ আল্লা' হাফেয। কি আমানিল্লাহ্! (মাসুম চলে যায়)

সাহানা ঃ নসিবন! নসিবন!

www.pathagar.com

(নসিবন আসে)

নসিবন : বিবি সাহেবা!

সাহানা : উনি চলে গেলেন।

নসিবন : পুরুষদের এমনি করেই বাইরের ডাকে সাড়া দিতে হয় বিবি সাহেবা!

(নির্মলা আসে কথা বলতে বলতে)

নির্মলা : কি গো মা-মণি। দুর্যোগে খুব ভয় করে- না?

সাহানা : যে কথা সহজে বুঝতে পারি, তাকে অন্তরে উপলব্ধি করতে বড় কষ্ট হয়।

নির্মলা : তা-ই তো স্বাভাবিক মা। ভগবান নারীর মনকে এত মমতা দিয়ে গড়েছেন যা কঠোর কর্তব্যের এতটুকু ছোঁয়াতেই শিউরে ওঠে।

সাহানা : কিন্তু আপনি, এসময়ে?

নির্মলা : সময়ের বালাই আমার মুছে গেছে মা। রাত আজও তেমনি ঘুম নিয়ে আসে সত্য, কিন্তু যখনই ঘুমুতে চাই, তখনই কানে ভেসে আসে দানবের অট্টহাসি আর মানুষের আর্তনাদ। ঘুম কোথায় পালিয়ে যায়!

সাহানা : আপনি একা এসেছেন?

নির্মলা : না মা, একা নয়। আকাশে আজ ঝড়ো মেঘ। প্রকৃতি যেন বিদ্রোহের ঘোষণায় জেগে উঠেছে। মানুষও সবাই ঘুমিয়ে নেই। কেউ পথ চলছে ধ্বংসের নেশায়, কেউ বাঁচার আশায়। আমার সঙ্গে এসেছেন ভৈরব মিত্র।

সাহানা : ভৈরব মিত্র?

নির্মলা : তিনি যাচ্ছেন নারকেলবাড়িয়ায়। আমি থেকে যাচ্ছি তোমার কাছে মা। জানি, মন তোমার ভেঙে পড়তে চাইছে! হ্যাঁ, আর একটা খবর আছে।

সাহানা : আরও খবর?

নির্মলা : মনোহর রায় মনস্থির করেছেন, অল্পক্ষণের মধ্যে লোকজন নিয়ে তিনিও রওনা করবেন বাঁশের কেল্লার পথে। তাহলেই ভেবে দেখ মা, তোমার ঘরটিই আজ শুধু খালি থাকছে না। খালি থাকছে আরও আরও শান্তিসুখের ঘর।

সাহানা : এমনি ঘরহারাদের জীবনে কি শান্তিসুখ আর ফিরে আসবে না?

নির্মলা : আসবে। হয় দু'দিন আগে, না হয় পরে। তাছাড়া, সীমাবদ্ধ ঘর আর জন হারিয়েই তো মানুষ মহামুক্তির ঘরে অসংখ্য জনের সন্ধান পায়

www.pathagar.com

মা। ঘরে চল।

সাহানা : ঘর যে আমার শূন্য!

নির্মলা : সেই শূন্যতার মাঝে বসে স্বামীর কল্যাণ কামনা করবে তুমি। তা করেই তো তুমি হবে কল্যাণীয়া! এস মা।

(ওরা চলে যায় ঘরে)

(সৈন্যদের থেকে-থেকে মার্চ করার শব্দ। -- নিম্নকণ্ঠে কথা বলতে বলতে আসে রামচন্দ্র কৃষ্ণদেব)

রামচন্দ্র : আমার দো-ভাষীর কর্তব্য শেষ। কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে উল্টো করে বুঝানো হয়ে গেছে- কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করবে না তিতুমীর।

কৃষ্ণদেব : কর্ণেল সাহেব ঠিকমত বুঝেছেন তো?

রামচন্দ্র : বুঝেছেন মানে? বন্দুক-কামানধারীদের এমনভাবে দাঁড় করিয়েছেন যাতে-

(গর্জে ওঠে কামান-বন্দুক। ভেসে আসে কোলাহল)

ওই যে শুনুন কর্তা!

কৃষ্ণদেব : কিন্তু রামচন্দ্র! প্রচণ্ড শব্দ যে!

রামচন্দ্র : মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ান। পা কাঁপে না যেন! সঙ্গে তুলা এনেছি। দুই কানে লাগান! মা, মা গো!

(কামান-বন্দুকের শব্দ চলতে থাকে)

কৃষ্ণদেব : তিতুর দল কি যুদ্ধ করছে রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : হ্যাঁ কর্তা, যুদ্ধ করছে এ্যাণ্ড মরছে! ওই যে, কলিঙ্গ আর মাসুম — উঁম্ — মাসুমের তলোয়ার ঢুকে গেছে —

কৃষ্ণদেব : কলিঙ্গের --

রামচন্দ্র : দেহে। শেষ!

(প্রচণ্ড কামান গর্জন)

কর্তা!!

কৃষ্ণদেব : চিৎকার করছ কেন?

রামচন্দ্র : (চিৎকার করে) কারবার খতম! পড়ে গেছে তিতুমীর এবং যুদ্ধও শেষ! সবাই ধরাধরি করে আনছে তিতুকে। যাবেন? চলুন, আরেকটু আগাই।

(আহত তিতুমীরকে ধরাধরি করে আনছে মাসুম, ভৈরব ও অন্যরা। কোলাহল কমে আসছে।)

মাসুম : হযরত! আমার বুকে মাথা রাখুন।

www.pathagar.com

ভৈরব : কোন চিন্তা নেই জনাব।

তখনই ব্যগ্র কণ্ঠে ডেকে ডেকে আসেন মিসকিন শাহ্।

মিসকিন : তিতুমীর! তিতু! -- তিতুমীর!

(তিতুর মাথা বুকের কাছে টেনে নেন)

তিতুমীর : এসেছেন হযরত! আমি যাচ্ছি। দোয়া করুন যেন আল্লা'র রহমত আর নবীজির শাফায়াত পাই।

মিসকিন : আল্লাহ্ হক, আল্লাহ্ হক!

তিতুমীর : আমার ভাইদের জন্য দোয়া করুন।

মিসকিন : আল্লাহ্ হক!

তিতুমীর : দরবেশ! আমাদের আশা আর স্বপ্ন কি কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না?

মিসকিন : নেবে তিতুমীর, নেবে। যে জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন নবাব সিরাজ-মীর কাশেম, প্রাণ দিয়েছেন মজনু শাহ্ দয়াল রাজা আর হাজার হাজার বীর যোদ্ধা, প্রাণ দিলে তুমি- সেই জন্মভূমি আবার স্বাধীন হবে, আমাদের হবে!

তিতুমীর : হবে, হবে? আহ্ .... আল্লাহ্, তোমার নূরের রোশনিতে আমাকে পথ দেখাও। দরবেশ, শোনাও আমাকে তৌহিদের বাণী!

মিসকিন : (আপন মনে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্!

সকলে : ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!

মিসকিন : আল্লাহ্ হক!

মাসুম : হযরত, আমাদের মীর সাহেব যে আর নেই! বাংলার বীর মুজাহিদ আজ নিহত!

মিসকিন : কোন ভয় নেই। সকলেরই সহায় আছেন চিরসহায় সেই মহান আল্লাহ্! ওরে মাসুম, ভুলে যাস্‌নে আল্লাহ'র সেই বাণী—

আল্লা'র পথে যারা নিহত, তাদেরকে মৃত বলো না,
তারা জীবিত! তারা জীবিত!

(সারা প্রকৃতিতে যেন কান্নার সুর!)

www.pathagar.com

মৃত্যু-ক্ষুধা

বেতার নাটক

(উপন্যাস ঃ কাজী নজরুল ইসলাম)
খণ্ডিতাংশের বেতার নাট্যরূপ ঃ আসকার ইবনে শাইখ

মৃত্যু ক্ষুধায় রয়েছেঃ
আনসার
নাজির সাহেব
প্যাকালে
পাদ্রী
সমাজপতি
মৌলবী সাহেব
প্যাকালের মা
বড় বৌ
মেজো বৌ
ছোটবৌ
লতিফা
হিড়িম্বা
কুর্শি

www.pathagar.com

(লতিফাদের ড্রইংরুম। সেখানে বসে–দাঁড়িয়ে কথা বলছে নাজির সাহেব, তার স্ত্রী লতিফা ও বিপ্লবী তরুণ আনসার)

নাজির : মেজ বৌ, মেজো বৌ, মেজো বৌ। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আরে বেচারী খৃষ্টান হয়ে গেছে তাতে এমন আর কি হয়েছে? এই কৃষ্ণনগরে এ কাজটি তো আর নতুন নয়! অনেকেই হচ্ছে। আমি তো বলি, বেশ করেছে মেজো বৌ। ছেলেপুলে নিয়ে পেট ভরে খেয়ে বাঁচবে।

লতিফা : বাঁচুক। তুমি এবার থাম তো। তোমার ওই হাকিমী বক্তৃতা শুনে শুনে আমাদের কানও ঝালাপালা হয়ে গেল।

নাজির : আমার কপাল!...অথচ বিয়ের বছর খুব ভালই লাগত! তখন ওগুলো ছিল কূজন, বিহগ–কূজন।

(হাসতে থাকে)

লতিফা : তুমি থামবে কিনা বল।

নাজির : তোমার ভাইটি তো অনেকক্ষণ থেমেছেন। তুমিও প্রায় তা-ই। এখন আমিও যদি থামি, তাহলে চলবে কেন?

লতিফা : দাদুভা'য়ের মন খারাপ। তোমার মত বক্‌বক্‌ করবার মত....

নাজির : মন খারাপ হবে না? এ পর্যন্ত তো শুধু কাঠখোট্টা দেশ আর দেশ করেই কাটল। – বলি ভায়া, মনটা ভেজাবার ব্যবস্থা করবে, না চিরদিন এমনি খোদাই ষাঁড় হয়ে থাকবে?

আনসার : আরামে খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে যা করেছ নাজির সাহেব, আমাদের মত দু'একটা ষাঁড় না থাকলে তোমাদের গুতোবে কে?

নাজির : এতদিন তো ইংরেজকে গুঁতিয়েছ, হ'ল কিছু? ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেল?

আনসার : যদি কোনদিন যায়, এই গুঁতোর চোটেই যাবে, বুঝলে ভাই নাজির?

লতিফা : তোমাদের রাজনীতির আলাপ রাখ। দাদুভাই! তুমি কি চিরটা কাল এমনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে?

আনসার : তুই ভুল বললি বোন। আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইনে। বনের খেয়েই বনের বাঘ তাড়াচ্ছি। ঘরের খাওয়া আমার রুচল না, কি করব— কপাল!

লতিফা : তুমি কারুর কথা কোনদিন শোন নি, আজও শুনবে না। তাই ভাবছি, কি করে আমাদের মনে করে এখানে এলে?

www.pathagar.com

আনসার ঃ আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসি নি, আগেই বলেছি। এখানে আমাদের একটা সংঘ গড়ে তুলতে হবে। আর আমাকে হয়তো মাসখানেক থাকতেও হবে।

লতিফা ঃ (খুশী হয়ে) সত্যি দাদু? তুমি অতদিন থাকবে? বাঃ বাঃ! কি মজাটাই না হবে তাহলে! আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি খালাআম্মাকে। তাঁরা সব এসে আমাদের এখানে থাকবেন কিছুদিন। দাদু! একমাস না দু'মাস– কেমন?

আনসার ঃ খোকাখুকীর মা হয়েও আজও তুই খুকীই আছিস্ দেখছি! আমি এখানে থাকলেও যে তোদের এখানে থাকতে পারব, তা কে বললে?

লতিফা ঃ কেন পারবে না? তুমি সব সময় ইয়ে!

আনসার ঃ অভিমানের কথা নয় বোন। তোর স্বামী-রত্নটি সরকারী চাকুরে। তার পক্ষে স্ত্রীর এই রাজদ্রোহী খালাত ভাইটিকে আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়।

নাজির ঃ জানি ভাই, তুমি দেশের কাজ নিয়ে পাগল। তাহলেও এত অল্পে আমার চাকরী যাবে না– সে ভয় তোমার করতে হ'বে না। যাক– চা'য়ের সঙ্গে এসব আলাপ মোটেই খাপ খাচ্ছে না। বেশ একটু রসাল আলাপের দরকার। – হ্যাঁ, রুবির কি খবর?

আনসার ঃ রুবি!

লতিফা ঃ হ্যাঁ দাদুভাই, রুবির কি খবর?

আনসার ঃ এবার ময়মনসিংহে গিয়ে ওদের সাথে দেখা হ'ল। ওর বাবা সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে গেছেন।

লতিফা ঃ দেখা হ'ল? কি বললে রুবি?

নাজির ঃ এই তো, রসের সপ্তসাগর উথলে উঠছে।

লতিফা ঃ তুমি থাম। দাদুভাই, রুবির স্বামী নাকি মারা গেছে?

আনসার ঃ হ্যাঁ।

লতিফা ঃ রুবি খুব মনমরা হয়ে গেছে– না?

আনসার ঃ না। ও বলে, ওই বিয়েটা তার বিয়েই নয়।

লতিফা ঃ আমি জানি। আজও সে তোমাকে—

আনসার ঃ আসবার দিন ষ্টেশনে এসে কাগজে মোড়া কি একটা দিয়ে গেল সে। বললেঃ এইটে আমার বিয়ের রাতের। তোমায় মনে করে গেঁথেছিলাম। আজ শুকিয়ে গেছে, তবু তোমায় দিলাম। আস্তে আস্তে

www.pathagar.com

চলে গেল সে। খুলে দেখলাম, একগাছি শুকনো মালা।

লতিফা : সত্যি? তারপর?

আনসার : (হেসে) আসবার সময় পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

নাজির : এ্যাঁ! করেছ কি?

আনসার : (হেসে নাজিরের ঘাড়ে রদ্দা মারে) আরে বেঅকুফ! এর মধ্যে লভ্‌টভের কিছু গন্ধ নেই!

নাজির : (ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে) তা ভাই ঠিকই। কিন্তু আমার ঘাড়ে এমনি রদ্দা মারলে ... মানে এই ঘাড়ই হচ্ছে তোমার বোনের সিংহাসন। এই ঘাড়ই যদি ভাঙে, তাহলে উনি চড়বেন কোথায়?

লতিফা : (হাসতে হাসতে) শ্যাওড়া গাছে। বেশ, আমি পেত্নীই হ'লাম। এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ঘাড় ভেঙে দেব।

নাজির : না, না- তার দরকার নেই। ঘাড়টা থাক, আমিই বরং যাচ্ছি। দেখি মালিশের তেলটা আছে কি না। (বেরিয়ে যায়)

লতিফা : দাদুভাই!

আনসার : রুবিকে এখন তুই দেখিস নি। বৈধব্যের এত রূপ! কিন্তু লতি, ও রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না।

লতিফা : তুমি নিষ্ঠুর দাদুভাই!

আনসার : মনটা বোধ হয় মরেই গেছে লতিফা। আমরা গোলাম। যাক- আজ চাঁদ সড়কে গিয়েছিলাম, ওই মেজোবৌদের বাড়ীতে।

লতিফা : দেখা হ'ল মেঝোবৌর সঙ্গে?

আনসার : না। সে তো এখন মিশনারীতে থাকে। আমাদের সমাজপতিদের একটা সভা বসেছিল, আমি সেখানেই গিছলাম।

লতিফা : কি হ'ল সভায়?

আনসার : কিছুই না। দুঃখের দিনে যারা ওদের ছায়াও মাড়ায় নি, তারাই মেজোবৌর খৃষ্টান হওয়ার অপরাধে তার নিঃস্ব শাশুড়ীর করলে অর্থদণ্ড। বেচারী প্যাকালের মার কপাল তো এমনি পুড়েছে, যেটুকু বাকী ছিল, সমাজপতিরা সবাই মিলে তা শেষ করে দিয়ে গেছে। এর পর যদি কাল শুনি যে প্যাকালেরা ঘরগোষ্ঠি মিলে খৃষ্টান হয়ে গেছে, তাহলে অন্ততঃ আমি কিছু বলব না। বুঝলি লতিফা, সব যাবে, এমনি করে সব খৃষ্টান হয়ে যাবে।

লতিফা : দাদু, লক্ষ্মীটি। তুমি একবার কাল মেজোবৌ আর মেমসাহেবের সাথে দেখা করতে পার?

www.pathagar.com

আনসার ঃ কেন রে লতিফা?

লতিফা ঃ তোমার ভরসা পেলে ও খৃষ্টান থাকবে না- এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমরা অল্পদিন হ'ল এই কৃষ্ণনগর এসেছি। এর মধ্যে ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হ'য়েছে তাতে বুঝেছি- ও আর যাই হোক, খারাপ মেয়ে নয়। ও বড্ড অভিমানিনী।

আনসার ঃ কিন্তু আমি যা' শুনেছি-

লতিফা ঃ সব মিথ্যে দাদু, সব মিথ্যে। পাড়ার লোকের যন্ত্রণায় সে একাজ করেছে। আর চাঁদসড়কের লোকগুলো যে কি, তা তো তোমার অজানা নয়। মানুষ দুঃখে অভাবে পড়লে তার কি সকল দিক দিয়ে এমনি অধঃপতন হয় দাদু?

আনসার ঃ ওরে লতি। ক্ষুধিত মানুষ, অভাবপীড়িত মানুষের মত সকল দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়। ক্ষুধা আছে বলেই ওরা পাপ করে। অভাব আছে বলেই ওরা কেবলি পরস্পরের সর্বনাশ করে। তুই বুঝবিনে লতি, ওদের অভাব কত অতল, অসীম! ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়! আমি দেখেছি এই হতভাগ্যদের দুর্দ্দশার নিত্যকার ঘটনা। তাই তো আমার সুখের অন্ন এমন তেঁতো হ'য়ে উঠেছে।

লতিফা ঃ ওমন করে আর বলো না দাদু!

আনসার ঃ একমুঠো ডালমাখা ভাত যখন মুখের কাছে নিই, তখনি মনে হয়, আকাশের ওই তারার মতই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নরনারী আমার এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে। ওদের কথা আমার কাছে কখনো –

লতিফা ঃ আমি বুঝতে পারি নি দাদু ভাই!

আনসার ঃ তুই তো মা, তুই কি বিশ্বাস করবি যে ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে? নিজের ছেলেমেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রী করছে দু'মুঠো অন্নের অভাবে! তুই কি বুঝবি-

লতিফা ঃ (আর্তকণ্ঠে) দোহাই দাদু, তোমার দু'পায়ে পড়ি, আর বলো না। আমার দম ফেটে যাচ্ছে।

আনসার ঃ (অল্পক্ষণ পরে) তোর সুখের অন্নকে এমন করে বিষিয়ে তোলা ভাল হয় নি রে লতি। যাক- কাল আমি সত্যিই মেজোবৌর কাছে যাব।

লতিফা ঃ (খুশী হয়ে) তুমি যাবে দাদু! – আমি জানতাম, তুমি যাবে।

(নাজির আসে)

নাজির ঃ কি গো, কে কোথায় যাচ্ছে?

www.pathagar.com

লতিফা : দাদুভাই যাবেন মেজোবৌর কাছে। তোমরা আলাপ কর। আমি আসি।

(চলে যায়)

নাজির : ওঃ– শিকারে বেরুচ্ছ? কিন্তু ভায়া, বাঘিনীর কাছে যাচ্ছ মনে রেখো।

আনসার : আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেঅকুফ। আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে।

নাজির : অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে নিজেই বান হেনে বসো না। দেখো, ও বড় শক্ত বাঘিনী হে, শেষে বাঘিনীই তোমায় শিকার করে না ফেলে।

আনসার : রক্ষে কর ভাই, বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ হয় নি এখনো আমার। এ আমার বাঘ শিকার নয়। এ শুধু কষ্ট স্বীকার।

নাজির : (হেসে) তোফা! তোফা! ওগো, আর এক কাপ চা দাও তোমার রসরাজ ভাইটিকে। কিন্তু ভায়া, বাঘিনীর না হয় বাচ্চা আছে, কিন্তু ওই সিংহীনী– যে ধরে নিয়ে গেছে?

আনসার : ওকে সিংহিনী বলো না মূর্খ, ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। হ্যাঁ, ওর কাছে আমার একটু সাবধানেই যেতে হবে। ওদের নখদন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্তামীকে। মিশনারীর মেম!

নাজির : বাপরে! মিশনারী! একে মিস, তাহে নারী! উঃ। একটা মিস্‌র্ফচুন না হয়ে যায় আজ! আই মিন ফরচুন ফর মিস।

(দুজনেই হাসতে থাকে)

(মিশনারীতে)

আনসার : গুড মর্নিং মিষ্টার হান্ট।

পাদ্রী : গুড মর্নিং মিষ্টার আনসার। কিন্টু ডেখেন, এটা নিয়ম নহে যে আপনি ডেখা করবেন এখানের মেয়েদের সাঠে।

আনসার : নিয়মটা করে ফেলেন সাহেব। মিছিমিছি চেষ্টা করবেন না আমাকে ফিরিয়ে দিতে। আমি গেঁয়ো মোল্লা-মৌলবী নই যে ধমকে তাড়িয়ে দেবেন। মেজোবৌ যদি স্বেচ্ছায় আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্য কোন উপায়ে ওর সর্বনাশ করে থাকেন, তাহলে এ নিয়ে দেশময় একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দেব।

www.pathagar.com

পাদ্রী : নো মিষ্টার। আপনি যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করেন আমাদের বোগ্নি হেলেনকে, I mean ভূতপূর্ব মেজোবৌকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সট্পঠে ডাকিয়াছেন। আপনারা আলাপ করুন। এই তো মেজোবৌ আসিয়া গিয়াছে।

(আনসার ও মেজোবৌ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে)

আনসার : আচ্ছা আপনার হঠাৎ খৃষ্টান হওয়ার কারণ কি?

মেজোবৌ : আমি তো হঠাৎ খৃষ্টান হই নি!

আনসার : (হেসে) তার মানে আপনি একটু একটু করে খৃষ্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?

মেজোবৌ : জ্বি না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খৃষ্টান করেছেন।

আনসার : (অল্পক্ষণ পরে) বুঝেছি, আমাদের সমাজ কত বেশী অত্যাচার করে আপনার মত মেয়েকেও খৃষ্টান হতে বাধ্য করেছে। আপনারা ভয় করবেন না সাহেব। আমি আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের মত প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন।

পাদ্রী : (খুশী হয়ে) ডেখেন বাবু, ইহারই জন্যে- এই মানুষেরই মুক্টির জন্যেই তো যীশু আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা খৃষ্টান হইবার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেখাচ্ছি।

মেজোবৌ : (আর্দ্রকণ্ঠে) আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি, যদি কোনদিন ইচ্ছে হয়?

আনসার : নিশ্চয়ই। যখন ইচ্ছা দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার মত মেয়েকে তার যোগ্য স্থান দেবার মত জায়গা আমাদের এই অবরোধ ঘেরা সমাজে নেই, এ আমি আপনাকে দেখে আর কথা শুনেই বুঝেছি। আপনি যে ধর্মে থেকে শান্তি লাভ করেন, করুন। আমার শুধু একটি প্রার্থনা, আপনারই চারপাশের এই হতভাগাদের কথা ভুলবেন না। আপনার হাত দিয়ে যদি ওদের একজনেরও একদিনের দুঃখও দূর হয়, তবে আমার চেয়ে খুশী আর কেউ হবে না। আপনার মত সাহসী মেয়ে পেলে যে কত কাজই করা যায়!

মেজোবৌ : (ধরা গলায়) আমায় দিয়ে আপনার কোন কাজের সাহায্য যদি হয়, জানাবেন। আমি সব করতে পারব আপনার জন্যে। (কথাটা বলেই চোখ নামায় মেজোবৌ)

www.pathagar.com

আনসার ঃ আমাকে হয়তো আপনি ভাল করে চেনেন না। লতিফা আমারই খালাত বোন। ওখানেই দেখা করতে পারেন ইচ্ছে করলে।

মেজোবৌ ঃ আপনাকে আমি চিনি। চাঁদসড়কের ঘর থেকে কতদিন আপনাকে দেখেছি পথ চলতে। আমি ওখানেই দেখা করব গিয়ে।

(পাদ্রী আর মিসিবাবার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়। তখনই মেজোবৌর ছেলেমেয়েরা এসে মায়ের দু'হাত ধরে দু'জন পাশে দাঁড়ায়)

আনসার ঃ বাহ্, ছেলেমেয়ে দু'টিতে মায়ের আশ্রয়ে এসে দু'পাশে দাঁড়িয়ে!

মেজোবৌ ঃ আমার একমাত্র বন্ধন! আমার ফেলে আসা দিনের –

আনসার ঃ সুর বেহাগ। এস ছেলেমেয়েরা, আমার কাছে এস। (ওরা কাছে আসে) আচ্ছা, কি তোমরা খেতে চাও বলতো?

খোকা ঃ অনেক কিছু, অনেক!

আনসার ঃ এই নাও, দু'জনের জন্যে দু'টি টাকা। যা ইচ্ছে হয়, কিনে খেয়ো। আচ্ছা, আসি। Thank you Father for your kind permission to talk with Helen. চললাম। (আনসার চলে যায়)

পাদ্রী ঃ এই ছেলেমেয়ে, এই টাকা টোমরা এখনি ফিরাইয়ে ডিয়া আস। এখ্খনই।

মেজোবৌ ঃ (দৃঢ় কণ্ঠে) না। এ টাকা ওরা ফিরিয়ে দেবে না। আয় তোরা আমার সঙ্গে। (চলে যায়)

পাদ্রী ঃ ষ্ট্রেঞ্জ্! এত অল্পতেই পীরিটি হইয়া গেল! শিগ্গীরই হেলেনকে অন্যত্র পাঠাইতে হোবে।

(পাদ্রীর কথায় মিসিবাবা সায় দেয়)

(রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে আনসার সেখানে খেলা করছিল অন্যান্য ছেলেমেয়েরা। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে গান–)

গান। আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী এ কোন্ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটীর তরী আবার কেন উজান যেতে চায়।।

আনসার ঃ (পরম খুশীতে) এই ছেলেমেয়েরা, এদিকে এস। তোমরা ওই দোকান থেকে বিস্কুট এনে খাও। আমি তার দাম দিয়ে দিচ্ছি। বিস্কুট বা অন্য কিছু– যা তোমাদের ইচ্ছে! আজ আমি দাতা কর্ণ!

গান। দুঃখেরে কাণ্ডারী করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী নয়ন ইশারায়।।

www.pathagar.com

(গানের মাঝেই মেজোবৌ আসে)

মেজোবৌ ঃ হঠাৎ এই দাতা কর্ণ হয়ে উঠলেন যে?

আনসার ঃ আমার তমসাচ্ছন্ন রাতের আকাশে হঠাৎই এক চাঁদের মুখ উঁকি দিল যে!

মেজোবৌ ঃ কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন। আমি যেমন করে পারি যাব।

আনসার ঃ ধন্যবাদ মিসেস হেলেন। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় থাকব আমি।

(মৃদু হেসে চলে যায় মেজোবৌ)

গান। আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী গানের কিনারায়।।

(চলে যায় আনসার)

(লতিফাদের বাড়ীর বারান্দা)

লতিফা ঃ দাদু ভাই!

আনসার ঃ এ্যাঁ! কি রে লতি? কিছু বলছিস?

লতিফা ঃ কি ভাবছ দাদু?

আনসার ঃ কই, ভাবছি না তো!

লতিফা ঃ বুঝেছি। রুবির কথা না মেজোবৌর কথা দাদু?

আনসার ঃ (হেসে) পাগলি!

লতিফা ঃ বল না দাদু!

আনসার ঃ দু'জনকেই!

লতিফা ঃ (দূরে মোজোবৌকে দেখে উল্লসিত কণ্ঠে) দাদু! মেজোবৌ এসেছে। — কি ভাই মেজোবৌ! তোমার ছেলেমেয়েদের আনলে না?

মেজোবৌ ঃ না। তাহলে কি আর বসতে পারতাম? তাদের দাদির কাছে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি লাগিয়ে দিত। কি ভয়ে ভয়েই না এসেছি ভাই। বাড়ীর কাছটাতে এসে পা যেন আর চলতে চায় না।

আনসার ঃ আপনার খুব সাহস আছে বলতে হবে। আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি আসতেই পারবেন না।

লতিফা ঃ (হেসে) দোহাই দাদু। ওকে আর আপনি বলে লজ্জা দিয়ো না।

www.pathagar.com

(মেজোবৌকে) কি ভাই মেজোবৌ, তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হ'বে– না?

মেজোবৌ : (হেসে)আমি তোমার বড় বোনের চেয়েও হয়তো বড় হ'ব।

আনসার : তোমাদের বয়েসের হিসেবটা পরেই না হয় করো দাঁত টাত দেখে। এখন কাজের কথা হোক।

মেজোবৌ : (একটু নীচুগলায়) কিন্তু কাজের কথা বলতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে যদি কারুর বয়েস ধরা পড়ে যায়?

আনসার : (হেসে) ঘাট হ'য়েছে আমার। এখন বল তো তোমার মতলবটা কি? তুমি কি করবে?

লতিফা : আগে বসবে চল ওঘরে, তারপর আলাপ। আমি তোমাদের নাস্তার যোগাড় করি। এক্ষুনি এস কিন্তু (চলে যায়)

আনসার : মেজোবৌ।

মেজোবৌ : এ্যাঁ।

আনসার : তোমার সব কাহিনী আমি জানি না– বলবে?

মেজোবৌ : এ যে দুঃখের কাহিনী। আপনার ভাল লাগবে?

আনসার : আমিও যে দুঃখের সন্ধানী মেজোবৌ। নীড়হারাদের সাথী আমি। তুমি বল।

মেজোবৌ : চলুন, ও ঘরে বসে বসে শুনবেন। – চাঁদসড়কের জীর্ণ গলিতে ছিল আমাদের দুঃখের সংসার। সেখানে আমরা তিন বিধবা জা, আমাদের বুড়ো শ্বাশুড়ী আর তাঁর দশবারটি এতিম নাতিনাতনী। আমাদের দেবর প্যাকালে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে কোনরকমে দিন চালাত। আমরা তিন জা ধান ভেনে কাপড় সেলাই করে কোনরকমে প্যাকালের সাহায্য করতাম। পেটের ক্ষুধায়, ছেলেদের শোকে আমাদের শ্বাশুড়ী ——

(ফ্ল্যাশ্ ব্যাক্। কলতলার কোলাহল)

প্যাকালের মা : এ-এই তো দিলে কলসীটা ছুঁয়ে! বলি কি গো খেরেস্তানের মেয়ে! কলতলা তো একার নয়। কেন তুমি মুসলমান মেয়ের কলসীটি ছুঁতে গেলে?

হিড়িম্বা : তা বলবি বই কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারামরাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!

প্যাঃ মা : ওলো আগ্‌ধুম্‌সী! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই

www.pathagar.com

লো, আমার ছেলে জজসায়েবের খানসামা ছিল। জজসায়েবের লো, ইংরেজের!

হিড়িম্বা : আ– সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি অ প্যাকালের মা! ঐ জজসায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা আজার (রাজার) জাত, জানিস?

প্যাঃ মা : তা আর জানি না! মোল্লাবাড়ীর বিড়ালও তো মোল্লা!

হিড়িম্বা : হ্যাঁ লা ভাতারপুতখাগী! তিন বেটাখাগী! তোর ছেলে না হয় জজসায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে! আর তুই যে নিজে সেদিন আমফেসাদ বাবুর হাঁড়ি ঠেলে রুন্নুন কেড়ে এলি? ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবীসায়েব না কি লা? হাত শোঁক্, এখনো খেরেস্তানের গন্ধ পাবি।

প্যাঃ মা : বলি, ওলো হুত্‌মোচোখী, ঐ আমফেসাদ বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোঁট্‌লা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়ে নি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো, তাই ওর বাড়ী চাকরী করতে গিয়েলাম। তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়ীতে? বলুক দেখি কোন্ কড়ুই রাঁড়ি বলবে।

(খোকা আসে)

খোকা : হেই দাদি, দৌড়ে বাড়ি আয়। পাঁচিফুফুর ছেলে হ'বে।

প্যাঃ মা : এ্যাঁ! আমার কি সোয়াস্তি আছে এই আরামখোরদের নিয়ে? চল্।

খোকা : আরও দৌড়ে আয় দাদি।

প্যাঃ মা : আসছি তো! প্যাকালে কইরে খোকা? তোর ছোটচাচা?

খোকা : ছোটচাচা কাজে যাবে, কাপড় পড়ছে।

প্যাঃ মা : তুই প্যাকালেকে আসতে বল্। যা'। (দ্রুত পায় চলে যায়)

(প্যাকালেদের বাড়ি। একটা ছোট খুপরির্তে প্যাকালে এটা ওটা খুঁজছে। খোকা আসে)

খোকা : ছোটচাচা, দাদি তোমাকে ডাকে।

প্যাকালে : যা' এখান থেকে।—দূর শালা! একটু তেলও নেই!

(একটা শিশি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পাশের খুপরিতে সেজোবৌর ছেলে কাঁদে)

এই সেজো ভাবী! তোমার ছেলেকে সামলাতে পার না? চীৎকার করে করে তো মাথা খারাপ করে দিলে। এ্যাঁহ্! ঢক্!

সেজোবৌ : (অসুস্থ, ক্ষীণকণ্ঠে) আমি কি করব বল! বিছানায় পড়ে মরছি।—না

www.pathagar.com

না, কান্দে না, না। আল্লাগো! আর দেখতে পারিনে। তুলে নাও বাছাকে আমার তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।

(ছেলেটা একটু থামে। প্যাকালের মা আসে)

প্যাঃ মা : হ্যাঁরে প্যাকালে! তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার ওই হিড়িম্বাকে! কাল আত্তির থেকে কষ্ট খাচ্ছে। এখানো কিছু হ'ল না। ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।

প্যাকালে : মরুক। আমি তার কি করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?

প্যাঃ মা : হায়রে কপাল! টাকা আমি কোথায় পাব?

প্যাকালে : রোজ ঝগড়া করবি ওই হিড়িম্বা মাসীর সাথে। নইলে সেই তো এতক্ষণে নিজে এসে সব কিছু করত।

(অদূরে পাঁচির কান্না)

প্যাঃ মা : ওই শোন, পাঁচি বড় কাঁদছে রে! আহা হা! প্যাকালে! তাহলে আমি যাই হিড়িম্বার কাছে?

প্যাকালে : গেলেই সে আর আসবে এখন? যে ঝগড়া করেছিস!

প্যাকালের মা: আসবে রে, আসবে। আমি তাকে পায়ে ধরে আনব। আমি যাই। আল্লাগো!

(বেরিয়ে যায়)

প্যাকালে : এ্যাঁহ্! এখন আল্লাগো! আদর করে মেয়েকে আনতে গেলেন স্বামীর বাড়ি থেকে। নিজে খেতে পাইনে, গোষ্ঠি উপোস করে মরে, তার উপর বিয়ে দেয়া মেয়ে। গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া। যেমন এনেছে, এখন বুঝুক ঠেলা।

সেজোবৌ : একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া প্রথম সন্তান তো বাপের বাড়িতেই হয় ছোট মিয়া।

প্যাকালে : হয় তাদের, যাদের সঙ্গতি আছে। গরীবের আবার রেওয়াজ কি?

সেজোবৌ : তার উপর আর একটি বিয়ে করে স্বামী যে পাঁচিকে তাড়িয়ে দিলে। তাই তো আনতে হ'ল।

প্যাকালে : আনতে হ'ল। এখন যে মরছে, ওষুধ দেবে কোন্ শালা? বলি কে পয়সা দেবে ওষুধের? আমার কাছে আছে? সারাদিন খেটে মরেও তো রাক্ষুসে গোষ্ঠির পেট ভরাতে পারিনে। মরুক এখন। আমার কি! আমি এর পরে চলে যাব একদিকে। (পয়সার শব্দ)

সেজোবৌ : ওগুলো কিসের পয়সা ছোট মিয়া?

www.pathagar.com

প্যাকালে : দেখ সেজোভাবী, পয়সা টয়সা চেয়ো না কিন্তু। এই চারআনা পয়সা দিয়ে আমি আজ আয়না কিনে আনব।

সেজোবৌ : আয়না!

প্যাকালে : হ্যাঁ হ্যাঁ, আয়না। দেখতে পাও না তোমরা, রোজ রোজ বাটিতে পানি নিয়ে তাতে আমার মুখ দেখতে হয়?

সেজোবৌ : তোমার মুখ সুন্দর। ও পানিতে দেখলেও চলে।

প্যাকালে : থাক থাক। মরতে বসেছ, নিঃশব্দে মর। আর বকো না।

(ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে আসে)

এই কাঁদছিস কেন? এই লালু, খোকা, কি হয়েছে?

সকলে : ক্ষিধে পেয়েছে।

প্যাকালে : ক্ষিধে পেয়েছে? ক্ষিধে পেয়েছে তো আমার কাছে কি? যা' হতভাগারা। তোদের মায়ের কাছে যা।

(তবু ওরা কাঁদে)

আবার কাঁদে! এই গরুর পাল! তোরা যে কাঁদছিস, আমি তো কাঁদছি না। আমিও তো না খেয়েই কাজে যাচ্ছি। তবু কাঁদে! হায় হায়রে, ওরা পাগল করবে আমাকে! চুপ কর্, চুপ কর্ বলছি।

(ওদের মারধোর করে)

সেজোবৌ : আহা! কেন মারধোর কর ছোট মিয়া? ওরা কি বোঝে?

প্যাকালে : তুমি থাম। মেরেই ফেলব এদেরে। এই রাক্ষুসে গোষ্ঠির মরাই উচিত। – গ্যাঁটে যার পয়সা নেই, তার কাছে কেঁদে লাভ কি? খাবার আমি দেব কোথেকে? — (শান্ত কণ্ঠে) এই লালু! এই খোকা! এদিকে আয়, শোন্। আয় লক্ষ্মীবাবারা আমার, আয়। ওরে! আমার কাছে থাকলে কি দিতাম না? এই দেখ চার আনা পয়সা। তোদের জন্য আজ বেশী করে চাল আনব। তোরা কাঁদিসনে। লক্ষ্মীবাবারা, আয়না আমার লাগবে না রে! তোরা একটু সবুর কর, আমি আসছি।

(চলে যায়)

অদূরে

হিড়িম্বা : কইরে পাঁচি! এই যে আমি এসেছি মা। ভয় কি? এখনি সোনার চাঁদ ছেলে আসবে কোলে।

প্যা : মা : (বলতে বলতে আসে) প্যাকালে! এসেছে রে, হিড়িম্বা এসেছে। সে কি না এসে পারে? সেও তো আমাদের মত গরীব! ... কই সেজোবৌ! প্যাকালে চলে গেছে? ও তো খেয়ে যায় নি– না? ও!

www.pathagar.com

আজ যে এখনো রান্নাই হয় নি। বলি, কই গো মেজোবৌ!

(চলে যায়। বড় বৌ আসে)

সেজোবৌ : এই যে বড় বু'! পাঁচির কিছু হ'ল? বড় কষ্ট খাচ্ছে বোধ হয়?

বড়বৌ : এখনও কিছু হয় নি। আমার কি সোয়াস্তি আছে যে তার কাছে বসে একটু সান্ত্বনা দেব? রান্নাঘর আর কলতলা করতে করতেই জীবন গেল। আবার ঘড়া নিয়ে চললাম। তোর শরীরটা একটু ভাল লাগছে?

সেজোবৌ : আমার আর ভাল লাগবে বড় বু'? যে কয়টা দিন আছি, তোমাদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি।

বড়বৌ : ছিঃ, কি যে বলিস সেজো! তোর কাছেও ভাই একটু বসতে পারিনে।

(অদূরে ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি শোনা যায়)

ওই শোন, আবার কান্নাকাটি আরম্ভ হ'ল। ওরা হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে!

সেজোবৌ : মেজো বু' কোথায়? মা খুঁজছিলেন।

বড়বৌ : সে তো রান্নাঘরে খুঁদ ঝাড়ছে। যাই, ঘড়াটা আগে ভরে আনি।

(চলে যায়। প্যাকালের মা ছেলেমেয়েদের মারতে মারতে আসে)

প্যাঃ মা : মর্ মর্ তোরা। এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম। নে লো বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগীরা শূয়োরের মত বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তেঁতোবিরক্ত হয়ে গেল। হায়রে! যারা রোজগার করে আনত, তারাই গেল মরে। আল্লাগো!

(কান্না জুড়ে দেয়। ছেলেমেয়েরাও কাঁদে। মেজবৌ আসে)

সেজোবৌ : এই যে মেজো বু', এদেরে থামাও।

মেজোবৌ : কি হয়েছে তোমাদের?

সকলে : আমাদের ক্ষিধে পেয়েছে। আমরা ভাত খাব।

মেজোবৌ : আমি তোমাদের জন্য ক্ষীর রাঁধছি, হলেই খেতে দেব সকলকে। এখন একটু চুপ করে বস— কেমন?

(ছেলেমেয়েরা চুপ করে। প্যাঃ মা গুনগুন করে কাঁদে)

সেজোবৌ : ক্ষীর রাঁধবে কি দিয়ে মেজবৌ?

মেজোবৌ : ও বাড়ীর দারোগা সাহেবের বিবি একটু দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সেজোবৌ : আর চা'ল?

সেজোবৌ : ঘরে কিছু চালের খুঁদ ছিল, তাই দিয়ে রাঁধব সেজো।

খোকা : দাদি! চুপ কর। হেই দাদি, তোর পায়ে পড়ি, চুপ কর। মা ক্ষীর রাঁধছে, তুই খাবি, আমি খাব, বু' খাবে।

(বুড়ীর কান্না থামে)

প্যাঃ মা : না রে খোকা, না। আমি আর কাঁদব না। আমার ছেলেরা নেই, তোরা তো আছিস! তোর মতই তোর বাপ– আমার সোভান– আমি কাঁদলে এমনি করে চোখ মুছিয়ে বলতঃ মা, তুই কাঁদিস্নে। আমি বড় হ'য়ে তোকে তিন কুড়ি টাকা এনে দেব। ওরে খোকা! সোভান তো মরে নি। এই তো তোর মাঝেই সে এসেছে আবার!

খোকা : দাদি গো। বা'জান এখন খুব বড় হয়ে গেছে– লয়? সেই যে কয়েছিল, আমার জন্য বিস্কুট আনবে। হুই গোয়াড়ির বাজার– সে এনেক দূর, লয় দাদি? এনেক দিন লাগে যেতে আসতে, লয়? আমার লাল জামাটা লালুকে দিয়ে দেব। বা'জান আরেকটা লাল জামা আনবে আমার জন্য, লয় দাদি?

প্যাঃ মা : শোন্ মেজোবৌ, তোর ছেলের কথা শোন্। আমার নিভানো আগুন কি করে জ্বালিয়ে দেয় রে!

খোকা : মা! তুই যে বলেছিলি, ক্ষীর পরবের দিন বা'জান আসবে। আজ আমরা ক্ষীর রাঁধছি যে, বা'জান আসবে ওই মেঘ ফুঁড়ে– লয়?

(মেজোবৌ গুনগুন করে কাঁদে)

হেই দাদি, মা যে কাঁদছে!

প্যাঃ মা : দেখ মেজোবৌ, সোভান দিনরাত এমনি মনমরা হয়ে থাকত। ছেলেবেলা থেকেই।

(মেজোবৌ গুনগুন করে গান গায়–)

আমি কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনীর কপাল দোষে।

প্যাঃ মা : আ মলো যা। ছুঁড়ী যেন দিনেক্কের দিন কচি খুকী হ'য়ে উঠছে। যখনি কান্না, তখনি হাসি-গান।

মেজোবৌ : ওরে! তোরা আয়। ক্ষীর হয়েছে।

www.pathagar.com

(ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করে আনন্দে ক্ষীর খেতে বসে যায়)

তুমিও খেয়ে যাও মা।

প্যাঃ মা : আমি একটু পরে খাই রে বউ। দেখি, পাঁচির কাছে যাই।

(চলে যায়)

মেজোবৌ : আস্তে আস্তে খাও তোমরা।

খোকা : আর নেই মা?

মেজোবৌ : আজ আর নয় বাবা। আরেকদিন রেঁধে দেব।

সকলে : (হৈ চৈ করে) বৌ পালাল বৌ পালাল ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাটা নিয়ে।

এই যে ছোট চাচা এসেছে।

(প্যাকালে আসে)

প্যাকালে : রাখ্ বাবারা, রাখ্। তোদের জন্যই তো এনেছি। নাও মেজোভাবী, মাছ আনলাম, বোয়াল মাছ।

মেজোবৌ : বোয়াল মাছ! এত পয়সা কোথায় পেলে?

প্যাকালে : পেলাম— এই কাজ করে। আজ ললিত ডাক্তারের বাড়িতে খানিকটা পলেস্তারা করে এই ওষুধ নিয়ে এসেছি সেজোভাবীর জন্যে। দাঁড়াও, এক পুরিয়া খাইয়ে দিই আগে। আগের জায়গায় পয়সা পাওনা ছিল, তাই পেয়ে কিছু মাছ নিয়ে এলাম আর কি! অনেকদিন ছেলেমেয়েরা খায় নি। সাধ আছে তো! হ্যাঁ ভাবী, পাঁচির কিছু হ'ল? ওর জন্যেও ওষুধ এনেছি।

সেজোবৌ : (খুশি হয়ে) ই কোন ওষুধ ছোটমিয়ে? এলোপাথাড়ি না হৈমুবাতিক?

প্যাকালে : হেঁ হেঁ—এলিওপাতি নয় সেজোভাবী, হোমিওবাতি। গুড়ের মতন মিষ্টি, খেয়েই দেখ।

(সেজো ওষুধ খেয়ে তৃপ্তি প্রকাশ করে)

সেজোবৌ : আর দু'টো দিন যদি ওষুধ পাই মেজো বু', তাহলে আসছে মাস থেকেই আমি একা একরাশ ধান ভানতে পারব।

মেজো : তাই ভাল হয়ে ওঠ্ ভাই আল্লা করে। আমি আর পারি না ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আমার কাপড় সেলাই-ই ভাল। ওতে দু'পয়সা কম পেলেও সোয়াস্তি আছে।

খোকা : আচ্ছা ছোটচাচা, আজ মাছের মুড়োটা তো তুমিই খাবে! পটলি বলছে, ছোটচাচা আজ আমায় দেবে মুড়োটা।

www.pathagar.com

অদূরে ঃ ছেলে হয়েছে, ছেলে হয়েছে ছেলে।

প্যাঃ মা ঃ (দূর থেকে) ওরে প্যাকালে, আমার পাঁচির ছেলে হয়েছে। খুব ভাল ছেলে, কত রিষ্টপুষ্ট, সোনার চাঁদ। মেজোবৌ, দেখবি আয়।

প্যাকালে ঃ আমিও দেখতে আসব মা?

প্যাঃ মা ঃ সে কি রে! শুধু হাতে দেখবি?

প্যাকালে ঃ ওঃ– তাই তো! একেবারে শূন্য হাতে–আচ্ছা, না হয় পরেই দেখব। হেঁহ্, শালার ভাগ্যি!–আচ্ছা, কি আর হ'বে, পরেই দেখব।

(বেরিয়ে যায়)

(অদূর থেকে বলতে বলতে প্যাকালের মা আসে)

প্যাঃ মা ঃ ইস্! নিকে করবে! তার চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করে দেব না? এই যে মেজোবৌ। সর্বনাশী, তোর পায়ে পড়ছি। তুই ছেড়ে যাসনে আমাদের। আমার সোভান নেই, তাই বলে তুই–

মেজোবৌ ঃ একি মা! তুমি আমার পা' ছুঁয়ে গুনায় ফেলতে চাও নাকি? কেন, কি করেছি আমি?

প্যাঃ মা ঃ তা' বলবি বই কি লা? আমার জোয়ান পুতখাগী! আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চললি নিকে করতে? ভাল হ'বে না লো, ভাল হবে না, এই আমি বলে রাখছি। বিয়ের রাতেই জাতসাপে খাবে তোদেরদু'জনকেই।

(বড়বৌ আসে)

বড়বৌ ঃ সত্যি নাকি রে মেজোবৌ?

মেজোবৌ ঃ (সংযত কণ্ঠে) না, সত্যি নয়।

প্যাঃ মা ঃ (খুশি হয়ে) সত্যি বলেছিস মা আমার? সত্যি তুই নিকে করবিনে? তবে যে ভোলাদের ঘরে শুনে এলাম তোকে নিকে করতে তোর বোনাই কলকাতা থেকে এসেছে। তাই তো বলি, ঐ বুড়ো মিনসে, থাক না ওর টাকা, ওকে কি তুই নিকে করতে পারিস? তাছাড়া মা তোর এই ছেলেমেয়ে দু'টোর মায়াই বা কাটাবি কি করে বল তো? নিকে করলে আমরা তো আর ছেলে মেয়ে দু'টোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।

মেজোবৌ ঃ পাড়ার গতরখাগীদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমারো মা তেমনি যতসব কি বলে না ইয়ে। তুমি বলতে থাক, আমি কাজে

www.pathagar.com

চললাম। (চলে যায়)

প্যাঃ মা : হ্যাঁ লা বড়বৌ, সত্যিই ছুঁড়ী নিকে করবে না তো?

বড়বৌ : আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁশ্ নেই? যার নিকে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। যা লয় তাই। মেজোবৌকে যদি তুমি চিনতে, তাহ'লে একথা বলতে না।

প্যাঃ মা : কেমন যেন মনে হয় বড়বৌ। ছুঁড়ির এই বয়েস আর এত রূপ! আমি যে আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি রে!

বড়বৌ : বেশি নাড়াচাড়া করলে এই আগুনে যে পুড়ে মরবে মা।

প্যাঃ মা : সব বুঝি মা, তবু কিছুই বুঝি না।—আচ্ছা বড়বৌ, এক কাজ করলে হয় না রে? এই আমার প্যাকালেও এসেছে। আচ্ছা প্যাকালের সঙ্গে মেজোবৌর—

প্যাকালে : কি, কি বললে মা? মেজোভাবীকে নিকে? আমি কালই চললাম রানাঘাটে। আর বাড়িমুখো হ'ব না।

প্যাঃ মা : রাগ করিসনে বাবা। এমন তো সব গরীব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া ওর চাঁদপনা মুখ তো কিছুতেই ভুলতে পারব না। অমন বৌ পর হয়ে যাবে? আমার কপালই যদি না পুড়বে, তাহলে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এ অনুরোধ করতে যাব কেন?

বড়বৌ : তা' ভাই তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা। অমন তো কতই হ'চ্ছে। একদিন ভাবী বলেছ বলে—

প্যাকালে : তুমি থাম। ঢক্! যা' লয়, তাই।

বড়বৌ : তা' ইখেনে নিকে করবে কেনে, কুর্শিকে যে নিকে করবে খেরেস্তান হ'য়ে।

প্যাকালে : রইল তোমার নিকে, আমি চললাম। (চলেযায়)

বড়বৌ : তখনি বলেছিলাম মা, এ হয় না। তাছাড়া তোমার ছেলে রাজী হলেও সে যা মেয়ে, সে কিছুতেই রাজী হত না।

প্যাঃ মা : কপাল মা, কি করবি বল্। ঐ বুড়ো মিনসেই ছিল ছুঁড়ীর কপালে।— ওরে, আমার কি হবে রে! ও সোভান রে!

(কান্না সুরু করে দেয়)

বড়বৌ : মা, তুমি থাম। এই দেখ আমাদের বাড়িতে সায়েব এসেছে।

(পাদ্রী আসে)

পাদ্রী : তোমরা ভয় করিবে না। আমি তোমাদের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছি।

www.pathagar.com

টোমাডের কে পীরিট আছে, টাহাকে ঔষধ ডিবে।

প্যাঃ মা : বড়বৌ! মেজোবৌকে ডাক।—আল্লা তোমার ভাল করবেন সায়েব। এই আমার সেজোবৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ যদি ভাল করতে পার তাহলে কেনা হয়ে থাকব সায়েব।

পাদ্রী : কোন চিন্টা নাই। যীশু বালো করিয়া ডিবে। যীশুর প্রার্ঠনা কর।

(অল্পক্ষণ পরে)

হাঁ, এখান হইতেই রোগী আমি ডেখিয়াছি, বালো হোবে। ঔষড আর এই টাকা নাও। রোগীকে পট্য কিনিয়া ডিবে। যীশুকে ডাক, কষ্ট ডূর হোবে। আমি কাল ফের আসিব। (চলে যায়)

প্যাঃ মা : ছুঁড়ীর কপাল ভাল মেজোবৌ। এত সব ওষুধ খেয়ে ওকি আর মরে? আর এই দেখ্ বৌ, টাকা দিয়ে গেছে পথ্য কিনতে।

মেজোবৌ : কপালে এত দুঃখও লিখেছিলেন আল্লা। সেজোর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিছু কিনে খাওয়াতে পারলাম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে। সাধে কি সব খেরেস্তান হয়ে যায়!

প্যাঃ মা : (ধরা গলায়) যা বলেছিস মা। যাই, দেখি পাঁচি কি করছে।

(চলে যায়। প্যাকালে আসে)

প্যাকালে : মেজোভাবী, খেতে দাও। এই ভাবী! আরে কথা কও না যে! বলি রান্নাবান্না কিছু হয়েছে না কি?

মেজোবৌ : না, হয় নি।

প্যাকালে : (রাগে) তা হবে কেন? পেট লেগে গেছে পিঠে, ভাতের কি দরকার!

মেজোবৌ : একটু আস্তে বল ছোটমিয়ে। সেজোর শরীরটা খুব খারাপ।

প্যাকালে : খারাপ! মরুক সেজো, সমস্ত গোষ্ঠি মরুক। রাগ হয় না? খেতে দেবে না, আবার বলতেও দেবে না! থাকুক গরুর পাল, আমি চললাম।

মেজোবৌ : ছোটমিয়া!

প্যাকালে : না না, তোমরাই খাও, থাক। আমি কেন!

মেজোবৌ : প্যাকালে! (আওয়াজে আশ্চর্য মমতা মাখানো আদেশ)

প্যাকালে : (নীচু গলায়) ভাবী!

মেজোবৌ : তুমি গেলে আমরা খাব কি?

প্যাকালে : ঘরে আজও চাল নেই— না?

www.pathagar.com

মেজোবৌ ঃ না।

প্যাকালে ঃ আমাকে মাফ কর মেজোভাবী। আমিই তো পারি নি চালের যোগাড় করতে। খোকা, লালু, পটলি, তুমি, মা- কেউ এখানো—আমি যাই ভাবী।. যেভাবে পারি চাল নিয়ে আসব।

মেজোবৌ ঃ আমার কাছে কয়েক আনা আছে, এই নাও।—হ্যাঁ ছোটমিয়া, আসবার সময় কুর্শিদের বাড়ির কাছে আবার দেরি করো না যেন।

প্যাকালে ঃ পেটে ভাত নেই, তবু তোমার দুষ্টুমী আর হাসি গেল না।

মেজোবৌ ঃ কুর্শিকে যেভাবে পারি, ঘরে আনব। সেজন্য কিন্তু আবার পাগলামী করো না।

(প্যাকালে চলে যায়)

(রাস্তা' কথা বলতে বলতে আসে সমাজপতি আর মৌলবী সাহেব)

সমাজপতি ঃ মেজোবৌর লক্ষণটা ভাল নয় মৌলবীসাহেব। শেষ অবধি না মাগী খেরেস্তানই হয়ে যায়।

মৌলবী ঃ লক্ষণটা খারাপ হবে না সমাজপতিমশায়? একে তো বিধবা, তার উপর বয়েসটাও হেঁঃ হেঁঃ—

সমাজপতি ঃ শুনছি তো অনেক কিছুই। রাসলীলা নাকি চলছে মৌলবী সাহেব, রাসলীলা।

মৌলবী ঃ চলবে না। একে তো ধম্ম-কম্ম করে না, তার উপর এই ভরা যৌবন হেঁঃ হেঁঃ—

সমাজপতি ঃ তাতে আবার হাওয়া বইছে সর্বদাই। মা গো তারা! ঢেউ ওঠে মৌলবীসায়েব, ঢেউ ওঠে!

মৌলবী ঃ আসতাগফিরুল্লাহ্! এ জন্যেই নিকে দেওয়ার নিয়ম। আরে মেয়েছেলে হ'ল আগুন, একে সামলানো কি সহজ?

সমাজপতি ঃ পুড়ে যায়, কাছে গেলেই কোন কথা নেই, পুড়বে। আরে লোহা পর্যন্ত গলে যায়, আর মানুষের মন? ও তো ঘৃত— তরল।

মৌলবী ঃ তা-ই। শুনছি, ওই যে রাসলীলা না কি যেন বললেন, ওটা একজনের সঙ্গে নয়, চলছে সমানেই- অনেকের সঙ্গে।

সমাজপতি ঃ এই অবস্থা, তাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, গণ্ডগোল হবে না?

মৌলবী ঃ পাড়ার জিনিষ তো ফাও। ঘরেই যে রয়েছে গো! ওই যে দেবরটি— প্যাকালে— ছোকরা বয়েস, মাথা ঘুরে যাবে না?

www.pathagar.com

সমাজপতি ঃ না– এ সমস্ত সহ্য করা উচিত নয়। খাওয়া পরার একটু কষ্ট হচ্ছে, তাই বলে যাচ্ছেতাই করবে? ব্যবস্থা করুন মৌলবীসায়েব, ব্যবস্থা করুন।

মৌলবী ঃ নিশ্চয়ই। তিনি ঢং করে সমাজ-ধম্ম সব নষ্ট করবেন, এ তো হতে পারে না।

সমাজপতি ঃ হ্যাঁ, ওই প্যাকালেটি... তিনি নাকি আবার এক রাধিকায় তুষ্ট নন, চন্দ্রাবলীর কাছেও ঘুরাফেরা করেন।

মৌলবী ঃ বুঝলাম না কথাটা।

সমাজপতি ঃ শোনেন নি বুঝি? এই যে কুর্শি গো, মধু ঘরামীর ধিঙ্গী মেয়েটা–

মৌলবী ঃ ওরা তো খেরেস্তান!

সমাজপতি ঃ হেঁঃ হেঁঃ–ওই একটিমাত্র বিষয়ে– ওই আদিরসের বিষয়ে সব একাকার।

মৌলবী ঃ হুঁম্। বলি ছোঁড়া পেয়েছে কি? ঘরে, বাইরে, যেখানে সেখানে –আচ্ছা, দেখতে হয়।

(অদূরে একটি মেয়ের চীৎকার ও কয়েকজনের কথাবার্তা)

কি , ব্যাপার কি সমাজপতিমশায়, হ'ল কি?

সমাজপতি ঃ আপনি দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।

(অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে)

যা' বলেছিলাম, তাই।

মৌলবী ঃ হয়েছে কি?

সমাজপতি ঃ ওই প্যাকালে আর কুর্শি। রোতো কামারের সঙ্গে বোধহয় কুর্শি একটু হাসাহাসি করেছিল, তা দেখে আমাদের প্যাকালেটি রাগে কুর্শির মাথায় কন্নিক ছুঁড়ে মেরেছে। পীরিত করতে যেয়ে বেচারীর প্রাণ যেতে বসেছে।

মৌলবী ঃ এদেরে নিয়ে বড়ই মুস্কিল। সমাজটা ডুবিয়ে দেবে। প্যাকালে কি করছে এখন?

সমাজপতি ঃ করবে আর কি? পালিয়েছে। প্রাণ বাঁচিয়ে তো পীরিত...হাঃ হাঃ... চলুন যাওয়া যাক।

(চলে যায়)

(প্যাকালেদের বাড়ি)

www.pathagar.com

সেজোবৌ : কে?

প্যাকালে : (নীচু গম্ভীর গলায়) আমি সেজোভাবী, আমি।

সেজোবৌ : ও! ছোটমিয়া!—আমার যে বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে ভাই!

প্যাকালে : চাল এনেছি।

সেজোবৌ : এনেছ? কিন্তু ঘরে এত অন্ধকার কেন? আলো কই?

প্যাকালে : আলো! হয়তো জ্বালানো হয়েছিল, নিভে গেছে।

সেজোবৌ : তোমার কিছু হয়েছে ছোটমিয়ে? তোমার মনটা যেন একটু ভার?

প্যাকালে : চুপ করে তুমি শোও একটু। রান্না হলে খাবে।

সেজোবৌ : কিন্তু তুমি কাপড়চোপড় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?—ছোটমিয়ে! কথা বলছ না যে? কি হয়েছে তোমার? একি! কোথায় চললে? ছোটমিয়ে! আমি যে আর পারি না। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। ছোটমিয়ে!

(মেজোবৌ আসে ব্যস্ত হয়ে)

মেজোবৌ : সেজো, সেজো! এরকম করছিস কেন? কি হয়েছে? একি রে, তুই অমন করে চেয়ে আছিস কেন?

সেজোবৌ : আমার ক্ষিধে পেয়েছে। ছোটমিয়েকে ডাকছি। অথচ সাড়া না দিয়ে চলে গেল।

মেজোবৌ : ছোটমিয়ে এসেছিল?

সেজোবৌ : হ্যাঁ, চাল নিয়ে। আমি খাব মেজো বু'। (সেজোরছেলেটিকাঁদে)

মেজোবৌ : ছোটমিয়ে! প্যাকালে!

সেজোবৌ : আমি খাব মেজো বু'! বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, আমি খাব।

মেজোবৌ : সেজো, তুই অমন করছিস কেন? সেজো!

সেজোবৌ : আমি খাব।

মেজোবৌ : মা! মা গো! তোমরা কোথায়? সেজো কেমন করছে! ওরে সেজোবৌ!

সেজোবৌ : দেখেছ মেজো বু' বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে? উঃ, আমার যেন দম আটকে আসছে। মেজো বু', বাইরে কি একটুও বাতাস নেই? উঃ, মেজো বু'!

মেজোবৌ : সেজো!

সেজোবৌ : (অস্পষ্ট ভাবে) আমার ছেলে—তুমি—

মেজোবৌ : ওকে আমি নিলাম সেজো। যেতে যদি হয়, কান্নার দুঃখ আর না

www.pathagar.com

বাড়িয়ে চলে যা' বোন। আর পারিস তো আমায় ডেকে নিস্!

(দূরে আযান)

অনেক ডেকেছি আল্লাহ্। আজ আর তোমায় ডাকব না।

সেজোবৌ : আহ্— আল্লাহ্!

মেজোবৌ : মাগো! তোমরা কই? সেজো নেই।

(প্যাকালের মা ও বড়বৌ ব্যস্ত হয়ে আসে)

বড়বৌ : এ্যাঁ নেই? সেজো নেই!

প্যাঃ মা : (চাপা গলায়) মেজোবৌ! সেজো মরেছে বুঝি? এ্যাঁ ? মরেছে? বেশ করেছে। ও বেঁচে গেছে। তোরা কেউ কাঁদিসনে, কেউ কাঁদিসনে।

(নিজেই কেঁদে উঠল। ছেলেটা কাঁদে। পাদ্রী আসে)

পাদ্রী : What has happened? My Lord! টোমরা কাঁডিয়ো না! যীশুকে ডাক।

মেজোবৌ : যীশু?

পাদ্রী : হাঁ যীশু। টোমরা ডাক, মুক্‌টি পাইবে, টোমাডের ডুখের শেষ হোবে।

মেজোবৌ : শেষ হবে?

পাদ্রী : হাঁ, খুব সুখে ঠাকিবে।

(অন্ধকার হয়ে আসে)

(করুণ সুর।... ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হয়)

মেজোবৌ : এই তো আমার কাহিনী। একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা। তার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে—

আনসার : বুঝেছি মেজোবৌ।

মেজোবৌ : আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন, এখন আমি কি করব? আমার যা' করবার তা তো ঠিক করে দেবে ঐ সাহেব মেমগুলো। তারা আমায় কালই বোধহয় বরিশাল পাঠিয়ে দেবে।

আনসার : তুমি আমার কথা রাখবে?

মেজোবৌ : কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো রাখতে পারব না।

আনসার : সত্যিই কি তুমি এদেশ ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে?

মেজোবৌ : আর দুদিন আগে গেলে হয়তো কষ্ট হ'ত না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো আমি আর ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আবার মুসলমান

www.pathagar.com

হয়ে ফিরে আসি, আপনি হয়তো এই বলতে চান। কিন্তু আমায় জায়গা দেবে কে?

আনসার : তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক। আমি ব্যবস্থা করে দেব যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চলে যায়।

মেজোবৌ : (হেসে) আমায় আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন জানাজানি হলে আমাদের কি অবস্থা হবে বুঝেছেন? আমি না হয় সইলাম সেসব, কিন্তু আপনি—

আনসার : সে ভয় আমি করিনে। তাছাড়া আমি তো এখানে চিরকাল থাকছিনে। বছরে দু'বছরে হয়তো একবার করে আসব। অবশ্য আমি এমন ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব, যাতে করে তোমার কোন কষ্টে পড়তে না হয়।

মেজোবৌ : (কান্নাকাতর কণ্ঠে) যাবেই যদি, তবে এ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চলে যাই, তুমিও চলে যাও।

আনসার : মেজোবৌ! শোন।

(চলে যায় মেজোবৌ, লতিফা আসে)

আশ্চর্য!

লতিফা : মেজোবৌ চলে গেল দাদুভাই?

আনসার : হ্যাঁ রে লতি, চলে গেল।

লতিফা : এমন হঠাৎ? ব্যাপার কি দাদুভাই?

আনসার : তেমন কিছু নয় রে। — লতি, আঁধার রাতে পথ চলতে হয়তো আকাশে দেখব দু'টি তারা– সন্ধ্যাতারা আর শুকতারা। হয়তো মনে পড়বে রুবি আর মেজোবৌকে।

লতিফা : দাদু! পুলিশের লোক!

আনসার : ও! ওরা এসে গেছে? যাক। আমার যাবার সময় হয়েছে লতি।

লতিফা : দাদুভাই!

আনসার : পাগলি। ওরা কি বোনের মনের দিকে চায় রে? কাঁদিসনে। এমনি করে কত মা, কত বোন, কত স্ত্রী যেতে দিয়েছে তাদের প্রিয়জনকে। যাওয়ার আগে এমনি করেই দিতে হয় রে!

(লতিফার কান্নার শব্দ)

www.pathagar.com

(প্রস্থান)

সমাজপতি ঃ ওই দেখুন মৌলবীসায়েব, আনসারকে পুলিশে ধরেছে।

মৌলবী ঃ হেঁহ্ ধরবে না! বেটা কি কম জ্বালিয়েছে সরকারকে? পুলিশের ভয়ে এই ক'দিন যে কি করে কেটেছে, তা আর কি বলব সমাজপতিমশায়!

সমাজপতি ঃ যাক্ বাবা। খুব বাঁচা গেছে। যেরকম জাল ফেলেছিল পুলিশ, মনে হ'চ্ছিল ওরা গুগলি শামুক পর্যন্ত বাদ দেবে না।

মৌলবী ঃ আমরা হ'লাম চুনোপুঁটি। ওরা রুই কাতলাই ধরতে এসেছিল।

সমাজপতি ঃ হ্যাঁ ভাই। ইংরেজ সরকার বাহাদুর ছেলে। ও ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না। মশা মারতে কামানও দাগে না।

মৌলবী ঃ তবু কি ভয়ে ভয়েই না কেটেছে এই ক'টা দিন। বাইরে বেরুবো কি বেরুবো না, তা ভাবতে ভাবতেই দিন শেষ।

সমাজপতি ঃ আর এই সুযোগে কত কিছু হয়ে গেল। মেজোবৌটা তো খেরেস্তান হয়েছেই। সঙ্গে সঙ্গে প্যাকালেও ।

মৌলবী ঃ কিন্তু ভাবছি কুর্শির সঙ্গে ঝগড়ার পরও ওকে বিয়ে করল কি করে?

সমাজপতি ঃ ও হ'ল কুকুরে–ভালোবাসা, বুঝলেন না? কোথায় থাকল ঘর–সংসার, কোথায় থাকল মা!

মৌলবী ঃ ওই মা–টিকেই ভাল করে ধরতে হবে। ছেলে-বৌ খেরেস্তান হ'ল কেন, তার জওয়াব দিতে হবে না?

সমাজপতি ঃ হ'বে না? কিন্তু রাস্তায় তো আর থাকা ঠিক নয়। পুলিশের গোলমাল, কিছুই বলা যায় না।

মৌলবী ঃ অবশ্যই। চলুন। আগে পুলিশের গোলমাল মিটুক, তারপর—

(দু'জনই চলে যায়)

(বরিশালে নদীর বুকে নৌকা বাওয়ার শব্দ)

পাদ্রী ঃ হাঁ। এই স্থান হইল বরিশাল– ভেনিস অব বেঙ্গল। হেলেন, প্যাকালে, কুর্শি, ডেখ বরিশাল দেখিতে কি চমৎকার আছে! একি হেলেন! তুমি কাঁদ কেন?

মেজোবৌ ঃ সাহেব! আমাকে একা থাকতে দাও।

পাদ্রী ঃ কিন্টু টোমার তো কোন দুঃখ নাই। টোমার কি ছেলেমেয়ের কঠা মনে হোয়?

www.pathagar.com

মেজোবৌ : সাহেব! আমি একা থাকতে চাই।

পাদ্রী : অল্‌রাইট্‌ অল্‌রাইট্‌ ।

(দূর থেকে গান ভেসে আসেছে)

গান : একি এ মায়ায় হায়রে পিছন আমায় টানে!
কান্নাহাসির সুরের তানে তানে।।

(মেজোবৌর কান্নার শব্দ)

আঁধার কাঁদে শূন্য কুলায়,
ওরে পাখি আয় ফিরে আয়–
মাটির ঘরে কে ইশারায় ডাকছে পিছন পানে।।
কান্নাহাসির সুরের তানে তানে।

(গানের শেষে শুধু নৌকা বাওয়ার শব্দ। তারপর নৌকার ঘাটে লোকজনের কোলাহল। –গরুর গাড়ী চলছে। গাড়ীর চাকা চলার একঘেয়ে শব্দ)

পাদ্রী : হেলেন!

মেজোবৌ : বল ফাদার।

পাদ্রী : এক বরষ চলিয়া গেল, লেকিন টুমি gloomy, I mean মনমরা ঠাক। আমাদের কষ্ট হোয়।

মেজোবৌ : আমিও দুঃখিত ফাদার। না পারলাম সুখী হতে, না পারলাম সুখী করতে। অথচ তোমরা বলেছিলে, আমি সুখী হব!

পাদ্রী : জান হেলেন, সুখী টুমি হইটে পার। লেকিন ছেলেমেয়ে আর মিষ্টার আনসারের চিন্‌টা টোমাকে ডুখী করিয়াছে।

মেজোবৌ : (হঠাৎ অনুযোগ ভরে) কেন তোমরা আমাকে বরিশাল নিয়ে এলে? এখানে যে আমার সবই ফাঁকা!

পাদ্রী : আমি তোমার জন্য ফিল্‌ করি হেলেন। আমি টোমার বালো চাই। টুমি লেখাপড়া কর, মনে শান্টি পাইবে।

মেজোবৌ : শান্তি। শান্তি আমার হারিয়ে গেছে!

পাদ্রী : হেলেন! টুমি এখন মিশনারীতে যাও। এখানে বসিয়া ঠাকিও না।

মেজোবৌ : তুমি বেড়াতে যাও ফাদার।

(পাদ্রী চলে যায়। প্যাকালে আসে)

প্যাকালে : মেজোভাবী!

মেজোবৌ : প্যাকালে!

www.pathagar.com

প্যাকালে : একটা কথা বলব?

মেজোবৌ : বল!

প্যাকালে : মন যা' চেয়েছিল, পেয়েছি। তবু কেন শান্তি পাচ্ছি না?

মেজোবৌ : কেন ছোটমিয়ে? কুর্শিকে পেয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ--

প্যাকালে : তুমি শান্তি পেয়েছে ভাবী?

মেজোবৌ : হ্যাঁ—এ। চারদিকে এত সুখ, এত শান্তি, আর আমিই শান্তি পাব না? একি হতে পারে?

প্যাকালে : ভাবী! তুমি মিথ্যে বলছ। আমি জানি, তুমি ভুলতে পার নি কেষ্টনগরের স্মৃতি। ভুলতে পার নি সেই চাঁদসড়ক, আমাদের দুঃখের সংসার। ভুলতে পার নি তোমার খোকা, পটলি--

মেজোবৌ : (প্রায় চীৎকার করে) প্যাকালে! (নিচুগলায়) প্যাকালে, ওসব আমি ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি!

একজন : (কিছু দূর থেকে) প্যাকালে! তোমাদের চিঠি।

মেজোবৌ : কার চিঠি প্যাকালে? কে লিখেছে?

প্যাকালে : দেখি বাড়ি থেকে এসেছে। একি! মা– মা'র ভীষণ অসুখ, তোমার খোকা–

মেজোবৌ : প্যাকালে!

প্যাকালে : তোমার খোকা মরণের মুখে।

মেজোবৌ : প্যাকালে!

প্যাকালে : ভাবী! খোকা, মা–

মেজোবৌ : মা, মা! ওরে প্যাকালে! বাড়ি চল্।

(পাদ্রী আসে)

পাদ্রী : কি হইয়াছে প্যাকালে?

(মেজোবৌ কাঁদছে)

প্যাকালে : ফাদার, ভাবী আমি কুর্শি আমাদের কেষ্টনগরে যেতে হবে। আজই। মা আর ওর ছেলের খুব অসুখ। ওরা মরণের পথে। এই চিঠি এসেছে।

পাদ্রী : তাহারা অসুখে পড়িবে, পীরিত হোবে, উহাতে তোমাদের কি আছে? তোমরা এখন এক ধর্মে আছ না। তোমরা এখন খৃষ্টান। তাই তোমাদের আগের মা তো আর মা নাই, আগের ছেলে ছেলে নাই।

www.pathagar.com

প্যাকালে ঃ কি বলছ ফাদার! খেরেস্তান হয়েছি বলেই আমার মা আর মা নয়? ওর ছেলে আর ছেলে নয়?

মেজোবৌ ঃ (দৃঢ়কণ্ঠে) আমাদের যেতেই হবে সাহেব। ছুটি চাই।

পাদ্রী ঃ কিন্তু এখানকার যা যা নিয়ম আছে, সকল নিয়ম মানতে হোবে তোমাদের!

মেজোবৌ ঃ নিয়ম? ভুল করছ সাহেব। ছেলে যখন মৃত্যুশয্যায়, মায়ের মনের নিয়মই তখন শেষ নিয়ম।

প্যাকালে ঃ মা আর ছেলের নীরব ডাক তখন শত কণ্ঠের কর্কশ শব্দের মধ্যেও পরস্পর ঠিক শুনতে পায়। আমরা ছুটি চাই।

পাদ্রী ঃ না, তা হইতে পারে না। তোমাদের যাওয়া হোবে না।

মেজোবৌ ঃ সাহেব, শুনতে পাচ্ছ না– আমার খোকা ডাকছে! ডেকে বলছে– মা, তুই কাছে আয়! সাহেব, ভুলে যেয়ো না— পেটের জ্বালায় নতুন ধর্ম নিয়েছি, মনের জ্বালায় নয়। ওই পরিচয়টা গায় চড়িয়ে বাঁচাও যায় যদি, প্রয়োজনে ফেলেও দেওয়া যায়। কিন্তু মনের পরিচয়? সে তো অক্ষয় হয়ে জেগে থাকে। সাহেব, আমার খোকা মরণের পথে!

পাদ্রী ঃ এ কি -- হেলেন যে মূর্চ্ছিত হইল! ওকে ধর প্যাকালে।

প্যাকালে ঃ ভাবী! মেজোভাবী!

মেজোবৌ ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) আমার খোকা!

পাদ্রী ঃ হুঁম্! প্যাকালে, হেলেনের সেবা কর। এখনই সুস্থ হইয়া যাবে। আর তখন তোমরা কেষ্টনগর রওনা দিবে। আমি অনুমতি দিলাম।

প্যাকালে ঃ ভাবী! ও ভাবী! চোখ খোল। আমরা যাব, সাহেব অনুমতি দিয়েছে। ভাবী! মেজোবৌ!

মেজোবৌ ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) খোকা! আমার খোকা!

(জোরে বাতাস বইছে। নদীতে ভেসে চলেছে জাহাজ, তারই শব্দ শোনা যায়)

(নদীতে জাহাজের শব্দ আর নেই। কিন্তু জোর বাতাস তেমনই বইছে)

বড়বৌ ঃ মা, মা! শরীরটা কি খুবই খারাপ লাগছে?

প্যাঃ মা ঃ এ্যাঁ ? না-- ঠিক বুঝতে পারছি না রে বড়বৌ! দেখ্ বৌ, কিছুদিন ধরেই শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে, জন্ম অবধি এমন অবসর আর পাই

www.pathagar.com

নি। ভালই তো লাগছে। মনে হচ্ছে, আমাদের মত গরীবের এতেই শান্তি।

বড়বৌ : বরিশালে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কেন যে ওরা আসছে না, বুঝতে পারছি না।

প্যাঃ মা : আর কারুর জন্য ভাবি না। তোদের জন্য ও না, আমার জন্যও না। যা করবার আল্লা'ই করবেন। পানিতে লাঠি মেরে কেউ তাকে চালাতে পারে না। যা হবার তা হবেই।

বড়বৌ : কিন্তু আমার মন বলছে— ওরা আসবেই মা।

প্যাঃ মা : ওরা সব ভুলে গেছে বড়বৌ। সন্তান মা ভুলে গেছে, মা সন্তান ভুলে গেছে। কিন্তু কই, আমি তো ভুলতে পারছি না রে? আমার মেজোবৌ, আমার ছেলে প্যাকালে— (হাঁপাতে থাকে)

বড়বৌ : এসব কথা থাক মা।

প্যাঃ মা : না রে বৌ, না। আর তো বলতে আসব না। জানিস বৌ, আমার মনে হচ্ছে, আজ আমি খুব ঘুমুব।

বড়বৌ : মা। তুমি একটু চুপ করে থাক। কথা বললে পরিশ্রম হয় যে!

প্যাঃ মা : আর পরিশ্রম করতে হবে না রে বৌ! চিরদিনের জন্য শান্তি আসবে।—বৌ ! কে যেন ডাকল রে!

বড়বৌ : কই, কেউ তো ডাকে নি মা। তুমি ভুল করছ।

প্যাঃ মা : না বৌ, ভুল নয় রে , ভুল নয়। ওই শোন, কে ডাকছে। তুই একটু দেখে আয় মা।

বড়বৌ : এখান থেকেই সব দেখতে পাচ্ছি মা। কেউ নেই।

প্যাঃ মা : না না, তুই বুঝতে পারছিস না। ডেকেছে, আমি স্পষ্ট শুনলাম, প্যাকালে আমায় মা বলে ডাকল! তুই দেখ্ বৌ, প্যাকালে বড় অভিমানী। হয়তো এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বৌ,ওকে ডেকে আন্, প্যাকালে এসেছে। যা' বৌ, যা'।

বড়বৌ : মা! তুমি অমন করছ কেন? আমার যে ডর করে মা!

প্যাঃ মা : ডর!

মেজোবৌ : (অদূরে) খোকা।

প্যাকালে : (অদূরে) মা!

বড়বৌ : কে ? কে ডাকলে? মেজবৌ! প্যাকালে! মা– ওরা এসেছে।

প্যাঃ মা : (চীৎকার করে) প্যাকালে!

www.pathagar.com

প্যাকালে ঃ মা! মা গো!

মেজোবৌ ঃ খোকা! আমার খোকা কই? আমাদের মা?

বড়বৌ ঃ এতদিনে এলে? এই যে মা।

মেজোবৌ ঃ আর আমার খোকা?

বড়বৌ ঃ রাক্ষুসী! কাল সকালে এলেও দেখতে পেতি। তোর খোকা নেই!

মেজোবৌ ঃ নেই! ওরে খোকা!!

প্যাকালে ঃ একি! এত অন্ধকার কেন্?ঘরে কি একবিন্দু তেলও নেই? হাড়িতে নিশ্চয় নেই এক মুঠো চাল! এত ক্ষুধা এখানে?

বড়বৌ ঃ মরণ–ক্ষুধারে প্যাকালে, মরণ–ক্ষুধা এই ঘরে!

প্যাকালে ঃ তাহলে ঘরই পুড়ুক। কিছুই যখন আর বাকী নেই, ভাঙা ঘরটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাক। কিন্তু মা এত নিঃশব্দ কেন বড়ভাবী?

বড়বৌ ঃ প্যাকালে!! মাও আর নেই রে!

প্যাকালে ঃ (বুকফাটা আর্তনাদ) মা! মাগো!

মেজোবৌ ঃ (আশ্চর্য শান্ত–ভাঙ্গা কণ্ঠে) আমার খোকা নেই, মা নেই! আছে শুধু মৃত্যু, আছে শুধু ক্ষুধা।

(কারও মুখে কথা নেই। করুণ সুরের মূর্চ্ছনা শুধু)

www.pathagar.com

দেওয়ানা মদিনা

চরিত্র-লিপি ঃ

মনসুর বয়াতী

সোনাফর দেওয়ান

বেগম সাহেবা

চাকরাণী রাহাতন

মাঝি

মনু পাগলা

আলাল

দুলাল

কিশোর জামাল

মদিনা

মদিনার ভাই

সেকান্দর দেওয়ান

পুরুষেরা

নারীরা

www.pathagar.com

(বাঁশের সুন্দর বেড়া দেওয়া একটি কবর। কবরের দু'পাশেই ফুলের বড় বড় গাছ। গাছের ফাঁকে একটা খড়ের ঘর। সে-ঘরের অংশবিশেষ দেখা যায়। ভোর হচ্ছে। গুন্‌গুন্‌ সুরে গান শোনা যাচ্ছে। কবরস্তানে এসে দাঁড়িয়েছে দু'টি গ্রাম্য যুবতী। উৎকর্ণ হয়ে তারা শুনছে কোথা থেকে ভেসে-আসা গান-)

নেপথ্যে

গান ঃ পঙ্খী হইয়া উড়াল দিল শান্তি-সুখের দিনগুলি।
কোন্‌ বনেতে উধাও হইল আমার স্বপ্নের বুলবুলি।।

(গানের বাকী কথা শোনা যায় না। শুধু সুরের বিস্তার। তার মাঝেই যুবতীদের কথা-)

১ম যুবতী ঃ কোন বিরহীর গান- তাই না?

২য় যুবতী ঃ তাই তো মনে অয়। কোন বিরহী ফকীরের গান।

১ম যুবতী ঃ ফকীর না পাগল?

২য় যুবতী ঃ পাগল না ফকীর?

(আবার সেই গান শোনা যায়- উচ্চকণ্ঠে। যেন বুকভাঙ্গা হাহাকার। মনসুর বয়াতী আসে)

বয়াতী ঃ তোমরা কে?

১ম যুবতী ঃ এই গাঁয়েরই মেয়ে। আইলাম এইখানকার মাযারে।

২য় যুবতী ঃ এই কয়বরটা তো এখন এক মাযার।

১ম যুবতী ঃ আপনে কে?

বয়াতী ঃ মনসুর বয়াতী।

২য় যুবতী ঃ আপনে কি দুলাল-মদিনার পালা জানেন?

বয়াতী ঃ জানি। সেই পালা গাইতেই চলছি। শুনতে চাইলে আস।

(চলতে আরম্ভ করে)

(ঢোলের বাদ্য। পালা গান আরম্ভ হয়)

বয়াতী ঃ ধনু নদীর পারে এক গাঁও- নাম কাজলকান্দা। সেই গাঁয়ের এক মেয়ের নাম মদিনা। দুলাল তার স্বামীর নাম। সেইদিন আছিল ঘরে ঘরে নয়া ফসলের আনন্দ। সবেই চলেন, সেই দিনে ফিইরা যাই।

(মদিনা-দুলালের বাড়িতে ফসল তোলার আনন্দ-দৃশ্য। নাচে-গানে তার অনুসারী অভিব্যক্তি)

www.pathagar.com

দুলাল : ঘরে ঘরে আজ নয়া ধানের রঙে সোনালী মনে রঙ লাগে।
মদিনা : চোখে চোখে আজ কত চাওয়া শুধু নয়ালী আশা বুকে জাগে।।

(সুরের পরিবর্তন)

পুরুষেরা : মউ মউ মনে বউ ধান ছড়াইয়া যাও,
নারীরা : ধুচ্‌নী ছাড়াইতে জোরে চালাও কুলার বাও।

(সুরের পরিবর্তন)

দুলাল : ও কন্যা , নয়া দিন–
মদিনা : পাখি বান্‌ধে বাসা
দুলাল ও
মদিনা : বনালী রীতে অনুরাগে।।
পুরুষেরা : ঘরে ঘরে আজ নয়া ধানের রঙে সোনালী মনে রঙ লাগে।
নারীরা : চোখে চোখে আজ কত চাওয়া শুধু নয়ালী আশা বুকে জাগে।।
পুরুষেরা : খাদি ডুলী আইন্যা বউ ধান ভরিয়া নেও,
নারীরা : চোখ ফিরাইয়া আশার বোঝা মাথায় তুইলা দেও।
দুলাল : ও বন্ধু কথা কও–
মদিনা : নয় গোপন কথা,
দুলাল ও
মদিনা : পৌষালী দিন ওই আগে।।
পুরুষেরা : ঘরে ঘরে আজ নয়া ধানের রঙে সোনালী মনে রঙ লাগে।
নারীরা : চোখে চোখে আজ কত চাওয়া শুধু নয়ালী আশা বুকে জাগে।।

(নাচগান শেষ হয়)

বয়াতী : এই নাচ–গানের মধ্যে হঠাৎ দুলাল চুপ মাইরা যায়। তখন মদিনা জিগায়–
মদিনা : হঠাৎ কি মনে অইলো?
দুলাল : আমার বাপজান, আমার মা... আমার আগের দিনের কথা মনে পড়তাছে মদিনা। মরণকালে আমার মা কইছিলেন–

(মৃত্যুশয্যায় শায়িতা সোনাফর দেওয়ানের স্ত্রী। পাশে বসে সোনাফর দেওয়ান। নেপথ্যে নারীকণ্ঠেই গান– যেন দেওয়ানের স্ত্রীরই কথা–)

গান : যাইবার কালে দেওয়ান শেষ চাওয়া গো।
সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া।

www.pathagar.com

আমি নারী মইরা গেলে আর না করবা বিয়া।
দেওয়ান গো–
যাইবার কালে.................... গো।
ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুইটি ভাই।
অভাগিনী মায়ের তো আর কোনই লক্ষ্য নাই।।
শুন শুন ওহে দেওয়ান বলি যে তোমারে।
আলালে দুলালে দেওয়ান রাইখা গেলাম ঘরে।।
আমি তো অভাগী মাও চলিলাম ছাড়িয়া।
কোলের ছাওয়ালে নিও কোলেতে তুলিয়া।।
দেওয়ান গো–
যাইবার কালে.................... গো।

বয়াতী : দুলালের চোখ থনে দূরে মিলাইয়া যায় অতীতের কথা–গান।

মদিনা : আমার দিকে চোখ তুইল্যা চাও। আমার বাপ–মাও তো ছাইড়া গেছেন।–

(দুলাল নীরবে মদিনার মাথায়–মুখে হাত বুলায়)

আমাদের সামনে নতুন দিন।-এইবার হাসো তুমি– হাসো।

বয়াতী : দুলালের মুখে হাসি ফুইটা ওঠে। উঠানে পুরুষদের পান–তামাক দেয় দুলাল। হাসিমুখে মদিনা ঘরে যায়। অন্য একদিন–

(ঘরের বারান্দায় একটা পিঞ্জিরা। পিঞ্জিরার দুয়ারটা বন্ধ করছিল দুলাল। মদিনা আসে)

মদিনা : এ-এই যাঃ! দিলা তো বুলবুইল্যার বাচ্চাডা ছাইড়্যা?

দুলাল : আধার দিতে গেলাম– উইড়্যা গেল।

মদিনা : উইড়্যা গেল আর ছাইড়্যা দিলা– একই কথা।

দুলাল : ছাইড়্যা দিছি, বেশ করছি। আমার বুলবুইল্যার বাচ্চা, আমি ছাইড়্যা দিছি।

মদিনা : কইলেই তো আর নিজের অইয়া যায় না। ফর উডনের পরে থাইক্যাই আমি পাললাম।

দুলাল : আর আমি যে জুলুঙ্গা বানাইয়া দিলাম! তাছাড়া বাচ্চাডা ধইর‍্যা আনছিল কে?

www.pathagar.com

মদিনা ঃ আর সেই যে সেই বৈশাখ মাসে মায় যখন বাচ্চা উড়াইয়া নেয়, তখন দেখাইয়া দিছিল কে?

(জামাল আসে)

জামাল ঃ আম্মা! বুলবুইল্যার বাচ্চা আমি ধইর্‌যা রাখছি। ওইখানে।

মদিনা ঃ এ্যাঁ! তুমি ধরতে পারলা জামাল?

জামাল ঃ হ্যাঁ-এ। আমি শিষ দিতেই উইড়্যা আইসা আমার হাতে বইলো।

দুলাল ঃ আচ্ছা জামাল, তুমিই কও তো বাবা, বুলবুইল্যার বাচ্চাডা আমার না তোমার আম্মার?

জামাল ঃ তোমারও না, আম্মারও না। বুলবুইল্যার বাচ্চা আমার।

(মদিনা-দুলাল দু'জনই হেসে ওঠে)

বাচ্চাডারে দুধ খাইতে দেই গা আম্মা?

মদিনা ঃ যাও। সব দুধ নষ্ট কইরোনা কিন্তু।

(জামাল চলে যায়)

দুলাল ঃ অখন কিন্তু বয়স অইছে মদিনা। এইসব বানোয়াটি ঝগড়ায় লাজ করে।

মদিনা ঃ বয়স তো দেখাই যায়। দুলাল মিয়ার চুল-দাড়ি কত পাকতে আরম্ভ করছে!

(দু'জনই আবার হেসে ওঠে)

দুলাল ঃ আর কয়দিন পরে পুলারেই বিয়া করাইমু! অখন কি সব কাজ, সব কথা মানায়?

মদিনা ঃ অথচ পাড়াপড়শীর মুখ বন্ধ অয়না কিছুতেই। কয়েকজন একত্র অইলেই-

দুলাল ঃ কি কয় মদিনা একত্র অইলেই?

মদিনা ঃ ইস্! আমার ঠেকা পড়ছে কওনের লাইগ্যা! জানে না যেমুন!

দুলাল ঃ আমি যা জানি- আমরার কাইজ্যা-ঝগড়ার কথাই মাইন্‌ষে বলা-কওয়া করে।

মদিনা ঃ খুব বানাইয়া বানাইয়া যে কইতেছ? মাইন্‌ষে বুঝি এই কথা কয়?

দুলাল ঃ তাইলে? কি কয় মাইন্‌ষে?

মদিনা ঃ কয় দুলাল-মদিনার মিল-মহব্বতের কথা, ভালোবাসার কথা।

(বলেই মদিনা মুখ আড়াল করে। দুলাল মদিনার মুখ তুলে ধরে)

দুলাল ঃ পাড়া-পড়শীরা মিছা কথা কয় মদিনা?

www.pathagar.com

মদিনা : আমি কি জানি... ইস্!

(বলেই দুলালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়)

(অদূরে মদিনার ভাই এসে জামালকে ডাকে-)

ভাই : জামাল! দুলাল কই রে জামাল?

জামাল : ওই তো বারান্দায়, আম্মার কাছে।

(ভাই ভিতরে যেতে চেয়েও কি ভেবে নিয়ে হাসিমুখে ফিরে যায়)

দুলাল : গায়ে হেলান দিয়া খাড়ইলা যে? কেউ আইলে?

মদিনা : কেউ আইবো না। ভাইজান তো আইবোই না। জামাল আইলে তুমি আমার মাথাডা সরাইয়া দিয়া কইওঃ মদিনা! তোমার মাথা ঘুরানী কমলো?

দুলাল : ও! পাড়া-পড়শীরই যত দোষ!

মদিনা : না গো, না- দোষ না। পাড়া-পড়শীর মুখে সোনা বর্ষুক। আমার কপাল ভালা না অইলে কি তোমারে পাইতাম? কই আছিলা, কোন্ রাজ্যে- চিনতাম না, জানতাম না। অথচ জীবনে পাইলাম তোমারেই!

দুলাল : তাতে তো আমারই কপাল খুললো বেশি! নিরাশ্রয় এতিমরে তোমার বাপ দিলেন আশ্রয়, দিলেন জমি-জমা, দিলেন তোমারে।

মদিনা : শোন, আইজ একটা কথা কই। তুমি শুইন্যা উত্তর দেও।

দুলাল : এই অবেলায়- ক্ষেতে যে আমার কত কাজকাম বাকী।

মদিনা : থাউক কাজকাম বাকী। তুমি শোন।

দুলাল : ক্ষেতের কাম শেষ না করলে-

মদিনা : আমি বুঝি ক্ষেতের কামে তোমারে সাহায্য করি না?

দুলাল : তাই কাজকাম থইয়া তোমার কথা শুনতে অইবো?

মদিনা : হ্যাঁ। ওই যে একদিন কইছিলাম- আমি যদি তাড়াতাড়ি মারা যাই, তুমি আর বিয়া কইরো না।

দুলাল : এই কথা! তুমি মইর‍্যা দেখ- তিন মাস যাইতে না যাইতেই আমার ঘরে নতুন বিবি।

মদিনা : জানি গো জানি। তিন মাস ক্যান্, তিন বচ্ছরেও, তিন যুগেও তুমি তা পারবা না।

www.pathagar.com

দুলাল ঃ না পারার কারণ?

মদিনা ঃ ওই কারণডাই যে মদিনার সাত রাজার রাজ্য-ধন!

দুলাল ঃ অতবড় রাজ-রাণী আমার মাটির ঘরে থাকে, দুলাল মিয়ার সেবা-টেবা করে... আহা রে!

মদিনা ঃ এই মাটির ঘরেই তো আমার রাণীর আসন! এই বাঁশের বেড়া, মাটির ঘর আমার সোনায় সোনায় মোড়া, হীরা-মানিক-লাল-পান্নায় ভরা!

দুলাল ঃ কিন্তু চোখে দেখি না তো!

মদিনা ঃ বোঝ না মনে মনে?

দুলাল ঃ তাইলে আর ওই কথা কও ক্যান্ মদিনা?

মদিনা ঃ কইতে ভালা লাগে। মাইন্ষে এমুন কাজ করে তো। ভাবি, এমুন যদি হয়- আমরার সোনার কলি সুরুজ জামাল- সৎমার হাতে তার বিপদ অইবো।

(দুলালের ভাবান্তর হয়)

সতীনের ছাওয়াল সতীনের কাঁটা। সেই না কাঁটা তোলে সতীন সব কিছুর আগে।

দুলাল ঃ মদিনা। তুমি চুপ কর।

মদিনা ঃ মায়ে জানে পুতের বেদন, অন্যে জানব কি। মায়ের বুকের লৌ পুত আর ঝি।।

দুলাল ঃ মদিনা! তুমি থাম।

মদিনা ঃ কি অইলো দুলাল?

দুলাল ঃ তোমার মত আমার মা-ও কইছিলেন এমুন কথা। কইছিলেন বাইন্যাচঙ্গের সোনাফর দেওয়ানরে! কিন্তু... না মদিনা, না। আমারে ছাইড়্যা তুমি মরতে পার না! অসম্ভব!

মদিনা ঃ জান, আমার মরার কথা শুনলে তোমার সুন্দর মুখ মলিন অইয়া যায় বইলাই তো আমার সাধ জাগে- মরার কথাডা আবার কই! আর মনে মনে আল্লা'রে কইঃ যতদিন বাঁচি, আমরা যেন এক অইয়া থাকি!

দুলাল ঃ মদিনা!!

মদিনা ঃ ও! তুমি আবার হেই আগের কথা ভাবতাছ?

দুলাল ঃ ওই কথাই যে আমার ইতিহাস মদিনা! এক যুগেরও বেশি

www.pathagar.com

অইলো, তবু মনে অয় কয়দিন আগের কথা। আম্মা মারা গেলেন। আমরা দুই ভাই– আলাল–দুলাল। আমরার বাপজান, বাইন্যাচঙ্গের সোনাফর দেওয়ান– আম্মার কাছে দেওয়া কথা রাখতে পারলেন না। দেওয়ান–বাড়িতে আইলেন সৎমা।

বয়াতী : আগের দিনগুলি যেন আবার রূপ ধইরা ফিইরা আসে দুলালের সামনে। এর মধ্যে বাইন্যাচঙ্গের সোনাফর দেওয়ান আবার শাদী করছেন। কিন্তু আলাল–দুলালরে রাখেন নিজের কাছে, সৎমায়ের কাছে যাইতে দেন না। সেইদিন দেওয়ান গেছেন নতুন বেগমের কাছে।

।।বেগমেরকক্ষ।।

সোনাফর : একি! তুমি কান্দ ক্যান্ বেগম?

বেগম : কোন্ দোষে আপনের কাছে দোষী আমি? সতীন–পুত বইল্যাই আলাল–দুলালরে আমার নজর ছাড়া কইরা রাখছেন! সৎমা বইলাই কি আমি আলাল–দুলালের বৈরি?

সোনাফর : না না, মানে... তুমি ঠিক বুঝতে পার নাই–মানে–

বেগম : খুব বুঝতে পারি। কিন্তু সব সতাইরে এক মতন মনে কইরেন না।

সোনাফর : না না– তোমার মত সতাই কয়জনের হয়? মানে–বেগম, তোমার ব্যবহারে আমি খুবই খুশি।

বেগম : এইসব আপনের কথার কথা। কত বস্তু আন্দরে তৈয়ার করি। আলাল–দুলালরে আপনে আন্দরে আইতে দেন না। আর ওদেরে ছাইড়া সেইসব বস্তুও আমার মুখে রোচে না। (কান্নারঅভিনয়করে)

সোনাফর : বেগম, তোমার কথায় আইজ দিলে খুব সুখ পাইলাম। সংসারের কাজে তুমি ব্যস্ত থাক, আলাল–দুলাল তোমার কাছে আইলে অসুবিধা বাড়তে পারে– এই মনে কইরা তোমার কাছে পাঠাই না।

বেগম : জাইনা রাইখেন– সব কাম থইয়া মায় ছাওয়ালের যত্ন করে।

সোনাফর : আচ্ছা আচ্ছা বেগম! কাইল সকালেই আলাল-দুলালরে আন্দরে পাইবা তুমি। বাইরে আমার অনেক কাজ। আসি।

(চলে যায়। রাহাতন এগিয়ে আসে)

বেগম : রাহাতন!

রাহাতন : বিবিসা'ব! আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। আপনের কোলও হাইসা উঠব কিছুদিন পরেই। এই অবস্থায় সতীনের ছাওয়াল–

বেগম : (শীতল কণ্ঠে) শোন্ রাহাতন! বাপের বাড়ির কামলী তুই। যা করতে

www.pathagar.com

কই, কইর‍্যা যা।

রাহাতন ঃ আমি আপনের খাস বান্দী বিবিসা'ব।

বেগম ঃ কাইল তারা আইব আন্দরে। তুই নানারকম আলুফা বস্তু তৈয়ার কর্।

(ঘরের আবহটা হঠাৎই থমথমে হয়ে যায়)

বয়াতী ঃ এতেক কহিয়া বিবি আন্দর সাজায়।
যত মতে পারে, নাই সে তিরুডি তাহায়।।
এই মত নানা ইতি দ্রব্য সাজাইয়া।
সতীন দুই পুতের লাইগ্যা রহিল বসিয়া।।
বগা যেমন চোখ বুইজ্যা পাগারের ধারে।
সাধু হইয়া বইসা থাইক্যা পুডি মাছ ধরে।।
বিবিসা'ব রইল যেমন বগার খাপ ধরিয়া।
সতীন দুই পুতের লাইগ্যা পন্থের দিকে চাইয়া।।
ঘরের বাইর চাইয়া বিবি থাকিতে থাকিতে।
বান্দী-আইস্যা খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে।।

(এগিয়ে আসেন দেওয়ান সোনাফর)

সোনাফর ঃ এই নেও বেগম তোমার আলাল আর দুলাল।

বেগম ঃ (অতি উৎসাহে) আইস আমার আন্ধাইর ঘরের আলো। আইস বাবা আলাল, আইস বাবা দুলাল। আমার বুকে আইস।

(আলাল-দুলালকে বুকের দুই পাশে জড়িয়ে ধরে)

রাহাতন! নাস্তা নিয়া আয়।

বয়াতী ঃ পরের দিন বিবিসা'ব পুকুরের ঘাটে বইসা চিন্তা-ভাবনা করতাছেন।

(বেগম আনমনে পানিতে হাত নাড়াচ্ছে। পানিতে বেগমের ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রতিচ্ছবি। রাহাতন আসে)

বেগম ঃ রাহাতন! জল্লাদ-মাঝি আইবো না?

রাহাতন ঃ (এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে) আইবো। একটু পরে, এইখানেই।

বেগম ঃ তখন দেওয়ান সায়বের গলা শুনলাম?

রাহাতন ঃ এই শাওন্নিয়া বর্ষাতেও আপনে নিজের হাতে আলাল-দুলালরে গোসল করাইয়া দিলেন, সায়েব খুব খুশী।

www.pathagar.com

বেগম ঃ (পানির দিকে চেয়ে- আপন মনে) শাওন্নিয়া বর্ষার প্যানি! দেশ, হাওর কানায় কানায় ভরা। টলমল টলমল করতাছে।

রাহাতান ঃ বিড়বিড় কইর‍্যা কি ক'ন বিবিসা'ব?

বেগম ঃ না, কিছু না।

(ঘাট থেকে উঠে দাঁড়ায়)

তুই যা। সব দিকে লক্ষ্য রাখিস।

(রাহাতন চলে যায়। আসে প্রৌঢ় মনু পাগলা)

কে?

মনু ঃ আমি মনু পাগলা।

বেগম ঃ এইখানে... তুমি?

মনু ঃ পাগলা তো, সবখানেই যাই। বাইর বাড়িতে, আন্দরে- সব জায়গায়।

বেগম ঃ উদ্দেশ্য?

মনু ঃ ঘুরাফেরা করা, দেখা, শোনা। দরকার অইলে তুকতাক করা, দরকার অইলে দোয়া খায়ের করা- এইসব আর কি! শোন মা বেগম সাহেবা, আমার ওস্তাদ পাগলা—

বেগম ঃ পাগল সাজতেও ওস্তাদ লাগে?

মনু ঃ কেউর কেউর লাগে মা।—আমার সেই ওস্তাদ পাগলায় কইছিলেন-

নানা বরণ গাভীরে, একই বরণ দুধ।
জগত ভরমিয়া দেখিলাম- একই মায়ের পুত।।

পার না –সব পুতেরে এক পুত মনে করতে?

বেগম ঃ থাউক, থাউক। নসীহত খয়রাত কইরো না। যাও।

মনু ঃ যাই। আরেকবার কইয়া যাই- মায়ের দুধে জহর মিশাইতে নাই মা। জহরের জ্বালা বড় জ্বালা রে মা বড় জ্বালা!

(চলে যায়। আসে জল্লাদ-মাঝি)

বেগম ঃ কে? ও-মাঝি!

মাঝি ঃ হাজির বিবিসা'ব! কোন হুকুম থাকলে-

বেগম ঃ বিশ পুরা জমি কাওলা কইরা পাইলে সব কাম করতে পার?

মাঝি ঃ বিশ পুরা জমি.... অত জমি পাইলে কোন্ কাম পারি না- কইতে অনেক ভাবতে অইবো।

www.pathagar.com

(নেপথ্যে নৌকা বাইচের গান। অস্থির পানিতে বেগমের প্রতিচ্ছবি)

বেগম ঃ তাইলে পার?

মাঝি ঃ হুকুম চাই বিবিসা'ব।

বেগম ঃ শব্দ শুনি কিয়ের?

(বেগমের নির্বিকার কণ্ঠস্বরে মাঝি চিন্তা করে)

মাঝি ঃ নৌকা বাইচের গান। দৌড়ের নাওয়ের আরং—

বেগম ঃ দৌড়ের নাওয়ের আরং জমব। সেই আরং দেখতে যাইব আলাল-দুলাল।

মাঝি ঃ বাকীটা অনুমান করতে পারতাছি বিবিসা'ব- চেলচেলাইয়া চলতাছে দৌড়ের নাও। একটা, দুইটা, তিনটা, চাইরটা... অনেক, অনেক, অনেক—

বেগম ঃ হ্যাঁ, অনেক নাও, অনেক পানি। একটা ছোডো নাওয়ে খালি তুমি আর আলাল-দুলাল—

(এতক্ষণ ঘাটের পানিতে নৌকা বাইচের দৃশ্য যেন ভেসে উঠছিল। সেই নৌকা বাইচের শব্দই ভেসে আসে। বাতাসের শব্দ, তার সঙ্গে অট্টহাসি। এই অট্টহাসি মাঝির।- বাতাসের সঙ্গে এবার মনু পাগলার জিকির-)

সোনাফর ঃ আলাল-দুলাল গেল আরঙ্গে। এইদিকে যে ঝড়!!

মনু ঃ (জিকির) গফুরুর রহীম আল্লা রহমানুর রহীম।
তোমার কুদরত অসীম তুমি কাদের ও হাকীম।।

(নেপথ্যে ঝড় ও জিকিরের শব্দ)

মাঝি ঃ হাঃ হাঃ হাঃ —

জিকিরঃ ইব্রাহীম খলীল হাসেন আগুনে বসিয়া,
ইউনুস নবী যে বাঁচেন দরিয়ায় ডুবিয়া।।

(অসহায় আলাল-দুলালের ভীত দৃষ্টিতে এগিয়ে আসছে মাঝির ক্রুর জল্লাদী দুই হাত। ঝড়ো বাতাসের শব্দের সঙ্গে জিকির ভেসে আসে-)

জিকির আল্লা' তোমার নাম, তোমার কাম, তোমার মেহেরবাণী-
দরিয়া শুকাইতে পার, পাহাড়ে নেও পানিঅ
আল্লা' পাহাড়ে নেও পানি।।

(হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে, সকল শব্দ থামে। নেমে আসে মাঝির ক্রুর দুই হাত। বলে-)

মাঝি ঃ অত বড় গুণার কাজ আর করলাম না। যা তোরা, ওই সাধুর নৌকায় যা। মনে রাখিস- বাইন্যাচঙ্গে ঘুইর‍্যা বেড়ায় এক

www.pathagar.com

কালসাপিনী। ওইখানে আর কোনদিন যাইবি না। সাবধান। যা'।

(আগের দিনগুলির সব দৃশ্য শেষ হয়। গৃহাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল কন্ঠে বলে মদিনা–)

মদিনা ঃ ওগো! তুমি চুপ কর। আমি তোমার এই কষ্টের কাহিনী আর শুনতে পারি না।

দুলাল ঃ কিন্তু শয়নে স্বপনে আমার চোখে ভাসে সেইসব দুঃখের ছবি। আমি সব ভুইল্যা থাকতে চাই মদিনা। কিন্তু পারি না।...(গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে) আল্লা'রই মেহেরবাণী– মাঝি–জল্লাদ দুইভাইরে তুইল্যা দিল এক সাধু সদাগরের নায়। সেই নাও আইসা ভিড়ল তোমার বাপজানের ঘাটে। অনেক ধানের বদলে তিনি রাইখা দিলেন আমরা দুই ভাইয়েরে। অল্পদিন পরে হঠাৎ নিরুদ্দেশ অইয়া গেল বড়ভাই আলাল। আর আমি থাইকা গেলাম তোমার বাপজানের আশ্রয়ে।

মদিনা ঃ আমি জানি তোমার অন্তরের ব্যথা। জানি বইল্যাই ডরে আমার অন্তর কাঁপে। তুমি যে দেওয়ানের পুত দেওয়ান! হয়তো দেওয়ানী করতেই একদিন চইল্যা যাইবা। ভাইঙ্গা যাইব আমার দুইদিনের স্বপ্ন।

দুলাল ঃ পাগলি! ভালবাসার কোন দামই কি নাই?

মদিনা ঃ তুমি যে আমার সোতের ফুল। কত সাধের সেই ফুল অখন আমার গলায়।

দুলাল ঃ ধন্য হইছে ভাইসা–আসা সেই ফুল। তুমি ছাড়া দেওয়ান–পুতের দুনিয়াই যে আন্ধাইর মদিনা।

মদিনা ঃ সত্য কইলা? সত্য?

দুলাল ঃ সত্য, সত্য, সত্য।

মদিনা ঃ তিন সত্য?

দুলাল ঃ তিন সত্য।

মদিনা ঃ আর আমার কোন ডর নাই। কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে মলিন মুখে থাকতে পারবা না। আমরার কি নাই? সব আছে। ক্ষেত–খামার আছে, বাড়ি–ঘর আছে, আছে বুকভরা মানিক সুরুজ জামাল। ক্যান্ তুমি চিন্তা করবা?

দুলাল ঃ কিন্তু একজনের কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারি না?

মদিনা ঃ কার কথা? কে সে?

দুলাল ঃ আমার বড়ভাই আলাল। জানি না কোথায় আছে আমার ভাই!

www.pathagar.com

(আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। শোনা যায় মেঘ-গর্জন)

বয়াতী ঃ (সুরে) বার জঙ্গল তের ভূঁই ধনুক দইরার পার।
তাহাতে বসতি করে দেওয়ান সেকান্দার।।
সেকান্দর দেওয়ানের বড় শিকারে আউশ।
পংখী শিকার করবার যায় হইয়া বেউশ।।
বনে বনে ঘুইর‍্যা মিয়া কত পংখী মারে।
বৃক্ষের নীচেতে দেখে এক ছেলিয়ারে।।
সুন্দর ছেলিয়া দেইখ্যা সঙ্গেতে লইল।
নিজের বাড়িতে মিয়া ফিরিয়া যে গেল।।
কত কাম করে ছেইল্যা মায়না নাই সে নেয়।
অসম্মত হয় যদি দেওয়ান যাইচ্যা দেয়।।

এই ছাওয়াল আর কেউ না, দুলালের বড়ভাই আলাল। বার বচ্ছর বিনা মায়নায় কাম কইরা শেষে মায়না চাইলো সেকান্দর দেওয়ানের কাছে। বাইন্যাচঙ্গের সব কথা খুইল্যা কইয়া মায়নার বদলে চাইলো কয়েক শ' লোকলস্কর! রওনা দিল বাইন্যাচঙ্গের পথে।

(অনেক লোকজনের হৈ চৈ)

।। বেগমের কক্ষ।।

(অর্ধ-শায়িতা বেগম ফরসী হুঁকা টানছে। পাশে রাহাতন)

বেগম ঃ কে আইছে? আলাল? (হুঁকার নল রেখে দেয়) অদ্দিন পরে আলাল আইবো কেমনে? ভূতের গল্প কইতে আইলে?

রাহাতন ঃ ভূত না বিবিসা'ব। সত্যই আলাল। কোন্ এক সেকান্দর দেওয়ানের বাড়িতে এদ্দিন আছিল। হেই দেওয়ান সায়েব লোকলস্কর লগে দিয়া আলালরে পাডাইছে বাইন্যাচঙ্গের দখল নিতে।

বেগম ঃ (চিন্তিতভাবে) মাঝি-জল্লাদ মইরা গেছে। সে কি নিমকহারামী কইরা গেছে আমার লগে?

রাহাতন ঃ আলাল-দুলালের মায়ের নিমকই তো বেশি খাইছিল সে!

(বেগম রাহাতনকে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়)

আমার ছাওয়াল কই?

রাহাতন ঃ ইয়ার দোস্ত্ লইয়া পানশীতে বেড়াইতে গেছেন।

বেগম ঃ চুপ কর্। বাইর বাড়িতে গিয়া জানাঃ আলাল হউক, আর যেই

www.pathagar.com

হউক, বাইন্যাচঙ্গে তার জায়গা নাই। এই আমার হুকুম।

(বাইর বাড়িতে—)

আলাল ঃ হুকুম দেয় কে? আইজ বাইন্যাচঙ্গের হুকুমদার আমি– আলাল।

(লোকজনের হৈ চৈ- কোলাহল)

বেগম ঃ যাও যত লোকলস্কর। জোর কইর‍্যা তাড়াইয়া দেও!

(অন্যান্য লোকজনের হুঙ্কার)

আলাল ঃ বীর বন্ধুরা! প্রতিশোধ নেও!

(নেপথ্যে মারামারির শব্দ, হৈ-চৈ।- তারপর সব কিছু নীরব)

সেকান্দর ঃ সাব্বাস আলাল, সাব্বাস। এতদিন পরে তুমি জুলুমের দাদ লইছ। বাইন্যাচঙ্গ আইজ তোমার দখলে। এই তো বাপের সুপুত্র!

আলাল ঃ আপনের দোয়া।

সেকান্দর ঃ এই দেওয়ান সেকান্দরের দোয়া বরাবর তোমার জন্য থাকল। এইবার একটা অনুরোধ।

আলাল ঃ হুকুম করেন দেওয়ান সায়েব!

সেকান্দর ঃ আমার বড় মেয়ে মমিনা বাইন্যাচঙ্গের অযোগ্য না। আলাল, মমিনারে তুমি---

আলাল ঃ আপনের প্রস্তাবে আমি রাজী। কিন্তু আইজ এই সুখের দিনে যারে সবচেয়ে বেশি মনে পড়তাছে, সে আমার ভাই দুলাল। তারে না পাইয়া আমি ঘর-সংসার করব না। তারে যদি পাই, আপনের ছোড মেয়ে আমিনারেও চাই আমি।

সেকান্দর ঃ আল্লাহ্ তোমার আশা পূর্ণ করুন। আমি রাজী।

আলাল ঃ আইজই আমি রওয়ানা করতাছি ভাইয়ের খোঁজে।

বয়াতী ঃ এইদিকে একটা গাছের নীচে বইয়া মনু পাগলা কয়-

মনু ঃ বেহুদাই বুড়া অইলাম। না পাইলাম শান্তি, না গেল পাগলামী। পাগলামী যাইব কেমনে? দুনিয়াডাই অইল পাগল। সব বেটাই পাগল। কেউ মনের, কেউ মানের, কেউ ধনের। (দূরে দেখে নিয়ে) কে

www.pathagar.com

যায়? আলাল না? হ', দুলালের খোঁজে বোধ অয়।

(জোরে বাতাস বইছে)

আলাল : তুমি দুলাল না?

দুলাল : আপনে বড়ভাই আলাল?

আলাল : আমার বুকে আয় দুলাল। কতদিন পরে⋯

(দুই ভাই বুকে বুকে এক হয়ে যায়)

দুলাল : দুই ভাই এক জায়গায়।

আলাল : আল্লা'র ফজলে দুলাল– সব আবার ফিইর‍্যা পাইছি। দুশমন পলাইয়া গেছে।

দুলাল : আপনে বাইন্যাচঙ্গে গেছেন?

আলাল : গিয়া দখল করছি সব কিছু। এইবার বাড়িতে চল। দুইজনে মিইল্যা দেওয়ানী চালাই।

(দুলালের হাত ধরে আলাল এগোয়)

বয়াতী : আর ওইদিকে তখন মায়ের কাছে গল্প শুনতাছে জামাল।

মদিনা : তোমার আব্বা কয়ঃ পাহাড়ে থাকে মস্তবড় সাপ– অজগর। গরু–বাছুর–মানুষ কাছে গেলেই আর রক্ষা নাই।

জামাল : ক্যান্? দৌড় মারতে পারে না?

মদিনা : না, পারে না। অজগরে আকর্ষণ করে– আস্তে আস্তে। নিস্তেজ অইয়া যায় গরু–বাছুর–মানুষ। তারপরে অজগর ধীরে ধীরে কাছে টানে। টানতে টানতে এক্কেরে মুখের কাছে।

বয়াতী : এইদিকে দুই ভাইয়ের কথাবার্তা চলছে–

আলাল : বিয়া করছ?

দুলাল : এক ছাওয়াল অইছে, নাম রাখছি সুরুজ জামাল। আমার নামে জমি–বাড়ি⋯

আলাল : (গম্ভীর কণ্ঠে) যা অগুনের অইছে। এইবার বাড়িতে চল।

দুলাল : মদিনা আর জামালরে এইখানে রাইখ্যা?

আলাল : বাইন্যাচঙ্গের সোনাফর দেওয়ানের ছাওয়াল তুমি। ওরা সাধারণ গিরস্থ।

দুলাল : সোনাফর দেওয়ান যারে বাঁচাইতে পারেন নাই, তারে বাঁচাইয়া রাখছে এই গিরস্থেরাই! নূনেরও একটা দাবী আছে ভাইজান!

www.pathagar.com

আলাল : সেই দাবী শোধ করা লাগব খান্দানের মান-সম্মান দিয়া?

দুলাল : আর মনের দাবী-দাওয়ার কথাডা?

(বাতাস বয় আরও জোরে)

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা : অজগরের মুখের কাছে যখন গিয়া পড়ে মানুষ, তখন আর কি! সব কিছুই শেষ!

জামাল : শেষ?

মদিনা : একেরে শেষ!

।।আকাশেরনীচে।।

আলাল : এদ্দিন ঘর-সংসার করছ, নূনের দাবী মিটাইছ। মনেরও। আইজ নতুন ব্যবস্থায় তারে মুক্ত কইর‍্যা দেও। তালাকনামা লেইখ্যা দেও।

দুলাল : (আর্তস্বরে) ভাইজান!!

বয়াতী : (গান) এই দুনিয়ায় জমে কত আপন-পরের মেলা।
সময়কালে সবই কি তার শুধুই পুতুল খেলা!!
ভাঙ্গা মেলার কথা রে ভাই কেবা মনে রাখে।
চিন্-পরিচয় মিলাইয়া যায় আন্ধাইর পথের বাঁকে।

।।আকাশেরনীচে।।

দুলাল : ভাইজান! কথা কও।

ভাই : বহুদিন আগে, মদিনার লগে তোমার মনের সম্পর্কটা জাইন্যাই তো সম্বন্ধ করছিলাম। তখন কেউ ভাবি নাই যে তুমি মানী বংশের দেওয়ান। আইজ যখন তালাকের কথাডা মনে একটু অইলেও আইসা গেছে, তখন আমার আর কওয়ার কিছুই নাই।

দুলাল : ক্যান্ কওয়ার নাই? তুমি আমার ছোডকালের দোস্ত!

ভাই : ছোডকালে মানুষ থাকে অবুঝ। ছোড-বড়র চিন্তা তখন থাকে না। হেই চিন্তা আসে বড় অইলে। তখন দোস্তালির জোরডাও কইম্যা যায়। যাও, তোমার বড়ভাই অপেক্ষা করতাছেন।

www.pathagar.com

।।আকাশেরনীচে।।

আলাল ঃ এ তুমি কি কও দুলাল? এর লাইগ্যা আমি বার বছর অন্যের বাড়িতে কামলা খাটছি? যে বার বচ্ছরের একদিনের লাইগ্যাও ভুলি নাই বাইন্যাচঙ্গের কথা, তোমার কথা, আব্বা-আম্মার কথা? আশা আইজ পূরণ অইছে। পারতাম না আমি একলা বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ানী ভোগ করতে? কিন্তু তোমারে ছাড়া তা যে আমি ভাবতেও পারি না! আইজও আমার মনে পড়ে দুই এতিমের শুকনা মুখ! আইজও মনে পড়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতাছে আমাদের ছোট নাও। সামনে ভয়ঙ্কর জল্লাদ-মাঝি। তুমি ভয়ে আমার হাত ধইরা আছ...

দুলাল ঃ ভাইজান! আপনে থামেন!

আলাল ঃ না দুলাল, না!! সেইদিনের কথা তুমি ভুলতে পার না! তোমার খান্দান তুমি ভুলতে পার না!

বয়াতী ঃ দুলালের সামনে তখন সব কিছু ঘুরতাছে। আর কানে ভাইসা আসতাছে নানা রকম শব্দের ঝঙ্কার।

বিভিন্ন শব্দঃ "তোমার খান্দান", "তোমার বাপ-মায়ের সম্মান", "বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ানী"-

বয়াতী ঃ দুলালের চোখে ঘুরতাছে গাছ-গাছালী,দালান-কোঠার ছবি। অস্থির হইয়া পড়ে দুলাল--

আলাল ঃ দুলাল! দুলাল!!

দুলাল ঃ ভাইজান! ---তালাকনামাই আমি লেইখ্যা দেই!

(সারা প্রকৃতি যেন হঠাৎই নীরব হয়ে যায়)

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ কি কইলা? কি নামা?

ভাই ঃ তালাকনামা। দুলাল তোমারে তালাক দিয়া গেছে।

(হাতের তালাকনামা বাড়িয়ে দেয়)

মদিনা ঃ ছিঃ ভাইজান! কি যে ঠাট্টা কর!

ভাই ঃ এমুন ঠাট্টা আমি জান গেলেও করতাম না বইন! দেখ্, তার হাতেরই দস্তখত!

www.pathagar.com

মদিনা ঃ মাঝে মাঝে কত রকম খেয়াল যে তার মাথায় চাপে! তুমি কামেকাজে যাও ভাইজান। সে আমারে তালাক দিব, এই কথা বিশ্বাস করার আগে আমার যেন মরণ অয়। কাগজটা দেও দেখি।

(তালাকনামাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। জামাল আসে)

জামাল ঃ আম্মা! আব্বা নাকি তাঁর বাপের বাড়িতে গেছেন?

মদিনা ঃ হ্যাঁ রে জামাল। দেখ তো, কেমন নিদয়া পাষাণ! তোমারে আমারে না নিয়াই গেল গা! চল, আমরা দেখি গা– বুলবুইল্যার বাচ্চাডা কই আছে।

(জামালকে নিয়ে চলে যায়। ভাই সেদিকে চেয়ে থাকে– নির্বাক)

ভাই ঃ হায় রে দুনিয়া! কি যে তোর খেলা–মেলা!

।। দেওয়ান-বাড়ির বহিরাঙ্গন ।।

(নাচে–গানে বিভোর নারী–পুরুষেরা)

নেপথ্যে গান

(সকলে) ঃ ও...রে.... আইলো সুখের রাতি।
মনেরি আনন্দে জ্বালাও হাজার নতুন বাতি।।

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ জামাল! এই যে, তালের পিডা বানাই। কাছে বও।

জামাল ঃ আব্বা আইজ ফিইর‌্যা আইবো?

মদিনা ঃ আমার ডাইন চউক্ষের পাতা নড়তাছে। খুব সম্ভব আইবো।

ভাই ঃ না-ও তো আইতে পারে মদিনা!

মদিনা ঃ তুমি জান না ভাইজান, তাই এই কথা কও।

।।দেওয়ান-বাড়ির বহিরাঙ্গন।।

নেপথ্যে গান

(পুরুষেরা) ঃ আলালে দুলালে সাজায় নানান্ আভরণে।
মিছিল কইর‌্যা চলে আরে যত লোকজনে।।

(বরবেশে আলাল–দুলাল এগুচ্ছে)

www.pathagar.com

মদিনা ঃ বিন্নী ধানের খৈ ভাজলাম।

জামাল ঃ আইজ আব্বা আইবো বুঝি?

মদিনা ঃ খৈগুলি হাসতাছে। আইজ বোধ অয় আইয়াই পড়বো।

ভাই ঃ তুমি খুব বেশি আশা করতাছ মদিনা!

মদিনা ঃ ভাইজান, এইরকম কথা আর কইও না!

।।দেওয়ান বাড়ির বহিরাঙ্গন।।

নেপথ্যে গান

(মেয়েরা) ঃ আণ্ডি চলে, ঘোড়া চলে, লোক-লস্কর আর।
তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাইঠ্যা চলে পাছে তার।।

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ জামাল! গামছাবান্ধা দই পাতলাম। মনডা ডাইক্যা কইতাছে- তোমার আব্বা নাকি আইজ আইয়াই পড়ে!

(জামাল মলিন মুখে নির্বাক)

ভাই ঃ তার মন আর তোমার মনের কথা ভাবে না মদিনা!

মদিনা ঃ তুমি চুপ কর ভাইজান!

।।দেওয়ান বাড়ির বহিরাঙ্গন।।

নেপথ্যে গান

(পুরুষেরা) ঃ মিছিলের মধ্যে জামাই আলাল-দুলাল।
সঙ্গে চলে বীর ঢালী সাজাইয়া ঢাল।।

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ জামাল! এই দেখ, হাড়িতে শাইল ধানের চিড়া রাখলাম। সকালে শুনি কি- কুড়ুমপক্ষী ডাকে! দেইখ্যো, তোমার আব্বা আইজ আইবোই!

ভাই ঃ মনডারে তুমি ফিরাও মদিনা!

মদিনা ঃ অমঙ্গলের কথা তুমি কইওনা ভাইজান!

www.pathagar.com

।। দেওয়ান বাড়ির বহিরাঙ্গন।।

নেপথ্যে গান

মেয়েরা) ঃ মমিনারে আলাল আর দুলাল আমিনারে।
সরামতে বিয়া কইরা আইলো নিজ ঘরে।।

(দুই বউ-এর পাশে দুই ভাই)

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ দেখ জামাল, কত মাছ- কই, মাগুর। গত রাইতে স্বপ্ন দেখছি- তোমার আব্বা আইসা গেছেই!

ভাই ঃ মদিনা। তুমি অবুঝ মদিনা!

মদিনা ঃ অবুঝ যেন আমি বরাবরই থাকি ভাইজান!

।।দেওয়ান বাড়ির বহিরাঙ্গন।।

নেপথ্যে গান

(পুরুষেরা) ঃ দেওয়ানগিরি কইর‍্যা তারার সুখে দিন যায়।
দিন ফিরাইয়া দিছে আল্লায় কইরাছে উপায়।।
(ফরসী হুঁকা টানছে দেওয়ান আলাল-দুলাল)

।।গৃহাঙ্গন।।

মদিনা ঃ জামাল! ওই বড় মোরগটা আইজ জবাই করব। ছয় মাস গেছে তো! বছরের অর্ধেক। দেইখ্যো, আইজ আইসাই পড়ছে!

(জামালের করুণ মুখ)

ভাই ঃ না মদিনা, আইবো না। আমি জানি।

মদিনা ঃ (আর্তস্বরে) ভাইজান!!

(মদিনার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়)

ভাই ঃ আমার কথাই ঠিক মদিনা। দুলাল আর আইবো না রে!

মদিনা ঃ (ভেঙে পড়ে) ভাইজান! আমার কোন্ দোষে—

ভাই ঃ বড় আশায়, বড় বিশ্বাসে স্বর্ণলতার মত গাছেরে জড়াইয়া আশ্রয় নিছলা বইন। তারপরে আইলো শক্ত তুফান। গাছ ভাঙ্গল, আশ্রয় ভাঙ্গল, নেতাইয়া পড়ল স্বর্ণলতা।

www.pathagar.com

মদিনা : আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না ভাইজান!

ভাই : শোন মদিনা! দেওয়ানই হোক, আর যেই হোক– তারে আমি উচিত শিক্ষা দিতাম। তার সামনে খাড়ইয়া কইতাম, আমরা তোমার বান্দী–গোলাম না। ক্ষেতে খাইট্যা খাই, পরিশ্রম কইর‍্যা হক্কের ধন খাই। কারুর চাইয়া ছোড না আমরা। আমার বাপের খাইয়া তার যে শরীর আইজ দেওয়ানীর গদীতে গিয়া বইছে, পারতাম সেই শরীরটারে এই মাটির নীচে—

মদিনা : ভাইজান!!

ভাই : কিন্তু সে তোর স্বামী, আমার আত্মীয়, দোস্ত্। তাই তো অতবড় অপমান সইয়া গেছি বইন। মদিনা! সাত নয়, পাঁচ নয়– তুই আমার একমাত্র বইন। তোর লাইগ্যা আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি রে! কিন্তু তুই এই মিছা স্বপন ভুইল্যা যা বইন।

মদিনা : এমন্ কথা কইতে নাই ভাইজান! এই কথা শুনলেও আমার গুণা অইবো। —একটা কাম করবা?

ভাই : ক'– কি কাম?

মদিনা : জামালরে নিয়া তুমি বাইন্যাচঙ্গে যাও।

ভাই : আরও অপমানের লাইগ্যা?

মদিনা : বাপের কাছে ছাওয়ালের অপমান নাই।

ভাই : কিন্তু আমার?

মদিনা : তুমি যে আমার মায়ের পেটের ভাই!

ভাই : ঠিক আছে। জামালরে সাজাইয়া দে বইন।

(ভাই চলে যায়। বাইরের দিকে চেয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে মদিনা। বাইরে কে যেন গাইছে–)

গান : তুই না বন্ধু বইলাছিলে
ভুলবে না জীবন গেলে গো!
আইজ কেনে তুই সেই না কথা রহিলে ভুলিয়া।
বুকে জ্বলে তুষের আগুন নিভাইব কি দিয়া রে
নিভাইব কি দিয়া!!

(বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে মদিনা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মদিনা অসুস্থ, মদিনা মুমূর্ষু। কণ্ঠে তার কথাভরা গুন্‌গুন সুর)

www.pathagar.com

মদিনা ঃ (সুরে) আল্লা–আল্লাহ্ গো। কি লেখছ কপালে।
বনের পঙ্খী হইয়া সে যে উইড়া গেল চলে।।

১ম নারী ঃ মদিনা, উইঠ্যা এই ওষুধটা খাও।

মদিনা ঃ লক্ষ্মী না আগুণ মাসে বাওয়ার দাওয়ামারি।
খসম আমার আনে ধান, আমি যে ধান লাড়ি।।
দুলাল বইসা চাড়ি কাটে, আমি দেই পানি।
দুইয়ে মিইল্যা করি কাম, করি গুজরানি।।

২য় নারী ঃ মদিনা, আর কথা কইও না।

মদিনা ঃ স্বপ্ন যদি ভাঙে তবু থাইক্যা যায় তার মায়া।
বনের পঙ্খী উইড়া যায় রে মাটিতে তার ছায়া।।

বয়াতী ঃ মদিনার চোখে ভাসে ঃ জামালের সামনে একটা দালান কেরমে কেরমে বড় অইতাছে। শেষে জামালরে আর দেখা যায় না, দেখা যায় মস্ত বড় দালানডা। । যেন একটা দৈত্য। উপরে আইসা পড়তাছে।

(তখনই শোনা যায় জামালের আর্তকণ্ঠ–)

জামাল ঃ আম্মা!

মদিনা ঃ জামাল!

(জামাল দৌড়ে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাই এসে নতমুখে দাঁড়ায়। দুলালের কাছ থেকে ওরা ফিরে এসেছে)

মদিনা ঃ সুরুজ জামাল। আমি জানি রে, কি খবর আনছ তোমরা – আমি জানি।

ভাই ঃ মদিনা রে।

মদিনা ঃ (ক্ষীণ কণ্ঠে) জামাল!

জামাল ঃ (আর্তকণ্ঠে) আম্মা!!

মদিনা ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) জা–মা–ল!

(জামাল এসে মায়ের বুকে মুখ রাখে। ভাই আসে–)

ভাই ঃ মদিনা !! (কণ্ঠে আতঙ্ক) জামাল, মদিনা আর বাঁইচ্যা নাই!!

জামাল ঃ আম্মা!!

দুলাল ঃ (দূর থেকে) মদিনা!!

বয়াতী ঃ পুতুল খেলা ভাইঙ্গা গেল!... কিন্তু ওই দূরে কার গলার ডাক

www.pathagar.com

শোনা যায়? দুলাল কি ফিইরা আইলো? দুলাল কি ছাইড়া আইলো তার দেওয়ানগিরি?

(খুব ত্বরিত গতিতে পথ চলছে দুলাল, প্রায় দৌড়ে এসে যায় কাছে)

দুলাল : মদিনা! আমি— আমি বিশ্বাসঘাতক মদিনা!

(দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়ায় দুলাল। তার চোখে নেমে আসে অন্ধকার)

বয়াতী : কিন্তু তখন যে সব শেষ! তবুও জামালরে জিগায় দুলাল-

দুলাল : জামাল! সুরুজ জামাল!! মদিনা কই, মদিনা?

জামাল : নাই।

দুলাল : মদিনা!!!

(শুধু সম্মিলিত হামিং- "আ -হা -হা—")

১ম যুবতী : এর পরে কি হইল?

বয়াতী : (সুরে) মদিনার কয়বরের পাশে ডেঙ্গুরা বান্ধিয়া।
জীবনটা কাটায় দুলাল দেওয়ানা হইয়া।।

২য় যুবতী : কতকাল আগের কথা। আইজও কি মাঝে মাঝ সেই দেওয়ানা দুলালের গানই শোনা যায়?

(দূর থেকে ভেসে আসে সেই গানের কলি-)

দূরের গান : পঙ্খী হইয়া উড়াল দিল শান্তি সুখের দিনগুলি!
কোন্ বনেতে উধাও হইল আমার স্বপ্নের বুলবুলি!!

বয়াতী : হয়তো আইজও ভাইসা আসে সেই গান। মদিনার লাইগ্যা দেওয়ানা দুলালের গান।

(জোরে বাতাস বয়। তারই মাঝে ডুবে যায় সেই গানের কলি)

www.pathagar.com

অতল সায়র

চরিত্র-লিপি ঃ

মালেক

নূরুন্নাহার

আসগর খেত্যাল

নূরুর মা

রাঙাদাদী

কেরামত

আজিম

হার্মাদ–প্রধান

বুড়ো জেলে

জেলের ছেলে

কবিয়াল

ও

অন্যান্যরা

www.pathagar.com

[জন-জীবনের আনন্দোদ্ভাসিত যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে ভেসে আসে ঘোষণাঃ

বহুদিন আগেকার এক লোক-কাহিনী 'নূরুন্নাহার ও কবরের কথা'। সে-কাহিনী যেমন সেদিনের, তেমনি আজকের দিনেরও। সাগর-পারের লোক-জীবনের চিরন্তন এ-কাহিনীরসংঘটন-স্থল সাগর পারের যে কোন জনপদ, যে জনপদের মানুষ বান-গড়কির ডাকে জীবনের খবর শোনে, জলদস্যুদের নির্মম অত্যাচারেরমুখেওজীবন-নৌকার দাড় টেনে চলে। এমনি এক জনপদ রংদিয়ার চরের কাহিনী নিয়ে আমাদের নাটক— অতল সায়র।

যন্ত্র-সঙ্গীতের শেষটুকু ডুবে যায় মেঘ-গর্জনে আর সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মাতামাতিতে। এই শব্দ ক্রমে কিছুটা দূরে চলে যায়। শোনা যায় বাঁশ কাটার শব্দ।—দূর থেকে ডাকতে ডাকতে আসে নূরুন্নাহার—]

নূরু ঃ বাপজান! ও বাপজান!

আসগর ঃ কে, নূরুন্নাহার!— কি রে মা, কিয়ের লাগি ডাক?

নূরু ঃ হুঁম্। আইজকাইল আমি ডাকলে তুমি শোনই না। বাঁশ কাটতে বসি তোমার আর কোন খেয়াল নাই।

আসগর ঃ না রে পাগলী, না। আমার নূরুন্নাহারের মুখের ডাক কত মিষ্টি। এই ডাকের লগে কি আর কোন কিছুর তুলনা হয়?

নূরু ঃ তুমি আমারে খালি ক্ষেপাও। বাড়াই বাড়াই কত কথা কও যে!

আসগর ঃ বাড়াই বাড়াই কই? দশ গেরামে এমন একটা চান্দের মুখ আছে? তা ক্যান্ ডাক মা?

নূরু ঃ না বাপজান, এমনি। বাপজান, ওই সায়রের ডাক শুনি আমার বড় ডর করে। মনে অয়, ওর বুকে কত সব্বনাশ না জমি আছে!

আসগর ঃ ডর কি মা! নতুন জায়গা— থাকতি থাকতিই সইয়া যাইব। সেই দেওগাঁয় থাকতি তো এই রকম ডর করত না। কিন্তু কি করব মা, বান–গড়কিতে ভাসাই নিল সেই দেওগাঁ! তয় এইখানে এই রংদিয়ার চর– খুব লায়েক জমি। এক কানি ভূঁইয়ে সারা বছরের ধান ফলে। দুনা ফসল।

নূরু ঃ তুমি বাপজান ঘর–সংসারের কথা আরম্ভ করলা!

আসগর ঃ আইচ্ছা, আগে আমি ক্ষেতের কাম সারি আসি, তার পরে মায়ে–পুতে বসি বসি রাজ্যের কথা কব– কেমন? জান মা, ওই সায়রের কথা কইলা না? ওই সায়রের বুকে কি যে আছে, মানুষের ভাগ্যের মত তা জানা যায় না। তবু গিরস্থ মানুষ– ফসলের চিন্তায়

www.pathagar.com

অন্য সব চিন্তা ডুবি যায়।

নূরু : তুমি ক্ষেতের কামে যাও বাপজান। আমি এইখান থাকি দেখব— তুমি কেমনে ক্ষেতের আইল বান্ধ।

আসগর : আইচ্ছা আইচ্ছা। কিন্তু এইখানে না থাকি তুমি বাড়ির পাশে ওই কলাগাছের সামনে খাড়াই আমার আইল বান্ধা দেখ।

নূরু : আইচ্ছা, তুমি যাও বাপজান।

[দু'জন দু'দিকে যায়]

[গরু খেদানোর শব্দ]

কেরামত : এই মরছি! আজিম ভাই, ওই যে একটু দূরে তাকাই দেখ।

আজিম : কি রে কেরামত। ওইদিকে তাকাই দেখস্ কি? নুনা মারার ডরে ক্ষেতের আইল বানতে চললাম। পাও চালাই যাইবি, না দেরী করতাছস্! কি, হইল কি? আরে বলদ, চোখ ফিরা।

কেরামত : চোখ ফিরে না আজিম ভাই, মারা গেছি। আমার মত তাকাই দেখ— ওই যে নতুন আবাদী আসগর খেত্যাল, তার বাড়ির পাছের কলার বাগ— হেই বাগের দিকে তাকাই দেখ। আসগর খেত্যালের মাইয়া নূরুন্নাহার, নূরু— তাকাই রইছে।

আজিম : এই কথা? তুই একটা গাধা। খেত্যালের মাইয়ার চউখ আছে, তাকাই রইছে। তাতে তোর কি রে?

কেরামত : তুমি কও— আমার কি? (দীর্ঘশ্বাস) যে চউক দি তাকাই রইছে নূরুন্নাহার, হেই চউক্ষেই তো খাইছে গো আজিম ভাই! গাঙের কুমীরে, বনের বাঘে খাইতে চাইলেও বাঁচনের চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু এই চউক্ষের খাওয়ার সময় যে বাঁচনের লাগি মন চায় না!

আজিম : আরে দামড়া, বাতাসে ধানের গাছে ঢেউ ওঠে। খেত্যালের মাইয়া তাকাই তাকাই ধানগাছের ঢেউ দেখে। তোরে দেখে না।

কেরামত : আমি যদি ধানগাছ অইতাম!

আজিম : তাইলে গরু—এ খাইত।

[অদূরে কবিয়াল গেয়ে ওঠে—]

গান : পরচিমে সাইগরের ডাকে চৈতালীর বায়,
আপন যৈবন কন্যা ফিরি ফিরি চায় রে

www.pathagar.com

ফিরি ফিরি চায়।।

কেরামত : তুমি তো আমারে গাধা-দামড়া-বলদ কত কিছু কইলা। আর কবিয়ালের গান শুনছ নি? আজিম ভাই, আমি মনে মনে ঠিক করছি- নূরুরে আমি বিয়া করুম। কিন্তু এও ভাবি- আমার কাছে আসগর খেত্যাল বিয়া দিব নি?

আজিম : এই কথাও ভাবস্ তাইলে?

কেরামত : ভাবি। তাই তো কই- একটা কিছু কর তোমরা। আমি যে মরি গেলাম।

আজিম : গরু বুঝি অত সহজে মরে? অখন ক্ষেতের কামে চল্।

কেরামত : এই অবস্থায় ক্ষেতে নিবার চাও? ওই যে দেখ আজিম ভাই- পূব পাড়ার রাঙাদাদী আইসা নূরুর কাছে খাড়ইছে।

[ওদিকে কথা বলছে রাঙাদাদী ও নূরু]

রাঙাদাদী : কি গো নাতনী, চউক্ষের দিষ্টিতে কার মুখ ভাসতিছে?

নূরু : ভাসতিছে তো আপনেরই মুখখান রাঙাদাদী।

রাঙাদাদী : এই কথা কেউ বিশ্বাস করব? যুবতী নাতনীর চউখে ভাসে বুড়ী দাদীর মুখ? কথা ঘুরাই লাভ নাই নাতনী। কার কথা মনে পড়তিছে কও।

নূরু : মনে পড়লেই কি তারে আনি দিতে পারবেন দাদী?

রাঙাদাদী : কও কি তুমি? দূতিয়ালীর লাগি পাড়ার জোয়ান মর্দরা যে রাঙাদাদীর বাড়িতে ভিড় জমায়! দাদীর আঙিনায় যে যৈবনের কোয়িলারা ডাকি ডাকি আকুল!

নূরু : কোয়িলাগো অত ডাকে দাদাজানের বিরক্তি লাগে না?

রাঙাদাদী : লাগব ক্যান্? কোয়িলার ডাকেই তো দাদা-দাদী আইজ এক সূতায় গাঁথা।

নূরু : সূতা যে চউক্ষে দেখি না?

রাঙাদাদী : বিনাসূতার সূতা যে। কিন্তু নাতনী, এই বুড়ীর চউক্ষেরে তো ফাঁকি দিতে পারবা না। আসল কথাখান কও।

নূরু : আসল কথা আবার কি দাদী?

রাঙাদাদী : সেই মনের মানুষটার কথা যার লাগি নাতনীর চউখে উদাস দিষ্টি।

নূরু : আমি কিছু জানি না দাদী।

www.pathagar.com

রাঙাদাদী : কিন্তু আমি যে সব টের পাই গেলাম। পাড়ার কেউ অইলে কও, তারে আনি রাঙা পায় দাসখত লিখাই দেই।

নূরু : সেই জনরে কি সব জায়গায় খুজি পাওয়া যায় দাদী?

রাঙাদাদী : তাইলে গেল কই সেই রসিক ভোমর?

নূরু : হারাই গেছে!

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ]

রাঙাদাদী : নূরু! কথাডা খুলি কও বইন।–আগে যেখানে থাকতা, সেই দেওগাঁয় বুঝি?

নূরু : হ্যাঁ। বাপজানের দোস্তের ছাওয়াল। বাপজান যখন তারে দেওগাঁয় নিয়া আইল, তখন সে এতিম। মা নাই, বাপ নাই, আপন জন কেউ নাই। নাম তার মালেক।

[ফ্ল্যাশব্যাক আরম্ভ হয়]

নূরুর মা : এইখানে এই দেওগাঁয় আমরাই তোমার মা–বাপ মালেক!

আসগর : মালেক, সংসারে তোমার আপনজন কেউ আর নাই– এই কথাডা ঠিক না। আমরা আছি, আমরাই তোমার আপনার জন।

মালেক : কিন্তু চাচা, যেদিকেই তাকাই, সব যে আন্ধাইর দেখি!

আসগর : এই আন্ধাইর থাকব না। আল্লা'র উপরে ভরসা রাখ। দিনের পরে রাইত, রাইতের পরে আবার দিন– এই তো দুনিয়ার নিয়ম!

মালেক : রাইতেরে বড় ডর করে চাচা।

আসগর : সাগর–পারের বাসিন্দা আমরা। ভয়–ডর থাকলে কি চলে? কপালে যা আছে, তা–ই অইবো।

মালেক : হেই কপালে যে কি আছে–জানি না। যেমন জানি না এই সায়রের বুকের খবর!

আসগর : হ', কইছ ঠিকই। দোস্তালির মধ্যেও তোমার বাপ আর আমার মধ্যে আছিল একটা গুপ্ত আড়াআড়ি। কিন্তু ভাগ্যের কি খেলা দেখ– আইজ তুমি আমার নিজের ছাওয়ালের মতই আপন। মা নূরু!

নূরু : জ্বে বাপজান?

আসগর : তোমার ভাই মালেকের সব দেখাশুনা তুমি কইরো মা। অখন তারে লই যাও, হাতমুখ ধুইবো। যাও মালেক, নূরুর লগে যাও।

www.pathagar.com

[নূরু–মালেক চলে যায়]

তুমি যে এক্কেবারে চুপচাপ নূরুর মা?

নূরুর মা : মনে যে আইজ আমার কত কথা! কইতে পারতেছি না।

আসগর : কথা তো থাকারই কথা। তবুও মালেকরে আপন করি নিলাম। তুমি খুশি অইছ নূরুর মা?

নূরুর মা : খুশি অইছি, শান্তি পাইছি। অনেক খুশি, অনেক শান্তি। ওই সায়রের বুকে যত পানি, তোমারে দিয়া তত খুশি আল্লা' আমারে দিছেন। কিন্তু একটা কথা--

আসগর : কি কথা নূরুর মা? কও।

নূরুর মা : মালেকের কাছে পরিচয়ডা ভাঙ্গতে গিয়াও পুরাপুরি ভাঙ্গলা না?

আসগর : তাতে আর কি অইছে নূরুর মা? সময় মত বাকীডা জানবনে মালেক।

[ভূতোম ডাকে]

নূরু : (হাসতে হাসতে) ঘর থনে সাবান আনি দিলাম। সাবান মাখি হাত–পাও–মুখ ভালা করি সাফ করেন আগে। তারপরে--

মালেক : তার পরে গামছা দিয়া হাত–পাও–মুখ মুছতে অইবো– তাও শিখাই দেওয়া লাগব আমারে?

নূরু : লাগবই তো! লাজে পড়ি কিছুই যখন ঠিকমত করতেছেন না, তখন--

মালেক : তখন--আরে, চলি যাও যে? পাগলি!

[দু'জন দু'দিকে যায়]

[কুড়ুম পাখির ডাক]

নূরুর মা : মা নূরু! সন্ধ্যা অইতে আর দেরী নাই। এই সময় গাছতলায় খাড়ই না থাকি ঘরের বারিন্দাডা একটু পরিষ্কার করি রাখ। আমি কূয়াতলায় যাইতাছি। (বলতে বলতে চলে যায়)

নূরু : (আপন মনে) অতক্ষণে হাট থনে ফিরার সময় অইলো!

মালেক : (কাছে আসতে আসতে) নূরু যে? সন্ধ্যার আগখানে এই গাছ তলায় খাড়ই ক্যান্?

নূরু : গাঁয়ের হাট থনে মানুষ কত আগে থিক্যা ঘরে ফিরতাছে। আর–

মালেক : আর আমি অত দেরী করতাছি ক্যান্– এই তো? এই নেও,

www.pathagar.com

তোমার লাইগ্যা–

নূরু : এইগুলা কি?

মালেক : মুড়ির মোওয়া।

[অদূরে কবিয়ালের গান]

গান : পরথম পীরিতি যেমন তিয়াসীর পানি।
শয়নে স্বপনের মাঝে পড়ে টানাটানি।।
চউখ করে ছলছল পরাণ আনছান,
সোতের টানে কতই খন আর থাকে বালুর বান।
চান্দের আলোর মোহন মায়ায় হয় রে জানাজানি।।

নূরু : কবিয়ালের গান গাওয়ার আর সময়-অসময় নাই!

মালেক : গাঁয়ের এই পাগলা কবিয়ালডা বড়ই বেবুঝ।

[বাঁশী বাজতে থাকে]

নূরু : এমন রাইতের বেলায় পুকুর পাড়ে বসি বাঁশী বাজান মানা।

[বাঁশী থামে]

মালেক : সব মানা মন মানে কই নূরু?

নূরু : মনেরে মানাইতে হয়। বাঁশী বাজাই মনের কি সুখ?

মালেক : সুরে সুরে বাঁশী মনের নিগুম কথা কয়। না কইলে মনের কথা মনেই কান্দে যে।

নূরু : সেই কান্দন আরেক জনরে কান্দায় না। কিন্তু বাঁশীর সুর–

মালেক : আরেক জনরে কান্দায় নূর? কও, থামলা যে? কও নূর!

নূরু : জানি না। শুনি– বাঁশী নাকি মাইনষের সব্বনাশ করে।

মালেক : এই সব্বনাশেও সুখ আছে। সব হারাইয়াও যদি এই সুখ পাই, তাইলে–

নূরু : তাইলে?

মালেক : সবল হাতে জীবনের দরিয়ায় নাও ভাসাইতে পারি।

নূরু : দরিয়ায় যদি তুফান উডে?

মালেক : বৈঠা থাকব আমার হাতে, তুমি ধরবা হাল!

নূরু : তুফানে হাল যদি ছিঁড়ি যায়? বৈঠা যদি ভাঙে?

মালেক : দুইজনে মিলি ঝাঁপ দিব দরিয়ার বুকে!

www.pathagar.com

নূরু	ঃ	তাতে যে মরণ।
মালেক	ঃ	এই মরণেও দুঃখ নাই।—নূর।
নূরু	ঃ	হঁম্? [ঝড়ের গর্জন]
		ইস্! আসমানের যে কি অবস্থা!
মালেক	ঃ	তুফানই আসি গেল।
		[দরিয়ায় ঢেউ-এর মাতামাতি]
		নূরু! আমার হাত ধর।
নূরু	ঃ	জোর বাতাস যে আমারে ঠেলি নিয়া যাইতিছে!
লোকজন	ঃ	অদূরে গড়কি আসতিছে! বান-গড়কি!
		[থালা-বাসন বাজানোর শব্দ]
মালেক	ঃ	এই যে আমি তোমার কাছে আসতিছি! নূরু!!
		[প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব।—ক্রমে সে-তাণ্ডব থামে]
আসগর	ঃ	আল্লাহ্! সব যে ভাসি গেল! বান-গড়কিতে জাইল্যা-জোলা-কামার-চাষী সক্কলের সব্বনাশ হই গেল! মানুষ গেল, গরু মইষ সব গেল। ভাসি গেল সারাটা দেওগাঁ! আল্লাহ্, মাইনষের উপরে তুমি রহমত নাজিল কর।
নূরুর মা	ঃ	কিন্তু মালেক যে সকালে চাউল যোগাড় করতে কই গেল, অখনও তো দেখা নাই তার!!
		[ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হয়]
রাঙাদাদী	ঃ	তারপর? তার পরে কি অইলো বইন? তুফানেও যে বাঁচি রইল, তুফানের পরে সে গেল কই?
নূরু	ঃ	হারাই গেল সে কোন্ অজানার দ্যাশে। দিনের পরে দিন গেল, তার খবর আর পাওয়া গেল না।
রাঙাদাদী	ঃ	এইরকম আচানক একটা মানুষ হারাই যায় ক্যামনে?
নূরু	ঃ	ওই সায়রের কাছে জিগান, ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কোন উত্তর পাইবেন না! তার পরের কথা সবারই জানা। বানের পর আইলো কহর, অভাব। হেই অভাবে মাইনষের কি যে কষ্ট! সব কিছু হারানির কি যে ব্যথা!
রাঙাদাদী	ঃ	আর হেই অবস্থায় বুঝি দেওগাঁ ছাড়ি তোমরা আইলা এই রংদিয়ার চরে?
নূরু	ঃ	তাছাড়া আর তো কোন উপায় আছিল না দাদী।

www.pathagar.com

রাঙাদাদী ঃ তোমার বড় দুঃখের কাহিনীরে বইন।

নূরু ঃ বাপজান কয়– সে আর বাঁচি নাই। কিন্তু আমার মন তা মানে না দাদী। কোন্ অজানা কারণে সে বৈদেশ অইছে, কিন্তু জীবনে বাঁচি আছে। নির্চয়ই আছে।

রাঙাদাদী ঃ আল্লা' তারে বাঁচি রাখুক বইন। আল্লা' তারে ফিরাই দেউক।

[ওদিকে কথা বলছে আজিম]

আজিম ঃ কত কাম আমি করি সারলাম, আর এই যে দামড়া– আইবে না খাড়ই খাড়ই সুরত দেখবে?

কেরামত ঃ খাড়ই খাড়ই সুরত দেখব।

আজিম ঃ একেকবার ইচ্ছা করে– হাতের এই কোদালডা দি একখান বাড়ি দেই তোর কোমরে। কোমরডা ভাঙি যাউক।–আরে, ধান ক্ষেতে দেখি ছাগল লাগছে। যা যা, এই যা।

[বলতে বলতে দূরে যায়। মালেক আসে]

মালেক ঃ এই যে ভাই! আমি রংদিয়ার চরে যাব কোন্ পথে?

কেরামত ঃ আজিম ভাই আমারে কয় বেআক্কল। কিন্তু আপনে যে দেখি বেআক্কলের রাজা!

মালেক ঃ কথাডা বুঝলাম না।

কেরামত ঃ বেআক্কল না অইলে রংদিয়ার চরে খাড়ই পুছ করেন রংদিয়ার চরে যাইবেন কোন্ পথে?

মালেক ঃ এই কি রংদিয়ার চর?

কেরামত ঃ হ' হ',- চিনেন না জানেন না- আপনে কেডা? নাম কি আপনের?

মালেক ঃ আমি ভিন জায়গার লোক, নাম মালেক।

কেরামত ঃ মালেক হন আর যেই হন– রংদিয়ার খোঁজ পাই অত খুশি অইলেন ক্যান্? রংদিয়ার চরে কার বাড়ি খোঁজেন?

মালেক ঃ আসগর খেত্যালের বাড়ি।

কেরামত ঃ ও, আসগর খেত্যাল– যার মাইয়ার নাম নূরুন্নাহার?

মালেক ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বাড়িই খুঁজি আমি।

কেরামত ঃ ওই যে সাফ–সাফিনা বাড়িখান, যান– আগাইয়া যান।

মালেক ঃ বড় উবগার করলেন ভাই, আসি। (চলেযায়)

www.pathagar.com

আজিম : (কাছে আসতে আসতে) কার লগে কথা কইলে কেরামত?

কেরামত : ওই যে খেত্যালের বাড়ির দিকি যাইতিছে, তার লগে। নূরুর ভাই-টাই অইতে পারে। আজিম ভাই, আমার মনে অইলো- আল্লাই তারে মিলাই দিছে। জমাইয়া খাতির করি দিলাম, কামে লাগব।

আজিম : হ' লাগব! দূর থিক্যা যেমন দেখলাম- হয়তো নূরুর মনের মানুষই আসি পড়ছে! বাড়িঘর চিনাই দিয়া ভালা কামই করছস্ রে বলদ!

কেরামত : এ্যাঁ! কইলা কি? আজিম ভাই গো, আমার সুখের বেইলে দেখি রাণ্ডিনা মারছে!

[ওদিকে মালেককে আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে ডেকে ওঠে নূরু-]

নূরু : বাপজান! মা গো! তাড়াতাড়ি আসি দেখ- কে আইল!!

মালেক : তুমি নূর, তুমি!!

নূরু : মালেক ভাই!!

[প্রকৃতি যেন আনন্দমুখর]

[অদূরে আসগর ও নূরুর মা'র কথা-]

আসগর ও
নূরুর মা : তোমার কাছে হাজার শোকর আল্লা', হাজার শোকর!

নূরু : তুমি চলি গেছ্লা ক্যান্, ক্যান্? অতদিন ছাড়ি থাকলা ক্যান্?

মালেক : জানতাম না নূর, তোমরা দেওগাঁ ছাড়ি রংদিয়ায় আছ!

নূরু : তোমারে হারাই সব যে আন্ধাইর হই গেছিল।

মালেক : দেওগাঁ থনে যাওয়ার পরে কতদিন ধরি আমি খালি খুঁজি আর খুঁজি!

[অদূরে গেয়ে ওঠে কবিয়াল -]

গান : ছোড কালের পীরিত্ না রে কোয়িলার রাও।
উতরি উতরি উডি কইলজাত্ মারে ঘাও।।
এহি না পীরিতি রীতি জানে জগৎবাসী,
এই পীরিতি বুকেতে লই বাজে বাঁশের বাঁশী।
এই পীরিতির টানে বয় রে দখিনালী বাও।।

www.pathagar.com

[বাঁশী বাজতে থাকে]

আসগর : বাবা মালেক, তোমারে হারাই নূরুর মা তো পাগল। আমার মনের কষ্ট চাপি তারে কত বুঝাই, কিন্তু বুঝ কি সে মানে।

মালেক : বুঝতে আমার ভুল হই গেল চাচা। যখন বুঝলাম, ঘরে কিছু নাই– তখন কামের তালাশে পথে বারইলাম। দূরের পথ পাড়ি দিতে দিতে একসময় মাথা ঘুরাই পড়ি গেলাম। জ্ঞান হারাইলাম। তারপরে এক গিরস্থের দয়ায় বাঁচি উঠলাম, ভালা অইলাম। কিন্তু বেশ সময় লাগল। তারপর ফিরি আসি দেখলাম– দেওগাঁ খালি।

আসগর : যা অইবার অইছে। তোমার মা তো তোমারে পাই নতুন কইরা পাগল অইছে। এই দেখি হাসে, এই দেখি কান্দে। আবার গীত গাইয়া কি যে কয়– সেই জানে। ওই যে কান পাতি শোন– পাগলী গান গাইতিছে।

[ভেসে আসে মেয়েলী গীত– দূর থেকে কাছে]

নূরুর মা : (গান) সাঁঝের বাত্তি লড়ে চড়ে, খোকন আমার দেয়ালা করে রে।
আসমান থনে চান্দের হাসি ঝরে।।
সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া,
দুধের ছাওয়াল নাচেরে মায়ের কোল পাইয়া।
আলাই বালাই দূরে যায় রে পলায় মায়ের ডরে।।

আসগর : নূরুর মা স্বপ্ন দেখে। সেই কখন কোন্ মা তার ছাওয়ালরে কোলে নিয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবতিছিল– সেই স্বপ্ন। আমি তার কাছে একটু যাই বাপ।

মালেক : যান চাচা।

আসগর : এই যে, শুনতিছ?

নূরুর মা : (সম্মোহিত কণ্ঠে) কে?

আসগর : আমি। এই দিনের বেলায়ও স্বপ্ন দেখতিছ?

নূরুর মা : স্বপ্ন না। আগের কথা ভাবতিছি। সেই আগের কথা, অনেক দিন আগের।

আসগর : নূরুর মা। আল্লায় তো আমাগো বুক আবার শান্তিতে ভরি দিছে। কিন্তু তার মাঝেও একটা ভয় য্যান বুকের মধ্যে থাকি উঁকি মারে।

নূরুর মা : (সম্মোহিতের মতই) ভয়? কিসের ভয়?

www.pathagar.com

আসগর ঃ নাহ্, আইজ আর কব না। কবনে, আর একদিন। দেখি, নূরু কই গেছে।

[ক্ষেতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কেরামত]

কেরামত ঃ আজিম ভাই, দিনের পরে দিন যাইতিছে, আমার ব্যাপারডার কিছু করলা না? ওইদিকি ওই মালেকরে তো দেখি– দিব্যি আরামে দিন কাটাইতিছে!

আজিম ঃ অতদিন কষ্ট করছে, অখন একটু আরাম করব না? তোর মত গরুর লেঙ্গুর ধরি হাঁ কইরা তাকাই থাকব?

কেরামত ঃ গরুর লেঙ্গুর ছাড়া আর কি ধরি কও?

আজিম ঃ কথাডা ঠিকই কইছস্। নিজেও গরু যখন, তখন গরুর লেঙ্গুর ছাড়া আর কি ধরবে!

কেরামত ঃ আমারে গরু কইও না আজিম ভাই। আমারে কইও–কি একটা পক্ষী আছে না– যে পক্ষী বিষ্টির আশায় আসমানের দিকি তাকাই থাকে?

আজিম ঃ চাতক পক্ষীর কথা কস্?

কেরামত ঃ হ' হ', আজিম ভাই– আমি হইলাম হেই চাতক পক্ষী। নূরুর আশায় হাঁ করি তাকাই থাকি খেত্যালের বাড়ির দিকি, যেখানে আছে নূরু—

আজিম ঃ আর আছে মালেক ভাই।

[থমথমে রাত]

নূরু ঃ মালেক ভাই, অত রাইতেও বারিন্দায় খাড়ই আছ?

মালেক ঃ নূরু! তুমি ঘুমাও নাই?

নূরু ঃ না। কিন্তু তুমি?

মালেক ঃ বিছানায় শুই দেখলাম বাইরে চান্দের আলো। তাছাড়াও বইতিছে দখিনালী বাতাস। ঘুম আইলো না।

নূরু ঃ বিকালে বাপজানের লগে কি কি আলাপ করলা?

মালেক ঃ ঘর সংসারের কথা কইলেন চাচা। কিন্তু নূরু, ইঙ্গিতে–ইশারায়ও ওই কথা তো তুললেন না তোমার বাপজান।

নূরু ঃ তুমি ক্যান্ তুললা না? তুমি ছাড়া তোমার কথা আর কে কইবো?

www.pathagar.com

মালেক : তোমার মা-বাবার মধ্যেও কি এই নিয়া কোন কথা অয় না নূরু?

নূরু : অইলেও আমি কি করি জানবো কও!

[রাতের অন্ধকারে কথা কয় আসগর]

আসগর : তুমি তখন কি একটা খারাপ স্বপ্নের কথা কইতে গেলা- নূরুরে আইতে দেখি কথাডা আর কইলা না!

নূরুর মা : স্বপ্নে দেখি- রাইতে চান্দের আলোয় নূরু আর মালেক দুইজন দুইজনের দিকে তাকাই রইছে, চুপচাপ। ওরা দেখতিছে না, কিন্তু আমি দেখলাম— দানবের মত একটা কালা মূর্তি ধীরে ধীরে আগাই আসতিছে নূরু-মালেকের দিকে। আগাই আসতিছে আর কেরমেই বড় হইতিছে মূর্তিডা। হেই বিরাট মূর্তিডা যখন নূরু মালেকের মধ্যি আসি খাড়ইল, তখনই চমকি উঠল দুইজন। মূর্তিডা তার বিরাট দুই হাত বাড়াই দিল দুইজনের দিকে। তখনই আমি চিক্কাইর দি উঠতে চাইলাম। কিন্তু মুখে কথা ফুটল না। জাগি উঠলাম।

আসগর : কে জানে- নূরু-মালেকের ভাগ্যডাই দানবের রূপ ধরি দেখা দিল কি না!

নূরুর মা : নূরু-মালেকের ভাগ্য?

আসগর : সাগর-পারের মানুষ আমরা। সাগরের পাগলা ঢেউ গড়কি হই আমাগো ভাগ্যে আসি আঘাত করে, আসে হার্মাদ ডাকাইত। সেগুলার আঘাত থিক্যা মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু অতল সায়রের বুকে জাগি থাকে অজানা ভাগ্যের আর যে কি মূর্তি, তার কথা—

[হঠাৎ চারদিকে মানুষের অস্পষ্ট কানাকানি ও চাপা হাসির শব্দ]

নূরু : কিসের শব্দ মালেক ভাই?

মালেক : কারা যেন হাসতিছে নূরু!!

নূরু : তাইলে কি ডাকাইত পড়ল?

মালেক : হার্মাদ ডাকাইত?

[ভেসে আসে হার্মাদদের অট্টহাসি]

আসগর : (অদূরে) মালেক!

মালেক : চাচা!

www.pathagar.com

আসগর ঃ সব্বনাশ অইছে! ডাকাইত পড়ছে, হার্মাদ ডাকাইত!!

নূরুর মা ঃ নূরু-মালেক! তোরা কই!!

নূরু-মালেকঃ এই যে আমরা এইখানে!!

আসগর ঃ আন্ধাইরে আন্ধাইরে পালাও যাতে হার্মাদরা না দেখে!

হার্মদ-প্রধানঃ (আসতে আসতে) কিন্তু আমরা যে দেখিয়াছি! হাঃ হাঃ হাঃ.....

মালেক-নূরুঃ (আর্তকণ্ঠে) চাচা! বাপজান!

হার্মাদ-প্রধানঃ হল্লা-গোলমাল ম্যৎ কর। এইও হার্মাদগণ, এধার আও। দুনোকে বাঁধো।

[আর্তনাদ ও অট্টহাসি। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ।—অতঃপর শুধু ঢেউ-এর গর্জন]

কেরামত ঃ আমার সব্বনাশের খবর তো শুনছ আজিম ভাই!

আজিম ঃ সব্বনাশ অইলো তো আসগর খেত্যালের, নূরু-মালেকের! তোর সব্বনাশ অইলো ক্যামনে?

কেরামত ঃ এক কথাই আজিম ভাই। নূরু নাই, আমিও নাই!

[ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ। সঙ্গে বিদেশী মিউজিক, তার মাঝে মাতাল হার্মাদদের হাসি]

হার্মাদ-প্রধানঃ হার্মাদ বন্ধুগণ, ফূর্তি কর। নিরাপদ দরিয়ায় আমরা আছি এখন। পার হইলাম পাঁচগৈরা। সাবধানে পানসী বাও। ইহা কালাপানি। (আপন মনে) লেকিন আমরা কি রাস্তা ভুল করিলাম?

[ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ ও বিদেশী মিউজিক]

আজিম ঃ কেরামত রে! তোরে বকাঝকা করতেও আর মনডায় চায় না। আমার মনডা জুড়ি আছে নূরুর মা-বাপের সব্বনাশের কথা। রংদিয়ার চরের সক্কলেই তাগো দুঃখের ভাগীদার। বান-গড়কিতে দেওগাঁয়ে সব কিছু হারাই আসগর খেত্যাল জায়গা নিল এই রংদিয়ার চরে। বানল সুখের ঘর। অখন এই ঘরেরও সব সুখ-শান্তি লুঠ করি নিল হার্মাদ-ডাকাইতরা। তাগো জীবনে আর বাকী রইলো কি?

কেরামত ঃ কিছুই আর বাকী নাই। তারাও শেষ, আমিও শেষ!

আজিম ঃ সব কথার মধ্যে তোর কথাডাও টানি আনস্ ক্যান?

www.pathagar.com

কেরামত ঃ টানি আনি ওই নূরুন্ন কারণে। নূরুন্ন যে অখন কি অইবো, তা আল্লাই জানে।

আজিম ঃ তাইলে আল্লা'র হাতেই নূরুন্নর ভাগ্যডারে ছাড়ি দে। আল্লা'র কুদরতের কথা কে কইতে পারে ক'।

[ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ]

হাঃ প্রধান ঃ এইও! ওধার দরিয়ামে আওর কৌন হ্যায়? হুঁশিয়ার!

[বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে]

জেলে ঃ (দূর থেকে) না বাবা, আমরা কেউ না, আমরা জাইল্যা। এইখানে কালাপানিতে মাছ মারি। আর যাই কর, ওই গুলী-টুলী আর কইরো না বাবা সাহেব!

হাঃ প্রধান ঃ জাইল্য আছ? হাঃ হাঃ—ডর ম্যৎ। তোমরা নৌকা ছেড়ে আমার পানশীতে আও। আও। পানশীর দাড় টানিবে আওর আমাদের সাথ মউজ করিবে।

জেলে ঃ মাছ মারা রাখি তোমাগো পানশীতে গিয়া মউজ করব? ঘরে বউ-পুলা না খাই থাকব যে?

হাঃ প্রধান ঃ তা তো আমরা বিবেচনা করব না। না আসিলে গুলী করব।

জেলে ঃ না বাবা, না। গুলী কইরো না। (নিম্নকণ্ঠে) ওরে বেটা! ডাকাইতের হাতে পড়ছি। পানশীতে না উডি আমার উপায় নাই। তুই নৌকায় ঘাপটি মারি থাক্। তারপর বুঝি-শুনি জাইলাগো সেই খেল্ডা খেলবি। বুঝলে না? তারপরে সাঁতরি সাঁতরি তীরে পৌছবি।

ছেলে ঃ বুঝলাম বাপ। যা আছে কপালে, তুই কাছে গিয়া পানশীতে ওঠ্।

(দাড়ের শব্দ)

জেলে ঃ এই যে আইলাম বাবা। দড়ির সিঁড়ি ফেলাও- আমি পানশীতে উডি।—বাবা, নৌকায় আমার ছাওয়াল—আমার ছাওয়াল নৌকাতেই থাউক। বুঝ তো সাহেব, আমাগো মধ্যে বাপে-পুতে মউজ জমে না। ছাওয়ালডা থাউক, কেমন বাবা?

হাঃ প্রধান ঃ ঠিক অ্যায়। তুমি একলা কাজ করিবে- সেটা তোমার ব্যাপার। আমরা উজান টেক যাইব। লেকিন মালুম হোয়- আমরা রাস্তা ভুল করিয়াছি। তুমি উজানটেকের দিকে দাড় টানিয়া যাও। তারপর এক সময় মউজ করিবে। আঁ—হাঃ হাঃ—

জেলে ঃ কিন্তু বাবা, তোমাগো উজানটেকের দিশা বাতাই দি নৌকা ছাড়া

www.pathagar.com

আমি ফিরব ক্যামনে?

হাঃ প্রধান : কেন, মাছকা মাফিক সাঁতার দেবে। তোমরা মাছের কারবার কর, দরিয়ামে থাক। দরিয়াতে সাঁতার দিতে ডরতা কেঁও?

জেলে : ঠিক বাবা, ঠিক। দরিয়ার মানুষ আমরা, দরিয়াতে আর ডর কি? আচ্ছা সাহেব, তুমি গিয়া মউজে সামিল হও। আমি দাড় টানি দেখি, উজান টেকের দিশা পাই কি না।

হাঃ প্রধান : লেকিন পানশী আচানক দুলে উঠল কেন?

[মেঘ গর্জন হয়]

তাছাড়া – মনে হোয় ষ্টর্ম উঠিবে?

জেলে : দরিয়ার পানি বাবা, নানান জায়গায় নানান ভাঁজ। তার উপ্‌রে জোর বাতাস। আমিও উজানটেকের পথে দাড় ধরিছি। তাই পানশীডা একটু দোল খাইছে আর কি।

হাঃ প্রধান : মে বি। আমি তো শরাব কিছু বেশি খাইলাম। দেমাকটা খুব আচ্ছা নেহি। তুমি তোমার কাজ কর।

[নূরুন্নর টানা–টানা কান্না শোনা যায়]

জেলে : সাহেব, বাবার পানশীতে য্যান আওরতের কান্দন শুনি?

হাঃ প্রধান : হ্যাঁ, আওরত আছে। আমার লাল বিবি।–এইও কালা আদমী, পানশীতে পানি উঠছে কেন?

জেলে : পানি না বাবা, পানি না। তোমরা সকলেই শরাব খাইতিছ, তার কিছু কিছু পাটাতনে পড়ছে। তাছাড়া আওরতও কান্দে। দু'য়ে মিলি পানশীতে পানির মত কিছু জমি গেছে।

হাঃ প্রধান : না না, ইয়ে শরাব নেহি। আমি জিভে টেষ্ট করিলাম। ইহা তো নুনতা লাগে, স্যালাইন ওয়াটার।

জেলে : চোখের পানিও নুনতা লাগে। ঝড় উঠল, তুমি ভেতরে যাও বাবা।

[ঝড়ের গর্জন]

ছেলে : (দূর থেকে) বাপ! ঝড় উঠল। আমি পানশীর বারোটা বাজাই দিছি আগেই। আমি পানিতে ভাসি ভাসি তীরের দিকে চললাম। পালের দড়ি খুলি তুই পানিতে ঝাঁপাই পড়।

হাঃ প্রধান : এইও নিগার। পানশী ঘোরে কেন?

জেলে : পানশীর পাল যে ছিড়ি গেল সাহেব।

হাঃ প্রধান : যেমন করিয়া পার, পাল বাঁধো।

www.pathagar.com

জেলে : চেষ্টা করতিছি তো। তুমি ভিতরে যাই লোকজনের দেমাক ঠিক কর। সামনে বড় বিপদ!

হাঃ প্রধান : ঠিক আছে, লেকিন তুমি পাল বাঁধো। (চলেযায়)

জেলে : তা আর হয় না রে হার্মাদ! পাপের পাল ছিঁড়ি গেলে আর বান্ধা যায় না। আমি চললাম।

[ঝড়ের মধ্যেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ। ঝড় প্রচণ্ডতর হয়। তার মাঝে শোনা যায় মাতালদের হৈ চৈ]

[ঝড় থামে। তীর ভূমিতে কোলাহল]

১ম জেলে : ওরে জাইল্যা ভাইরা। তুফানের পরে রান্ধাবাড়া তো করতিছ। দেখছ নি?

২য় জেলে : কি? দেখব কি?

১ম জেলে : ওই যে চরে কার পানশী আসি ঠেকল। তুফানে পাল ছিঁড়ি ইখানে আসি ঠেকছে।—আরে সব্বনাশ! এ যে দেখি হার্মাদ ডাকাইত—তাড়াতাড়ি পালাই চল্।

[বন্দুকের আওয়াজ]

হাঃ প্রধান : (দূর থেকে) এইও কালা আদমী! সব খাড়া রহো।

১ম জেলে : ওরে, আর রক্ষা নাই! দেখ্— ডাকাইতরা ষাঁড়ের মত দৌড়ি আইতিছে!

২য় জেলে : দাড়–বৈঠা–লগ্গি–বাঁশ যে যা পাও, হাতে লই খাড়ও। মনে থাকে য্যান, সক্কলের ঘরেই মা–বইন আছে।

[কোলাহল]

জেলে : (দূর থেকে) ওরে ডর নাই। আমরাও আসি পড়ছি। এক কাম কর। মরিচের গুঁড়া হাতে নেও, ডাকাইতের চোখে–মুখে ছুঁড়ি মার।

সকলে : মারতিছি। এই মার্ মইরচের গুঁড়া।

[হার্মাদদের আর্ত কোলাহল]

হাঃ প্রধান : ও হেভেন, ইহা তো পয়জন আছে, পয়জন ! আহ্—

[হার্মাদদের আর্ত চীৎকার]

ছেলে : পড়ছে বাপ, সব ডাকাইত পড়ছে!

জেলে : এইবার যার হাতে যা আছে, তাই দি মাইর লাগা।

[সকলের কোলাহল ক্রমে কমে আসে]

www.pathagar.com

মালেক ঃ (দূর থেকে) জাইল্যা ভাইরা। আমরা যে নায়ে বান্ধা রইছি।

জেলে ঃ ওরে, নায়ে চল্, হার্মাদ গো পানশীতে। সেইখেনে মানুষ বান্ধা আছে।

সকলে ঃ চল্ চল্। ডাকাইতরা এইখানে পড়ি ছটফট করি মরুক। আমরা পানশীর মাইনষেরে বাঁচাই আনি।

[কোলাহল থামে]

ছেলে ঃ বাপ! মাইয়াডা জ্ঞান হারাইছে!

মালেক ঃ না না, নূর! চোখ মেলি তাকাও! হার্মাদ গো হাত থিক্যা আমরা মুক্ত! এই কাল ঘুম ভাঙি ফেল নূর! রংদিয়া যাবা না?

নূরু ঃ (সম্মোহিত কণ্ঠে) এ্যাঁ! কে– মালেক ভাই!

মালেক ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নূর, আমি। আল্লা'র রহমতে আমরা মুক্ত!

[বাঁশীতে আনন্দের সুর। জেলেরা আনন্দ কোলাহল করে ওঠে–]

সকলে ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুক্ত– মুক্ত তোমরা।

[অদূরে কবিয়ালের গান]

গান ঃ একি তোমার খেলা দয়াল এই না দুনিয়ায়।

হাসাইয়া কান্দায় সে যে কান্দাইয়া হাসায়।।

দুনিয়াভর চলছে ভাইরে মেঘ–রইদের খেলা,

রাইতেও বসে আসমানেতে

তারা–চান্দের মেলা।

এই খেলার যে খেলাড়ী তার খেলা বুঝা দায়।।

[গানের শেষে কথা বলে রাঙাদাদী ও আসগর]

রাঙাদাদী ঃ কত দুঃখের আন্ধাইর রাইত শেষ হইল বাবা আসগর!

আসগর ঃ চাচী, মাইনষের উপর থনে আমার বিশ্বাস হারাই গেছিল। কিন্তু অজানা অচেনা জাইলাগোর কাজ দেখি আমার সেই বিশ্বাস আবার ফিরি আইছে।

রাঙাদাদী ঃ আল্লা'র এই দুনিয়াডায় এই তো নিয়ম বাবা! নূরু–মালেকরে আবার ফিরি পাইছ– কই, আমার মা কই?

আসগর ঃ রান্ধা ঘরে কাম করতিছে আর আপন মনে কি সব কইতিছে!

রাঙাদাদী ঃ আর নূরু–মালেক?

আসগর ঃ ওই ঘরের বারিন্দায়। আপনে যান তাগো কাছে।

www.pathagar.com

[ওদিকে কথা বলছে মালেক–নূরু]

মালেক ঃ নূর! মা রান্ধাবাড়া করতিছে– একা একা। রাঙাদাদীও আইছে। এই সময় আমার কাছে বসি থাকলে সবাই কি মনে করব?

নূরু ঃ যা সত্য তা-ই মনে করব। তোমার কাছে না থাকলে আমার খারাপ লাগে।

রাঙাদাদী ঃ (দূর থেকে আসতে আসতে) বুঝলাম নাতনী, দেরী আর সহ্য হইতিছে না। কথায় আছে না–

আগুনে উনায় ঘি যদি কাছে থাকে।
ছাড়াই দিতে না পারে কেউ যদি–

মালেক ঃ না দাদী, মানে নূরুর শরীলে অখনও জ্বর।

রাঙাদাদী ঃ কবিরাজ তো কাছেই খাড়া। জ্বর কমাও।

মালেক ঃ কবিরাজীর তো একটা রীতিনীতি আছে দাদী! আছে না?

রাঙাদাদী ঃ আছে। সেই রীতিনীতির ব্যবস্থাও করতে কইছি। বেশী দেরী নাই।

[এদিকে নূরুর মা'র কথায় উৎকণ্ঠা]

নূরুর মা ঃ শোন, বিষয়ডা কিন্তু অন্যরকম গড়াই গেছে!

আসগর ঃ কোন্ বিষয়ডা নূরুর মা?

নূরুর মা ঃ নূরু আর মালেকের বিষয়। বোঝ না দুইজনের অবস্থা কি? তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে অয়। তুমি মোল্লা সায়বেরে জিগাইছিলা?

আসগর ঃ জিগাইছিলাম। আমরা যা ভাবছি, মোল্লা সায়েবও তা–ই কয়।

নূরুর মা ঃ আমার মাথায় কিন্তু আসমান ভাঙি পড়তে চায়। মনে অয়– আসল পরিচয়ডা গোপন রাখি ভুল করছি আমরা।

আসগর ঃ কইতে গিয়াও সেইদিন কইলাম না। তারপরে তো এই বিপদ।

নূরুর মা ঃ ভাবি এক, হয় আর। মনে অয়– স্বপ্নের সেই দানবডা–

আসগর ঃ তুমি নূরুরে বুঝাই কও। আমিও মালেকের লগে আলাপ করি।

[ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে তখনও কথা বলছে কেরামত]

কেরামত ঃ আমার মনে অইতাছে আজিম ভাই, আর দেরী না করি নূরুর লগে আমার বিয়ার পরস্তাবটা–

আজিম ঃ চুপ কর্ কেরামত। আও বুঝস্ না, ভাও বুঝস্ না– বিয়ার লাগি

www.pathagar.com

বেকরার অইয়া গেছস্। অদ্দিন ধরি মালেক আর নূরু কি বসি বসি ঘোড়ার ঘাস কাটছে?

কেরামত : তাইলে মালেক কি শেষ লাগাত আমারই বারোটা বাজাই দিছে?

[সাগরের ডাক]

আসগর : মালেক! এইখানে এই গাছটার নীচে বস বাবা। তোমার লগে একটা আলাপ আছে।

মালেক : আপনেরে অত চিন্তাযুক্ত দেখা যায় ক্যান্ চাচাজী?

আসগর : শোন বাবা, তোমারে আমি পুতের সমান জানছি। আমি জানি– নূরুরে তুমি কতখানি আদর কর। আইজ দুইজনেরই বিয়ার বয়স অইছে। অখন তো আমাগো চোখেমুখে চিন্তার ছাপ পড়বই!

মালেক : আপনে যা কইতে চান, আমারে আপন মনে করি ক'ন চাচাজী।

আসগর : শোন, সব কথা আগে তোমারে বুঝাই কওন লাগব। আমাগো আগের সব কথা তুমি জান না।

মালেক : খুইলা ক'ন। আমার মনে আঘাত লাগে– এমন কথাও থাকে যদি, ক'ন। আমি কিছু মনে করব না।

আসগর : এইডাও একটা কথার মত কথা কইলা মালেক। সত্য যা, তারে সত্য বলি মানাই তো মাইন্ষের উচিত কাজ।

মালেক : কি সেই সত্য চাচাজী?

আসগর : আমার দোস্ত্, তোমার বাপ, তার শাদী হওয়ার পরে কে বজ্জাতি করি আমার আর তোমার মায়ের নামে কলঙ্ক রটাইল। আল্লা জানেন– এর সবই আছিল মিথ্যা কথা। এই কথা আমি আল্লা'রে হাজির নাযির জানি কইতেছি।

মালেক : আপনের সব কথায় আমার বিশ্বাস আছে চাচাজী।

আসগর : এর পরে তুমি আইলা তোমার মায়ের কোলে। আর এর লাগি তোমার মায়ের কত লান্নতি! লান্নতিতেই এর শেষ অইলো না। তোমারে রাখি তোমার বাপ নজু সদাগর তোমার মায়েরে তালাক দিল।

মালেক : কিন্তু আমি তো জানি– আমার মা মারা গেছেন!

আসগর : তোমারে তা–ই জানান অইছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তো তা না! তোমার মায়ের ভবিষ্যৎ একটুও ভাবল না তোমার বাপ। ভাবল না সংসারে যার কেউ নাই, সে কি খাইব, কই থাকব, কি করি চলব তার দিন! আমি তখনও শাদী করি নাই।

www.pathagar.com

মালেক ঃ তারপরে?

আসগর ঃ তোমার মায়ের এমনি অসহায় অবস্থায় আমি তারে শাদী করি ওই দেওগাঁয় গি' বাড়ি বানলাম।

[মালেকের মাথায় যেন বজ্রপাত হয়]

মালেক ঃ চাচাজী! এ কি কথা আমি জানলাম?

আসগর ঃ তোমার বাপ মারা গেলে এতিম তোমারে আমরা লই আইলাম নিজের কাছে, দেওগাঁয়। অখন ভাবি দেখ বাপ, তোমার মায়ের পেটের বইন ওই নূরু! তারে তোমার বিয়া করা সরামত মানা।

[কোন তারযন্ত্রের সুর ক্রমে ত্বরিতে সপ্তমে পৌঁছে হঠাৎ বেসুরো হয়ে ভেঙে পড়ে]

মালেক ঃ (আপন মনে) নূরু আমার মায়ের পেটের বইন? তারে বিয়া করা আমার লাগি সরামত মানা?!

আসগর ঃ বাপ মালেক! জানি– এই সত্যডা তোমার লাগি কত নির্মম! তবু এইডাই অইলো সত্য!

[কয়েক মুহূর্ত কোন তারযন্ত্রের কান্না ঝরে পড়ে]

নূরুর মা ঃ নূরু! মা রে! কথা ক' মা! আমরা কি তোর দুশমণ রে? কি করবি মা? কপালের লেখা, ছাড়ানি যায় না। নূরু!

[সাগরের গর্জন]

আসগর ঃ মালেক! তুফাইন্যা বাতাসে সাগরে বড় বড় ঢেউ উঠতিছে! তারই ডাক শোনা যায়। চল বাপ, ঘরে চল।

মালেক ঃ আপনে যান চাচাজী, আমি পরে আসি।

আসগর ঃ বেশি দেরী কইরো না বাপ! (চলেযায়)

মালেক ঃ তাইলে এই আমার দুনিয়া! এই আমার জীবন!

[সাগরের গর্জন বেড়ে গিয়ে আবার কমে]

নূরুর মা ঃ শুনছ, নূরু যে বিছানায় মুখ গুজি শুইছে, আর তো উডে না!

আসগর ঃ নূরুর মা! কি কইয়া নূরুরে সান্ত্বনা দিব? আমার তো মনে অয় সায়রের ঢেউ পাহাড়ের মত উঁচা অইয়া দৌড়ি আইতিছে আমাগো সক্কলরে গেরাস করার লাগি!

[সাগরের গর্জন বাড়ছে, কমছে, আবার বাড়ছে]

নূরুর মা, ঝড় আসি গেল! রাইত অইলো, মালেক তো অখনও ঘরে আইলো না!!

www.pathagar.com

নূরুর মা ঃ তাইলে কি আমার মালেক আবার হারাই গেল?! স্বপ্নের সেই কালা দানবড়া কাড়ি নিল আমার দুই সন্তানরেই?

[ঝড় উঠছে]

আসগর ঃ শিগগীর পাটখড়ির লুক্কা জ্বালি দেও। মালেকরে খুঁজি আনি!

নূরুর মা ঃ চল, আমিও যাব, আমিও যাব!!

[ঝড়ের মধ্যে সাগরের গর্জন আরও বাড়ে]

আসগর ও
নূরুর মা ঃ মালেক। মালেক!!

[ক্রমে ঝড় থামে, থামে সাগরের প্রবল গর্জন]

কবিয়াল ঃ (গান) কার আশাতে চায়ি থাক একলা দূরের পথ।
আমার কথা তোমার কিছু উডেনি মনত্!!

নারীকণ্ঠে ঃ (গান) তোমার কথা মনে আমার উডে পৈত্য দিন।
তোমার মনর মাঝে পাইবা আমার মনের চিন।।

[সাগরের ডাক। দাড় টানার শব্দ। অদূরে কবিয়ালদের গান–]

কবিয়াল ঃ (গান) পরথম পীরিতি যেমন পিয়াসীর পানি।
শয়নে স্বপনের মাঝে পড়ে টানাটানি।।

[দাড় টানার শব্দ– কয়েক মুহূর্ত]

আজিম ঃ কবিয়াল ভাই! দিনের পরে দিন যাইতিছে, বছরের পর বছর। কিন্তু নূরু–মালেকের কথা যে ভুলতে পারতিছি না?!

কবিয়াল ঃ হ', অনেক বছর কাটি গেল। কত কিছু ঘটি গেল এই রংদিয়ায়!

[আবার দাড়টানার শব্দ]

মালেক ঃ এই জায়গার না কি মাঝি?

ছেলে ঃ নাম তো জানি না সায়েব। আইচ্ছা, আপনে আমারে চিনতে পারতিছেন না? সেই যে পাঁচ বছর আগে হার্মাদের পানশীর ঘটনা–আমি সেই বুড়া জাইল্যার ছাওয়াল।

মালেক ঃ ও, সেই জাইল্যার ছাওয়াল তুমি? আমারে তুমি রংদিয়ার চরে নিয়া যাবা?

ছেলে ঃ ঠিক আছে, বসেন– নিয়া যাই। রংদিয়ার কাছেই আসি গেছি।

[দাড় টানার শব্দ]

মালেক ঃ রংদিয়ার চর! দূরে গিয়াও তোমারে একটুও ভুলি নাই। ভুলি নাই

www.pathagar.com

তোমারে নূর। তোমার কাছ থনে দূরে গেছি। কিন্তু এই দূর তো দূর না। মনের খুব কাছে, খুব কাছে। মাঝি, নাও ভিড়াও। ঘাটের কাছে কারে য্যান দেখা যায়।— কে, রাঙাদাদী না? (ডাকে) রাঙাদাদী!

রাঙাদাদী ঃ কে? কে ডাকল আমারে? কে?

মালেক ঃ (কিছু দূর থেকে) আমি মালেক।

[দাড়ের শব্দ আরও কাছে এসে থামে]

রাঙাদাদী ঃ তুমি অতদিন পরে? অত দেরীতে?

মালেক ঃ আমার নূর কেমন আছে দাদী? নূর ভালা আছে তো?

রাঙাদাদী ঃ হ্যাঁ, ভালাই আছে। খুব ভালা, খুব ভালা।

[আসমানে গুড়ু গুড়ু মেঘের ডাক]

মালেক ঃ তাইলে কি দাদী নূরু... দাদী, আমাগো মা? নূরুর বাপ?

রাঙাদাদী ঃ মালেক রে। বাড়িডা খালি পড়ি রইছে।

মালেক ঃ রাঙাদাদী!! সব কিছুই কি শেষ অই গেছে?।

রাঙাদিদি ঃ সব কিছু শেষ অই গেছে।

[মালেকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। অদূরে শোনা যায় কবিয়ালের গান–]

গান। ঃ এ কি তোমার খেলা দয়াল
এই না দুনিয়ায়!
হাসাইয়া কান্দায় সে যে
কান্দাইয়া হাসায়!!
অতল সায়রের বুকে ঢেউয়ের পরে ঢেউ,
এই না ঢেউয়ের নিগুম কথা বোঝে না রে কেউ।
অন্ধকারে থাকি মানুষ
খেলা কইরে যায়।।
একি তোমার খেলা দয়াল
এই না দুনিয়ায়!
কান্দাইয়া হাসায় সে যে
হাসাইয়া কান্দায়!!

[গানের মাঝেই সাগরের ডাক শোনা যায়। একের পর এক আছড়ে পড়ে সায়রের ঢেউ]

www.pathagar.com

কর্ডোভার আগে
(ঐতিহাসিক নাটক)

চরিত্র-লিপি

রডারিক	স্পেনের অত্যাচারী রাজা
ফাদার মার্টিন	কূটচক্রী পাদরী
অন্যান্য সভাসদ	
ফাদার ওপ্পাস	ভূতপূর্ব রাজা উইটিজার ভাই, পাদরী
কাউন্ট জুলিয়ান	সিউটার শাসনকর্তা
কোয়ামিস	রডারিকের সেনাপতি
ফোনিস	ভূতপূর্ব রাজা উইটিজার তরুণ পুত্র
জেকব	ফোনিসের ভৃত্য
ফ্লোরিণ্ডা	কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা
সারা	ফ্লোরিণ্ডার পৌঢ়া ধাত্রী
আজিলা	জেকবের সহ-সাথী
শান্তিলা	ঐ
বড় লোক	অত্যাচারী বড় লোক
মেয়ে	
বৃদ্ধ	
অন্যান্য গ্রাম্য লোক	
তারেক	আরবের মুসলিম সেনাপতি মহাবীর তারেক
বদর	মুসলিম সেনানায়ক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সাত শ’ বার খৃষ্টাব্দ। হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা তখন উমাইয়া বংশীয় আল-ওয়ালিদ। সেই সময়ে স্পেন খৃষ্টান শক্তির অধিকারে। মুসলিম বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক মুসা বিন নুসায়ের তখন উত্তর-আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আইবিরিয়ানের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

সে সময়ে স্পেনের সিংহাসনে রাজা রডারিক সমাসীন। উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী রাজা রডারিক স্পেনের ন্যায়সঙ্গত রাজা উইটিজাকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করেন। স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল শোষণ-পীড়িত। সে দেশে ছিল তখন তিন শ্রেণীর লোকঃ (১) সুযোগ সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়, (২) শোষিত-লাঞ্ছিত কৃষক সমাজ, এবং (৩) ক্রীতদাসগণ। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিকভাবে অভিজাত সম্প্রদায়টিই শাসন ও শোষণ করত দেশের বাদবাকী মানুষদেরকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচয়ে স্পেনে ছিল তখন খৃষ্টান ও ইহুদী। খৃষ্টানদের অত্যাচারে ইহুদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় সকল দিক থেকেই স্পেনের অধিকাংশ মানুষের তখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা।

এদিকে রাজধানী টলেডোতে রাজা রডারিক স্বেচ্ছাচারের পথে দ্রুত অগ্রসরমান। স্পেনের প্রথানুযায়ী রাজা উইটিজার শাসনকালে ক্ষুদ্র রাজ্য সিউটার অধীশ্বর কাউন্ট জুলিয়ান নিজ কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে পাঠিয়েছেন রাজধানীতে। কারণ অচিরেই ফ্লোরিণ্ডা হবে রাজা উইটিজার পুত্রবধূ, রাজপুত্র ফোনিসের স্ত্রী। কিন্তু রাজা উইটিজা নিহত হওয়ার পর অবস্থা গেল বদলে। তখনও ফোনিসের বাগদত্তা ফ্লোরিণ্ডা টলেডোর রাজ-প্রাসাদে।সেখানে রাজা রডারিক ফ্লোরিণ্ডার শ্লীলতাহানির লক্ষ্যে বাড়ান তার পাশবিক হাত। সেই অপমানে-ক্ষোভে, সেই আক্রোশে কাউন্ট জুলিয়ান স্পেন বিজয়ে অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীকে স্বাগত জানান।

খলিফা আল-ওয়ালিদের আদেশক্রমে মহাবীর তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পর্দাপণ করেছে স্পেনের মাটিতে। জিব্রাল্টার (জেবল-উত্-তারেক) পার হয়ে তারা অগ্রসর হয়েছে রাজধানী টলোডোর দিকে। গোয়াডিলেট নদীর তীরে মুসলিম ও খৃষ্টান বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হল তুমুল যুদ্ধ। অত্যাচারী রাজা রডারিক শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং নদী গর্ভে নিমজ্জিত হলেন। বিজয়ী মুসলিমগণ স্পেনে সূচনা করল এক সামাজিক বিপ্লব। লক্ষ্যঃ বৈষম্য ও শোষণহীন এক মানুষের সমাজ গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

রাজধানী টলেডোর নতুন নাম হল কর্ডোভা।

রডারিক-ফ্লোরিণ্ডা-ফোনিস-জুলিয়ান এবং অত্যাচারিত–লাঞ্ছিত ইহুদীদের বিদ্রোহ--এই নিয়ে রচিত হয়েছে এই নাটক 'কর্ডোভার আগে'। বিজয়ী মুসলিম মুজাহিদগণ সে সময় স্পেনে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। স্পেনে মূর সভ্যতার সেই সূচনা লগ্নের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'কর্ডোভার আগে' ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময় মানবতার অবদান হিসাবে প্রতিটি পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বলে আশা করি। মুসলমানদের স্পেন বিজয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য ঃ

"It was at first the Moors, not the Arabs who conquered Spain. Tariq was a Berber, and his army had 7000 Berbers to 300 Arabs. His name is embedded in the rock at whose foot his forces landed; the Moors came to call it Gebel-at-Tariq, the Mountain of Tariq, which Europe compressed into Gibraltar. Tariq had been sent to Spain by Musa ibn Nusayr, Arab Governor of North Afric a... ... The victors treated the conquered leniently, confiscated the lands only of those who had actively resisted, exacted no greater tax than had been levied by the Visigothic kings, and gave to religious worship a freedom rare in Spain."

(The Age of Faith (The Story of Civilization), Will Durant, Simon and Schuster, New York 1950, pp. 291-292.)

"The Muhammadans received as warm a welcome from the slaves, whose condition under the Gothic rule was a very miserable one, and whose knowledge of Christianity was too superficial to have any weight when compared with the liberty and numerous advantages they gained, by throwing in their lot with the Muslims."

(The Preaching of Islam, T. W. Arnold, London 1913, P. 132)

স্পেনে মুসলমানেরা প্রায় আট শ' বছর রাজত্ব করেন। এই শাসনকার্য সম্পর্কে একজন ইহুদী পণ্ডিত উইল ডুরান্ট বলেন ঃ

"Never was Andalusia so mildly, justly, and wisely governed as by her Arab conquerors. It is the judgement of a great Christian Orientalist, whose enthusiasm may require some discounting of his praise, but after due deductions his verdict stands... They compare favorably with the Greek emperors of

www.pathagar.com

their time, and they were certainly an improvement upon the illiberal Visigothic regime that had preceded them. Their management of public affairs was the most competent in the Western world of that age. Laws were rational and humane, and were administered by a well-organized judiciary. For the most part the conquered, in their internal affairs, were governed by their own laws and their own officials. Towns were well-policed, markets, weights and measures were effectively supervised. A regular census recorded population and property. Taxation was reasonable compared with the imposts of Rome or Byzantium. The revenues of the Cordovan caliphate under Abd-er-Rahman III reached 12,045,000 gold dinars ($ 57,212,750)— probably more than the united governmental revenues of Latin Christendom, but these receipts were due not so much to high taxes as to well-governed and progressive agriculture, industry, and trade."

(The Age of Faith (The Story of Civilization). Will Durant, Simon and Schuster, New York 1950, PP. 297-298)

স্পেনের এই যে উন্নয়ন, এই যে সমৃদ্ধি- অবস্থাটা তো মুসলিম বিজয়ের আগে এমনটি ছিল না।

"Under the Visigothic regime the exploitation of the simple or unfortunate by the clever or the strong continued as under other governmental forms. Princes and prelates united in a majesty of secular or religious ceremonies, taboos, and terrors to subdue the passions, and quiet the thoughts, of the populace. Property was concentrated in the hands of a few; the great gulf between rich and poor, between Christian and Jew, divided the nation into three states; and when the Arabs came the poor and the Jews connived at the overthrow of a monarchy and a Church that had ignored their poverty or oppressed their faith. In 708, on the death of the feeble king Witiza, the aristocracy refused the throne to his children, but gave it to Roderick, the sons of Witiza fled to Africa and asked the aid of Moorish chieftains. The Moors made some tentative raids upon the Spanish coast, found Spain divided and almost defenceless, and in 711 came over in full forces.

(ibid, PP. 296-297)

প্রাক-মুসলিম স্পেনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

www.pathagar.com

বলেনঃ "উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী রডারিক ন্যায়সঙ্গত রাজা উইটিজাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন।...রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য অনেক স্পেনবাসী আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করে।...অর্থলোভী ও অধঃপতিত খৃষ্টান বিশপগণ, স্বার্থপর ও হৃদয়হীন ভূস্বামীরা স্পেনবাসীকে শোষণ করিত। সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) সুবিধা ভোগকারী অভিজাত সম্প্রদায়, (২) নিম্ন শ্রেণীভুক্ত কৃষক, এবং (৩) ক্রীতদাসগণ। অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন কর দিতে হইত না। নিম্ন শ্রেণীভুক্ত কৃষকদের ও ক্রীতদাসদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না।... খৃষ্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইহুদীগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তাহারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল।-

স্পেন বিজয় নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। ইহার ফলে সামাজিক বৈষম্য, অসন্তোষ, সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা দূরীভূত হইয়া একটি সুষ্ঠু সংঘবদ্ধ, শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গড়িয়া উঠে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে ইসলামের অবদান অপরিসীম। স্পেনে সুবিধাভোগকারী ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীদের প্রাধান্য লোপ পাইল এবং মুসলমান ও অমুসলমান মধ্যবিত্তদের করভার হ্রাস করা হইল। ক্রীতদাসগণ মুক্ত হইয়া স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিল।-স্পেনে মুসলমানদের উদার ও প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থার ফলেই সুষ্ঠু ও সুসংহত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং পক্ষান্তরে স্পেনিশ মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষ হয়।

ডোজী (Dozy) বলেন, কর্ডোভায় 'মুরগণের বিস্ময়কর সংগঠন মধ্যযুগের একটি অলৌকিক ঘটনা। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত অজ্ঞানতা ও দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও দীপ্ত মশাল বহন করে।' স্পেনে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত করে উহার প্রভাব ইউরোপে পরিলক্ষিত হয়।"

(ইসলামের ইতিহাস , ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ২য় সংস্করণ; ১৯৭৬, পৃঃ ৩২৮-৩৩০)

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের দ্বারা স্পেন বিজিত হয়েছিল যখন, তখন ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদার কাল শেষ হয়ে গেছে। ইসলামের পতাকা যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁরা 'খলিফা' উপাধিধারী হলেও রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ ইসলামী খিলাফতের প্রকৃত রূপ তখন আর নেই, আছে তার স্মৃতি মাত্র। সেই স্মৃতির ধারকদের হাতেই স্পেনের শাসনভার ন্যস্ত ছিল; আর সেই শাসন সম্পর্কেই উপরোক্ত মতামত প্রকাশ করেছেন ঐতিহাসিকেরা।

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[রাজধানী টলেডো। দরবার কক্ষ। সিংহাসনের পিছনে একটু উঁচুতে পাশাপাশি ক্রুশচিহ্ন ও মরিয়মের মর্মর মূর্তি। – রাতের দরবারে তখনো রডারিক আসেন নি। বাইরে বাজছে আনন্দের সুর। সিংহাসনের চারদিকে দাঁড়িয়ে রুচিহীন হাসাহাসি করছে কয়েকজন পাদরী। ফাদার মার্টিন সিংহাসনের হাতলে ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসছেন আর অভ্যাসমত মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। পরে তিনি মাথা তুলে গম্ভীর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ান; অন্যদের হাসি থেমে যায়। কিন্তু কি বলতে গিয়েই ফাদার আবার হেসে ওঠেন, ঝুঁকে পড়েন নীচের দিকে, সহসা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। গম্ভীরভাবে বলেন–]

মার্টিন : থামান, হাসি থামান। আজ শুধু হাসবার দিন নয়।

সকলে : থামে না ফাদার মার্টিন। চেষ্টা করছি, তবুও– হোঃ হোঃ–

[হাসি চলতে থাকে]

মার্টিন : কিন্তু থামাতে হবে, অন্ততঃ মাঝে মাঝে।

একজন : এই তো মুস্কিল। একজন থামে তো আর একজন হাসে, সে থামে তো আর একজন – ফলে হাসা আর হাসি লেগেই আছে।

অন্যজন : থাক না লেগে, থামবার কি প্রয়োজন?

একজন : ঠিকই তো। আজ মহামান্য স্পেন–সম্রাট রডারিকের অভিষেক বার্ষিকী। আজ যদি না হাসি, তবে হাসতে শিখলাম কেন? আজ হাসারই দিন।

অন্যজন : কিন্তু এ যে আর দিন নয়, রাত্রি। [সবাই হাসে]

মার্টিন : হ্যাঁ রাত্রি। তাই থামাতে হবে হাসি। থেকে থেকে কান্নায় ভারাক্রান্ত করে তুলতে হবে এ রাজপ্রাসাদের বাতাস– আর–

[আবার সবাই হাসে]

অন্যজন : কিন্তু কেন ফাদার মার্টিন?

মার্টিন : আজ আমরা হাসছি। কেন? বর্তমান স্পেন–সম্রাট রডারিকের সৌভাগ্যের দিনটি ফিরে এল বলে। ফিরে এল বলে গথকুলের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। কিন্তু এই যে 'বর্তমান'টি, তিনি তো কিছুদিন আগেও 'ভবিষ্যৎ' ছিলেন। তখনকার রোমান 'বর্তমান'টি যে সরে গেলেন সিংহাসন থেকে, বা–

www.pathagar.com

সকলে ঃ বা– সরানো হল সিংহাসন থেকে–

মার্টিন ঃ তার কথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না!

সকলে ঃ তা ভুলি নি ফাদার। কিন্তু তাই বলে কি করতে হবে?

মার্টিন ঃ কাঁদতে হবে– হ্যাঁ, মাঝে মাঝে।

[সবাই কৃত্রিম কান্না আরম্ভ করে]

দিনের পর রাত্রি যেমন, সুখের পর দুঃখ যেমন, তেমনি হাসির পর কান্না। প্রথম কেবল হাসি, হাসি, হাসি–

[সবাই হো হো করে হাসে]

হ্যাঁ অনর্গল, তারপর হঠাৎ–

সকলে ঃ হঠাৎ? একেবারে হঠাৎ?

মার্টিন ঃ হ্যাঁ, থেমে যাবে। তারপর কান্না।

সকলে ঃ এ্যাঁ!

মার্টিন ঃ হ্যাঁ, কান্না। (সবাই ব্যঙ্গ করে কাঁদে)

একজন ঃ ভূতপূর্ব সম্রাটটির জন্য কাঁদতে হবে বুঝলাম। কিন্তু এ রকম হঠাৎ কেন ফাদার?

মার্টিন ঃ ভূতপূর্ব সম্রাট উইটিজা, মানে রোমান উইটিজা বেঁচেই তো ছিলেন। গথকুলের মুখে ছাই দিয়ে শুধু বাঁচা বাঁচা আর বাঁচা। তিনি জানতেন এ বাঁচা চলবেই, কিন্তু তারপর? একরাত্রে হঠাৎ–

সকলে ঃ এ্যাঁ!

মার্টিন ঃ দেহ ছেড়ে মাথা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজমুকুট ওই —

সকলে ঃ কাটা মাথা ছেড়ে গিয়ে উঠল ওই —

মার্টিন ঃ গথকুলশিরোমণি রডারিকের মাথায়। তিনি হলেন সম্রাট রডারিক।

সকলে ঃ সুন্দর, সুন্দর বলেছেন ফাদার মার্টিন, সুন্দর!

একজন ঃ কিন্তু মাথা যে দেহ ছেড়ে চলে যাবে, একথা উইটিজা না জানলেও....

মার্টিন ঃ হ্যাঁ, তিনি না জানলেও মানে–কেউ কেউ জানতেন বৈকি, জানতেন – হেঁঃ হেঁঃ —

একজন ঃ তাহলে তো ওই হঠাৎ কথাটা টিকল না ফাদার?

মার্টিন ঃ টিকল। আমরা জানি, হাসি একসময় থামাতে হবে। কিন্তু হাসি তো জানে না যে তাকে থামানো হবে। তাই ওটা 'হঠাৎ'।

www.pathagar.com

সকলে ঃ হাসুন, সবাই হাসুন।

[হাসাহাসি চলে। বাইরে উচ্চ সময়-সঙ্কেত। সবাই চুপচাপ. ধীর পদক্ষেপে আসেন ফাদার ওপ্লাস]

মার্টিন ঃ (নীচু গলায়) আরে! এবার কান্না!

[ওপ্লাস দাঁড়ান, বুঝতে পারেন ওদের নীচ পরিহাস, সবাইকে দেখে নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে হাসিমুখে বলেন-]

ওপ্লাস ঃ কান্না-হাসি মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রকাশ। কোন নির্দেশ একে আটকাতেও পারে না, প্রকাশিতও করতে পারে না।

মার্টিন ঃ ফাদার ওপ্লাস! আপনি এলেন, কিন্তু যে রকমভাবে এলেন মানে আসবার আগে সঙ্কেত-ধ্বনি হল— ভাবলাম, বুঝি বা সম্রাট আসছেন। তা— সম্রাট না হলেও ভূতপূর্ব সম্রাটের ভাই... হাজার হোক, অভ্যাস তো! দরবারে আসা আর সঙ্কেত-ধ্বনির মধ্যে বেশ একটা মিল রয়েছে। থাকবে না? আর যাই হোক সম্রাটের ভাই তো!

ওপ্লাস ঃ সত্যকে অস্বীকার আমি করি না, আর আপনিও করতে পারেন না।

মার্টিন ঃ যা বলেছেন।

ওপ্লাস ঃ আমিও আপনাদের মত ভগবান যীশুর নির্দেশবাহী। আর সম্রাট দরবারে আসেন তৃতীয় সময় সঙ্কেতের পর।

মার্টিন ঃ যাক। কিন্তু কি মুস্কিলে পড়েছি দেখুন। সম্রাট রডারিকের অভিষেক বার্ষিকী, আমাদের আনন্দের দিন। অথচ এমনি রাতে আমাদের ভূতপূর্ব সম্রাট উইটিজা দেহরক্ষা করেছিলেন এই প্রাসাদেই। কাজেই তাঁর স্মরণে আমাদের শোক প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। এখন বলুন- একদিকে আনন্দ প্রকাশ, অন্যদিকে শোক প্রকাশ। কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা করি? অথচ দুটোই আমাদের পরম কর্তব্য।

ওপ্লাস ঃ হ্যাঁ, এ সমস্যা জটিল বৈকি। কিন্তু এ রাত্রি সম্রাট রডারিকের অভিষেক-দিনের পরের রাত্রি। মহামান্য উইটিজা নিহত হন এর আগের রাত্রে। কাজেই —

মার্টিন ঃ ও হো- হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ফাদার ওপ্লাস।

সকলে ঃ যাক। কান্না-হাসির পালা থেকে বাঁচা গেল।

মার্টিন ঃ হেঁহ্‌, বাঁচব না। আর যাই হোক, ফাদার ওপ্লাস রোমান তো! মাথা

www.pathagar.com

কি! স্মরণশক্তি কি! মানে– প্রলয়ঙ্কর–

[হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুঝাতে চাইছেন]

ওপ্লাস ঃ (হাসিমুখে) হ্যাঁ, তাছাড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের মাটির প্রভাব পড়েছে এইসব রোমান মস্তিষ্কের উপর — যীশুর দয়া।

মার্টিন ঃ তা–ই। মহামান্য উইটিজা কত ভাল ছিলেন! তাঁর মত লোক, তাঁর মত রাজা কি আর হয়!

সকলে ঃ না না–কক্ষনো না।

ওপ্লাস ঃ তিনি ছিলেন ভাগ্যবান, তাই ধার্মিক ঘাতকের হাতেই তাঁর প্রাণ গেছে।

মার্টিন ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ– হো হো– এ্যাঁ?

[হঠাৎ মনে হল, ওপ্লাসের কথার অর্থটি যেন অন্য রকম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সময়–সঙ্কেত হয় । এবার আসেন কাউন্ট জুলিয়ান, কর্নেল কোয়ামিস ও অন্যান্য সেনানায়ক]

ও–এই তো কাউন্ট জুলিয়ান! আসুন আসুন,আসন গ্রহণ করুন।

জুলিয়ান ঃ (হাসিমুখে) অভ্যর্থনাটুকু যেন একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে ফাদার মার্টিন!

মার্টিন ঃ না না, এ আর তেমন কি। তা ছাড়া আপনার জন্য একটু বিশেষ রকমের... আপনি তো প্রায় স্বাধীন। সিউটার অধীশ্বরও বলা চলে।

জুলিয়ান ঃ যদি দয়া করেন।

মার্টিন ঃ আমরা, মানে এই সমস্ত ধর্মযাজকেরা, আপনাদের দয়া– হেঁ হেঁ– তা কি করতে পারি? তবে হ্যাঁ, প্রার্থনা করতে পারি — ওই মাতা মরিয়মের কাছে মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে পারি। আর করছিও, আপনার জন্য তা করছি।

জুলিয়ান ঃ ওতেই আমাদের কাজ হবে ফাদার।

মার্টিন ঃ হেঁ হেঁ– করব না! আপনি কি আর পর? ইচ্ছে করলে আরও কত আপন হতে পারেন। হেঁঃ– হেঁঃ– হেঁঃ– তার উপর আপনারা রোমান, আমাদের চেয়ে একটু বেশি সম্মান আপনাদের দেখানো উচিত।

জুলিয়ান ঃ তাতে ভয়ে প্রাণ আঁতকে ওঠে ফাদার। আমরা সব সময়ই আপনাদের কল্যাণ দৃষ্টি কামনা করি। আমিও আপনাদের মত স্পেনের অধিবাসী, আর কিছুই নই।

www.pathagar.com

মার্টিন ঃ তবুও আমরা বলতে বাধ্য ---

কোয়ামিস ঃ রাজ-দরবারের গাম্ভীর্য রক্ষিত হোক, এই আমার প্রার্থনা।

মার্টিন ঃ ও, তাহলে গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে?

কোয়ামিস ঃ আমার উপর ক্ষুণ্ণ হবেন না ফাদার।

মার্টিন ঃ হলেই বা ভয় কি কোয়ামিস? শক্তিমানের অসি নিরীহ ধার্মিকের ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

কোয়ামিস ঃ অনিচ্ছায়ও যদি আঘাত দিয়ে থাকি ফাদার, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

[আবার সময়-সঙ্কেত। সবাই চুপচাপ। বাদ্য বাজে, দরবারে আসেন সম্রাট রডারিক। মার্টিন তাঁকে নীরব অভ্যর্থনায় সিংহাসনে এনে বসান]

মার্টিন ঃ গথকুলশিরোমণি, প্রজাবৎসল, ন্যায় ও দয়াবতার স্পেন-সম্রাট রডারিক দীর্ঘায়ু হোন, যীশুর দয়ায় সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠুক তাঁর পূত জীবন।

রডারিক ঃ এই আনন্দোৎসবের পবিত্র মুহূর্তে আমি স্পেনবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। সভাষদগণ! আপনাদের ব্যবহারে আমি প্রীত হয়েছি। রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করতে সকলের সমবেত ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োজন। কর্নেল কোয়ামিস!

কোয়ামিস ঃ সম্রাট!

রডারিক ঃ দরবারের সব প্রধানই উপস্থিত?

কোয়ামিস ঃ সবাই উপস্থিত সম্রাট। শুধু-

রডারিক ঃ শুধু?

কোয়ামিস ঃ ভূতপূর্ব রাজকুমার ফোনিস এখনও অনুপস্থিত সম্রাট।

মার্টিন ঃ রাজকীয় মিছিলের সঙ্গে তিনি আজ গির্জাতেও সম্রাটের অনুগামী হন নি।

রডারিক ঃ ফাদার!

মার্টিন ঃ হয়তো বা কোন ফন্দি আঁটছে মনে মনে, বা কোন মধুর স্থানে এই মধুর যামিনী- *হেঁঃ- হেঁঃ-* (মার্টিনের চোখের ভাষা পড়ে রডারিকের মুখ কালো হয়ে *ওঠে*]

ওপ্লাস ঃ (আপন মনে) না না না, বড়ই দুর্বিনীত নির্বোধ বালক!

মার্টিন ঃ (হেসে) ভ্রাতুষ্পুত্র বলেই কি ফোনিসকে আজও বালক মনে হয় ফাদার ওপ্লাস?

www.pathagar.com

ওপ্লাস ঃ না না, তা কেন হবে? সে এখন বড় হয়েছে, সব কিছুই–

মার্টিন ঃ বোঝে।

ওপ্লাস ঃ হ্যাঁ, বুঝাই তো উচিত। পুত্রস্থানীয় বলেই যুবক ফোনিসকে আজও আমার চোখে সেই বালকই মনে হয় ফাদার।

মার্টিন ঃ ঠিকই, তবে ফোনিসের কাছে এখন রাত্রি আসে মধুর স্বপ্ন নিয়ে।

রডারিক ঃ (পার্শ্বচরকে) ফোনিস।

[তখনই সিংহাসনের পাশে দেখা যায় ব্যস্ত ফোনিসকে]

মার্টিন ঃ এই তো আগের রাজপুত্র। না না এখানে নয়, আপনার নিজের জায়গায় যান। হ্যাঁ, ওখানে।

[ফোনিস রডারিকের সামনে দিয়েই এগিয়ে গিয়ে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়]

ভূতপূর্ব রাজপুত্র! মহামান্য সম্রাটের সুমুখ দিয়ে এ ভাবে আসা যে রীতিবিরুদ্ধ, তাও কি আপনার জানা নেই?

ফোনিস ঃ ভুলে যাই ফাদার!

মার্টিন ঃ এত দিনেও অভ্যাস হল না? তা ছাড়া আপনার পিতার দেওয়া প্রধান সেনাপতির পদবীটাও সম্রাট আজ অবধি পরিবর্তন করেন নি।

[অন্যান্য বিশপরা হেসে ওঠে]

রডারিক ঃ ফোনিস!

ফোনিস ঃ সম্রাট!

[রডারিক ফোনিসের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ফোনিস তাঁকে আনুগত্য জানায়]

রডারিক ঃ রাজকীয় মিছিলেও তুমি আজ যোগদান কর নি।

ফোনিস ঃ (আড়ষ্টভাবে) সম্রাট। বিশেষ কোন কারণে আমি –

রডারিক ঃ চমৎকার! এমন কি বিশেষ কারণ যার জন্য তুমি জাতীয় উৎসবের দিনেও সকলের সঙ্গে মিছিলে আসতে পার নি?

ফোনিস ঃ সে এক দুর্ঘটনা সম্রাট। তবে তার জন্য আমি অনুতপ্ত।

মার্টিন ঃ বোধহয় দুর্ঘটনাটি রাজপ্রাসাদেই বা আশেপাশে কোথাও ঘটেছিল– নয় কি?

[ফোনিস কোন উত্তর দিতে পারছে না, মার্টিন হেসে আবার বলেন –]

তা ছাড়া এখনও তো অনেক পরে —

রডারিক ঃ আজ প্রথম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান। কর্নেল কোয়ামিস!

কোয়ামিস ঃ সম্রাট!

www.pathagar.com

রডারিক ঃ আজ এই শুভক্ষণে তোমাকে আমি স্পেনের প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করছি।

[পার্শ্বচর সুবর্ণপাত্রে এক মানদন্ড আনে। মার্টিন এসে সেই মানদন্ড সম্রাটের হাতে তুলে দিলে সম্রাট তা কোয়ামিসকে তুলে দেন]

সকলে ঃ সম্রাটের জয় হোক।

রডারিক ঃ স্পেনের গৌরব! এর মর্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ন রেখো।

কোয়ামিস ঃ (আনুগত্য দেখিয়ে) আমার দেহের প্রতি রক্তকণা এর মর্যাদা রক্ষায় ঢেলে দেব! যীশু আমায় শক্তি দিন।

রডারিক ঃ ফোনিস! এ জগৎ পরিবর্তনশীল। সম্রাট উইটিজা বেঁচে থাকলে হয়তো এসব অন্য রকম হত। তুমি দুঃখ করো না। এ দেশ তোমার, আমার, সকলের। তুমি সকল কাজে মনোযোগী হয়েছ দেখলে আমি যোথাযোগ্য সম্মানে তোমাকে পুরস্কৃত করব।

ফোনিস ঃ আপনিই স্পেনের অধীশ্বর।

রডারিক ঃ কাউন্ট জুলিয়ান!

জুলিয়ান ঃ সম্রাট!

রডারিক ঃ সিউটার শাসনভার আপনার উপর ন্যস্ত রেখে আমি নিশ্চিন্ত।

জুলিয়ান ঃ সিউটার চিন্তায় যেন সম্রাটের বহমূল্য সময় নষ্ট না হয়। মাতৃভূমির গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষা আমার পরম কর্তব্য।

রডারিক ঃ কন্‌তিয়ায় কতিপয় রাষ্ট্রদ্রোহী ইহুদী দাস আবার গোলযোগের সূচনা করছে। গত বিদ্রোহ দমনের পর ওদের এমন শক্তি ছিল না যাতে আবার এত অল্প সময়ে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ফাদার মার্টিন!

মার্টিন ঃ আমার মনে হয়, এদেশেরই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এদের পেছনে রয়েছেন। নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির মানসে শক্তি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তাদের সাহায্য করছেন। তা না হলে ওদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা বিদ্রোহের অনুকূল নয়।

রডারিক ঃ কাউন্ট জুলিয়ান!

জুলিয়ান ঃ স্পেনের এই বিশ্বাসঘাতক শত্রুকে রাজশক্তি যথাযোগ্য শাস্তি দিক, আমি তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছি।

রডারিক ঃ কিন্তু সে-শত্রুকে খুঁজে বের করতে আপনাদের সাহায্য একান্ত দরকার।

www.pathagar.com

জুলিয়ান ঃ তার আশ্বাসও সম্রাটকে দিচ্ছি আমি।

রডারিক ঃ আপনারা, আমার সভাষদেরা?

সকলে ঃ শত্রু নিধনে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মার্টিন ঃ আমার আরও মনে হয়, এ শত্রুতার মূলে রয়েছে স্পেনের জাতি বৈষম্য।

ওপ্পাস ঃ অন্যান্য দেশের মত এখানেও ইহুদীরা স্পেনীয় বলে স্বীকৃতি পায় নি। এ শত্রুতার মূলে বোধ হয় এই আক্রোশই রয়েছে সম্রাট।

মার্টিন ঃ তা রয়েছে, তবে তাতে প্রেরণা যোগাচ্ছে স্পেনের গথ ও রোমান বৈষম্য।

ওপ্পাস ঃ তারা উভয়েই এক জাতি। স্পেনের অধিবাসী বলেই তারা পরিচিত ও গর্বিত।

মার্টিন ঃ তবুও রোমানরা জানে, তারা এসেছিল সুদূর রোম থেকে, আর এসব গথ বংশীয়রা এখানকার পুরনো অধিবাসী।

ওপ্পাস ঃ এ আপনাদের অমূলক সন্দেহ ফাদার।

রডারিক ঃ কাউন্ট জুলিয়ান!

জুলিয়ান ঃ রোমান বলে সম্রাট কি আমাদের সন্দেহ করেন?

রডারিক ঃ না, আপনাদের আমি বিশ্বাস করি। আমি চাই না, আমার রাজ্যে কোন গোলযোগ থাক।

জুলিয়ান ঃ স্পেনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

মার্টিন ঃ ইহুদীরা বিদ্রোহের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থই হবে- একথাও নিশ্চিত। ক্ষুদ্র ইহুদী শক্তি, রাজ-শক্তির তুলনায় অতি সামান্য।

ওপ্পাস ঃ অগ্নিশিখা সামান্য হলেও তাকে হেলা করতে নেই ফাদার মার্টিন।

রডারিক ঃ অবশ্যই। তা ছাড়া আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিতে আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল পর্যন্ত দুরন্ত আরবেরা রাজ্য বিস্তার করেছে। হয়তো তারা কূলে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে স্পেনের শষ্যক্ষেত্রের পানে।

কোয়ামিস ঃ তাদের সে-কামনা যদি জাগে, কল্পনা বলেই তা প্রমাণিত হবে।

রডারিক ঃ আমি সকলের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করি।

[সকলে আনুগত্য প্রকাশ করে]

www.pathagar.com

ফাদার ওপ্পাস!

ওপ্পাস ঃ আমি ভগবান-পুত্র যীশুর নির্দেশবাহী সম্রাট।

[সহাস্যে সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান]

জুলিয়ান ঃ সম্রাট! একটি নিবেদন ...

রডারিক ঃ বলুন।

জুলিয়ান ঃ অনুমতি পেলে কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে এবার আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

[রডারিক মার্টিনের দিকে তাকালে মার্টিনের চোখ কথা বলে]

রডারিক ঃ ফ্লোরিণ্ডা! -- নিয়ে যেতে চান? কিন্তু কেন?

মার্টিন ঃ নিজের কন্যা, বড় হয়েছে, এবার নিজের কাছে ছাড়া অন্যত্র রাখতে সাহস পান না আর কি।

জুলিয়ান ঃ না না- তা কেন হবে। ফ্লোরিণ্ডাকে ছেড়ে দূরে থাকতে মন আমাদের চায় না। ও আমাদের একমাত্র সন্তান।

রডারিক ঃ স্পেনের রীতি অনুসারে আপনি কন্যাকে উচ্চশিক্ষা এবং রাজকীয় পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্যে এই রাজপ্রাসাদে পাঠিয়েছিলেন।

মার্টিন ঃ তখন অবিশ্যি রাজপ্রাসাদ ছিল উইটিজার। রাজপুত্র ছিলেন এই ফোনিস।

জুলিয়ান ঃ আমার কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি ফাদার।

রডারিক ঃ কিন্তু হঠাৎ আপনার সন্তান বাৎসল্য উথলে উঠবার কারণ?

জুলিয়ান ঃ আমি পিতা। বহুদিন ফ্লোরিণ্ডা আমার কাছ থেকে দূরে।

মার্টিন ঃ কি আর করবেন। কন্যা হয়ে জন্মেছে, চিরদিন ওরা পিতা-মাতাকে ছেড়ে যায় অন্যের ঘর আলো করতে।

রডারিক ঃ দরবার শেষ হল ফাদার মার্টিন। ফ্লোরিণ্ডাকে যেতে দেওয়া এখন সম্ভব নয়।

[চলে যেতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা যায়। জুলিয়ান মলিন মুখে ফোনিসের দিকে চেয়ে দেখে, ফোনিস তার দিকে চেয়ে আছে। ফোনিস চোখ নামায়। রডারিক ফিরে চাইলে জুলিয়ানের চোখে চোখ পড়ে। জুলিয়ান তাড়াতাড়ি চলে যায়, রডারিকও কি ভাবতে ভাবতে চলে যান। একজন দরবারের আলো নিভিয়ে দিয়ে যায়। দূরে একটা করুণ সুর। অন্ধকারে একটা খিলানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফোনিস]

ফোনিস ঃ নিভে গেছে, এক এক করে সব আলো নিভে গেছে। সন্মুখে যতদূর

www.pathagar.com

দেখা যায়, শুধু অন্ধকার, জমাট অন্ধকার। (অন্যমনস্কভাবেপায়চারি করে) আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু অন্ধকার।

[অন্ধকার আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব]

এ আঁধারের সমুদ্র। তল নেই, কূল নেই।

[দূরে সময়-সঙ্কেত। অন্ধকার আবহাওয়া যেন কথা বলে। চকিতে ফোনিস শুনতে পায় উইটিজা যেন তাকে ডাকছেন : **ফোনিস। ফোনিস।**]

কে? পিতা! [সিংহাসনের পাশে ছুটে যায়]

জানি পিতা, কি তুমি চাও! তোমার মর্মবাণী আমি শুনেছি। কিন্তু আমি যে একা!

[চিন্তাভারাক্রান্ত ফোনিস হতাশায় ভেঙে পড়ে। হঠাৎ সামনে চেয়ে অবাক হয়ে যায় সে। সামনে যেন রক্তের বন্যা]

এ্যাঁ! রক্ত? এখানে এত রক্তের বন্যা? সিংহাসন রাজ-মুকুট ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এ রক্ত কার? এত রক্ত কেন?

[উদ্‌ভ্রান্ত ফোনিস কাল্পনিক রক্ত হাতে মেখে চেয়ে থাকে। অন্ধকার থেকে আত্মপ্রকাশ করে ভৃত্য জেকব বলে—]

জেকব : প্রভু!

[ফোনিস ফিরে চায়]

এই অন্ধকারে একা রয়েছেন?

ফোনিস : একা?

জেকব : অবিশ্যি অনেক সময় তা-ই থাকতে হয়, চলতে হয় একা-অন্ধকারেও।

ফোনিস : জেকব। আমার পিতা মহামান্য সম্রাট উইটিজা নিহত হন এক বছরআগে।

জেকব : হ্যাঁ প্রভু। এক বছর আগে এ সিংহাসনের জন্য রডারিক তার দলের সাহায্যে মহামান্য সম্রাটকে হত্যা করেন।

ফোনিস : রডারিক আজ স্পেনের অধীশ্বর।

জেকব : গথবংশীয় রাষ্ট্রদ্রোহীদের অসির আঘাতে সম্রাটের দেহ লুটিয়ে পড়ে এ সিংহাসনের নীচে।

ফোনিস : যে ধর্মযাজকদের পিতা বিশ্বাস করতেন, তারাই ছিল ষড়যন্ত্রের মূলে।

জেকব : এসব গথ ধর্মযাজকেরা মিলে রডারিককে রাজমুকুট পরিয়েছিল প্রভু।

ফোনিস : আমি ওখানে ওই খিলানের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, রডারিক

www.pathagar.com

তার অভিষেক বার্ষিকী উদ্‌যাপন করল। উপদেশ দিয়ে গেল আমাকে কাজে মনোযোগী হতে!

জেকব : কালের আবর্তে সব ঘুরে গেল। এক সময় রডারিক আপনার আদেশের অপেক্ষায় থাকত প্রভু!

[অদূরে বিলাসকক্ষে তখন আনন্দের কোলাহল, হাসাহাসি, উল্লাস। সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে]

ফোনিস : দূরের সময়–সংকেত যেন কি এক রহস্যে ভরে দিয়ে গেল এ কক্ষের আলো–বাতাস। হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম, পিতা আমায় ডাকছেন। শূন্য সিংহাসনের পানে চেয়ে মনে হল রক্ত–বন্যায় ভেসে যাচ্ছে এ সিংহাসন, রাজমুকুট, এ রাজপ্রাসাদ! জেকব, জেকব! এ রক্ত কার? আমার মহামান্য পিতার?

জেকব : আপনি তাঁর একমাত্র সন্তান। আপনাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন প্রভু।

ফোনিস : জেকব! কি বলতে চাও তুমি?

জেকব : বলবার মত বুদ্ধি কি আমার আছে প্রভু? দূর থেকে দেখলাম, আপনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাবলাম– কাছে যাই। হয়তো কোন প্রয়োজন ---

ফোনিস : জেকব! তুমি কে?

জেকব : (বোকার মত হেসে ওঠে) প্রভু আমাকে স্নেহ করেন। --- বহুদিন এ রাজপ্রাসাদে রয়েছি। শুনে শুনে যা শিখেছি, তা–ই বলি। আপনি যা শুনেছেন তা আপনারই কথা প্রভু।

ফোনিস : হয়তো তা-ই। --- কিন্তু পারি না জেকব, পারি না। মাঝে মাঝে নিরাশায় ভেঙে যায় আমার মন। অন্ধকারে পথ দেখতে পাই না।

জেকব : রাতের আঁধার ভোর না হওয়া পর্যন্ত থাকবে প্রভু।

[দূরে বিলাস কক্ষে কি যেন ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেকবের পানে তাকায় ফোনিস]

ফোনিস : জেকব!

জেকব : প্রভু!

ফোনিস : রডারিক আমাকে আদেশ করে গেল!

জেকব : তিনি সম্রাট, আদেশ করবার অধিকার তাঁর রয়েছে প্রভু।

ফোনিস : অধিকার?

জেকব : সেই অধিকারে আরও আদেশ তিনি করবেন। আর আপনাকে তা-ই

www.pathagar.com

পালনও করতে হবে প্রভু।

ফোনিস : জেকব!

জেকব : আমি সামান্য ভৃত্য।

[থেকে থেকে বিলাস কক্ষের আওয়াজ ভেসে আসছে]

ফোনিস : আমি যদি আদেশ না মানি?

জেকব : তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আর সে-অবস্থায় অনেককেই সম্রাট শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

ফোনিস : শাস্তি? আমি সম্রাট উইটিজার পুত্র!

জেকব : আমাদের মহামান্য রাজপুত্রও তাঁর কাছে একজন প্রজা মাত্র!

ফোনিস : জোরে জেকব, আরও জোরে বল। হয়তো পিতার আত্মা এ সিংহাসনের পাশেই রয়েছে, তাকে শুনতে দাও।

জেকব : প্রভু! মনের ইচ্ছাকে চেপে মারলে সে প্রতিশোধ নেয়। মনের আগুন জ্বলেই না শুধু, জ্বালায়ও। তাতেই জ্বলে মরছেন প্রভু।

ফোনিস : হাঃ হাঃ হাঃ- রাজপুত্র ফোনিস।

জেকব : এ রাজ্য, এ সিংহাসন ছিল আপনার —

ফোনিস : কেড়ে নিয়েছে ওই বেঈমান রডারিক।

জেকব : শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে রডারিক তা অধিকার করেছে প্রভু।

ফোনিস : সে অধিকার আমি যদি ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিই?

জেকব : সম্রাট উইটিজার যে আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ প্রাসাদের প্রতি কক্ষে, তা তৃপ্ত হবে প্রভু।

ফোনিস : জেকব!

জেকব : হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় —

ফোনিস : তাই হোক জেকব, তাই হোক। পিতার আত্মা শান্তি পাক। রক্তের বন্যা আমি বইতে দেখেছি। কল্পনাই সত্য হোক। তুমি অপেক্ষা কর পিতা। আমি তোমার অযোগ্য সন্তান নই। এর প্রতিশোধ আমি নেবই!

[অদূরে সিঁড়িতে একটু আগেই রডারিক এসে দাঁড়িয়েছিলেন]

রডারিক : হাঃ হাঃ হাঃ —

ফোনিস : কে?

[অসি অর্ধমুক্ত করে চেয়ে দেখে, রডারিক তেমনি ভাবে হাসছেন]

জেকব : প্রভু, মহামান্য স্পেন-সম্রাট।

www.pathagar.com

রডারিক : হাঃ হাঃ হাঃ —

[ফোনিস নতমস্তকে তরবারি কোষবদ্ধ করে। এগিয়ে আসেন রডারিক]

ফোনিস! দিবসের ক্লান্তি দূর করতে রাত্রি আসে বিশ্রামের সওগাত নিয়ে। তোমার মস্তিষ্ক চায় অবসর। যাও, শান্তির দূতকে অপমান করো না। তোমার নিদ্রার প্রয়োজন। এ দরবার কক্ষ নীরব হোক।

[বলেই চলে যান! ফোনিস তেমনি নত মস্তকে দাঁড়িয়ে। জেকব তা লক্ষ্য করে নিরাশায় ম্লান নিঃশব্দ হাসি হাসে। আবার কি যেন ভেবে নিয়ে আশান্বিত হয়ে বলে—]

জেকব : প্রভু!

ফোনিস : এ্যাঁ! ও- জেকব!

জেকব : কাউন্ট জুলিয়ান এই রাত্রেই টলেডো থেকে চলে যাচ্ছেন, সংবাদটা আমায় দিতে বলেছিলেন।

ফোনিস : কাউন্ট জুলিয়ান?

জেকব : তাঁর কন্যা মহামান্যা ফ্লোরিণ্ডার সাক্ষাতও তিনি পান নি।

ফোনিস : সাক্ষাতও পান নি। কারণ?

জেকব : রাজনীতি।

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা — তুমি আর কোন সংবাদ জান?

জেকব : তিনি কুশলেই আছেন, তবে সব জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয় প্রভু। তিনি প্রভুর সাক্ষাত কামনা করেছেন।

ফোনিস : ও — কিন্তু রডারিকের অভিপ্রায় কি জেকব? কাউন্ট জুলিয়ানকে পর্যন্ত সাক্ষাত করতে দিলেন না!

জেকব : আমি সামান্য মানুষ। রাজরাজড়াদের মনের খবর জানা আমাদের পক্ষে কি সম্ভব প্রভু? তিনি হয়তো কত কি ভাবছেন, কত কিছু স্থির করে রেখেছেন, আমাদের ধারণায় সব কিছুর —

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা!

[ফোনিস অন্যমনস্কভাবে চলে যায়। নিঃশব্দে হাসতে হাসতে জেকবও বেরিয়ে যায়]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ওপ্লাসের কক্ষের বহির্ভাগ। সারা ও ফ্লোরিণ্ডা এসে দাঁড়ায় সেখানে]

সারা : এই কক্ষেই বাস করেন ফাদার ওপ্লাস। রাজপুত্রকে এখানে আসতেই বলা হয়েছে মা।

[বাইরে থেকে জেকব আসে]

জেকব : আমাদের পরম সৌভাগ্য, বহুদিন পর এ প্রাসাদে আমার প্রভু-কন্যার পদধূলি পড়েছে। ভিতরে চলুন।

সারা : ভিতরে চল ফ্লোরিণ্ডা।

[ফ্লোরিণ্ডা কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না]

কি হল মা?

ফ্লোরিণ্ডা : না ধাত্রীমা, আমি ভিতরে যাব না। আমার মন কেমন করছে! তার চেয়ে চল আমরা ফিরে যাই।

সারা : (বিরক্ত হয়ে) ফিরে যাই, ফিরে যাই! না বাছা, মনের এ অস্থিরতায় কোন কাজ হয় না। দেখা করতে এসেছ, এমনি ফিরে গেলে কি চলে? এ পথে একবার এলে আর ফিরে যাওয়া যায় না মা।

ফ্লোরিণ্ডা : না, চল।

[আদুরে মেয়ে ফ্লোরিণ্ডা, বোঝা যায়]

সারা : চিরদিন এই একগুঁয়েমি। আমি মরেছি কাছে থেকে। তোমার মা যে কেন এ ভার আমার উপর ছেড়ে চলে গেলেন! -- এ সব হবে না। আমি যা বলব, শুনতে হবে।

ফ্লোরিণ্ডা : আমি এখানেই বসি। ঘরে আমার মন হাঁপিয়ে উঠবে।

সারা : মনটাকে শক্ত করতে হবে। জেকব!

[জেকব আসে]

ফ্লোরিণ্ডা এখানেই বসবেন।

[জেকব গিয়ে একখানা আসন আনে]

কেন? কিসের এত ভয় মা? কেন এই চাঞ্চল্য? ওই দূরে চেয়ে দেখ প্রকৃতি কি সুন্দর। এই শোভা প্রাণ ভরে দ্যাখ, আর জগৎ-পিতার সৃষ্টি কৌশলের কথা চিন্তা কর। প্রাণের এ জ্বালা জুড়াবে।

ফ্লোরিণ্ডা : অসম্ভব ধাত্রীমা। নিশিদিন প্রাণে যে তুমুল ঝড় বইছে, ব্যথার দাবানলে যে প্রাণ জ্বলছে, তা এত সহজে শান্ত হবার নয়।

সারা : হবে মা, হবে। রাজকুমার ফোনিস সমস্ত বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে

www.pathagar.com

তোমাকে গ্রহণ করবেন।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ সে আমায় ভুলে গেছে।

সারা ঃ ফোনিস তোমায় ভুলে গেছে, কি করে জানলে মা?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ আমার মন বলছে।

সারা ঃ ভালবাসার এই রীতি। মনে সদাই জাগে শঙ্কা, হয়তো সে ভুলে গেছে। তা নয় মা। সেই দুরন্ত রাজকুমার ঠিক আসবে, আকাশের চাঁদ ঠিক হাসবে, ফুল ফুটবে শাখে শাখে। রাজকন্যার এ আকুল প্রতীক্ষা- সে কি বিফলে যেতে পারে?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ রডারিক তার নিজের প্রাসাদের কাছে আমাকে স্থানান্তরিত করেছে। সেই থেকে প্রাণ যেন এক অজানা আশঙ্কায় দুলছে।

সারা ঃ ঈশ্বর আমাদের সহায় মা। কোন ভয় করো না। মনে রেখ, এই প্রাসাদে তুমি একা নও। আর তুমি ফোনিসের বাকদত্তা, রডারিক এ কথা জানে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

[সারা বেরিয়ে গেলে একটু পরেই চিন্তিত মনে ফোনিস আসে। ফ্লোরিণ্ডাকে হঠাৎ এখানে দেখে সে বিস্ময়মাখা আনন্দে দ্রুত পায় এগিয়ে যায়। কিন্তু ফ্লোরিণ্ডা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। তার দেহমন তখন কাঁপছে]

ফোনিস ঃ ফ্লোরিণ্ডা! তুমি এখানে! ফ্লোরিণ্ডা — ও!

[কাছে যেতে গিয়ে ফোনিস ভাবে- হয়তো ফ্লোরিণ্ডা তাকে ভুলে গেছে]

ভুল, আমারই ভুল! [ম্লানমুখেফিরেচলে,সারাআসে]

সারা ঃ কুমার, কি হয়েছে? তুমি চলে যাচ্ছ?

ফোনিস ঃ (ম্লান হেসে) থাকবার প্রয়োজন তো আর নেই ধাত্রীমা! সেদিন ছিল, যেদিন ফোনিস ছিল রাজপুত্র, পিতার মৃত্যুর পর যে বসত সিংহাসনে।

[ফ্লোরিণ্ডা উঠে দাঁড়ায়]

আজ আমি সামান্য সৈনিক মাত্র।

সারা ঃ এসব কি বলছ ফোনিস? ফ্লোরিণ্ডা!

[সারা ফ্লোরিণ্ডার কাছে এলে ফোনিস ফ্লোরিণ্ডাকে দেখে নিয়ে চলতে থাকে। ফ্লোরিণ্ডা সকল সঙ্কোচ-অভিমান দূরে ফেলে দ্রুতপদে এগিয়ে যায় ফোনিসের দিকে]

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কুমার!

ফোনিস ঃ ফ্লোরিণ্ডা!

www.pathagar.com

[দু'জনে দু'জনের হাত ধরে চেয়ে থাকে পরস্পরের দিকে]

সারা : জেকব! জেকব! (বেরিয়ে যায়)

ফ্লোরিণ্ডা : ছাড়!

ফোনিস : না ফ্লোরিণ্ডা, না।

ফ্লোরিণ্ডা : সামান্য সৈনিকের এতটুকু স্পর্ধা না হওয়াই উচিত।

ফোনিস : সৈনিকের ভবিষ্যৎ শত সম্ভাবনায় ভরা। আশা-আকাঙ্খাকে সে-ই শুধু বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে।

ফ্লোরিণ্ডা : যে খাঁটি সৈনিক, একথা তার মুখেই শোভা পায়।

ফোনিস : আমার শক্তিতে তোমার আস্থা নেই?

ফ্লোরিণ্ডা : বাহুবলের সঙ্গে সৈনিকের মনোবল থাকাও অপরিহার্য।

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা!

[আবেগময় কণ্ঠস্বরে ফ্লোরিণ্ডার দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিজয়িনীর তৃপ্তিতে সে বলে–]

ফ্লোরিণ্ডা : কিন্তু কি অভিপ্রায়ে আজ এখানে এমন সময় পায়ের ধূলো পড়ল প্রভু?

ফোনিস : কেন যে এসেছি, তা নিজেই জানি না। তুমি জান?

[ফ্লোরিণ্ডা মৃদু হাসে]

শুধু এইটুকু জানি, আমি তোমার প্রেমে বন্দী। তোমার অনুকম্পায় আমি জীবিত, কিন্তু নিষ্ঠুরতায় মুমূর্ষুর চেয়েও নাজেহাল।

ফ্লোরিণ্ডা : সত্যি নাকি?

[ফ্লোরিণ্ডার পদ্মচোখে দুষ্টুমীর হাসি]

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা! তোমার মনেও কি এই প্রেমের দাবাগ্নি জ্বলে?

[ফ্লোরিণ্ডা নতমুখে নীরব]

জানি, একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে। কিন্তু আজ সব আশা–আকাঙ্খার মত তুমিও কি আমার জগৎ ছেড়ে গেছ? ফ্লোরিণ্ডা! পিতা চলে গেছেন, রাজ্য গেছে, তোমার স্মৃতি ছাড়া আমার অন্য সম্বল আর নেই!

ফ্লোরিণ্ডা : তুমি কি আমার সম্বন্ধে সন্দিহান?

ফোনিস : প্রেমিক-হৃদয় চিরসন্দিহান, চিরশঙ্কিত। আমার আশঙ্কা শুধু আমার এ দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে। ভাবি— কে জানে, আমার ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ফ্লোরিণ্ডার হৃদয়ও বদলে গেল কিনা!

www.pathagar.com

ফ্লোরিণ্ডা : কিন্তু আমি ভালবেসেছি শুধু তোমাকেই, তোমার ভাবী সাম্রাজ্যকে নয়!

ফোনিস : তা-ই যদি হয়, রাজ্য হারিয়েও আমি সম্রাটের চেয়ে ঐশ্বর্যশালী। পৃথিবীর অধিশ্বরের চেয়েও আমি বেশি খুশী।

ফ্লোরিণ্ডা : আমার বর্তমান ভয় কি জান? হিংস্র পশু ওই রডারিকের ভয়ে দিনরাত আমি সন্ত্রস্ত!

ফোনিস : কিসের ভয় ফ্লোরিণ্ডা?

ফ্লোরিণ্ডা : ভয়? এক অসহায়া নারী, তার ভয়ের অন্ত আছে?

ফোনিস : তুমি অসহায়া? তীক্ষ্ণধার তরবারি এখনও এ কটিবন্ধে। বল ফ্লোরিণ্ডা! সে কি তোমায় কোন অপমান করেছে? ফ্লোরিণ্ডা!

ফ্লোরিণ্ডা : না, কিন্তু আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছি না। সে আমাকে নূতন প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেছে। সেই থেকে আমার ভয়–

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা!

ফ্লোরিণ্ডা : তার কি উদ্দেশ্য কে জানে?

ফোনিস : রডারিক, আমার ভাগ্যাকাশে কালরাহু! ... ওই মুক্ত প্রকৃতিকে সাক্ষ্য রেখে, তোমাকে স্পর্শ করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, নরাধম রডারিকের সকল দুষ্কৃতির প্রতিশোধ আমি নেব।

ফ্লোরিণ্ডা : প্রতিশোধ তুমি নেবে?

ফোনিস : আমার সুপ্ত বেদনা, নির্বাপিত অগ্নিকে জাগিয়ে তুলেছ তুমি। তুমি ফ্লোরিণ্ডা, তুমি আমার, এ সিংহাসন আমার, পূর্ণ অধিকার আমার এ স্পেনের মাটিতে। নরঘাতক রডারিক পশুবলে তা করায়ত্ত করেছে। আমার পিতৃ-আত্মার শপথ, হৃতরাজ্য আমি ফিরিয়ে আনব, প্রতিষ্ঠিত করব সর্ব অধিকার। যতদিন তা না পারি, আমার মাথার এ কেশ আমার জন্য অবৈধ।

ফ্লোরিণ্ডা : না না– তোমাকে এমন বিপদসঙ্কুল পথে আমি যেতে দেব না, কিছুতেই না।

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা! তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।

ফ্লোরিণ্ডা : তার চেয়ে চল, আমরা নূতন করে সুখের নীড় বাঁধি। তুমি যদি পাশে থাক, ওই দূর কৃষিপল্লীর ক্ষুদ্র কুটিরও রাজপ্রাসাদ হতে অনেক সুখের হবে!

ফোনিস : সাগর-যাত্রীর তরঙ্গ ভয় থাকলে চলে না। বিপদকে যারা ভয়

www.pathagar.com

করে, বিপদ তাদের পিছন ছাড়ে না। ওই সুখের কুটিরও রডারিক ভেঙে দেবে।

নেপথ্যে

জেকব : প্রভু! ফাদার ওপ্লাস ফিরে এসেছেন।

ফ্লোরিণ্ডা : আমি আজ আসি?

ফোনিস : ফিরে এসো। প্রার্থনা করো, বিজয়ীর গৌরব নিয়ে যেন তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাত করতে পারি।

[সারা আসে]

সারা : আমরা এখন যাব মা?

ফ্লোরিণ্ডা : হ্যাঁ। (ফোনিসের দিকে চেয়ে) আসি?

ফোনিস : (অস্ফূটস্বরে) এসো।

[নীরবে বিদায় নেয় ফ্লোরিণ্ডা। ফোনিস চেয়ে থাকে তার গমন পথের দিকে। অন্যদিক দিয়ে জেকব আসে। মুখে তার রহস্যময় হাসি]

জেকব : কত সুখের হত ---

ফোনিস : এ্যাঁ! ও, কি বলছিলে?

জেকব : না, আপনার মহামান্য পিতার সাধ ছিল, দু'জনকে এমনি করে চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখতে। কিন্তু সম্রাট রডারিকের হয়তো ইচ্ছা নেই, এ কাজ হোক।

ফোনিস : রডারিক, রডারিক, রডারিক! ...

[ওপ্লাস আসেন]

ওপ্লাস : ফোনিস!

ফোনিস : তাত!

[নতমস্তকে ওপ্লাসের হস্ত চুম্বন করে]

ওপ্লাস : কি হয়েছে? তোমাকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে যেন?

ফোনিস : কারণ আপনার অজানা নয় তাত!

ওপ্লাস : তবুও নূতন কিছু ঘটেছে বলে মনে হয়। ফোনিস, বল।

ফোনিস : পাপিষ্ঠ রডারিক চায় ---

ওপ্লাস : কি চায় রডারিক? বল। তোমার পিতা নেই। কিন্তু আমি তো রয়েছি!

[ফোনিস ইতস্ততঃ করে]

জেকব : প্রভু, সম্রাট চান না এ বিবাহ হোক!

ওপ্লাস : এ বিবাহ! ও!

www.pathagar.com

ফোনিস : রডারিকের প্রাসাদের কাছে ফ্লোরিণ্ডার নূতন বাসস্থান স্থির হয়েছে।

ওপ্পাস : রডারিক এখন রাজা। তার ইচ্ছাই এখন চরম।

ফোনিস : চরম হতে আর দেব না তাত! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তার সকল দুষ্কৃতির প্রতিশোধ আমি নেব। হৃতরাজ্য আমি উদ্ধার করব। এ আমার পিতৃ-আত্মার শপথ।

জেকব : আমার স্বর্গগত প্রভুর আত্মা তৃপ্তি পাবে।

[বলে নানা কাজে মন দেয়]

ওপ্পাস : তোমার এ ইচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু —

ফোনিস : কিন্তু?

ওপ্পাস : বড়ই বিপদসঙ্কুল পথ (ফোনিসের কাছে গিয়ে) উপায়?

ফোনিস : স্পেনের নাগরিক, অমাত্যবৃন্দ সবাই গথ বংশীয় নয়!

ওপ্পাস : না। বহু রোমান আজ স্পেনের সন্তান। এ রাজদরবারেও তাদের সংখ্যা কম নয়।

ফোনিস : তাদের যদি উত্তেজিত করি? তারা কি বুঝবে না? রোমানদের পুনরুত্থানে তারা কি আমাকে সাহায্য করবে না?

ওপ্পাস : না, করবে না। পদলোভে তারা আজ প্রলুব্ধ। যারা এ মোহে পড়ে, সব বিসর্জন দিতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। তাছাড়া আবার সেই গথ ও রোমান বিদ্বেষ? না ফোনিস। অন্যায়কে ধ্বংস করাই আমাদের উচিত, বাড়িয়ে তোলা নয়। গথ ও রোমান বলে এখানে কেউ নেই, আমরা সবাই স্পেনবাসী।

ফোনিস : কিন্তু রডারিক আর মার্টিনরা তা স্বীকার করে না তাত! পিতার হত্যার মূলেও ছিল এই বিদ্বেষ।

ওপ্পাস : ওরা ভুল করেছে। কিন্তু আমরাও যদি করি—এর শেষ হবে কখন, কি ভাবে?

ফোনিস : তা হলে?

ওপ্পাস : ফোনিস! যে আগুনে তোমার অন্তর জ্বলছে, তোমার পিতা—আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর এ বৃদ্ধ ধর্মযাজকও তাতে পুড়ে মরছে। অন্তরের রুদ্ধ কামনা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মাথা খুঁড়ে মরছে ফোনিস। বহু ভেবেছি। মনে হচ্ছে— কামনা কামনাই থেকে যাবে।

ফোনিস : আপনি গির্জার সেবক। কিন্তু এ বীরধর্ম নয়!

ওপ্পাস : হাঃ হাঃ হাঃ — জানি। কিন্তু উপায় নেই। তুমি চাও গথ ও

www.pathagar.com

রোমান সমস্যার সুযোগ নিতে। কিন্তু মাত্র কিছুদিনের অত্যাচার। এত অলপ সময়ের অত্যাচারে রোমানদের চৈতন্য হবে না। অত্যাচারের পূর্ণতা চাই। তবে- হ্যাঁ, একটি উপায় আছে।

ফোনিস : বলুন।

ওপ্লাস : ফোনিস! এ জগতে রুটির সমস্যা বড় সমস্যা। মানুষ যখন সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রুটির জন্য লড়াই করে, তখন সে হয় দুর্জয় শক্তির ধারক। সে সংগ্রাম জীবন-সংগ্রাম। সেই জীবন-যোদ্ধার হাতের তলোয়ারকে রুখতে পারে, এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই, গোটা দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারে। তুমি জান, আজ এ দেশের কোটি কোটি নর-নারী রডারিকের অত্যাচারে অন্নহীন, বস্ত্রহীন? কিষাণ-মজদুরের জীবন আজ পশু জীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট?

ফোনিস : জানি তাত, জানি। প্রজার এ লাঞ্ছনার কথা আমি শুনেছি। শুনেছি তাদের করুণ কাহিনী।

ওপ্লাস : শুনেছ, কিন্তু দেখনি। আমি তা-ও দেখেছি। স্পেনের অধিবাসী ইহুদী — ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তারা মানুষ। তোমার মত, আমার মত, মার্টিনের মতই মানুষ। তারা আজ রাজার অত্যাচারে জীবন্মৃত। ঐ রডারিকের শাসনে তাদের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। এই অত্যাচারে রাজার পাশে দাঁড়িয়েছে ভণ্ড খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা। জোর করে খৃষ্টান করা হয় ইহুদীদের। তাদের সামাজিক ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয় এসব ধর্মযাজকের নির্দেশে। চাষীদের কোন জমি নেই, বড়লোক প্রভুর দয়ায় তাদের জীবন চলে। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেও তারা দু'মুঠো খেতে পায় না।

ফোনিস : এই লাঞ্ছিত জনতা কেন সহ্য করছে এ অত্যাচার? তারা কি দাঁড়াতে পারে না পশুশক্তির বিরুদ্ধে?

ওপ্লাস : না। ওদের শিক্ষা নেই, জ্ঞান নেই। ওরা মেরুদণ্ড ভাঙা জীবন্মৃত মানুষ। যতদূর দেখতে পায়-শুধু অন্ধকার। আলো জ্বালবার কেউ নেই।

ফোনিস : এই আঁধারের মানুষ কি কোনদিন আলোয় আসবে না তাত?

[ওপ্লাস ফোনিসের চোখে চোখ রেখে বলেন—]

ওপ্লাস : না আনলে আসবে না। তুমি সেই জনতার সেবক হও।

www.pathagar.com

ফোনিস : তাত!

ওপ্লাস : হ্যাঁ, দেখবে সমগ্র মুক দেশ তোমার পতাকাতলে সমবেত।

ফোনিস : তাতে আমার লাভ?

ওপ্লাস : (মৃদু হেসে) এই সব ভাষাহীন মুক মুখে ভাষা ফোটাও। যে দিন তা পারবে, যেদিন জনগণের বিশ্বস্ত সেবক হতে পারবে, সেদিন তুমি হবে কোটি কোটি মানুষের মুকুটহীন সম্রাট। সেদিন তোমার শুধুমাত্র অঙ্গুলি নির্দেশে রডারিক সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

ফোনিস : তাত!

ওপ্লাস : এই আমার নির্দেশ বৎস।

ফোনিস : আমি মাথা পেতে নিলাম তাত। আমি অধিকার করব মানুষের মনের সিংহাসন। বলে দিন আমার কর্মস্থল?

ওপ্লাস : সমস্ত স্পেন। কর্মই তোমাকে নিয়ে যাবে স্থান হতে স্থানান্তরে।

ফোনিস : আশীর্বাদ করুন তাত, আপনার নির্দেশ যেন আমি পালন করতে পারি।

ওপ্লাস : যীশু তোমার সহায় হোন। হ্যাঁ, একাজে তোমার অর্থেরও প্রয়োজন হবে। তার জন্য ভেবো না। তোমার আমার যা আছে তা একেবারে সামান্য নয়। আর এই জেকব রয়েছে, সেও তোমাকে সাহায্য করবে অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে।

ফোনিস : জেকব সাহায্য করবে!

ওপ্লাস : হ্যাঁ। পারবে না জেকব?

[জেকব বোকার মত হেসে ওঠে]

জেকব : আমি প্রভুর গোলাম। প্রভুর দেওয়া অর্থ প্রভু যদি দয়া করে নেন, সর্বহারা মানুষের উপকার হবে- হাঃ হাঃ হাঃ- আমার তো আর কেউ নেই। আর কিছু না পারলেও প্রভুর ছায়া হয়ে থাকতে পারব।

[বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়]

ওপ্লাস : তোমার কাজের বহু বিপদময় মুহূর্তে একে পাবে পথের সাথী হিসাবে। জেকব তোমাকে পথ দেখাবে দুর্বল মুহূর্তে।

ফোনিস : কিন্তু এই ভৃত্য জেকব কে?

ওপ্লাস : জানি না, তবে মনে হয় সে ভৃত্য হলেও মানুষ।

[জেকব আসে একখানা পত্র নিয়ে]

www.pathagar.com

জেকব : এই মাত্র গুপ্তচর দিয়ে গেল প্রভু। রাজকন্যা ফ্লোরিণ্ডার পত্র।

ওপ্লাস : ফ্লোরিণ্ডার পত্র? সে তো একটু আগেই গেল!

[ফোনিস কিছু পড়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে]

ফোনিস : তাত!

ওপ্লাস : কোন দুঃসংবাদ?

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডা লিখেছে– রাজপ্রাসাদে যাবার পরই নাকি রডারিক সংবাদ পাঠিয়েছে, আজ রাত্রে সে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসবে। আরও লিখেছে– "এই হিংস্র পশুর কবলে আজ আমার নারী–ধর্ম বিপন্ন। আমাকে বাঁচাও। যদি না পার তাহলে তোমাকে জগত–পিতার হাতে সমর্পণ করে আমি নারী–ধর্ম রক্ষা করতে ইহধাম ত্যাগ করতে বাধ্য হব।" তাত! আমি ফ্লোরিণ্ডাকে রক্ষা করতে যাব।

ওপ্লাস : নিশ্চয় যাবে। কিন্তু ধৈর্য ধর। তুমি একা পারবে না। অন্ততঃ আরও দু'একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। জেকব! কোন বিশ্বস্ত লোক তোমার জানা আছে?

জেকব : (ভেবে নিয়ে) আজিলা ও শান্তিলার উপর আমার ভরসা আছে প্রভু। আর আমি থাকব প্রভুর পাশে!

ওপ্লাস : তাহলে আজ রাত্রেই তোমরা প্রস্তুত থেকো। যেমন করে হোক ফ্লোরিণ্ডাকে উদ্ধার করবে। তুমি উত্তর দিয়ে দাও ফোনিস।

নেপথ্যে : মহামান্য স্পেন–সম্রাটের পত্র।

[জেকব নিয়ে আসে]

ওপ্লাস : কার কাছে লেখা হয়েছে?

জেকব : রাজকুমারকে লেখা, প্রাসাদে গিয়ে জেনেছেন তিনি এখানে আছেন।

ওপ্লাস : পড়।

ফোনিস : "ইলোডার রাজ প্রাসাদ হইতে। তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, ৭১০ খৃষ্টাব্দ। সাহসী বীর যোদ্ধা ফোনিসের নামে– এক প্রাপ্ত সংবাদে জানিতে পারিলাম যে কনতিয়ায় কতিপয় রাষ্ট্রদ্রোহী দাস বিপ্লব ঘটাইতেছে। অতএব এই পত্র পাওয়ামাত্র যে কোন অবস্থায় থাক, চলিয়া আসিবে। সৈন্যদল অপেক্ষা করিতেছে। তোমাকে আমি সেনাপতি হিসাবে পাঠাইতেছি।"... না না, আমি কিছুতেই যাব না! এ শুধু আমাকে সরাবার ফন্দিমাত্র।

www.pathagar.com

ওপ্লাস : ফোনিস! তোমাকে যেতেই হবে। তা নাহলে আবার আসবে নূতন বিপদ। ব্যর্থ হয়ে যাবে সমস্ত আশা। রাজাদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবার সময় এখনো আসে নি ফোনিস।

ফোনিস : কিন্তু ফ্লোরিণ্ডার কি হবে?

ওপ্লাস : জগৎপিতার উপর ভরসা রেখে এ দায়িত্ব এই বৃদ্ধের উপর ছেড়ে যাও। জেকব!

জেকব : আমি যাব প্রভুর সঙ্গে। আজিলা ও শান্তিলা রইল আপনাকে সাহায্য করতে। পারবে, যীশুর দয়ায় ওরাই পারবে প্রভু।

ফোনিস : তাই হোক তাত।

[ফোনিস ওপ্লাসের হস্তচুম্বন করে যেতে উদ্যত হয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকে]

ওপ্লাস : ধর্মে মতি রেখো।

[ফোনিসকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তার কাঁধে স্নেহ-হস্ত রেখে ওপ্লাস বলেন —]

ফ্লোরিণ্ডা আমার কুললক্ষ্মী। তাঁর মর্যাদা আমার বংশের মর্যাদা। এস বৎস। যীশু তোমার সহায় হোন।

[ফোনিস বেরিয়ে যায়। জেকব যায় সাথে সাথে। চঞ্চলভাবে ভেতরে যান ওপ্লাস]

তৃতীয় দৃশ্য

[ফ্লোরিণ্ডার কক্ষ। বহুমূল্য আসন একদিকে। পাশেই আর একটি সাধারণ আসন, তাতে বসে আছে সারা। গালে হাত দিয়ে সে ভাবছে। ফ্লোরিণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। বাইরে দূরে মাঝে মাঝে শোনা যায় মত্ত কোলাহল]

ফ্লোরিণ্ডা : আমার পত্র পিতার কাছে পৌছতে কত সময় লাগবে?

সারা : দুদিনের আগে তো নয় বাছা।

ফ্লোরিণ্ডা : দুইদিন! কি হবে ধাত্রী মা?

সারা : এক মনে সেই জগত-পিতাকে ডাক মা। তিনিই বিপন্নের সহায়। তিনি যাকে রক্ষা করবেন, মানুষের সাধ্য কি তার অনিষ্ট করে?

ফ্লোরিণ্ডা : প্রতিটি মুহূর্ত আমার দুর্ভাবনায় ভরা! ধাত্রীমা! এখন রাত কত?

সারা : প্রায় দুপুর রাত্রি। -- মা মরিয়ম। এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা! আমি মরেছি তোকে নিয়ে। কেন তোর মা যাবার আগে আমাকে

www.pathagar.com

রেখে গেলেন তোর কাছে? তুচ্ছ পরিচারিকা আমি, নিজের কেউ নেই! কেন তুই আমাকে এত স্নেহে বেঁধেছিস? আজ যে চোখে সব অন্ধকার দেখছি!

ফ্লোরিণ্ডা : এই বিপদের সময় তুমি যদি ভেঙ্গে পড়, কে আমাকে সান্ত্বনা দেবে?

সারা : না না, ভয় কি মা? কোন ভয় নেই। যীশু নারীর সম্মান রক্ষা করতে সাহায্য করবেন। আর ফোনিস- সে কি তোর বিপদে বসে থাকতে পারে? হ্যাঁ রে, সে চিঠিতে কি লিখেছে?

ফ্লোরিণ্ডা : শুধু জানিয়েছে, আমার উদ্ধারের সর্বরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সারা : দেখবে মা, ঠিক সময়ে সে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

[বাইরে জোর বাতাস]

নেপথ্যে

রডারিক : ফ্লোরিণ্ডা!

ফ্লোরিণ্ডা : ধাত্রীমা! ওই ---এসেছে!

সারা : তাই তো! -- ভয় নেই মা, ভয় নেই। এসেছে যখন, তোমাকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর এই দেখ-বিপদের শেষ বন্ধু। (একটা ছুরি দেখায়) আমি পাশের কোঠায় আছি। মা মরিয়মের কাছে আমি মায়ের অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করছি। তিনিও তো মা! -- আচ্ছা।

[চলে যায়]

নেপথ্যে

রডারিক : ফ্লোরিণ্ডা!

[ফ্লোরিণ্ডা ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি-মুখে আসেন রডারিক, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনাদ হয় আকাশে]

ওহ্ --- আকাশ কী মেঘমেদুর। আসতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। ফ্লোরিণ্ডা! না না, সরে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে কষ্ট দিতে আসি নি। এলাম তোমার খবর নিতে। কেমন আছ? কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? বস।

ফ্লোরিণ্ডা : ক্ষমা করুন সম্রাট।

রডারিক : না না সে কি - এ্যাঁ?

[হাত ধরতে যান, ফ্লোরিণ্ডা সরে দাঁড়ায়]

তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ফ্লোরিণ্ডা? কেন ভাবছ যে স্পেন-

www.pathagar.com

রাজ তোমার সম্মুখে? তুমি কি ভাবতে পার না, আমি শুধু একজন মানুষ? শুধু তোমার — অর্থাৎ আমি এসেছি — দেখছ ফ্লোরিণ্ডা! আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। তার হৃদয়ের ঘনীভূত আবেগ যেন ভাসিয়ে দিতে চায় এই পৃথিবীকে। ফ্লোরিণ্ডা! তুমি কিছু বলছ না?

ফ্লোরিণ্ডা : কি আর বলব? আমাকে ক্ষমা করুন সম্রাট!

রডারিক : এত উদাসীন কেন তুমি? জান ফ্লোরিণ্ডা, তোমার পিতা চেয়েছিলেন তোমাকে নিয়ে যেতে। আমি অমত করেছি। (একটু কাছে গিয়ে) কিন্তু কেন, বুঝতে পার?

ফ্লোরিণ্ডা : হয়তো রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু রাজনীতি বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রডারিক : না, রাজনৈতিক কারণে নয়। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্যে আমার রাজপ্রাসাদ তুমি আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছ। তুমি চলে গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। কাউন্ট জুলিয়ান বলতে গেলে সিউটার অধীশ্বর, অন্ততঃ আমি যতদিন সিংহাসনে রয়েছি। ফ্লোরিণ্ডা! সিংহাসন পেয়ে আমি যত না সৌভাগ্যবান, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান তোমাকে —অর্থাৎ তুমি এখানে আছ বলে।

ফ্লোরিণ্ডা : সম্রাট কি আমাকে এসব জানাতেই এসেছেন?

রডারিক : না–হ্যাঁ–অর্থাৎ আমি এখন সম্রাট নই, তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। হ্যাঁ ফ্লোরিণ্ডা, আমি তোমাকে—

ফ্লোরিণ্ডা : আমি সামান্য এক নারী। আমার জন্য এ পথ নয়।

রডারিক : কি যে বল ফ্লোরিণ্ডা! তুমি আমার হৃদয়–সম্রাজ্ঞী। এর পর রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তোমার হাতেই থাকবে।

ফ্লোরিণ্ডা : সামান্যা এক নারীর এ শোভা পাবে না।

রডারিক : তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি হবে এই স্পেনের অধিশ্বরী–আমার স্বপ্নের রাণী। ফ্লোরিণ্ডা!

[ফ্লোরিণ্ডার দিকে আরও এগিয়ে যান]

ফ্লোরিণ্ডা : রাজ–ক্ষমতার দোহাই!

রডারিক : (সরে এসে উচ্চভাবে) ভেবে দেখ ফ্লোরিণ্ডা, কি সৌভাগ্য তোমার সম্মুখে। কত সুন্দরী রাজকন্যা কেঁদেও সাধনা করেও এ সম্মান পায় না।

www.pathagar.com

ফ্লোরিণ্ডা ঃ আমি রাজকন্যা নই।

রডারিক ঃ সৌভাগ্য পায়ে ঠেলো না ফ্লোরিণ্ডা। সুযোগ সব সময় আসে না।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ সৌভাগ্য! (ম্লানহাসে)

রডারিক ঃ হ্যাঁ বালিকা, স্পেন-রাজমহিষীর আসন এত তুচ্ছ নয়।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ তুচ্ছ নয় তাদের কাছে, যারা এর চেয়েও মূল্যবান কিছুর সন্ধান পায় নি!

রডারিক ঃ এর চেয়ে মূল্যবান? ও, এতটুকু? হাঃ হাঃ হাঃ- তোমার এই স্বপ্ন যদি ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিই?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ আপনি রাজা। রূপ বা ঐশ্বর্যের অভাব আপনার কোন দিন হবে না। আমাকে আপনি দয়া করুন। আমি আপনারই আশ্রিতা এক নিঃসহায়া নারী। আমার একমাত্র সম্পদে আপনার হাত বাড়ান উচিত হবে না।

রডারিক ঃ যদিবাড়াই?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ পাবেন না কোনদিন।

রডারিক ঃ আমি কি যোগ্য নই ফ্লোরিণ্ডা?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ আমি আপনার যোগ্য নই সম্রাট।

রডারিক ঃ বেশ ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখেছ! তাহলে কি আমার দাসানুদাস ওই হতভাগ্য ফোনিসই বেশি যোগ্য?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ পৃথিবীর সব কিছু থেকে বঞ্চিত হলেও তিনিই আমার একমাত্র আরাধ্য স্বপ্ন। সৃষ্টিকর্তার বিধানানুযায়ী তিনিই আমার স্বামী।

রডারিক ঃ হাঃ হাঃ হাঃ- তুমি নিতান্তই বালিকা। তাই এ ধৃষ্টতা মার্জনীয়। এখনও ভেবে দেখ ফ্লোরিণ্ডা! [এগিয়ে যান]

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কাছে আসবেন না সম্রাট।

রডারিক ঃ স্পেন-সম্রাটকে অবহেলা করে তাঁর এক দাসকে বরণ করতে চাও- এত নির্বোধ তুমি?

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কালের আবর্তে তা-ই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চিরদিন তা ছিল না। দাস ছিলেন প্রভু, প্রভু ছিলেন দাস।

রডারিক ঃ কথাগুলো ঝাঁঝালো হলেও তোমার সুন্দর মুখে বেশ শোনায়। শোন! [আরও এগিয়ে যান]

ফ্লোরিণ্ডা ঃ সাবধান রডারিক! সাপের মাথায় মণি দেখে লোভ করো না।

www.pathagar.com

রডারিক ঃ স্পেন–সম্রাট দুর্বল বালক নয় যে নারীর রাঙা চোখকে ভয় করে নিজের দাবীকে সে ত্যাগ করে যাবে। দাঁড়াও! পাগলামী করো না ফ্লোরিণ্ডা। আমি এসেছি আমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে। প্রয়োজন হলে সবল হাতে তা করব, জেনো।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ সে দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শুধু আমার নির্জীব দেহের উপর।

রডারিক ঃ ও...! কিন্তু যার ধ্যান তুমি করছ, তাকে পাবার তো আর কোন উপায় নেই ফ্লোরিণ্ডা।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কি বললে? ফোনিসকে তুমি কি করেছ? বল। তাকে হত্যা ...

রডারিক ঃ হত্যা ....

ফ্লোরিণ্ডা ঃ বল রাজা, বল।

রডারিক ঃ হত্যা— করি নি, তবে তার বাঁচা নির্ভর করছে তোমার উপর। তোমার ওই চাঁদ–মুখের একখানি ছোট্ট 'হ্যাঁ' তাকে শুধু বাঁচতেই দেবে না, তুলে দেবে তাকে উন্নতির চরম শিখরে। আর একটি 'না' নিষ্ঠুর ঘাতকের আঘাত হয়ে তার উপর পতিত হবে। ভেবে দেখ, কোন্‌টা তুমি চাও। — চারদিকে চেয়ে কি দেখছ কমলাক্ষী? তুমি আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই যে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে। অবুঝ হয়োনা, তুমি স্বীকৃত হও।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কেউ নেই? তোমরা ধর্মের ধ্বজা ধরে গির্জায় মাথা ঠোক, সে কার উদ্দেশ্যে? তিনিও কি নেই? অবিশ্বাসী পশু!

রডারিক ঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

ফ্লোরিণ্ডা ঃ আমাকে তুমি হত্যা কর। দেখছ কি? হত্যা কর, তবু তাঁকে বাঁচতে দাও, তাঁকে মুক্তি দাও।

রডারিক ঃ তার প্রাণের যদি এত মায়া, তবে সম্মত হও। ফোনিস বেঁচে যাক।

ফ্লোরিণ্ডা ঃ জানি, কি পেলে তুমি সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তা নারীর অমূল্য রত্ন। সে রত্নের অধিকারিনী বলেই তুমি রাজা হয়েও আমার কাছে আজ ভিখারী।

রডারিক ঃ হ্যাঁ, ভিক্ষা দাও ফ্লোরিণ্ডা!

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কিন্তু জান না, কোন মূল্যেই তা আমরা হারাতে পারি না।

রডারিক ঃ কথা বাড়াতে আমি চাই না।চেয়ে দেখ, বাইরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। তোমার সম্মতি না পেলেও আমি আজ ফিরে যাব না। ফ্লোরিণ্ডা!

[এগিয়ে গিয়ে ফ্লোরিণ্ডার হাত ধরতে যান। ফ্লোরিণ্ডা কটিদেশ হতে ছুরি

www.pathagar.com

বের করে]

ফ্লোরিণ্ডা ঃ বিদায় ফোনিস।

[নিজের বুকে ছুরি বসাতে যায়। রডারিক তার হাত ধরে ফেলেন। ছুরি দূরে পড়ে যায়। পাশের কোঠা হতে সারা উন্মুক্ত ছুরি বের করে রডারিককে লক্ষ্য করে ছুটে আসে]

সারা ঃ হাত ছাড় রডারিক। কার গায়ে হাত তুলেছ জান না? শয়তান।

[রডারিক পশুর মত উন্মত্ত হাসি হাসে। বৃদ্ধা সারা তাঁর হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে। ফ্লোরিণ্ডা কোন উপায়ন্তর না দেখে আত্মহত্যার জন্য নিজের হাতে গলা চেপে ধরে]

রডারিক ঃ আহ্ কি করছ ফ্লোরিণ্ডা। মৃত্যু কি এত সোজা?

[ফ্লোরিণ্ডা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। রডারিক তাকে তুলতে যান। আকাশে বজ্রনাদ হয়। চকিত রডারিক জানালার দিকে তাকান]

এই ন্যাকামীতে তুমি মুক্তি পাবে না।

[ধরে তুলতে যান। বাইরে ওপ্লাস ডাকে—]

ওপ্লাস ঃ ফ্লোরিণ্ডা! মা ফ্লোরিণ্ডা!

রডারিক ঃ (সোজা হয়ে) কে?

[ঘরে ঢোকেন ওপ্লাস]

ওপ্লাস ঃ মহামান্য স্পেন-সম্রাট?

রডারিক ঃ আপনি এসময় এখানে?

ওপ্লাস ঃ সম্রাট এই নিশীথে এখানে?

রডারিক ঃ কে তোমাকে আসতে দিল?

ওপ্লাস ঃ সম্রাট বোধ হয় ভুলে গেছেন, কোথাও যেতে ধর্মযাজকদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কি হয়েছে ফ্লোরিণ্ডার? সারা?

রডারিক ঃ সারা কি বলবে? ফ্লোরিণ্ডা মানসিক দুশ্চিন্তায় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওপ্লাস ঃ সারা। ফ্লোরিণ্ডাকে দেখ। সম্রাট, বিশেষ কোন প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম। প্রাসাদে গিয়ে জানলাম, আপনি নেই। একবার নিজ প্রাসাদে চলুন।

রডারিক ঃ আমার সময় নেই। বিশেষতঃ ফ্লোরিণ্ডার এই অবস্থা .... তুমি যাও।

ওপ্লাস ঃ ফ্লোরিণ্ডার জন্য পরিচারিকা রয়েছে। সম্রাট বোধ হয় ভুলে যান নি, ফ্লোরিণ্ডা আমারই কূল-লক্ষ্মী।

রডারিক ঃ উইটিজা আজ স্পেনের সিংহাসনে বসে নেই ওপ্লাস। পরিবর্তন

www.pathagar.com

হয়েছে সব কিছুর, হবেও।

ওপ্লাস : তাই যেন হয়। ⋯ কিন্তু আজও এ প্রাসাদে আমারই পূর্ণ অধিকার। আপনি চলুন সম্রাট।

রডারিক : তুমি ধর্মযাজক, তোমার সঙ্গে আমার কি আলাপ থাকতে পারে?

ওপ্লাস : কিন্তু পরামর্শ তো থাকতে পারে?

রডারিক : পরামর্শ? ওপ্লাস কি গির্জা থেকে মন ফিরিয়ে এবার রাজনীতিতে ঢুকতে চান?

ওপ্লাস : ধর্মযাজকদের রাজনীতিতেই সম্রাট সিংহাসন পেয়েছেন, একথা ভুলে গেলে সত্যের অপলাপ হবে।

রডারিক : বল, কি বলতে এসেছ।

ওপ্লাস : এখানে তা বলা যায় না। এখানে শুধু এটুকুই বলতে পারি, যে রাজ্য জগৎ-পিতার কৃপায় পেয়েছেন, তার অপব্যবহার করবেন না।

রডারিক : তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ ওপ্লাস?

ওপ্লাস : না সম্রাট।

রডারিক : শক্তির অপব্যবহার আমি কোথায় করেছি?

ওপ্লাস : এখানেই, একটু আগে। আপনি এক অসহায়া নারীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার করবেন, তা ভাবতে পারি নি। মনে রাখবেন সম্রাট, এটা পতনের লক্ষণ।

রডারিক : চুপ! তোমার ধৃষ্টতা সীমা অতিক্রম করেছে। তোমার স্থান এখানে নয়, গির্জায়।

ওপ্লাস : হাঃ হাঃ হাঃ ⋯ গির্জায়? গির্জার নির্দেশ আজও মাথা পেতে গ্রহণ করে এসেছেন সমস্ত রাজন্যবর্গ।

রডারিক : ওপ্লাস! আমি এসব সহ্য করব না।

ওপ্লাস : কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ যে রয়েছে সম্রাট!

রডারিক : তুমি যাবে কি না!

ওপ্লাস : এ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ আপনি তো আমাকে দিতে পারেন না সম্রাট! তার চেয়ে আসুন, পরামর্শ সেরে নিই। তারপর যদি রাজশক্তির অপমান করতে চান, করবেন। আমি যা বলব, তাতে আমার আর আপনার স্বার্থ জড়িত।

[রডারিক কি ভেবে নিয়ে ওপ্লাসের সঙ্গে বেরিয়ে যান। সারার সেবায়

www.pathagar.com

ফ্লোরিণ্ডা জ্ঞান পেয়ে উঠে বসে। শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বলে—)

ফ্লোরিণ্ডা : কই? ফোনিস কোথায়?

সারা : সে এখনো আসে নি মা।

ফ্লোরিণ্ডা : আসে নি? ওহ্ ... সেই পশু?

সারা : ফাদার ওগ্লাসের সঙ্গে নিজের প্রাসাদে চলে গেছে।

ফ্লোরিণ্ডা : তাত এসেছিলেন? কিন্তু সে যে এখনও এল না? কি হবে ধাত্রীমা?

সারা : ভাষা আমার বোবা হয়ে গেছে। মা মরিয়ম বুঝি মুখ আর রাখলেন না!

[জানালায় দেখা গেল আজিলা ও শান্তিলাকে]

কে?

আজিলা : চুপ, আমরা রাজপুত্র ফোনিসের লোক।

শান্তিলা : এই তার পরিচয় পত্র।

[পত্র দেখায়]

আজিলা : শিগগীর চলে আসুন। ওই বাগানের পাশে নদী, তাতে আমাদের নৌকা অপেক্ষা করছে। সময় নেই। বিলম্বে সব মাটি হবে।

[ফ্লোরিণ্ডা পত্র পড়ে উল্লসিত ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে]

সারা : সত্যি মা?

ফ্লোরিণ্ডা : হ্যাঁ ধাত্রীমা, চল।

সারা : কিন্তু সব যে পড়ে রইল!

ফ্লোরিণ্ডা : থাক পড়ে। এই পাপ-পুরীর সব পড়ে থাক। চল।

শান্তিলা : না না, ওই দরজা দিয়ে নয়। ওই পথ গেছে রডারিকের প্রাসাদে। আপনাদের এই জানালা পথেই বেরিয়ে আসতে হবে।

[সারা ও ফ্লোরিণ্ডা তাই করে। প্রাসাদ শূন্য পড়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে রডারিক ডাকতে ডাকতে আসেন]

রডারিক : ফ্লোরিণ্ডা! প্রিয়তমা! — একি! ফ্লোরিণ্ডা! সারা! — এ্যাঁ! কেউ নেই। ফ্লোরিণ্ডা! ... কিন্তু গেল কোথায়? ওরা কি পালিয়েছে? — হুঁম্ ... এ ওগ্লাসের ষড়যন্ত্র। কে আছিস?

[প্রতিহারী আসে]

ফাদার মার্টিনকে ডাক!

[প্রতিহারী চলে যায়]

ওগ্লাস!

[রডারিকের চোখে প্রতিশোধ-বহ্নি। চাপা কণ্ঠে তারই প্রতিভাস]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[কনতিয়ার একটি পথ। একদিকে পাহাড়। তার উপর একটি মন্দিরের গম্বুজ দেখা যায়। অন্যদিকে নদী বয়ে গেছে। দূরে বিস্তীর্ণ মাঠ। পথে একটা গাছ। লোকজন যাতায়াত করছে। কৃষকেরা বড় বড় বোঝা পিঠে বয়ে চলছে। একটি বড়লোক দাঁড়িয়ে পিশাচের মত হাসছে। এবং হাতের লাঠি দিয়ে একটি মেয়ের শরীরের কাপড়টা ছাড়াতে চেষ্টা করছে। অন্যান্য কিষানরা তা দেখে না দেখে কাজ করে চলেছে]

বড়লোক : হাঃ হাঃ হাঃ ... কি হল — এ্যাঁ? ... আরে বিধাতা তোকে রূপ দিয়েছেন, প্রথম যৌবনের ঔজ্জ্বল্য তোর সারা দেহে। লজ্জার কি আছে- এ্যাঁ? এ তো দেখবার জন্যই! এই, কি নাম তোর?

মেয়ে : ফ্লোরা।

বড়লোক : কি জাত?

মেয়ে : স্পেনিশ।

[একজন দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার দিকে চেয়ে-]

বড়লোক : এই, কি দেখছিস? হারামজাদা। কাজের বেলায় ফাঁকি, খাবার সময় তো রাক্ষস- যা।... এ্যাঁ? স্পেনিস? আরে সে তো বুঝলাম। তারপর? ইহুদী নাকি?

[মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দেয়]

বেশ। তা আগে বল নি কেন? হুঁম্-তুই আমার বাড়ীতেই কাজ করবি, বুঝলি? বয়স তো নেহাত কম নয়। তা- আচ্ছা একটা বিয়ে দিয়ে নিতে হয়। এই হারামজাদা বদমাশ। এদিকে আয়।

[একটি ছেলে আসে]

তোর সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হবে, বুঝলি? আজ রাতে বাড়িতে থাকবি। যা- (মেয়েটিকে) আচ্ছা এখন যা- না না, সোজা আমার বাড়ির পথ ধর নাগরী - হাঃ হাঃ হাঃ- যাও। এই!

[একটি কৃষক বোঝা মাথায় যাচ্ছিল। ডাক শুনে সে দাঁড়ায়]

তুই কোন্ জাত রে?

লোক : আমি খৃষ্টান প্রভু।

বড়লোক : এ্যাঁ! আমার জাত? হাঃ হাঃ - তা তুই যে বেটা ধরতে গেলে

www.pathagar.com

আমার সমান রে! এত নুয়ে নুয়ে চলছিস কেন?

লোক : সারাদিন কিছু খাই নি প্রভু। আর বোঝাটাও বড় ভারী।

বড়লোক : ভারী–এঁ্যা? হারামজাদা। সোজা হ'– আরও সোজা হ'।

[লোকটি কিছুতেই পারছিল না। বড়লোকটি খেয়ালের বসে রেগে গিয়ে তাকে লাথি মারে। লোকটি পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে না]

হাঃ হাঃ–কিরে! ওঠ্। আরে শালা, ওঠ্।

লোক : ঘাড়টা মচকে গেছে প্রভু।

বড়লোক : এঁ্যা! মচকে গেছে– কই দেখি, দেখি।

[সে লোকটির ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দিতে যায়। লোকটি চিৎকার দিয়ে ওঠে]

আরে। ঘোড়ার মত চেঁচাস কেন?

লোক : আপনার পায়ে পড়ছি হুজুর– দোহাই আপনার – আমি মরে যাব।

বড়লোক : তোরা মরবি নাকি? মরলে আমাদের জ্বালাবে কে? আগাছার দল! ওঠ্।

[অন্য একজন বড়লোক আসে]

এই যে আসুন। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

অন্যজন : হ্যাঁ– আপনি?

বড়লোক : আমিও এসেছিলাম এই এসব একটু দেখতে। ব্যাটারা যা পাজী, চোখ একটু সরালেন, কি কাজ আর করবে না।

অন্যজন : তাই। এই! ফসল এবার যা দিলি, তাতে তো হবে না রে। এতে আমার চলবে না। আরও দিবি।

লোক : আমাদের দয়া করুন প্রভু। আরও দিলে ছেলেপিলে নিয়ে আমি না খেয়ে মরব।

অন্যজন : তা আমি কি করব? এসব হবে না– দিয়ে আসিস। এই বুড়ো!

[একটি বৃদ্ধ আসে]

সেদিন খবর পাঠালাম আমার বাড়ি গিয়ে কাজ করে আসতে। গেলে না যে?

বৃদ্ধ : ছেলেটির বড় অসুখ। আর আমি তো কোন কাজের যোগ্য নই প্রভু।

বড়লোক : হাঃ হাঃ হাঃ – কাজের যোগ্য নও, তবে মরিস না কেন বেটা?

বৃদ্ধ : যীশুর দয়া যে হয় না প্রভু!

অন্যজন : তবুও আমি যেখানে খবর দিলাম, সেখানে বার্ধক্য আর অসুখের অজুহাতে গেলি না? সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়ি যাবি। আর শুনেছেন

www.pathagar.com

তো, রাজধানী থেকে নতুন সেনাপতি এসেছেন!

বড়লোক : কে এলেন এবার?

অন্যজন : শুনলাম, ভূতপূর্ব রাজকুমার। কিন্তু বেটা ইহুদীদের শায়েস্তা করতে পারলে হয়।

বড়লোক : অত্যন্ত নেমকহারাম ওরা। আবার যত খৃষ্টান গরীবদের সঙ্গে মিশে ওদেরও নানা কথা বোঝাচ্ছে।

অন্যজন : ওসব গরীবের দলে দেশ ভর্তি। যদি সব একজোট হয় ....

বড়লোক : হাঃ হাঃ হাঃ... কি যে বলেন। এই যে দেখুন, ওই বেটারা কেমন করে তাকাচ্ছে? যেন গিলছে কথাগুলো। ঠান্ডা হয়ে যাবে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গুতোর চোটে এইসব দরিদ্র–প্রেম উবে যাবে। চলুন এগোই।

[দু'জন চলে যায়]

বৃদ্ধ : সে দিন কি আসবে। ওদের অত্যাচারে আর যে পারি না প্রভু!

লোক : না চাচা–আসবে না, গরীবের কথা ওই যীশু শোনেন না। নইলে মা বোনের উপর এসব জুলুম... দু'মুঠো খেতে পর্যন্ত পাচ্ছি না– তবু কেন বেটার ঘুম ভাঙ্গে না?

বৃদ্ধ : ভাঙ্গবে রে, ভাঙ্গবে। অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌছুক। মরিয়মের আসনে নাড়া লাগুক। আসবেন, তখন আসবেন যীশু মানুষের রূপ ধরে।

[দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ]

কে আসছে রে? কোন রাজপুরুষ নয় তো?

লোক : হ্যাঁ, তাই তো।

বৃদ্ধ : পালা রে পালা। এখনই আবার নতুন অত্যাচার শুরু হবে।

[অন্যান্য লোকজনও অন্য স্থান থেকে দৌড়ে বাড়ি যাচ্ছে। ওরাও চেষ্টা করছে যেতে, কিন্তু বৃদ্ধটি ধাক্কা লেগে পড়ে যায়]

আহ্ ফেলে দিলে। ওরে! আমিও যে তোদেরই জাত। একই পথে যেতে হবে।

[অন্য লোকটি তাকে তুলতে থাকে। ইতিমধ্যে এসে পড়ে ফোনিস ও জেকব। হাতে তাদের ঘোড়ার চাবুক]

ফোনিস : এই, দাঁড়াও। কি হয়েছে? সবাই এ–রকম ছুটে পালাচ্ছে কেন?

বৃদ্ধ : এ-এ-প্রভু, সম্রাট রডারিকের দোহাই, আমাদের কোন দোষ নেই। দয়া করুন প্রভু।

www.pathagar.com

ফোনিস : জেকব!

জেকব : রডারিককে ওরা ভাল করে জানে প্রভু। রাজ-সৈন্যের ভয়ে ওদের দেহে প্রাণ থাকে না।

ফোনিস : কেন? মাঠের পর মাঠ দেখছি শূন্য। সমস্ত শস্য ফেলেই চলে গেল? কি ভয় রাজসৈন্যের?

জেকব : শষ্যের দাম প্রাণের চেয়ে বেশি নয় প্রভু। তাই বহুমূল্য প্রাণের জন্যেই ওরা এমনি করে ছুটে পালাচ্ছে। রডারিকের সৈন্যেরা ভুলে যায় যে ওরাও মানুষ, ওদেরও প্রাণ আছে! খেয়াল মত নিয়ে যায় ওদের শ্রমের ফসল। হাসতে হাসতে ওদের দেহটা কেটে দেখে কি করে রক্ত বেরোয়, কি করে মানুষের কবন্ধ এই মাটির মায়ায় ছটফট করে।

ফোনিস : কি বলছ জেকব?

জেকব : প্রভু! এই মাঠ, এই পথ তার সাক্ষ্য। মেয়েদের কাপড় খুলে নিয়ে দেখে নগ্ন নারী-দেহ কেমন সুন্দর! পোয়াতির উদর কেটে ওরা লক্ষ্য করে শিশুর অবস্থান!

ফোনিস : না না, মানুষের পক্ষে এ কি করে সম্ভব?

বৃদ্ধ : প্রভুর দোহাই! একটি কথা বলতে চাই।

ফোনিস : বল।

বৃদ্ধ : আপনাদের আমরা চিনি না, তবে রাজপুরুষ তা বুঝেছি। .... উনি যা বলেছেন, তা সত্য। মানুষের পক্ষে অসম্ভব হলেও রডারিকের সৈন্যেরা তা পারে। হ্যাঁ-পারত না, সম্রাট উইটিজার সৈন্যেরা তা পারত না।

ফোনিস : জেকব! পিতাকে ওরা ভালবাসে তাহলে?

জেকব : যদি জানে, রাজপুত্র এসেছেন তাদের কাছে- যদি জানে, রাজপুত্র চান রডারিকের উচ্ছেদ, এসব অত্যাচারের অবসান, ওরা দেহ বিছিয়ে দেবে রাজপুত্রের গমন পথে।

ফোনিস : তোমাদের কোন ভয় নেই। রাজসৈন্য তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মাঠে কাজ কর। আমি ওদের সেনাপতি। আদেশ জানিয়ে দেব। তোমরা নির্ভয়।

জেকব : যিনি তোমাদের এ অভয় দিলেন, তিনিই মহামান্য সম্রাট উইটিজার পুত্র!

www.pathagar.com

বৃদ্ধ : এ্যাঁ! রাজপুত্র! আমাদের রাজার ছেলে!

ফোনিস : এবার বাড়ী যাও। (ওরা চলে যায়) জেকব! সৈন্যদের মধ্যে আমার এ আদেশ জানিয়ে দেবে।

জেকব : প্রভু।

ফোনিস : তুমি কোথায় যেন যেতে চেয়েছিলে? যাও, আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

জেকব : আমি এখনই চলে আসব। (চলেযায়)

ফোনিস : কোথায় ইলোডা, আর কোথায় কনতিয়া। ফ্লোরিণ্ডা। তুমি আজ কোথায়, কোন্ অবস্থায় আছ, জানিনা। কখন তোমাকে দেখতে পাব তাও ভবিষ্যতের আঁধারে নিমজ্জিত। যীশু তোমার কল্যাণ করুন।

[অদূরে ঘোড়ার পদশব্দ]

কে? থাম ওখানে।

নেপথ্যে : শত্রু নই– আমি কাউন্ট জুলিয়ান।

(আসেন)

ফোনিস : আপনি! হঠাৎ এখানে? কেন?

জুলিয়ান : তোমার শিবিরে গিয়ে তোমাকে পাই নি। আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ফোনিস : বলুন।

জুলিয়ান : নরাধম রডারিকের কথা শুনেছ? আমি ফ্লোরিণ্ডা সম্বন্ধে বলছি।

ফোনিস : হ্যাঁ, শুনে এসেছি।

জুলিয়ান : কেন এলে? কি করে এলে? ফ্লোরিণ্ডার মান মর্যাদার প্রশ্ন যেখানে, তুমি তার কোন বিহিত করলে না?

ফোনিস : আমার পিতৃব্য সে–দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জুলিয়ান : তোমার পিতৃব্য? এই শয়তানের বিরুদ্ধে তিনি কি করতে পারবেন? ফ্লোরিণ্ডা গুপ্তচর মারফত আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছে, সে শয়তান রডারিকের কবলে। কন্যার উদ্ধার আর রডারিকের শাস্তির ব্যবস্থা যেন আমরা করি। না না– তুমি এ কি করেছ ফোনিস? ফাদার ওপ্লাস যদি কিছু সাহায্য করতে না পারেন?

ফোনিস : আজিলা শান্তিলা রয়েছে তাঁর সাহায্যে। যে উপায়ে হোক, তারা ফ্লোরিণ্ডাকে উদ্ধার করবেই।

www.pathagar.com

জুলিয়ান ঃ শক্তি বলে রডারিক আজ এতদূর অগ্রসর। শক্তিতেই তার সন্মুখীন হওয়া চলে শুধু।

ফোনিস ঃ কিন্তু সে শক্তি আমাদের কতটুকু ছিল, তা কি আপনার অজানা?

জুলিয়ান ঃ শোন। আমার কন্যার প্রতি অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে কি না।

ফোনিস ঃ আপনি আমাকে সন্দেহ করেন? ফ্লোরিণ্ডার মর্যাদার সঙ্গে সম্রাট উইটিজার মর্যাদা একসঙ্গে গাঁথা!

জুলিয়ান ঃ সম্রাট উইটিজাকে রডারিক হত্যা করেছে। দাসেরও নিকৃষ্ট ব্যবহার করেছে তোমার সঙ্গে। সকল রোমান আজ তার করুণার পাত্র। সর্বশেষে সে হাত দিতে চায় মহামান্য উইটিজার পবিত্র বংশ-মর্যাদায়। এর পরও যদি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি, বীর নামেরও যোগ্য থাকব না আমরা!

ফোনিস ঃ রডারিকের ব্যবহার আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথা রয়েছে। কিন্তু সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষা করতেই হবে।

জুলিয়ান ঃ সেই সুযোগ আছে, যদি আমরা গ্রহণ করি।

ফোনিস ঃ কি সে সুযোগ?

জুলিয়ান ঃ দুরন্ত আরবেরা আজ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল পর্যন্ত তারা এসেছে।

ফোনিস ঃ আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

জুলিয়ান ঃ আমি চাই রডারিকের উচ্ছেদ।

ফোনিস ঃ কিন্তু এ উপায় কেন? আরববাসী হবে এদেশের মালিক — স্পেন আমাদের মাতৃভূমি!

জুলিয়ান ঃ কিন্তু তার স্বীকৃতি পাচ্ছি কোথায়? ওরা বলে আমরা শুধুই রোমান— স্পেনে আমরা আগন্তুক।

ফোনিস ঃ ওরা ভুল করে। কিন্তু তাকেই আমরা বড় করে তুলব কেন?

জুলিয়ান ঃ তা হলে রডারিকের শাস্তি হবে না?

ফোনিস ঃ কেন হবে না? নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেরাই, এই স্পেনের সন্তানেরাই, করব অত্যাচারীর উচ্ছেদ— বিদেশীয় সাহায্য নিয়ে নয়।

জুলিয়ান ঃ কিন্তু তা সুদূরপরাহত।

www.pathagar.com

ফোনিস ঃ ভাল কাজের জন্যে অপেক্ষা আর সাধনার প্রয়োজন।

জুলিয়ান ঃ হয়তোতা-ই সত্য। কিন্তু আমি পিতা। সন্তানের এ অমর্যাদায় আমি জ্ঞানহারা। তোমার কথা বুঝতে পারলেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি কই!

ফোনিস ঃ ভগবান যীশু আমাদের সহায়। সাধ্য কি রডারিকের, ফ্লোরিণ্ডার অপমান করে? আর রডারিক তার পশুত্বের প্রত্যুত্তর পাবেই। যেখানে যে ভাবে সে থাক, ন্যায়ের যোগ্য দণ্ড তাকে গ্রহণ করতেই হবে। ⋯ যাক, আপনি পরিশ্রান্ত। আসুন, বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

জুলিয়ান ঃ সে অবসর, সে মন আমার কই? আমাকে এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে। কর্মপন্থা যদি তোমার পরিবর্তিত হয়, আমাকে জানিয়ো। যীশু তোমার কল্যাণ করুন। (চলে যান)

ফোনিস ঃ (আপন মনে) ফ্লোরিণ্ডা! রডারিক! স্পেন!– কে?

[বাইরে হাসি]

জেকব ঃ হাঃ হাঃ হাঃ .... আমায় চিনতে পারছেন না?

[ছদ্মবেশে জেকব আসে। এসেই মুখের কাপড় খুলে ফেলে]

ফোনিস ঃ জেকব!⋯ আমি বুঝতে পারছি না, এর অর্থ কি?

জেকব ঃ কেন? খুবই রহস্যজনক লাগছে প্রভু?

ফোনিস ঃ তুমি কে?

জেকব ঃ আপনার অনুগত গোলাম।

ফোনিস ঃ না না, বল তুমি কে? দিনের পর দিন তোমার ব্যবহারে আমি সন্দিহান। বল, তোমার পরিচয়? ⋯ বল, আমি যদি প্রভু, তোমার লুকানো উচিত নয়। নইলে মনে করব তুমি শত্রুর গুপ্তচর।

জেকব ঃ কটু আগে যারা টেনে টেনে জীবনটাকে বয়ে নিয়ে গেল, যদি বলি আমি তাদেরই একজন?

ফোনিস ঃ বিশ্বাস করব না। জীবনটাকে এমনি বয়ে চলাই ওদের অভ্যাস। ওরা গোলাম।

জেকব ঃ আমিও তো প্রভুর গোলামী করি?

ফোনিস ঃ তারপরও তোমার পরিচয় রয়েছে। ওদের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

জেকব ঃ সম্বন্ধ? হাঃ হাঃ হাঃ ⋯এই একটি বিষয়ে দুনিয়ায় এরা–আমরা একজাত। একই সূত্রে গাঁথা প্রভু।

www.pathagar.com

ফোনিস : জেকব! আমার সঙ্গে তোমার পরিহাস শোভা পায় না।

জেকব : আপনি আমার মহামান্য প্রভু। ছোটবেলা থেকেই আপনাকে আমি দেখে আসছি।

ফোনিস : আমার কথার উত্তর দাও।

জেকব : এই ছদ্মবেশ- আপনার, আমার! আর পাহাড়ের উপর ওই গম্বুজ চিনে রাখুন প্রভু। তারই পাশে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ। তাই দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

ফোনিস : যেতে হবে?

জেকব : আজ রাত্রে।

ফোনিস : কেন?

[অসঙ্গত আচরণ জেকবের। আবেগ মথিত কণ্ঠে বলে ওঠে-]

জেকব : যুগের পর যুগ এই স্পেনের কোটি কোটি মানুষ সর্বহারা।

ফোনিস : এ সব কি বলছ তুমি?

জেকব : হাঃ হাঃ হাঃ ..... মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা ফসল ফলায়, তারাই দু'মুঠো অন্নের অভাবে ধুকে ধুকে মরে। মাটির মালিক তারা, যারা বিলাস শয্যায় সর্বক্ষণ নিমজ্জিত। চাষীদের জমি নেই, ঘর নেই- মনে হয়, ওরা যেন আগাছা। রডারিকের অত্যাচারে ভণ্ড পুরোহিতদের অত্যাচারে, ওরা সব দিয়েও লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পায় না।

ফোনিস : তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ?

জেকব : হতভাগ্য ইহুদী- স্পেনের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও ওরা কেন স্পেনের সন্তান নয়? কেন এ জন্মভূমি তাদের নয়? কেন রডারিকের কাছে তাদের মান-মর্যাদার কোন মূল্য নেই? কেন জীবন তাদের দুর্বিসহ?

ফোনিস : জেকব, জেকব! তুমি কে?

জেকব : মাটির স্বীকৃতি নেই, মানের স্বীকৃতি নেই, প্রাণের স্বীকৃতি নেই। যুগ-সঞ্চিত এই অত্যাচার অগ্নিগিরির জ্বালা নিয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল প্রভু। তাই কিছুদিন আগে-

ফোনিস : জেকব!

[অন্ধকার হয়ে যায়। হঠাৎ শোনা যায় আর্তনাদ! পর্দায় ভাসে-রাজপুরুষ চাবুক মারছে কয়েকজন হতভাগ্যকে। তাদেরই আর্তনাদ। অন্ধকারেও শোনা যায় জেকব বলছে-]

www.pathagar.com

জেকব: সহ্যেরও সীমা আছে প্রভু!

[বাইরে কোলাহল। অসংখ্য মনুষ অন্ধকারে মশাল হাতে ছুটে আসে। তাদের মুখে এক কথা "প্রতিশোধচাই।" ওরা এসে আক্রমণ করে রাজপুরুষকে ও পুরোহিতকে। অর্ধমৃতদের হাতে দেয় মশাল। তারপর আরও অনেক লোক ছুটে যায়]

কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনতা ভুলে যায় লক্ষ্যের পথ।

[বাইরে ঘোড়ার পদশব্দ। অনেক রাজপুরুষ আসে। উল্টোভাবে অত্যাচার হয় জনতার উপর। ক্রমে সরে যায় সকলে। আবার আলো জ্বলে ওঠে। ক্ষিপ্তপ্রায় জেকব বলতে থাকে-]

অত্যাচারীর পাষাণ পাঁজা ভাঙ্গে নি প্রভু। ক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস সেই পাষাণ গাত্রে মাথা খুঁড়ে ফিরে এসেছে!

ফোনিস : জেকব! তোমাদের পরিচয় তো বললে না ভাই।

জেকব : প্রভু! ওদের দুঃখ যদি আপনার মনে লেগে থাকে, যদি বোঝেন ওদের চাওয়া অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক নয়- তাহলে আমার গোলামী স্বার্থক।

ফোনিস : তোমার কি বলার আর কিছুই নেই?

জেকব : যা বলার তা বলেছি প্রভু।

ফোনিস : বাকী যা আছে?

জেকব : আসুন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটু পরেই আমাদের যেতে হবে ওখানে। আমি আপনার বিশ্বস্ত গোলাম। এতে যেন আপনার কোন সন্দেহ না থাকে। আর হ্যাঁ, আমরা যেখানে যাব, সেখানে হাঁটতে হবে এভাবে-

[বিশেষ রকমে হাঁটে]

একটু শিখে নিন প্রভু। এই-ই আমার অনুরোধ।

ফোনিস : তা-ও যদি না রাখি?

জেকব : আপনারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না প্রভু। আমরা যাব গোপন বিপ্লবীদের আড্ডায়। কোন ভয় নেই প্রভু, আপনার অনুগত জেকব রয়েছে সাথে।

ফোনিস : বিপ্লবীদের আড্ডায়?

জেকব : রডারিকের উচ্ছেদ সাধনে তারা হবে আপনার প্রধান সহায়।

ফোনিস : তুমি কি তাদেরই একজন?

www.pathagar.com

জেকব : ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটিয়ে আমি একা যাব মুসলিম সেনাপতি তারেকের শিবিরে। আসুন প্রভু।

ফোনিস : জানি না, তুমি কে, কি বলতে চাও। তবু চল–

[দু'জনই চলে যায়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[খোলা প্রান্তরে মহাবীর তারেক ও ফোনিসের ভৃত্য জেকব মুখোমুখি। সেনাপতি তারেক তাকে নিজের পরিচয় দেন]

তারেক : হ্যাঁ, আমিই তারেক। আপনাদের কতটুকু সাহায্য আমরা পেতে পারি?

জেকব : যদি বলি সাহায্য করতে আমরা অক্ষম?

তারেক : আপনাদের সাহায্যের আশায় তো আমরা এখানে আসি নি?

জেকব : রডারিকের সৈন্যবাহিনী যেমন বিপুল, তেমনি শক্তিশালী।

তারেক : হাঃ হাঃ হাঃ ... আল্লা'র সাহায্য আর আমাদের ঈমান তার চেয়েও বিপুল ও দৃঢ়।

জেকব : এটা আপনাদের স্বদেশ নয়। খাদ্য সৈন্য বা বাইরের কোন সুযোগ সুবিধা আপনারা আশা করতে পারেন না। সর্বরকম বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে।

তারেক : জন্মের পর থেকেই সে-যুদ্ধ আমাদের করতে হয়। এই-ই তো জিন্দেগী! মৃত্যুর মুখোমুখি যাদের জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হয়, শুষ্ক মরুভূর কাঠিন্য যাদের দেহ-মনকে গড়ে তোলে, সামান্য বিপদকে ভয় করা তাদের ধাতে নেই।

জেকব : কিন্তু সংখ্যায় মুসলিম সেনা নিতান্তই সামান্য।

তারেক : আমরা যাঁর অনুসারী, বিপদের দিনে তিনি একাও সংগ্রামের পথে চলেছেন!

জেকব : আপনাদের সাহস আছে। কোথায় সে আরব, কোথায় এ স্পেন!

তারেক : আপনাদের সর্দারের সঙ্গে এ সব আলোচনা হয়েছে। আপনি কি মতের পরিবর্তন জানাতে এসেছেন?

জেকব : না জনাব। তবু ভাল করে জেনে নেওয়া মন্দ কি? স্বদেশ ছেড়ে সে দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী

www.pathagar.com

তারেক ঃ স্বদেশ! হাঃ হাঃ হাঃ...আমরা মুসলমান। সারা দুনিয়াই আমাদের স্বদেশ।

জেকব ঃ আমরা দেশের লাঞ্ছিত জনতার পক্ষ থেকে আপনাদের সাহায্যে অগ্রসর হব।

তারেক ঃ উত্তম। আপনাদের প্রধানাংশ রাজধানী টলেডোর পথে অগ্রসর হবে।

জেকব ঃ তাই হবে জনাব।

তারেক ঃ আপনাদের কর্মতৎপরতার প্রতিটি সংবাদ আমার জানা প্রয়োজন।

জেকব ঃ যথা সময় সমস্ত সংবাদ আপনি পাবেন। এবার আমি আসি।

তারেক ঃ আপনাদের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

[চলে যায় জেকব, বদর আসে]

বদর ঃ ওরা ইহুদী। সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করবার আগে ভেবে দেখা উচিত সিপাহ্সালার।

তারেক ঃ জানি বদর। কারও সাহায্যের প্রত্যাশায় আমরা এখানে আসি নি। তবুও মজলুমদের অগ্নিগিরির রুদ্ধ জ্বালাকে উৎক্ষিপ্ত হতে দাও। কে আসে?

[ছুটে আসা ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়া থামে]

অদূরে

জুলিয়ান ঃ আমি কাউন্ট জুলিয়ান। সেনাপতি তারেকের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

তারেক ঃ আসুন কাউন্ট জুলিয়ান!

[অস্থির চঞ্চল জুলিয়ান আসে]

জুলিয়ান ঃ আমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত। আপনার আদেশ পেলেই তারা মুসলিম শিবিরে হাজির হবে।

তারেক ঃ কিন্তু শেষবারের মত আমি আপনাকে আর একবার ভেবে দেখার সুযোগ দিচ্ছি কাউন্ট।

জুলিয়ান ঃ আমার অপমানিত কন্যার করুণ মূর্তিই শুধু আমার সম্মুখে। অন্যদিকে ভেবে দেখবার মত অবসর বা মনের অবস্থা আমার নেই। আমি চাই সে অপমানের প্রতিশোধ।

তারেক ঃ আমি যদি স্পেন জয় করে দ্বিতীয় রডারিক হয়ে রাজদণ্ড ধারণ করি?

জুলিয়ান ঃ তবু আমি তৃপ্ত হব এই ভেবে যে, প্রথম রডারিক তার প্রতিফল

www.pathagar.com

পেয়েছে।

তারেক : সবাই তার কাজের প্রতিফল পায় কাউন্ট।

জুলিয়ান : আপনাকে আমি শুধু এই অনুরোধ জানাব, এই আসন্ন যুদ্ধে আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন না।

তারেক : কাউন্ড জুলিয়ানের উপর সন্দেহের অবকাশ থাকলেও পিতা জুলিয়ানকে আমি বিশ্বাস করি। আপনার কন্যা কোথায়?

জুলিয়ান : স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রডারিকের পশু শক্তিকে পরাস্ত করে কন্যাকে আমি কাছে আনতে পারছি না।

তারেক : রাজকুমার ফোনিস কোন্ পক্ষ সমর্থন করবেন, জানতে পেরেছেন?

জুলিয়ান : না, হয়তো দেশ-ভক্তিই তার জয়ী হবে।

তারেক : এবার একটু বিশ্রাম করবেন আসুন।

জুলিয়ান : সে সময় আসুক, বিশ্রাম করব সেনাপতি। .... আচ্ছা, অতি সত্বর আবার সাক্ষাৎ হবে।

[দ্রুতপায় চলে যায় জুলিয়ান]

বদর : কন্যাপমানে জ্ঞানহারা পিতা।

তারেক : (আবেগময় কণ্ঠে) চারদিকের আগুনে রডারিক পুড়ে মরবে বদর।

বদর : দেশের বুক থেকে যে হাহাকার উঠছে .....

তারেক : তারই প্রতিকার করতে হবে তোমাকে, আমাকে। অপচিন্তা, আত্ম-সুখ আজ নয়। সম্মুখে তরঙ্গায়িত বিশাল সাগর, আজ পাড়ি জমাতে হবে নাবিক।

[দূরে কোলাহল]

ওই জন-মানুষের কোলাহল। ক্রমে তা-ই পরিণত হবে জন-সমুদ্রের গর্জনে।

বদর : শিবিরে ফিরে চলুন।

[তারা চলে যায়]

www.pathagar.com

তৃতীয় দৃশ্য

[তাঁবুর সম্মুখভাগ। রাত। আসে ফোনিস ও জেকব]

ফোনিস : কিসের কোলাহল জেকব?

জেকব : দেশের লাঞ্ছিত জনতা চাইছে রডারিকের উচ্ছেদ। তারা মনে করে, তারেকের সাহায্যে তারা মুক্ত হবে।

ফোনিস : মুক্ত হবে? জনতা তা-ই চায়?

জেকব : হ্যাঁ প্রভু! যুদ্ধ আসন্ন।

ফোনিস : ও। ... হ্যাঁ, তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমাদের যেতে হবে।

জেকব : আমি প্রস্তুত প্রভু। সেনাপতি তারেক আপনার অপেক্ষায় থাকবেন।

ফোনিস : কিন্তু আমি যাচ্ছি রডারিকের শিবিরে।

জেকব : সে কি প্রভু!!

ফোনিস : অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না। শুধু আদর্শ প্রচার করতে, শান্তি স্থাপন করতে, কেউ কোন দেশ জয় করে না। তারেকও করবেন না।

জেকব : কিন্তু ওদের দ্বারা বিজিত দেশে দেশে আছে তারই প্রমাণ!

ফোনিস : আমি বিশ্বাস করি না।

জেকব : প্রভু! যে অত্যাচারী আপনার মহামান্য পিতাকে হত্যা করেছে, তার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক তা-ই আপনি চান?

ফোনিস : সিংহাসন যদি না পাই, থাকবে আমারই দেশবাসী রডারিকের হাতে, বিদেশীর হাতে নয়।

জেকব : বিদেশীর সাহায্যে যদি সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে?

ফোনিস : তবুও না।

জেকব : কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা? সম্রাট উইটিজার পবিত্র আত্মার নামে শপথ করেছিলেন .....

ফোনিস : আহ্ জেকব! যাও, আমি এখনই রওয়ানা হব। পিতা আমায় ক্ষমা করবেন।

[দূরে নর-নারীর আর্তনাদ]

জেকব।

জেকব : প্রভু!

www.pathagar.com

ফোনিস : শুনতে পাচ্ছ, কারা যেন কাঁদছে?

জেকব : আপনি শুনতে পাচ্ছেন প্রভু?

ফোনিস : জেকব!

জেকব : (চরম আবেগে) আর্ত নর-নারীর করুণ চিৎকার। কান পেতে শুনুন— সন্তানহারা মা কাঁদছে! বৃদ্ধ পিতার চোখের সন্মুখে তার সন্তানকে অপমানিত করছে! নগ্ন কন্যার উপর চলছে পশুর অত্যাচার!

ফোনিস : তুমি উন্মাদ জেকব।

জেকব : পিতাকে তা-ই দেখতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে ! বৃদ্ধা মাতা চোখ মেলে দেখছে, তার একমাত্র সন্তানকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হচ্ছে! দু'মুঠো অন্নের কাঙাল কোটি কোটি স্পেনবাসী প্রভুদের রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটছে!

ফোনিস : জেকব, তুমি থাম।

জেকব : না প্রভু, না! কান পেতে শুনুন। এ করুণ আর্তনাদে যীশুর আসন টলে উঠেছে। আর পৈশাচিক অট্টহাসি হাসছে-

ফোনিস : কে জেকব, কে?

জেকব : ওই রডারিক।

ফোনিস : রডারিক, রডারিক, রডারিক!

জেকব : আঁধারের মানুষ আলোর আশায় হাত বাড়িয়ে আছে প্রভু!

ফোনিস : (আপন মনে) তারা আলোকে আসুক। দেশ যদি ডুবে যায়, যাক।

জেকব : প্রভু!

ফোনিস : হ্যাঁ, আমি যাব তারেকের শিবিরে।

[বলতে বলতে ওপ্লাস আসেন]

ওপ্লাস : না ফোনিস। বিদেশী তারেকের শিবিরে নয়, স্পেনবাসী রডারিকের শিবিরে।

ফোনিস : তাত! অত্যাচারী রডারিককে সাহায্য করব আমরা?

ওপ্লাস : হ্যাঁ বৎস, আমরা। মাতৃভূমি আজ বিপন্ন। যাও বৎস। আর বিলম্ব করো না। রডারিক তোমার আশায় পথ চেয়ে আছে।

[জেকব চলে যায়]

ফোনিস : কিন্তু ফ্লোরিণ্ডার প্রতি রডারিকের ব্যবহার —

www.pathagar.com

ওপ্লাস : দেশ সবকিছুর উর্ধে। তাছাড়া এর প্রতিশোধ নেবার সময় তুমি পাবে। কিন্তু স্বাধীনতা হারালে–

ফোনিস : তাত!

ওপ্লাস : যাও বৎস। আমার নির্দেশের পরও এ দ্বিধা কেন ফোনিস?

[সারাকে নিয়ে জেকব আসে]

সারা : কিন্তু রাজকুমার, এক অসহায়া নারীর মর্যাদার কি কোন দাম নেই?

ফোনিস : সারা! তুমি এখানে?

সারা : বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে।

[জেকবের চোখে-মুখে রহস্যময় দৃষ্টি ও মৃদু হাসি]

ফোনিস : ফ্লোরিণ্ডার সংবাদ?

সারা : রডারিকের গুপ্তচরের হাত থেকে মান বাঁচাতে তাকে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে আশ্রয়ও তাকে হারাতে হয়েছে রাজ-সেনার আক্রমণ আশংকায়।

ওপ্লাস : সারা! এ সব যা বলছ —

সারা : তার এক বর্ণও মিথ্যা নয় ফাদার। ফ্লোরিণ্ডা রয়েছে সারাজিওসের গির্জা-প্রধানের আশ্রয়ে।

ফোনিস : তাত! এর পরও–

ওপ্লাস : না না, সব যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। রডারিকের পরিবর্তন আমি নিজের চোখে যা দেখেছি–

জেকব : শয়তানের রূপ বদলাতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না ফাদার।

ওপ্লাস : ফোনিস, রডারিকের কাছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু এতেই তোমার মতান্তর হওয়া উচিত নয়।

সারা : ফ্লোরিণ্ডা সিউটায় তার পিতার কাছে যেতে চায়। আমি এসেছি সিউটা গমনের নিরাপত্তার জন্য কুমারের সাহায্য প্রার্থনায়।

ওপ্লাস : কিন্তু —

ফোনিস : জেকব! আর দেরী নয়, চল। সারা, আমি নিজে যাচ্ছি ফ্লোরিণ্ডাকে তার পিতার আশ্রয়ে পৌছে দিতে।

ওপ্লাস : তারপর?

ফোনিস : আমি ধর্মভীরু পুরোহিত নই তাত! সারা, এস।

www.pathagar.com

[ফোনিস ও সারা চলে যায়]

ওপ্লাস : ফোনিস! ফোনিস! এ দুশমণের চক্রান্ত।

জেকব : রাজকুমার চলে গেছেন ফাদার।

ওপ্লাস : তোমার ব্যবহার–

জেকব : একটু রহস্যজনক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দলের নির্দেশেই আমাকে রাজপ্রাসাদে এতদিন থাকতে হয়েছে ফাদার।

ওপ্লাস : তুমি গুপ্তচর?

জেকব : (হাসে) প্রয়োজনে। জানিয়ে রাখি, রাজকুমারের পৌছার আগেই ফ্লোরিণ্ডা থাকবেন রডারিকের আয়ত্তে। এ ব্যবস্থায় আমার দল এতটুকু ত্রুটি করবে না। আশীর্বাদ করুন ফাদার, আমাদের মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।

ওপ্লাস : স্পেনের ভাগ্য যেন এক গোলক ধাঁধায় ঘুরছে!

জেকব : আসুন ফাদার, এ প্রান্তর নিরাপদ নয়। ভুল করবেন না ফাদার, বিপ্লব অত্যাসন্ন।

ওপ্লাস : বিপ্লব অত্যাসন্ন!!

জেকব : কোমল কোন মনোবৃত্তিই আর পারবে না তাকে রোধ করতে। হাঃ হাঃ হাঃ ... আসছে মহাপরিবর্তন!

[চিন্তিতভাবে চলে যান ওপ্লাস। পেছনে পেছনে জেকব]

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

[রডারিকের শিবির। শিবিরে রডারিক ও ফ্লোরিণ্ডা]

রডারিক : ফ্লোরিণ্ডা! কতদিন তোমায় দেখি নি!

ফ্লোরিণ্ডা : আমায় স্পর্শ করবেন না সম্রাট। আমি পরস্ত্রী।

রডারিক : পুরনো কথা। এসব কুসংস্কার আমার নেই প্রিয়া।

ফ্লোরিণ্ডা : অগ্নি পরীক্ষার সন্মুখীন হয়ে বিধাতার অভিশাপ কুড়িয়ো না রডারিক।

রডারিক : অভিশাপ? হাঃ হাঃ হাঃ....বিধাতার আশীর্বাদ আমার শিরে। এস, স্পেনের রাজপ্রাসাদ তোমার অভাবে অন্ধকার হয়ে আছে।

ফ্লোরিণ্ডা : ধ্বংসের মুখে এসেও তোমার চৈতন্য হল না রডারিক?

রডারিক : উপদেশ দিও। অনেক সময় আমাদের সামনে ফোরিণ্ডা। মহাকালের যে কয়টা দিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন তুমি আমি থাকব পাশাপাশি।

ফ্লোরিণ্ডা : রডারিক!

রডারিক : উঁম্? হাঃ হাঃ হাঃ——

[অদূরে কামান গর্জন]

ওই স্পেন-সেনাপতি কোয়ামিস কামান দাগছে।

[রণ-দামামা বেজে ওঠে]

স্পেন হবে নিষ্কন্টক। কালই আমরা রাজপ্রাসাদে ফিরে যাব। তারপর শুধু তুমি আর আমি .....

[কামান গর্জন]

ফ্লোরিণ্ডা : শুনতে পাচ্ছ না মূর্খ, ওই তোমার ধ্বংসের ইঙ্গিত। মুসলিম শিবির সিংহ-বিক্রমে গর্জে উঠল।

রডারিক : এ গর্জন থেমে যাবে। আমাদের মিলন বাদ্যে পরিণত হবে ওই রণবাদ্য।

[জোরেসোরে আওয়াজ ভেসে আসে]

এস ফ্লোরিণ্ডা! আমার অশ্ব প্রস্তুত। জীবন-যোদ্ধা সবল হাতে কেমন অস্ত্র চালনা করে, আমার পাশে থেকে তা-ই তুমি দেখবে, এস।

www.pathagar.com

[ফ্লোরিণ্ডাকে হাত ধরে নিয়ে রডারিক চলে যায়। ওপ্লাস আসে ব্যস্ত হয়ে]

ওপ্লাস ঃ সম্রাট, সম্রাট! রডারিক!.... একি! এখানে নেই? ও কি! ফ্লোরিণ্ডা রডারিকের পাশে, যুদ্ধক্ষেত্রে! তাহলে.... ও! মূর্খ মৃত্যু-পথযাত্রী!

[কোলাহল]

কিন্তু ফোনিস!

[সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক ঃ রাজকুমার তারেকের শিবিরে।

ওপ্লাস ঃ জানি সৈনিক, জানি। ফোনিস তারেকের শিবিরে। স্পেনের শত্রুর শিবিরে ফোনিস। দুর্বলহৃদয় তরুণ! কিন্তু আমার দেশ? সৈনিক! পারবে না দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণ দিতে?

[কোলাহল]

সৈনিক ঃ ওই শত্রুসৈন্য আরও নিকটে।

ওপ্লাস ঃ চল। আর আমাকে অস্ত্র দাও। স্পেনরাজ আর ভ্রাতুষ্পুত্রের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে, তোমাকে, সমস্ত স্পেনবাসীকে। চল।

[ব্যগ্রভাবে চলে যান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যুদ্ধের প্রান্তরে তারেক ও অন্যান্যরা]

তারেক ঃ আপনি কাউন্ট জুলিয়ান। আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে আমার ডানদিকে অবস্থান গ্রহণ করুন। বদর থাকবে আমার বাম পার্শ্বে। আমি এগিয়ে যেয়ে প্রতি-আক্রমণ করব স্পেনবাহিনীকে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে ধীরে ধীরে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। যাও বদর, যান কাউন্ট।

[ওদের প্রস্থান]

আল্লাহ্! তোমার শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠায় তুমি আমাদের সাহায্য কর।

[ফোনিস আসে ব্যস্তভাবে]

ফোনিস ঃ আপনি—

তারেক ঃ ও! তুমি সম্রাট উইটিজার পুত্র ফোনিস?

ফোনিস ঃ আপনি মুসলিম সেনাপতি?

www.pathagar.com

তারেক ঃ তোমার অনুমান সত্য যুবক। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাও?

ফোনিস ঃ আমি সম্রাট উইটিজার পুত্র। পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে রডারিক।

তারেক ঃ ফ্লোরিণ্ডা তোমার বাগদত্তা?

ফোনিস ঃ সম্রাট উইটিজার পুত্রবধূ ফ্লোরিণ্ডা আবার রডারিকের করায়ত্ত।

তারেক ঃ দৃঢ় হস্তে অসি ধারণ কর যুবক। হ্যাঁ, দৃঢ় হস্তে। এস।

[তারেকের অনুসরণ করে ফোনিস]

— অন্ধকার—

[কোলাহল উঠছে–রণ দামাম। বাজছে। অস্ত্রহাতে ওপ্পাস আসে]

ওপ্পাস ঃ এগিয়ে যাও স্পেনের সন্তানগণ! তোমাদের দেশের দুশমন তোমার সামনে। যে কোন মূল্যে তোমাকে রক্ষা করতে হবে মাতৃভূমির স্বাধীনতা। দৃঢ়পদে অগ্রসর হও।

[ওপ্পাস চলে যান। আবার কোলাহল। কথা বলতে বলতে আসে সেনাপতি তারেক ও বদর]

তারেক ঃ আল্লাহর সৈনিক আমরা বদর! শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা তোমার-আসার জীবন-ব্রত। অত্যাচারী তোমার-আমার পথ রোধ করতে দাঁড়িয়ে। তাই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেই আমরা এগিয়ে যাব!

[দ্রুত পায় বেরিয়ে যায় তারেক। নেপথ্যে কোলাহল— যুদ্ধ]

বদর ঃ ওই রডারিক! পাশে কে এ নারী? শৃঙ্খলিতা —ফোরিণ্ডা—না না, ওকে আমি রেহাই দেব না। কিছুতেই না।

[কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটে বেরিয়ে যায় বদর। নেপথ্যে দুন্দুভিনাদ, কামান গর্জন। ত্রস্তপায় এসে থমকে দাঁড়ান আহত ওপ্পাস]

নেপথ্যে
রডারিক ঃ (আর্তনাদ) আঃ .... ফ্লোরিণ্ডা .... স্পেন ......

নেপথ্যে
বদর ঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে) মরবার আগে শুনে যাও রডারিক! ফ্লোরিণ্ডা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর আজ থেকে স্পেন হবে মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র, সুবিচারের রাজ্য।

[কোলাহল— যুদ্ধ থেমে আসে। একদিক দিয়ে ফ্লোরিণ্ডা, অন্যদিক দিয়ে যুদ্ধক্লান্ত ফোনিস আসে]

ফোনিস ঃ ফ্লোরিণ্ডা!

ফ্লোরিণ্ডা ঃ কুমার! ফোনিস!!

www.pathagar.com

ফোনিস : এস ফ্লোরিণ্ডা! ফাদার ওপ্লাস আহত।

[সোরগোল থেমে যায়। নেপথ্য থেকে ভেসে আসে আল-কুরআনের আয়াত-]

'কুল আমান্না বিল্লাহে ওয়ামা উন্‌যিলা আলাইনা... বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর ও তার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইব্রাহীম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি এবং যা প্রদান করা হয়েছে মুসা ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা আল্লাহ্‌রই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

[তার আগেই, আয়াত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ধীর পায় এগিয়ে আসে তারেক ও অন্যান্যরা। নেপথ্যে আয়াত ধ্বনি ক্রমে মিলিয়ে যায়]

তারেক : জালেম আজ ধ্বংস হয়েছে ফাদার ওপ্লাস। অবসান ঘোষিত হয়েছে অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের। এদেশ থাকছে সবারই জন্য, মানুষের জন্য। আমরা ফৌজে এলাহী। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমাদের চির-জেহাদ। কাউন্ট জুলিয়ান, ফোনিস আর ফ্লোরিণ্ডার মিলনানন্দে তলিয়ে যাক যুদ্ধের সকল নির্মমতা। জেকব!

জেকব : (আবেগময় কণ্ঠে) মজলুমের বন্ধু! আপনাদের জন্য রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা! আমাদের প্রাণঢালা ভালবাসা!

তারেক : শান্ত হোন জেকব। শান্তি ফিরে আসুক স্পেনের মাটিতে। এই শান্তি ফিরিয়ে আনতেই আজ আমরা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ালাম!

[দূরে সমুদ্রের গর্জন চলতে থাকে]

www.pathagar.com

অগ্নিগিরি

(আমাদের মুক্তি সংগ্রামের একটি অধ্যায়)

চরিত্রলিপি

কাসেম. দেবু ও রহমান	মঈনপুরের তরুণ চাষী। এক সময়ে এদের অবস্থা ভালই ছিল। কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল এরা। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর কোন রকমে কেবল টিকে আছে।
বুড়ো আখন	মঈনপুরের আখন্দদের এক সময়ে প্রতিষ্ঠা ছিল। আজ আর কিছু নেই। একটি মাত্র নাতি আর এই গরীব বুড়ো।
মজনু শাহ্	বিপ্লবী ফকীর মজনু শাহ্।
দয়াল	মজনু শা'র দেওয়ান ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন দয়ালচন্দ্র শীল বা দয়ালরাজা।
মুসা শাহ্	মজনু শা'র অন্যতম প্রধান সেনাপতি।
ভবানন্দ গীর	মজনু শা'র অন্যতম প্রধান সেনাপতি ভবানন্দ গীর বা ভবানী পাঠক।
দেবী সিংহ	যাদের সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলাকে কোটি মানুষের কবরগাহে পরিণত করেছিল, দেবী সিংহ তাদেরই শীর্ষস্থানীয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের মোকদ্দমার সময় এডমণ্ড বার্কের মুখে দেবীসিংহের অত্যাচার-কাহিনী শুনে ইংলণ্ডের কোন কোন মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।
হররাম	দেবী সিংহের একজন সুযোগ্য অনুচর।
আজমত	আর এক অনুচর আজমত।
রামকান্ত মুন্সী	কান্ত মুদী নয়, রামকান্ত মুন্সী কোম্পানীর দূত ও গুপ্তচর।
ম্যাকডোনাল্ড	ইংরেজ সেনাপতি।
ব্রেনান	ইংরেজ সেনানায়ক।
আমিনা	কাসেমের স্ত্রী।
দিলারা	আজমতের স্ত্রী।

www.pathagar.com

।দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কেবল বাংলা দেশ নয়, এই উপমহাদেশেই মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির পতন সূচিত হয়। ক্রমে উপমহাদেশটি ইংরেজদের শাসন-শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তখনকার দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এদেশীয় রাষ্ট্রশক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ক'রে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকলহ ও স্বার্থপরতার জন্যে তাতে সফল হ'তে ব্যর্থ হয়।

বলা বাহুল্য, আঞ্চলিক শাসনকর্তারা এসব যুদ্ধে ব্যর্থ হ'লেও জনগণের মধ্যে যে স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ হয় তা লুপ্ত হ'য়ে যায় না। বিদেশী শক্তির অত্যাচারের মোকাবেলা করতে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সংগ্রামীর উদ্ভব ঘটে এবং তাঁরা ইংরেজ শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহী মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলেন। উত্তরবঙ্গের এমনি একটি বিদ্রোহী মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকীর মজনু শাহ্।

আমরা জানি, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'তে এই ধরণের একজন বিপ্লবী ভবানী পাঠকের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আধুনিক বাংলা দেশের ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে একটি বিদ্রোহী দল ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তিকে চিন্তিত করে তোলে। ইতিহাসে এরা 'ফকীর' বা 'সন্ন্যাসী' ব'লে পরিচিত।

বর্তমান নাটকে আসকার ইবনে শাইখ ফকীর বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী মজনু শাহ্কে তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই নাটকে আমরা ভবানী পাঠককেও দেখতে পাচ্ছি। লেখকের মতে ভবানী পাঠক অর্থাৎ ভবানন্দ গীর মজনু শাহ্র দলের একজন সহ-মুক্তিযোদ্ধা। বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসক ও লেখকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা মজনু শাহ্কে একজন ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এটা শাসকগোষ্ঠীর হীনতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

'অগ্নিগিরি' নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ দেশের জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। আজও এই চেতনা জাগিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অবলুপ্ত হ'য়েছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ বিষয়ের সমকালীন প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হওয়ার পরও তার ইতিহাসের সতর্কতা কাজে লাগে। সেজন্যেই নাটকটির আবেদন আজও আমাদের উদ্দীপ্ত করবে বলে আশা করা যায়।

শাহাবুদ্দীন আহমেদ

www.pathagar.com

ওই সময়ে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে পিশাচ-চরিত্র দেবীসিংহ, তার সম্পর্কে বিভিন্ন গুণীজনের মন্তব্য হচ্ছে :

"Here: in my hand is my authority; for otherwise one would not believe it possible. ..."

"... horried to tell; these infernal fiends, these monstrous tools of this monster Debi Sing, in defiance of everything divine or human, planted death in the source of life."

(Speeches of Edmund Burke in Westminister Hall on the Impeachment of Warren Hastings.)

কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা মিঃ প্যাটারসনের উপর এই দেবীসিংহের কার্যাবলীর তদন্তের ভার অর্পণ করেন। মিঃ প্যাটারসন তাঁর সুদীর্ঘ রিপোর্টে বলেনঃ

"There is a period when oppression will rise to resist— conceive the situation of the husbandsmen; everything they had in the world was dragged away, exposed to every exaggerated demand, and sold at so low a price as not to answer that demand. They themselves were subjected to criminal punishment and the loss of their women and castes..."

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'-তে ঐতিহাসিক শ্রী নিখিল নাথ রায় বলেন : "যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানব প্রকৃতির মধ্যে শয়তান প্রকৃতির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন তাহা হইলে একবার দেবীসিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া, এদমন্দ বর্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন, পর্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক দেবীসিংহের দুর্বিসহ অত্যাচার অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজ মুখে সে দৈববাণী তুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া, শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল- আজিও শত বৎসর পরে, সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে, শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়।-

"নৃশংস দেবীসিংহের অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি প্রদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হয়। কোম্পানীর রাজত্বারম্ভে বাঙ্গলাদেশে যে মূর্তিমতী অরাজকতা দেখা যায়, দেবীসিংহের অত্যাচার তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

স্থান অধিকার করে।–

"হেষ্টিংসের যতগুলি প্রিয়পাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ এমন পিশাচ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে নাই।–

"এই সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে কতকগুলি রাক্ষস প্রকৃতির কুসীদজীবী বাস করিতেছিল- সেই সমস্ত কুসীদজীবী বিপন্ন কৃষকদিগের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় শত টাকা সুদ আদায় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। –

"দেবীসিংহের পাইকবর্গ নিরীহ প্রজাগণের অঙ্গুলিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া ক্রমাগত পাক দিতে দিতে অঙ্গুলিগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং তাহারা যখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, সেই সময়ে হাতুড়ির দ্বারা তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া একেবারে অকর্মণ্য করিয়া দিত। গ্রামের মণ্ডল, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য প্রধানবর্গের দুই-দুইজনকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধমুখে ও মস্তক অধোমুখে লম্বমান করিয়া, পদতলে বেত্রাঘাত করিতে করিতে, অঙ্গুলি হইতে নখগুলি বিচ্যুত করিয়া দিত, অবশেষে মস্তকে আঘাত করিয়া মুখ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রুধির বহির্গত না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। বেত বা লাঠির দ্বারা যদি পদে অধিক কষ্ট বোধ না করে এই ভাবিয়া সেই কৃতান্তের অনুচরেরা কন্টকপূর্ণ বিল্বশাখার দ্বারা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ আরও ক্ষত-বিক্ষত করিত, তাহার উপর বিছুটির আঘাত করিয়া, অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহাদিগকে মৃতকল্প করিয়া তুলিত।...

"স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গিনী করিয়া, অবিরত বেত্রাঘাত করা হইত। ... ইহাতেও নিস্তার নাই, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশখণ্ড বক্রভাবে নত করিয়া, যুবতিগণের স্তনবৃন্তে বিঁধিয়া দিত! স্থিতিস্থাপক বংশখণ্ডগুলি স্ত্রীলোকদিগের স্তন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋজুভাব অবলম্বন করিত! রুধির প্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া তাহারা ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত! ...

"যখন প্রজাগণ আরণ্য পশুর ন্যায় দলে দলে, বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, আপনাদিগের সম্মুখে দিন দিন স্ত্রীকন্যার পবিত্রতা অপহৃত ও অগ্নিমুখে আপনাদের কুটিরগুলি ভস্মীভূত হইতে দেখিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। সেই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উত্তর বঙ্গের প্রজাগণ ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিল।" (মুর্শিদাবাদ কাহিনী)

এই প্রজা বিদ্রোহের প্রেরণা ও প্রাণশক্তি যুগিয়েছিলেন যিনি, তিনি হচ্ছেন ফকীর মজনু শাহ্, রাগে ক্ষোভে ইংরেজ ও তাদের তাবেদারগণ যাঁকে কুখ্যাত ডাকাত বলে চিহ্নিত করেছে। তাদের মতে—

www.pathagar.com

"The most notorious of Fakir leaders who raided Bengal was Majnu Shah Fakir ...

Majnu had his adherents amongst the local dacoits. He was in league with Bhawani Pathak, a leader of dacoits, whose sphere of operations was in parganas Pratabbazu and Patiladaha. ...

It may be noted that Bhawani Pathak and Debi Choudhurani have been immortalised by the great Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee in his novel 'Debi Choudhutrani' ...

(Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal by

Rai Saheb Jamini Mohan Ghose, B. A., Bengal Civil Service.

Published by the Bengal Secretariat Book Depot.

Writers' Buildings, Calcutta.)

লক্ষ্য করবার মত যে, 'কুখ্যাত ডাকাত সর্দারকে' নয়, বঙ্কিম বাবু চিরস্মরণীয় করেছেন সর্দারের অধীনস্থ্ ডাকাত ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে। অমরতা কপালে জুটেছে 'ডাকাতদের', 'ডাকাত সর্দারের' নয়।

আশা করি উপরোক্ত গ্রন্থের লেখকের উপাধি, নাম, কাম ও বক্তব্য থেকেই আমার ইংগিত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'অগ্নিগিরি'তে আমি ইতিহাসকে বিকৃত করি নি, অনুসরণ করেছি মাত্র।

বিনীত–

আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

অগ্নিগিরি

(আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এক অধ্যায়)

অবতরণিকা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প;র। সারা বাংলা যেন এক বিরাট কবরগাহ্।

রাতের ঘন অন্ধকার।--দূরে বিউগ্ল্ বাজে। মানুষের আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে ওঠে রাতের আঁধার। রাত্রি যেন জেগে ওঠে শিবা -শকুনীর চিৎকারে। বিদেশী বেনিয়ার অট্টহাসিতে আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।

এক করুণ সুরের মূর্ছনা। অল্পক্ষণ পর সেই সুর তলিয়ে যায় নর-নারীর মিলিত সংগীতেঃ

গান। ও আমার দেশ
আমার দেশের মাটি।
প্রাণের চেয়ে দামী সে যে
সোনার চেয়ে খাঁটি।।
দুঃখে সুখে তোমার বুকে
আমার যত খেলা,
এই শ্যামলেই জমে কত
আশার স্বপ্ন-মেলা।
তোমার বুকেই কান্না-হাসির
যায় এ জনম কাটি'।।
আমার দেশের মাটি।

সংগীতের সুর যেন মিশে যায় পাখির কল-কাকলিতে। ভোরের পাখি ডাকছে।

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

(তখনও ভোরের আলো ভাল ক'রে ফোটেনি। তবু কাসেমের বাড়ি দেখা যায়। বাড়ির প্রাঙ্গন। এ প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে অদূরে চোখে পড়ে ছায়া-ঢাকা গ্রাম, গাঁয়ের পাশে মাঠ। মাঠ ভরা ধান। গাছ-গাছালীর ফাঁকে ফাঁকে তা বেশ চোখে পড়ে।

গাছ-গাছালীতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কাসেমের বাড়ি। শুধু এক পাশে একটা ঘরের একাংশ চোখে পড়ে।

ভীত ও ব্যস্ত দেবু এসে ঘরের বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা দেয়। অদূরে শোনা যায় হররাম ও ব্রেনানের কথা। দুয়ারও খুলছে না কেউ। আর বিলম্ব না ক'রে দেবু ত্রস্ত পায়ে কাসেমের বাড়ির পেছনে গাছ-গাছালীর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। হররাম ও ব্রেনান আসে। ব্রেনানের হাতে পিস্তল)

ব্রেনান : কোথায় সে-শয়তান? তুমি কুছ খবর করিতে পারিলে না হররাম?

হররাম : শয়তান কিনা সাহেব, তাই হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেল। আমাদের দেশে হয়, এমন ক'রে হাওয়া হয়। ওটা নির্ঘাত শয়তান সাহেব। মানুষ হলে, আপনার হাতে পিস্তল, তা'ছাড়া আপনি কর্নেল ব্রেনান-আপনার চোখের উপর দিয়ে এমন দু'-দু'টি মেয়ে মানুষকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে?

ব্রেনান : থাম ব্ল্যাক নেটিভ! আদমী ক্যায়সে হাওয়া হোবে?

হররাম : তাহলে হাওয়া হয় নি। আচ্ছা, খুঁজে দেখি। যাবে কোথায়!

ব্রেনান : (মুখ খিঁচিয়ে) যাবে কোথায়? Come along. I won't let them go.

(হাতের পিস্তল নিয়ে দৃঢ়পায় অন্য দিকে বেরিয়ে যায়। হররাম সাহেবকে অনুসরণ করে। রামকান্ত এসে ঢোকে। কাপড়-চোপড় দেখে বড়ই নাদান বলে মনে হয়। কিন্তু লোকটা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। দেবু আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে রামকান্তকে। অমনি আবার লুকিয়ে পড়ে)

রামকান্ত : অপদার্থ! নিজের ভুলে এমন দু'টি কাজের লোককে হাতছাড়া করলে। এখন বোঝ ঠেলা! দুশমনদের দু'টি মেয়েকে কত কষ্ট ক'রে ভাগিয়ে আনলাম, আর তোর বেটা তর সইল না! অমনি তাদের নিয়ে বজরায় চাপলি! আট-দশটি লিকলিকে সেপাই-সান্ত্রী, তাতেই নিশ্চিন্ত! এখন যে কলা দেখিয়ে নিয়ে গেল, বলি

www.pathagar.com

করবে কি? সাহেব! বেটা লম্পট!

(ঘরের দাওয়ায় বসে। কাসেম দরজা খুলেই দেখে একটা লোক বসে আছে)

কাসেম : কে? এখানে বসে আছেন... কে আপনি?

রামকান্ত : আমি বাবা এক শ্রান্ত পথিক। সারারাত পথ হেঁটেছি, একটু না জিরিয়ে আর যেতে পারছি না।

কাসেম : ও! তা ঘরে গিয়ে বসুন না? আসুন।

রামকান্ত : না বাবা, তুমি কাজে যাও। আমি এখ্খুনি চলে যাব।

কাসেম : তবুও একটু জিরিয়ে যান। আপনার বাড়ি কোথায়?

রামকান্ত : ছিল মুর্শিদাবাদের কাছেই। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সবই গেছে। কেউ নেই, কিছু নেই! অথচ সবকিছুই ছিল!

(কান্নায় গলা ধরে যায়)

কাসেম : আপনি ঘরে চলুন।

রামকান্ত : না বাবা, ঘরে গেলেই মন আমার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। তাইতো ঘর ছেড়েছি, দেশ ছেড়েছি, এসেছি এই অজানা অচেনা পথে। হ্যাঁ বাবা, এটা কোন্ এলাকা?

কাসেম : এই এলাকার নাম ফুলচৌকি।

রামকান্ত : ও! রংপুরের ফুলচৌকি! নবাব-নাযেম বাকের মুহম্মদ নূরুদ্দীন জঙ্গ বাহাদুরের সুবা! কী সৌভাগ্য আমার যে এখানে, এই এলাকায় আসতে পেরেছি! জান বাবা, এই দুনিয়া থেকে ইনসাফ উঠে গেছে। নইলে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সারা বাংলার নবাব-নাযেম হলেন এই বাকের জঙ্গ বাহাদুর যাঁকে সবাই মজনু শাহ্ বলে ডাকে। কিন্তু কোম্পানীর কাছে এই ন্যায়ের কোন দামই নেই। তারা মীর জাফরের আওলাদ নবাব মুবারক উদ্দৌলাকেই বাংলার নাযেম বলে চালিয়ে দিচ্ছে। কারণ, তাতেই তাদের শাসন-শোষণের সুবিধা।

কাসেম : এত কথা আমরা বুঝি না। আর বুঝে লাভই বা কি!

রামকান্ত : না, এই কথায় কথা এসে গেল! তুমি বাবা কাজে যাও, আমিও পথ চলি।

কাসেম : বসুন না, যতক্ষণ আপনার ইচ্ছা, বসে জিরিয়ে নিন। (বাইরেযায়)

রামকান্ত : হাতের পাখি তো উড়ে গেল! এখন আর হা ক'রে বসে থেকে

www.pathagar.com

কিইবা হ'বে। অপদার্থ। (হঠাৎ নূতন ফন্দি খেলে যায় মাথায়) আচ্ছা, পেয়েছি। ঘরহারা, কূলহারা মেয়েমানুষ— উঠেছিল সাহেবের বজরায়। সেখান থেকে আবার নিয়ে গেল মজনু শা'র লোক। নিয়ে যাক্। (আপন মনে হাসে) এই বজরায় যারা ওঠে, জীবন-নদীর বাকীটুকু তারা বজরাতেই পার হয়। আমাদের কাজ কিছুটা বাড়লেও ফায়দা হ'বে প্রচুর। (হাসে) আমরা মেয়ে দু'টিকে হারিয়েছি? না। সূঁচ হ'য়ে ঢুকল, ফাল হ'য়ে বেরুবে। এখন শুধু একটি কাজ বাকী। যাই। ব্রেনান সাহেব কিছু বুঝতে পারছে না। সে চায় উদ্ধার করতে। মূর্খ।

(রামকান্ত ব্রেনানের পথে বেরিয়ে যায়। আমিনা বাইরে আসে। দাওয়ার পাশে ফুল গাছের গোড়ায় পানি ঢালে। দেবু গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়ায়)

দেবু : (নীচু গলায়) ভাবী। ও ভাবী।

আমিনা : কে? (ঘোমটা টেনে দেয়)

দেবু : আমি দেবু। এই যে এখানে।

(দেবুকে গাছের আড়ালে দেখে আমিনা চমকে মুখ ফিরায়)

কাসেম বাড়ি নেই?

আমিনা : ছিলেন, একটু আগেই ধানক্ষেতের পাশে গেছেন।

দেবু : আমি বড় বিপদে আছি। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। কাসেমকে বলবেন, আমি সুযোগ মত দেখা করব। গাঁয়ে গোরা সৈন্য এসেছে।

(আমিনা আঁতকে ওঠে। দেবুর পিছন দিক থেকে মুসা শাহ এসে দেবুর কাঁধে হাত রাখে। দেবু চমকে উঠে ফিরে তাকায়। মুসা শাহ তাকে চুপ করতে ইশারা করে। আমিনার আতঙ্ক আরও বাড়ে। সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়)

মুসা : কার কাছে কি কথা বেফাঁস বলে যাচ্ছ?

দেবু : কাসেম আমার বন্ধু। আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি জনাব।

মুসা : না, পারি না। এ কাজে নামলে এর চেয়ে আপনজনকেও বিশ্বাস করা যায় না। চলে এস।

দেবু : মেয়ে দু'টি এখন কোথায় জনাব?

মুসা : যেখানে রেখে এসেছিলে, সেখানেই। তাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এস। আস্তানার বাইরে এসে পড়েছি আমরা। আমাদের দলকে

www.pathagar.com

এখনও খবর দেওয়া হয় নি। মনে রেখো দেবু, এই মুসা শা'কে বাগে পেলে ব্রেনানের দল কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এস।

(তারা চলে যায়। আমিনার চোখেমুখে ভীতির প্রকাশ। কত কিছু ভাবতে থাকে সে। কাসেম ফিরে আসে। আমিনার কাছে এসে মাঠের দিকে চেয়ে বলে—)

কাসেম : আহ্! সোনার ধানে আবার আমাদের ক্ষেত হেসে উঠেছে আমিনা। দেখ, চেয়ে দেখ, ধানের শীষ বাতাসে কেমন দোল খাচ্ছে! ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর এমন ধান আর ফলে নি। আমাদের দুঃখের দিন বুঝি শেষ হ'ল আমিনা।

আমিনা : কিন্তু আজও আমার মন ভয়ে চমকে ওঠে। মনে হয় আবার কোন মুসিবত এসে সব আনন্দ মাটি ক'রে দেবে।

কাসেম : ভয়? কিসের ভয় আমিনা?

আমিনা : জাননা, যেদিন আমাদের বিয়ে হ'ল, সেদিনই গাঁয়ে এল কোম্পানীর ফৌজ? ওরা শয়তানের ফৌজ। ওরা বয়ে আনে মুসবিত আর জুলুম।

কাসেম : কিন্তু সেদিন ওরা গাঁয়ে এসেছিল আসামী হররামকে ধরতে। তারা তো জুলুম করতে আসে নি।

আমিনা : কিন্তু ওদের কথা শুনেই আমার মন কেঁপে উঠেছিল!

কাসেম : তুমি বড় ভীতু আমিনা। এদেশের মানুষকে এত ভয় পেলে কি চলে? কত আপদ-বিপদ আমাদের সইতে হয়। জান তো, ছিয়াত্তরের মত মন্বন্তরকেও আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে

আমিনা : সেই মন্বন্তরের পর আমাদের এ ঘর বাঁধা। আমার এ ঘর, এ আঙিনা, এই ফুলের গাছ, কত আশায় ভরা এ সব! মন্বন্তর দেখেছি বলেই তো আমার ভয় আরও বেশি। শোন, একটু আগে তোমার বন্ধু দেবু এসেছিল।

কাসেম : দেবু? দেবু এসেছিল? চলে গেছে?

আমিনা : হ্যাঁ। পালিয়ে আছে সে। বড় বিপদে নাকি পড়েছে। আবার আসবে বলে গেছে। আরও বলে গেছে, গাঁয়ে গোরা সৈন্য এসেছে। আরও কে একজন গোপনে এসেছিল।

কাসেম : তাতে ভয় কি আমিনা? গোরা সৈন্য মুর্শিদাবাদের নবাবের হ'য়ে দেশ শাসন করছে। ওরা কোন জুলুম করবে না। এসব ভয় তুমি

www.pathagar.com

মন থেকে দূর ক'রে দাও।

আমিনা : দূর করতে চাইলেই কি দূর হয়? শোন, একটি কথা তোমাকে বলব মনে করছি।

কাসেম : বল না! ভয় আর সঙ্কোচে এত মুষড়ে পড়ছ কেন?

আমিনা : মুষড়ে পড়ছি না। রাত্রে ঘরে শুয়ে শুধু মনে হয়, আমাদের ঘরের চার পাশে কার যেন চাপা নিঃশ্বাস পড়ছে।

কাসেম : ও! ভূতের ভয়? তাহলে তো ভারী মুস্কিল।

আমিনা : না, ভূতের ভয় নয়। মনে হয়, আমারই মত আর একটি মেয়ে আমাদের দেখে। তারই নিঃশ্বাস যেন আমি শুনতে পাই।

কাসেম : তুমি বড় রহস্যের সৃষ্টি করছ আমিনা। আরও পরিষ্কার করে বল।

আমিনা : দুর্ভিক্ষেরও আগে থেকে যার সঙ্গে হয়েছিল তোমার অন্তরের পরিচয়, অভাবের তাড়নায় কপালের দোষে যে এখন অন্যের ঘরে কেঁদে মরছে, তার কথা কি তুমি ভুলে গেছ?

কাসেম : তুমি কি দিলারার কথা বলছ আমিনা?

আমিনা : হ্যাঁ। দিলারাকে একদিন তুমি ভালবাসতে।

কাসেম : সে তো কবেকার কথা। আমি তা' কবেই ভুলে গেছি।

আমিনা : তা' কি তুমি পার?

কাসেম : পরিচয় ছিল,তাই মাঝে মাঝে মনে পড়তেই পারে। কিন্তু আমার মনকে যদি জেনে থাক, তাহলে একথাও জান যে দিলারা এ-বাড়ীতে আসতে পারে নি বলে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই।

আমিনা : জানি। দিলারা যদি সুখী হ'ত, তাহ'লে আমারও সুখের সীমা থাকত না। কিন্তু সে যে জ্বলে পুড়ে মরছে! তাই তো আমাদের এ ঘরের চারপাশে তার নিঃশ্বাস শুনতে পাই।

কাসেম : (হাসে) তোমার কোমল মন কত কিছুই না ভাবে! কিন্তু আমি জানি, নিজের কল্পনায় তুমি অযথা দুঃখ পাচ্ছ। সে এখন অনেক টাকার মালিক। এমন কিছু নেই, যা' সে চেয়ে পায় না।

আমিনা : কিন্তু তার জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়াটি তো কিছুতেই পাবে না সে!

কাসেম : বেশ তো, তার জন্য যদি এতই মমতা তোমার, তাহলে তার চাওয়াটিকে পাইয়ে দাও না!

www.pathagar.com

আমিনা : (হাসে) তার পথ থাকলে অবশ্যই দিতাম। কিন্তু তাতে যে আমি রাজ্যহারা হ'ব।

কাসেম : (হাসে) সে ভয়ও আছে তাহ'লে? যাক। শোন আমিনা, অতীতের ছেলেমানুষীকে বর্তমানে টেনে এনো না। অন্ধকারের পর আলো আসে। মন্বন্তরের দুঃখের রাত কেটে গিয়ে আবার এসেছে সুখের দিন। এই দিনে আমরা সুখী হতে পারব। ব্যস্। এই আশাতেই আমাদের পথ চলা।

আমিনা : আমারও এই আশা। কিন্তু তবু যেন বিপদের আভাস পাই।

(বাইরে থেকে রহমান ডাকে)

রহমান : কাসেম বাড়ি আছ?

কাসেম : কে, রহমান। এস। তুমি ঘরে যাও আমিনা।

(আমিনা ঘরে যায়। রহমান আসে) কি খবর রহমান?

রহমান : খবর তো ভাল নয়। পাশের গাঁয়ে দেওয়ান দেবীসিংহের লোক এসেছে। খুব জুলুম চলছে ও গাঁয়ে।

কাসেম : তাই না কি?

রহমান : হ্যাঁ, পূর্ণিয়ার কুখ্যাত ইজারাদার দেবীসিং এখানকার দেওয়ান হ'য়ে এসেছে।

(কাসেমের মুখ ম্লান হয়ে যায়)

কাসেম : এ কি খবর তুমি বয়ে আনলে রহমান?

রহমান : যা সত্য, মন তা শুনতে না চাইলেও শুনতে হ'বে তো? দেবীসিংহের জুলুম থেকে আমরাও রেহাই পাব না।

কাসেম : ধানক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে মনটা আশায় দুলে উঠছিল। ভেবেছিলাম, সুখের দিন বুঝি আবার এল!

রহমান : তা ছাড়া গোরা সৈন্যও গাঁয়ে এসেছে।

কাসেম : কিন্তু এর কারণ কি?

রহমান : মজনু শা'র দলকে না কি ওরা শায়েস্তা করবে। আর বকেয়া খাজনাও সব আদায় করবে।

কাসেম : মজনু শাহ্ আর কোম্পানী— দু'য়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ। আমরা, সাধারণ দেশবাসীরা কি দোষ করলাম রহমান?

রহমান : আমরা যে সাধারণ দেশবাসী, এটাই তো একটা বড় দোষ। মাটি

www.pathagar.com

খুঁড়ে ফসল ফলাই। ফসলের গন্ধে কোম্পানী আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণের জের আমাদেরই টানতে হ'বে বৈকি।

কাসেম : মন্বন্তরে এত লোক জান দিলাম, এখন বাকী খাজনাও দিতে হ'বে?

রহমান : হ'বে। আর তা' কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করেই দিতে হ'বে।

কাসেম : একদিকে মজনু শা'র দল আসবে সাহায্য নিতে, অন্যদিকে কোম্পানীর লোক আসবে খাজনা নিতে। আমরা কোন্‌টা রেখে কোনটা দেব?

রহমান : এ কথা ভাববার অধিকার কি আমাদের আছে কাসেম? বরং মজনু শা'র উপর ভরসা করলে কিছুটা সান্ত্বনা তবু পাই।

কাসেম : (হেসে) দেখ রহমান, আমিনার কত সখ! তুমি তো আনলে এ খবর, অথচ আমিনা ফুলের গাছে পানি ঢালে। আশা তার, এ গাছে কত ফুল ফুটবে।

রহমান : দেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত মানুষের ভাগ্য। দেশে যখন দুর্দিন এসেছে, তখন দুঃখ আর অভিমান নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে নাভাই।

কাসেম : না, এই বলছিলাম মানুষের আশা কত অসহায়।

(দয়াল আসে)

দয়াল : কিন্তু দেশের রক্ষকই যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে মানুষের আশার নিশ্চয়তা কি কাসেম?

কাসেম : আসুন রাজাবাবু! আপনি এ গরীবের বাড়িতে এলেন, আপনাকে কোথায় বসতে দিই রাজাবাবু?

দয়াল : তোমরা যেখানে বস, আমিও সেখানেই বসব। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি বসছি। (একটি কাঠের চৌকিতে বসেন) হ্যাঁ, কি বলছিলে?

কাসেম : রাজাবাবু! রক্ষক অনিশ্চিত কেন? কোম্পানীর শাসনে কি আমরা সুখের আশা করতে পারি না?

দয়াল : না। দেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত নয়। আর প্রতিষ্ঠিত হ'বেও কি না, কে জানে! দেশের স্বাধীনতা যাওয়ার পর কোন সাময়িক আশাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়।

কাসেম : স্বাধীনতা যাবে কেন? এখনও দেশের নবাব মুবারক-উদ্দৌলা।

দয়াল : সে তো এক বিরাট ভাঁওতা। কোম্পানীই আজ দেশের মালিক,

www.pathagar.com

কি বল রহমান?

রহমান : কোম্পানী তো তা-ই মনে করে।

কাসেম : কিন্তু এ দেশের লোকই তার নায়েব-নাযেম।

দয়াল : কোম্পানী বড় ধূর্ত কাসেম। তারা জানে, এত তাড়াতাড়ি এ দেশের লোক তাদের সহ্য করবে না। তাই তারা কাজ হাসিল করছে এ দেশেরই লোক দিয়ে।

কাসেম : কিন্তু এ দেশীয়রাই যদি অন্যায় করে, তার জন্যও কি দায়ী হ'বে কোম্পানী?

দয়াল : শোন কাসেম, বিদেশী কোম্পানীর যারা চালক হয়ে এসেছে, তারা বুকে নিয়ে এসেছে এক দুর্নিবার লোভ। তারা চায় টাকা। এ দেশের নায়েব–নাযেম তারাই, যারা কোম্পানীর লোভের আগুনে দু'হাতে টাকার ঘি ঢালতে পারে। তারই জন্য ফসল ভরা দেশে এসেছে মন্বন্তর, তারই জন্য সারা বাংলা জুড়ে আজ শ্মশানের বিভীষিকা।

রহমান : আমাদের ভাগ্যে আর সুখ নেই রাজাবাবু!

দয়াল : পলাশী প্রান্তরে সেদিন আমরা সে সুখ–শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। পলাশীর সেই নিমকহারামীর পাপে বাংলা ছারখার হ'য়ে গেল।

কাসেম : এর চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই ছিল ভাল!

দয়াল : মরা কি এত সহজ কাসেম? সব হারিয়েও মাটির দেহ মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে বাঁচবার আশায়।

(বুড়ো আখনজী আসে)

এই যে আখনজী! কোথেকে এলেন?

আখন : ওই গাঁয়ে গিয়েছিলাম কিছু সাহায্যের আশায়। পা' আর চলতে চায় না। কেমন আছেন রাজাবাবু?

কাসেম : আপনি বসুন আখনজী।

দয়াল : সবার মত কোন রকম আছি। এই শরীর নিয়ে এতটুকু পথ গেলেন কেন?

আখন : রাজাবাবু! গেলাম এই পেটের জ্বালায়। অভাবে কিছুদিন মান বাঁচিয়ে চলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, মানের চেয়েও জানের দাবী বেশি। তাই চেয়ে–চিন্তেই আজকাল দিন কাটাই।

www.pathagar.com

দয়াল : সত্যি, আপনার অবস্থা দেখলে বড় দুঃখ হয়। গরীব হ'লেও আপনার খান্দানকে তো আমরা জানি।

আখন : (ম্লান হেসে) আর খান্দান! হ্যাঁ, একদিন ছিল, বড়ই ছিল খান্দান। শান-শওকতও ছিল তেমনি। তখনকার ব্যাপারই ছিল আলাদা। এই তো সেদিনকার কথা। তিরিশ বছরও হ'বে না হয়তো। (আত্মমগ্নের মত বলতে থাকে) আনন্দমুখর আখন বাড়ি। তারপর পলাশীর যুদ্ধ। ছেলেরা চলল মুর্শিদাবাদ। ফৌজী তলব। আর ফিরে এল না। (কি ভেবে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে) আজকাল কি আর লড়াই হয়? এসব লড়াই, হ্যাহ্! দূর থেকে বন্দুক দিয়ে গুড়ুম। লড়াই হ'ত তখন। বর্শা, তলোয়ার— বাহাদুরি ছিল। আমার ছেলেরা ছিল বীর, মহাবীর। তারা লড়াই করেছে, জান দিয়েছে। তাতে কি হ'য়েছে! শুধু মন্বন্তরে একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি। সবটা বাড়ি বিরান হ'য়ে গেল! একটি নাতি ছাড়া আর কেউ রইল না! তাও অসুস্থ। যাক্। খাচ্ছি, দাচ্ছি–

(অদূরে ঘোষণা শোনা যায়)

ঘোষণা : প্রজাবৃন্দ শুনে রাখ। মহামহিম দেবীসিংহ এসেছেন কোম্পানীর দেওয়ান হ'য়ে। খাজনার টাকা নিয়ে সবাই প্রস্তুত থাকবে।

দয়াল : কুখ্যাত দেবীসিংহের ঘোষণা। বাংলার ভাগ্যে আবার এসেছে জুলমাতের কালবৈশাখী!

রহমান : লোকের হাতে টাকা নেই। কোন রকমে বেঁচে আছে। খাজনার টাকা কি করে যোগাড় করবে?

আখন : খাজনা? কার খাজনা কে নেয়? বাদশাহ্ শা' আলমের সনদ বলে বাংলার সুবাদার মজুন শাহ্। তিনি খাজনা নিচ্ছেন না, নিচ্ছে কোথাকার দেবীসিংহ? কিসের খাজনা? তোমরা সবাই বল, খাজনা আমরা দেব না। ব্যস।

(অদূরে হৈ চৈ শোনা যায়। আগুন লেগেছে কার বাড়িতে)

দয়াল : এ কিসের গোলমাল?

রহমান : কার বাড়িতে আগুন লেগেছে।

আখন : খাজনার জন্যই বোধ হয় লাগিয়েছে ওই দেবীসিংহ!

কাসেম : আখনজী! আপনার বাড়িই পুড়ছে মনে হয়।

আখন : এ্যাঁ! আমার বাড়ি! ওরে, আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল। ঘরে

www.pathagar.com

আমার অসুস্থ নাতি। ছেলেমানুষ।

(এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অবশ শরীর এলিয়ে পড়ে। সবাই তাকে ধরতে ব্যস্ত)

দয়াল : কাসেম ! রহমান। তোমরা ওকে দেখ। আমি আসছি। (চলেযান)

রহমান : আখনজী। আপনি স্থির হোন। মজনু শা'র দল নিশ্চয়ই এগিয়ে এসেছে।

আখন : আমার নাতি। সে যে একা। আহ্।

কাসেম : রহমান। ইনি যে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

আখন : (ক্ষীণকণ্ঠে) আমার আর কেউ রইল না। কেউ না।

কাসেম : ওই তো আপনার নাতিকে নিয়ে আসছে।

আখন : কই? কই আমার নাতি? (উঠে দাঁড়ায়) কই?

কাসেম : ওই তো নিয়ে আসছে।

আখন : কে?

কাসেম : মজনু শাহ্ !

আখন : তিনি এখানে?

(মজনু শাহ্ একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে আসেন। পেছনে দয়াল)

মজনু : আখনজী ! এই আপনার নাতি।

(আখনজী নাতিকে বুকে চেপে ধরে)

আখন : আপনি ! বিপ্লবী ফকির আপনি মজনু শাহ্! আমি জানি, এ অন্তর সবার হয় না।

মজনু : আপনার বাড়িটা পুড়ে গেছে। মুসা তার লোকজন নিয়ে এসেও রক্ষা করতে পারে নি। আপনি যান ! মুসা আপনার সব ব্যবস্থা করে দেবে।

(আখনজী ছলছল চোখে নাতিকে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

দয়াল : জনাব ! দেবীসিংহের লোক এমনি করে আমাদের জানে মালে মেরে যাবে?

মজনু : হ্যাঁ, তা তো যাবেই। মারতে দিলে এ দুনিয়ার মারে না কে?

রহমান : আমরা কি এত সহজে এ সত্য বুঝতে পারি জনাব?

মজনু : যতদিন না বুঝতে পারবে, ততদিন ছিয়াত্তরের মতই আরও দুর্ভিক্ষ হবে। আরও মানুষের প্রাণ যাবে, ধন যাবে, মান যাবে। দিনের পর দিন আসবে নতুন জুলুম। গোলামের দেশে তা-ই

www.pathagar.com

আসে। দয়াল! কাজির হাট, ফতেপুরের প্রতিশোধ নিতে দেবীসিংহ উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদেরও তোয়ের হ'তে হয়।

রহমান : আমাদের কি হবে জনাব?

মজনু : আমাদের পথ বড় বন্ধুর।

(অদূরে কোলাহল। লোকজনের আর্ত চিৎকার। মজনু শাহ্ চঞ্চল হয়ে ওঠেন)

মজনু : এবার পাশের গাঁয়ে। এস। মুসা আর ভবানী যদি পেরে না ওঠে।

রহমান : জনাব!

দয়াল : কাসেমও কি বুঝতে পেরেছ? এ কথা বলতেই আমি এসেছিলাম।

(কাসেম কিছু না বলে শুধু চেয়ে থাকে। বাইরে কোলাহল আরও বাড়ে)

মজনু : তোমরা ভেবে দেখ। আমি আবার আসব।

(চলে যান। পেছনে যান দয়াল। রহমান একবার কাসেমকে দেখে নিয়ে চলে যায়। কাসেম চেয়ে থাকে। আমিনা এসে দরজায় দাঁড়ায়। মুখ তার ম্লান)

দৃশ্যান্তর

(গাঁয়ের পথ। হাসতে হাসতে আজমত আসে। পিছনে আসে রহমান)

রহমান : আপনি হাসছেন আজমত সাহেব?

আজমত : কি করব বল? হাসি পাচ্ছে যে।

রহমান : আমাদের বিপদের কথা শুনে আপনার হাসি পায়?

আজমত : দেখ রহমান, হাসি জিনিষটা বড় স্বাধীন। যখন ইচ্ছা ওটা আসে,যখন ইচ্ছা চলে যায়। কেউ আটকাতে পারে না।

রহমান : তা' ঠিক। পেটে হাসি জমা থাকলে কত রকমেই হাসা যায়। চিত্তের সুখেই তো মানুষ নৃত্য করে।

আজমত : তুমিও ঠিক বলেছ। আর দেবীসিংহ খাজনার টাকা চাইছে। তাতো চাইতেই পারে। জমির ফসল খাবে, সুখে থাকবে। তার বদলে খাজনার টাকাটাও দেবে না?

রহমান : কিন্তু ফসল পাচ্ছি কই? দুর্ভিক্ষের পর থেকে এই কয়েক বছর তো অজন্মাই যাচ্ছে।

আজমত : দেখ, মানুষ কেবল খাব খাব করত। তাই আল্লা' এতগুলো

www.pathagar.com

লোক উঠিয়ে নিলেন। এখনও যদি লোকের পেটই না ভরে, তবে আল্লা' নিরুপায়। তা—হ্যাঁ, ব্যাপারটা হ'ল এই যে, মনে কর তোমাদের কোন দুঃখ নেই। তাহলেই দেখবে, বেশ সুখে আছ।

রহমান : সুখ? সে তো আমাদের ভাগ্যে সাপের ঠ্যাং!

আজমত : তবু তো আইন তা মানবে না! সাপের ঠ্যাংই হোক, আর বাঘের ঠ্যাংই হোক, কোম্পানীর দেওয়ান চাইবে খাজনা। হ্যাঁ, আমিও বুঝি, তোমাদের এখনও বড় অভাব অনটন। কিন্তু কি আর করবে! খাজনা দিতেই হবে।

রহমান : ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তো এক কথাই হ'ল আজমত সাহেব।

আজমত : সত্য কথা কিনা, তাই ঘুরালে ফিরালেও ঠিক একই থাকে। আর আমার মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া কোনদিন মিথ্যা বেরোয় না। এজন্যই দেখছ না, আমার কত দুশমন?

রহমান : আপনি কত বড় হয়েছেন। বড়দের দুশমন থাকেই। আমি বলছিলাম কি, আপনি তো দেবীসিংহের পেয়ারের লোক—

আজমত : ঠিক পেয়ারের নয়, তবে দরকারী বলতে পার। কিন্তু পেয়ার বা দরকার দিয়ে তো সাদা সত্যটাকে মিথ্যা করা যায় না!

রহমান : তবু আমাদের বিশ্বাস আছে, আপনি যদি দেশের অবস্থা দেবীসিংকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তিনি দয়া করতে পারেন।

আজমত : দেখ, তোমাদের দুঃখে আমার প্রাণও কাঁদে! কিন্তু কাঁদলে কি হবে! সেই দুঃখ ঘোচাবার ক্ষমতা আমার নেই যে! তাইতো কান্না চেপে যাচ্ছি।

রহমান : আপনার কথায় দেবীসিং কি বললেন?

আজমত : তিনি বললেনঃ বেশ তো আজমত, তোমাকে তো ভগবান ক্ষমতা দিয়েছেন। চাষীদের এই বিপদে তুমি ঋণ দাও না! তাহলেই বোঝ ব্যাপারটা কি! আমার ক্ষমতা, সে কি একটা ক্ষমতা? তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ এ এলাকায় কারও উপর জুলুম হ'তে দেব না।

রহমান : না, জুলুম আর তেমন হচ্ছে কই! আপনি ইচ্ছা করলে তো এ এলাকার সমস্ত চাষীকে টাকা দিয়ে বাঁচাতে পারেন।

আজমত : তা ঠিক নয়, তবে ঋণ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু বোঝ তো, আমার ক্ষমতা হল এমন একটা ছোট্ট গাছ, যার গোড়ায়

www.pathagar.com

ওই সুদের পানি না ঢাললে আর বাঁচতে পারে না।

রহমান : সেই তো ভয়। সুদের যা হার।

আজমত : তা সুদের হার একটু বেড়েই গেছে বলতে হবে। শুনেছ তো, একশ' টাকার সুদ ছ'শ' টাকায় উঠে গেছে?

রহমান : আপনি তাহলে আমাদের বাঁচাবেন না আজমত সাহেব?

আজমত : তার আগে নিজের জানটা তো বাঁচাতে হবে! 'ইয়া নাফসী'র সত্য হল দুনিয়ার সেরা সত্য। আচ্ছা, যদি টাকার দরকার হয় আমাকে জানিয়ো।

রহমান : ভাবছি, আপনি মুসলমান হয়ে সুদ খাচ্ছেন, তা-ও এই হারে?

আজমত : জান কি রহমান, খেতে যখন হবেই, তখন আর অল্প খেয়ে মন খারাপ করা কেন? তাছাড়া সুদ কথাটা পালটে বললেই ধর্মের ল্যাঠা চুকে যায়। আমি তো সুদ খাচ্ছি না, টাকার ব্যবসা করছি। ব্যবসা করতে আল্লা' বলেছেন—হাঃ হাঃ হাঃ—আর ধর্ম? রূপচাঁদের রূপ—নারীর রূপ ম্লান হয়ে যায় এর কাছে, বাকী রইল ধর্ম! কিছু না রহমান, কিছু না! প্রেমের হার, ধর্মের হার, রূপের হার, সব হারই হার মানে এই সুদের হারের কাছে। আমি তো কোন ছার! আচ্ছা আসি। (চলে যায়)

রহমান : শয়তান! মানুষের বেশে পাকা শয়তান ।

(কাসেম আসে)

কাসেম : শয়তানের রাজত্বে এই শয়তানেরাই টিকে যাবে রহমান, মানুষ যাবে সব ধ্বংস হয়ে।

রহমান : এই কি দুনিয়ার সত্য কাসেম? মানুষের খুনে যারা সাঁতরাচ্ছে, তাদের বিবেক কি একদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না? টাকার লোভে নিজের স্ত্রীকে দেবীসিংহের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে যে শয়তান টাকার পর টাকা গুনছে, তার আত্মা কি একদিন প্রতিশোধ নেবে না মনে কর?

কাসেম : সেই প্রতিশোধকে হেলা করার মত মনের বল ওদের আছে হয়তো। কিন্তু কার স্ত্রীর কথা বললে তুমি?

রহমান : আর কার? ওই শয়তান আজমতের ।

কাসেম : আজমতের স্ত্রী দিলারা কি দেবীসিংহের বাড়ীতে?

রহমান : হ্যাঁ, দেবীসিং সাহেবদের খুশী করতে যা যা লাগে, তার

www.pathagar.com

কিছুরই অভাব রাখছে না।

কাসেম : এ তুমি ঠিক জান? দিলারা বিলাসিনী?

রহমান : প্রকাশ্যে সে আজমত সাহেবের স্ত্রী। কিন্তু–

কাসেম : যাক্। মজনু শা'র কাছে যাবার কথা ভেবেছ রহমান?

রহমান : ভাবছি, সেখানেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু দিলারার কথায় তোমার এই ভাবান্তর?

কাসেম : কই, না তো! দিলারা আজমতের স্ত্রী। সে স্ত্রী থাকল, না বিলাসিনী হল, তাতে আমার কি আসে যায়! আমার ভাবান্তর হবে কেন?

রহমান : ও– আমারই ভুল হয়েছে কাসেম। দুঃখের চাপে ভুলে গিয়েছিলাম, দিলারাকে তুমি ভালবাসতে। মনে কষ্ট পেয়েছে দোস্ত্?

কাসেম : না রহমান, কোন একদিনের কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাব কেন?

রহমান : কিন্তু সেই একদিন যে মনে চিরদিন জেগে থাকে ভাই!

কাসেম : না । আমি তাকে ভুলে গেছি।

রহমান : কিন্তু সে কি তোমাকে ভুলতে পেরেছে? সে কি সুখী হয়েছে ওই সুদখোর আজমতের রক্ষিতা হয়ে?

কাসেম : রক্ষিতা সে নয়। সে আজমতের বিবাহিতা স্ত্রী।

রহমান : তা শুধু নামে। আজমত চায় টাকা। টাকা-প্রাপ্তির পথ সুগম করতে সে করতে পারে না এমন কিছুই নেই। তাই আজ দিলারা দেবীসিংহেরপ্রাসাদে।

কাসেম : চুপ কর রহমান। আমি এসব শুনতে চাই না। দিলারা আমার কাছে মরে গেছে। বেঁচে আছে আমার জীবন-সাথী আমিনা। (দ্রুত চলে যায় সে)

রহমান : কাসেম, কাসেম, শোন।

(চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে আসে আখন ও রামকান্ত)

আখন : সবকিছুই তো ছিল আমাদের, সবই নিয়েছে ওই ইংরেজেরা। নিজের চোখে দেখেছি, এ দেশ ফুলে ফসলে ভরা ছিল। হাসি আনন্দে মানুষ দিন কাটাত। কিন্তু আজ সে কি হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

www.pathagar.com

রামকান্ত : হ্যাঁ, দেশের সবকিছুই গেছে। কিন্তু ভাবছি, দেশের নওজোয়ানরা করছে কি? ওই ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন?

আখন : দেবে, দেবে। তারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

রামকান্ত : কোথায় আর হচ্ছে! হওয়ার লক্ষণ কি?

আখন : লক্ষণ আপনি সাদা চোখে দেখবেন কি করে? গোপনে কাজ চলছে, বুঝলেন, গোপনে। ফিরিঙ্গীদের সংগে এমনিতে লড়াই করা তো আর সহজ নয়। ওরা দূর থেকেই বন্দুক দিয়ে গুড়ুম। এসব কি লড়াই?

রামকান্ত : গোপনেও যদি কাজ চলে, তবু আশার কথা। আমারও সবকিছু ছিল, ওদের জন্যে সবই গেছে। কিন্তু কারা এ গোপন কাজ চালাচ্ছে জনাব?

আখন : বলবেন না কাউকে। এসব গোপন কথা। চালাচ্ছেন ওই মজনু শাহ্। তাঁর দলে আছে মুসা শাহ্, দয়াল শীল, ভবানী পাঠক। আরও হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান।

রামকান্ত : তাহলে তো খুবই আশার কথা!

আখন : দেখুন না আর কয়েকটা দিন। ওই দেবীসিংহকে প্রথমে ঠিক করে তারপর ফিরিঙ্গীদের দেখবে।

রামকান্ত : কিন্তু ওদের কাজ যাতে আগেই প্রকাশ না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ওদের ঘাঁটি কোথায়?

আখন : ঘাঁটি কি একটি? ত্রিস্রোতার পারে বিরাট জঙ্গল। জঙ্গল ভর্তি ওদের ঘাঁটি। (একজন বুড়ো ফকির আসে)

ফকির : বাবা! ফুলচৌকি যাব। কোনদিকে যেতে হবে?

আখন : যে পথে এসেছেন, সে পথই ফুলচৌকি গেছে।

ফকির : আপনারা এখানকার লোক?

আখন : আমার বাড়ি এখানেই। কিন্তু ইনি পথিক, দূরদেশের পথিক।

ফকির : ও। তা পথিক, আপনি কোথায় যাবেন?

রামকান্ত : এসব জেনে আপনার লাভ কি? চলুন আখনজী, আমরা এগোই। (আখনকে নিয়ে রামকান্ত চলে যায়। ফকির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। পিছন দিক দিয়ে ভবানী পাঠক এসে ফকিরকে লক্ষ্য করে)

ফকির : কে? ও! ভবানী?

ভবানী : আপনি–

www.pathagar.com

ফকির	ঃ	আমি মজনু শাহ্।
ভবানী	ঃ	আপনি এ বেশে?
মজনু	ঃ	সব বেশই ধারণ করতে হয় ভবানন্দ। ওই যে আখনজীর সংগে লোকটা চলে গেল, ওকে দেখেছ?
ভবানী	ঃ	হ্যাঁ জনাব। ও তো এক পরদেশী পথিক।
মজনু	ঃ	আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি ওকে লক্ষ্য রাখ।
ভবানী	ঃ	আপনি কোথায় যাবেন?
মজনু	ঃ	ভীমের গড়ে। দেবু যে মেয়েদের উদ্ধার করেছে, তারা তোমার কাছে রয়েছে?
ভবানী	ঃ	হ্যাঁ জনাব। দেবু অন্যলোক দিয়ে গোপনে তাদের আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।
মজনু	ঃ	মেয়েদের তুমি ভীমের গড়ে পাঠিয়ে দাও। আর ওই লোকটির প্রতি নজর রাখ। আখনজীর কথায় অনেক কিছু জেনে নিতে পারে।

(একদিকে ভবানী অন্যদিকে মজনু শাহ্ চলে যান)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দেবীসিংগের কাছারী। কাছারীর সামনে প্রাঙ্গণ। সেখানে বসে দেবীসিংহ হিসাবপত্র দেখছে। পাশে এসে দাঁড়ায় হররাম)

দেবীসিংহ : কে, হররাম? কি সংবাদ?

হররাম : সংবাদ তেমন শুভ নয় দেওয়ানজী।

(দেবীসিংহ মাথা তুলে চায়)

আজ্ঞে, দিবা আর নিশি সাহেবের বজরা থেকে পালিয়েছে।

দেবীসিংহ : কি করে পালাল?

হররাম : আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। অথচ মজনু শা'র লোক বজরা থেকে নিয়ে গেল।

দেবীসিংহ : হুঁম্। সাহেব কি বলে?

হররাম : সাহেব তো রেগে আগুন। আমাকে পারলে ছিঁড়ে খায়।

দেবীসিংহ : হুঁম্। নারী পালাল, সাহেব তো ক্ষেপে যাবেই। কিন্তু সাহেবের তো দিলারাই রয়েছে। আর কত চাই?

হররাম : নারী হল ঘি, সাহেব আগুন। যত ঢালা যাবে, ততই দাউ দাউ করে জ্বলবে।

দেবীসিংহ : হ্যাঁ, বলা যায় ঘৃতাহুতি।

(পিছনের ঘরে দিলারা হেসে ওঠে)

অমন করে হাসছে কে হররাম?

হররাম : আর কে হাসবে? দিলারা। কর্নেল সাহেবের সংগে বোধ হয় বেশী জমে গেছে। ওদের হারিয়ে বজরা থেকে সাহেব এসে গেছে এখানে। কি তার তেজ!

দেবীসিংহ : কিন্তু নারীর এমন হাসি, লক্ষণ ভাল নয় হররাম। হাসিতে যেন কান্না রয়েছে একটু?

হররাম : আজ্ঞে, প্রথম প্রথম কেঁদে হাসতে শিখেছে কিনা, তাই হাসতে হাসতেও কান্নার আমেজ এসে যায় আর কি।

দেবীসিংহ : ব্রেনান সাহেব খুব মেতেছে বুঝি?

হররাম : আজ্ঞে, আপনার পরিকল্পনা। না মেতে যাবে কোথায়?

দেবীসিংহ : বুঝতে পারছ না হররাম, ইংরেজ কর্মচারী সবাই প্রায় তরুণ।

www.pathagar.com

তাই আমি একটি নর্তকী সমাজ গঠন করতে মনস্থ করেছি।

হররাম ঃ এ তো মহৎ কাজ।

দেবীসিংহ ঃ ছিয়াত্তরের অভাবে কত নারী ধন হারিয়েছে, জন হারিয়েছে, ঘর হারিয়েছে। তারা স্রোতের শেওলা হয়ে ভেসে যাবে, তা তো হয় না।

হররাম ঃ না, তা কি হতে পারে? ওরা হল ফুল, স্রোতের ফুল। আপনার ঘাটে এসে লেগেছে। আর যাবে কোথায়?

দেবীসিংহ ঃ তোমার কথায় যেন পরিহাসের সুর বাজছে হররাম?

হররাম ঃ না হুজুর। সব কিছু হলেও ওই পরিহাস করাটা আমাকে দিয়ে হয় না। সুরটা কথার টান দেওয়ানজী, পরিহাস নয়। কাজ আপনার মহৎ।

দেবীসিংহ ঃ (হররামকে দেখে নিয়ে) হ্যাঁ, তাছাড়া সাহেবদের বিলাসী মনে আজ ত্রিস্রোতারউদ্দাম ঢেউ।

হররাম ঃ আজ্ঞে, শীতের দেশ থেকে গরমের দেশে এসেছে। বরফ গলে তরল হয়েছে। ঢেউ তো ওঠারই কথা।

দেবীসিংহ ঃ ভাবলাম অনাথিনী মেয়েমানুষ। দিই একটা সুরাহা করে।

হররাম ঃ আজ্ঞে—ফুলমনি, দিলজান, দিলারা, গোলাপী সবেরই তো সুরাহা হল একটা। ওরা বেশ আছে।

দেবীসিংহ ঃ কাজ করে যাই, ফল একদিন পাবই।

হররাম ঃ সেই একদিন তো প্রতিদিনই আসছে। ফলও পাচ্ছেন।

দেবীসিংহ ঃ হ্যাঁ, সুন্দরীর কলকণ্ঠ আর বিলোল কটাক্ষ সাহেবদের খারাপ লাগবার কথা নয়।

হররাম ঃ না, তা কি লাগে। কথাটা শুনলেই তো কেমন–

দেবীসিংহ ঃ হ্যাঁ, দেখ হররাম, তুমি কথা আজকাল একটু বেশি বলছ। ওটারও লক্ষণ খারাপ।

হররাম ঃ খুন–টুন করে ফিরতাম আগে, তাই হাতের কাজ থাকাতে মুখের কাজ তেমন লাগে নি। হুজুরের দয়ায় আজ নতুন জীবন পেয়েছি। হাতের কাজটা গেছে। তাই মুখটা একটু বেশি চলছে।

(হাসির ঢেউ তুলে দিলারা আসে)

দেবীসিংহ ঃ মা দিলারা। তুমি এখানে?

www.pathagar.com

দিলারা ঃ বড্ড হাসি পেয়েছে। (হাসে)

দেবীসিংহ ঃ কেন? অবেলায় এত হাসি কেন পেল মা?

দিলারা ঃ এ্যাঁ, আপনি আমাকে মা বলছেন?

দেবীসিংহ ঃ হ্যাঁ। আজমত, তুমি, তোমরা আমার কত আপন।

দিলারা ঃ তাই শুনে আমার হাসি আরও বেড়ে যাচ্ছে। (হাসে)

হররাম ঃ বাৎসল্যের বাতাস লেগেছে কিনা, তাই হাসির ঢেউ আরও বেড়ে চলেছে।

দেবীসিংহ ঃ না না, এত হাসি ভাল নয়। তাতে অন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর হেসো না মা।

(দিলারা হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়)

দিলারা ঃ শিশু–কণ্ঠের যে ডাক নারীর মনকে বেহেশ্‌তের সুষমায় ভরে দেয়, আপনার মুখে সে ডাক কেন? ঘুমন্ত রাক্ষসীর ঘুম যে এতে ভেঙে যায়! (করুণ হয়ে ওঠে দিলারার কণ্ঠ) ছোট্ট শিশু, সাজানো ঘর, ফুল ফুটানো ঘরের আঙিনা। সন্ধ্যা সকাল দু'বেলা ধুয়ে মুছে রাখব সেই আঙিনা! দিনমান ভরে খেলা করবে সেই ছোট্ট শিশু। আধকণ্ঠে ডেকে উঠবে–'মা'!– আপনি কেন মা বলে ডাকবেন আমাকে?

দেবীসিংহ ঃ আমি কচি শিশু নই মা, সাদাসিদে এক বৃদ্ধ।

দিলারা ঃ তবে মুখে নেই কেন সেই সারল্য, যার পবিত্র ধারায় অবগাহন করে মন হয় প্রশান্ত?

হররাম ঃ হুজুর! দিলারাও আজকাল বেশি বেশি কথা বলছে।

(দিলারা আবার হেসে ওঠে)

দেবীসিংহ ঃ তোমার মস্তিষ্ক আজ ঠিক নেই মা। তুমি সাহেবের সংগে আলাপ কর গে', যাও।

দিলারা ঃ আলাপ? সত্যি, আমাকে কত আদর করেন আপনি। আদর করে পাঠান সাহেবের সংগে আলাপ করতে। মেয়ের মতই পালন করছেন আমাকে। হ্যাঁ বাবা, আমার স্বামীটি এখনও আসেন নি এখানে?

দেবীসিংহ ঃ না, আজমত আসতে বড় দেরী করছে।

দিলারা ঃ দেরী করলেও আসবেন, অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ বাবা, তিনি অনেক টাকা পাচ্ছেন–না?

www.pathagar.com

দেবীসিংহ ঃ হ্যাঁ, আজমত রুজি-রোজগার বেশ করছে আজকাল।

দিলারা ঃ ভালো। আপনাদের লক্ষহীরার একটা কাহিনী আছে না বাবা? তার রসিকের স্ত্রীটি কিন্তু আমার মত এত করতে পারে নি-তাই না?

দেবীসিংহ ঃ সত্যি, তুমি তোমার স্বামীর জন্য অনেক করছ।

দিলারা ঃ করব না? এক মন, এক প্রাণ, এক আশা, এক পথ! কিন্তু পথ যে বড় দীর্ঘ বাবা, কিছুতেই ফুরাতে চায় না!

দেবীসিংহ ঃ পাগলামী রেখে এখন সাহেবের কাছে যাও দিলারা।

দিলারা ঃ (হাসতে হাসতে) সাহেব আজ মদ খেতে খেতে কি বললে জান বাবা? সাহেব বললেঃ দিলারা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। (আবার হেসে ওঠে) দেখ তো বাবা, পরের স্ত্রীকে বুঝি ভালবাসতে হয়?

দেবীসিংহ ঃ দিলারা! আমার সময়ের মূল্য আছে। তুমি যাও।

দিলারা ঃ আমার স্বামীটি বুঝি এখনই আসবেন? ছিঃ, আমি তার স্ত্রী, কুলবধূ। বাইরে এসেছি? যাই বাবা, ঘরে যাই। (চলতেচলতেবলে) কিন্তু আর কত যাব, কত যাব! (চলে যায়)

হররাম ঃ নিজেও কিছু টেনেছে বোধ হয়।

দেবীসিংহ ঃ যেতে দাও হররাম। এবার আমাদের কর্তব্যে আসা যাক। খাজনা আদায়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে?

হররাম ঃ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু টাকা পয়সার তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছি না।

দেবীসিংহ ঃ তুমি তোমার উপরি পাওনার কথা বলছ হররাম?

হররাম ঃ আজ্ঞে, নীচের পাওনা যা পাই, তা তো জানেনই হুজুর।

দেবীসিংহ ঃ মন ভেঙে দিলে চলবে কেন হররাম? কামদুঘা বঙ্গভূমি। যে কোন উপায়েই হোক, দোহন করতে পারলেই লাভ। তুমি চেষ্টা করে যাও।

হররাম ঃ কিন্তু এত করেও তেমন কিছু পাওয়া যায় না। আর এসব করতে করতে খারাপ লেগে যাচ্ছে।

দেবীসিংহ ঃ কর্তব্য সাধন বড় কঠোর কাজ হররাম। দয়া-মায়া দূরে রেখে এ সাধনায় নামতে হয়। দুঃখে আমারও চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু কি করব? আমি কর্তব্যের দাস।

www.pathagar.com

হররাম ঃ ভাবছিলাম, এ কাজ ছেড়ে দিয়ে সুদের কারবার করি। সুদের কারবারে সবাই ফেঁপে উঠেছে।

দেবীসিংহ ঃ না হররাম, তা হয় না। এমনিতেই এ কারবারে হিন্দুর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। এবার মুসলমান কারবারীর প্রয়োজন।

(আজমত আসে)

এই যে আজমত! এতক্ষণে এসেছ?

আজমত ঃ জ্বি, সব জেনে শুনে আসতে দেরী হয়ে গেল।

দেবীসিংহ ঃ কি কি জানলে আর শুনলে আজমত?

আজমত ঃ মইনপুরের চাষীরা খাজনার কথা শুনে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আমি লগ্নির কথা বলে এসেছি। কিন্তু সুদের হার শুনে সবাই শিউরে ওঠে। (আপন মনে হাসে) আর শুনলাম দিবা-নিশি ওদের হাতে পড়ে গেছে।

দেবীসিংহ ঃ বহু পুরনো খবর। হ্যাঁ, লোকেরা ভয়-টয় পাচ্ছে তো? না ওই কাজির হাট, ফতেপুরের মত গোলমাল করতে চাইছে?

আজমত ঃ কিছু না, ওসব কিছু না। আর গোলমাল করলে আমরাও কাজে কাজেই গোলমাল করব।

দেবীসিংহ ঃ তা তো যথার্থই বলেছ।

আজমত ঃ আমাদের পুরাদমেই কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত?

দেবীসিংহ ঃ তাইতো একুশ রকম কর আদায়ের পরোয়ানা জারী করিয়েছি। ওদের দম ফেলতেই দেব না, তায় আবার কাজিরহাটের গোলমাল! হ্যাহ্!

আজমত ঃ লগ্নির টাকা কিন্তু আরও চাই।

দেবীসিংহ ঃ দেব দেব, আরও দেব। কিন্তু স্মরণ আছে তো, লভ্যাংশ অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার?

আজমত ঃ আছে দেওয়ানজী। কিন্তু চাপের মাত্রা আরও বাড়ানো উচিত। এদিকে চাপ বেশি পড়লেই ওদিকে লগ্নি নেবার তাগিদ বেড়ে যাবে। আর আল্লা' করেন তো আমাদের কারবারটাও.....

(পিছনের ঘরে দিলারার হাসি শোনা যায়)

দেবীসিংহ ঃ হ্যাঁ, কর্তব্য সাধন করতেই হবে।

আজমত ঃ আমি তাহলে এখন বেরিয়ে পড়ি। নতুন কিছু জানতে পারলেই

www.pathagar.com

চট করে আবার বলে যাব।

দেবীসিংহ : এস।

আজমত : কিন্তু টাকা?

দেবীসিংহ : ও হ্যাঁ, এই নাও। (কাঁচা টাকা আজমতের হাতে দিতে থাকে। পিছনের ঘরে দিলারার হাসিও চরমে ওঠে) দেখে নিয়ো আজমত, তোমার অবস্থা আরও ফিরে যাবে।

আজমত : হেঃ হেঃ হেঃ— সে আশাই তো একমাত্র আশা। এবার আসি।

(চলে যায় আজমত)

দেবীসিংহ : হররাম!

হররাম : হুজুর!

দেবীসিংহ : যারা খাজনা দিতে না পারবে, তাদের প্রতি দু'জনকে শিকলে বেঁধে পাগুলো উর্ধমুখে আর মস্তক আধোমুখে স্থাপন করে গাছের সংগে বন্ধন করবে। তারপর করবে বেত্রাঘাত। মুখমন্ডল থেকে রক্ত নির্গত না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ো না। খাজনা দেওয়ার স্বীকৃতি তাতেও না পেলে বেত্রের পরিবর্তে কন্টকপূর্ণ বিল্বশাখা ব্যবহার করবে। তারপর প্রয়োজন হলে ক্ষতবিক্ষত অংগে করবে বিছুটির আঘাত। হ্যাঁ, এ শাস্তি প্রকাশ্যেই হওয়া উচিত যাতে সবাই দেখতে পায়।

হররাম : তাই করব। কিন্তু প্রজা যদি কোন কুল-কামিনী হয়? কওয়া তো যায় না, নারীর কান্নায় মনে যদি মমতা আসে?

দেবীসিংহ : মমতা? শুনেছ তো, জলে নিমজ্জিত মাতা মৃত্যুর আগে বুকের শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে? আমাকে বাঁচতে হবে হররাম। সুদূর পানিপথ থেকে বাংলায় এসেছি শুধু সুখে বেঁচে থাকব বলে। তার জন্য চাই টাকা। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই রংপুরের ইজারা নিয়েছি ষোল লাখ টাকায়। তদুপরি হেষ্টিংস্ সাহেবকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তবে পেয়েছি এ কর্তব্য সাধনের দায়িত্ব। তাছাড়াও আছে ওসব ঘৃতাহুতি। অর্থ আমাকে সঞ্চয় করতেই হবে।

হররাম : আপনার নাম আর যশে যদি কলংক পড়ে?

দেবীসিংহ : সে কলংক আমি চাঁদির রূপে ঢেকে দেব হররাম। জান তো রেজাখাঁর দর্শন আশায় সেদিন এই দরিদ্র আগরওয়ালা তাঁর বাড়ির সামনে মাটিতে বসে ছিলাম। তুমি ফিরে যেতে বললে।

www.pathagar.com

অন্ধকারে মাটিতে কি হাতে ঠেকল। তুলে দেখলাম, নর-কংকালের একাংশ। রেজা খাঁর দর্শন আমি পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম পথের সন্ধান। সে পথেই আমি চলেছি। রেজা খাঁ নির্বোধ, দুর্বল। তাই আর এগুতে পারছে না। আমি দেবীসিংহ। যাও, আমার আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। প্রয়োজনে আমি নিজে যাব।

(পিছনের ঘরে পানপাত্র ভাঙার শব্দ। হররাম ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যায়। পিছনের ঘর থেকে টলতে টলতে কর্নেল ব্রেনান বেরিয়ে আসে)

ব্রেনান : দেওয়ানজী, দিলারা বহুত খারাপ আছে।

দেবীসিংহ : কেন সাহেব, কি করেছে দিলারা?

ব্রেনান : আওর কি করিবে? আমি উহাকে ভালোবাসিতে চাই, লেকিন দিলারা শুধু হাসে আর হাসে।

দেবীসিংহ : তা মেয়েমানুষ হাসছে, হাসুক না একটু। তাছাড়া আমি সাদাসিদে মানুষ, আমি এসব হাসাহাসির কিই বা বুঝি?

ব্রেনান : লেকিন আমার দিল শান্তি পায় না। আমি দিলারাকে চাই। লেকিন দিলারা শুধু ড্রিঙ্ক ঢালিয়া দেয়। কাছে আসিতে চায় না!

দেবীসিংহ : আপনি জোয়ান মরদ মানুষ। সামান্য এক দিলারাকে বশ করতে পারছেন না? সাহেব, যা যা আপনার দরকার সবই আমি দিয়েছি। বাকীটুকু আপনাকেই করতে হবে।

ব্রেনান : আমার খেয়াল হোয়, আপনি নিজের কাজ হাসিল করতে সবকিছু সাপ্লাই করেন। আমি এখানে শান্তি করিতে আসিয়াছি। লেকিন—

(ঘরের দিকে পা' বাড়ায়)

দেবীসিংহ : এবার গিয়ে মদের গ্লাস শক্ত হাতে ধরুন সাহেব, যাতে পড়ে গিয়ে না ভাঙে।

(ব্রেনান ফিরে চেয়ে বলে—)

ব্রেনান : হাঁ, আমি জানি—এ দুনিয়ায় গ্লাস ভাঙে, প্রেম ভাঙে, মন ভাঙে—সব কুছ ভাঙিয়া যায়। কিন্তু দেখিবেন, অবশেষে আপনিও ভাঙিয়া না যান। হাঃ হাঃ হাঃ—

(চলে যায়। হররাম আসে ব্যস্ত হয়ে)

হররাম : দেওয়ানজী, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব!

www.pathagar.com

দেবীসিংহ : আসুন, আসুন জেনারেল সাহেব।

(ম্যাকডোনাল্ড আসেন। সঙ্গে রামকান্ত)

ম্যাকডোনাল্ড : এই যে দেওয়ানজী, ভালোআছেন?

দেবীসিংহ : আপনাদের দয়ায় আছি কোন রকম। বসুন সাহেব।

ম্যাকডোনাল্ড : আমি দেখিতে আসিলাম, আপনাদের কাজ কেমন চলিতেছে।

দেবীসিংহ : হ্যাঁ, মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি আসছি একটু। হররাম ! শোন । (ব্যস্ত হয়ে ভিতরে যায়)

ম্যাকডোনাল্ড : হাঁ রামকান্ত, কি খবর আছে?

রামকান্ত : মঙ্গনপুরে গিয়ে ভবানী পাঠকের হাতেই প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। বহু কষ্টে ফিরে এসেছি।

ম্যাকডোনাল্ড : আই সী।

রামকান্ত : ব্রেনান সাহেবের নৌকা থেকে কাল রাতে দিবা আর নিশি বলে যে দুটি মেয়ে ছিল, তাদের নিয়ে গেছে।

ম্যাকডোনাল্ড : কাহারা নিয়া গেছে?

রামকান্ত : মজনু শা'র লোকেরা।

ম্যাকডোনাল্ড : তাহারা কি বিদ্রোহ করিতেছে?

রামকান্ত : হ্যাঁ সাহেব, কাজির হাট, ফতেপুরের মতই ফুলচৌকিতে গড়ে উঠেছে এক বিদ্রোহী বাহিনী।

ম্যাকডোনাল্ড : আবার সেই ফকির ও সন্ন্যাসীগণ?

রামকান্ত : প্রজারা বোধ হয় বিদ্রোহ করবে।

ম্যাকডোনাল্ড: তাহাদের ঘাঁটির খবর তোমার জানা আছে?

রামকান্ত : অনেক খবরই নিয়ে এসেছি।

ম্যাকডোনাল্ড: দেওয়ানজী কি করেন তবে?

রামকান্ত : দেওয়ানজী খাজনা নিয়েই ব্যস্ত। বিপ্লবী মজনু শা' এবার বিশাল বাহিনীর অধিকারী হয়ে পড়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড : আমি দেওয়ানজীর সাথে কথা বলব। লেকিন তুমি দেখ, দিবা আওর নিশি যাহাতে ফের আমাদের হোয়।

রামকান্ত : আমি সে চেষ্টা করব সাহেব।

ম্যাকডোনাল্ড : দিবা আওর নিশিকে আমরা ফিরিয়ে পাইলে বহুত কাজ হোবে। দোনোকে আবার হাত করিতে পারিবে না?

www.pathagar.com

রামকান্ত : আশা করি পারব সাহেব।

ম্যাকডোনাল্ড : কর্ণেল ব্রেনান কোথায়আছে?

রামকান্ত : দেওয়ানজীর দেওয়া সুরা আর নারীতে ডুবে আছে কর্নেল ব্রেনান।

(দেবীসিংহ ফিরে আসে)

দেবীসিংহ : আসনু সাহেব, আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড : আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি বিশ্রাম নিব।

দেবীসিংহ : আমার এখানে আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে। আপনার সেবা করা আমার মহান কর্তব্য। আপনি মহামান্য অতিথি।

ম্যাকডোনাল্ড : রামকান্ত। তুমি তোমার কাজ করিতে যাও।

(রামকান্ত চলে যায়। সাহেবকে সসম্মানে নিয়ে যায় দেবীসিংহ। একটু পরে হাসতে হাসতে দিলারা আসে। পিছনে আসে মদমত্ত ব্রেনান। বারান্দায় দাঁড়ায় এসে হররাম)

ব্রেনান : তুমি আওর হাসিও না দিলারা। আমার ভয় করে, তুমি হার্ট ফেল করিবে। বুক ফাটিয়া মরিবে।

(দেবীসিংহ ব্যস্ত হয়ে আসে)

দেবীসিংহ : কি ? কি হয়েছে দিলারা?

দিলারা : সাহেব আমাকে হাসতে বারণ করছে বাবা। বলছে, বেশী হাসলে আমি বুক ফেটে মরে যাব। দেখতো বাবা, সাহেব এত বোকা।

ব্রেনান : দেওয়ানজী, আমি উহাকে ভালোবাসিতে চাই, লেকিন দিলারা শুধু হাসে আর হাসে। উহার দিল খারাপ আছে।

দিলারা : আমার দিল? আমার দিল কি আছে? তুমিই দেখ তো বাবা, সাহেবের এতটুকু বুদ্ধি নেই।

ব্রেনান : লেকিন আমি আওর সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে আমি আওর কাছে চাই, আওর কাছে। লেকিন তুমি হাসিতে হাসিতে দূরে সরিয়া যাও।

দেবীসিংহ : তোমার পাগলামী অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিই, ন্যাকামী করার জন্য ওঘর নয়। যাও, ঘরে যাও। সাহেব যা বলে, শোন।

দিলারা : (বাইরে দেখে নিয়ে) ওমা! আমার স্বামী যে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমি সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে? যাই, ঘরে যাই বাবা!

(ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায় চলে যায়)

www.pathagar.com

দেবীসিংহ : বলি কর্নেল সাহেব, আপনি কি? যেভাবে পারেন, দিলারাকে বশ করে নিন। সে দায়িত্ব আপনার।

ব্রেনান : Yes, I shall do that.

(ঘরে যায়। আজমত আসে)

আজমত : জরুরী খবর আছে দেওয়ানজী।

দেবীসিংহ : বল।

আজমত : মজনু শাহ্ ভবানন্দকে পাঠিয়েছে রানী ভবানীর কাছে।

দেবীসিংহ : হুঁম্? এতদূর এগিয়েছে মজনু শাহ্? বাংলার নবাব সাজার সাধ এখনো মেটে নি?

আজমত : এ সাধ কি জীবনে মেটে দেওয়ানজী? মেটে না।

দেবীসিংহ : হুঁম্। (পরিহাসের সুরে) শাহ্ আলমের সনদ রয়েছে। সে সাধ মিটবে কেন? অথচ বাদশাহ্ নিজেই ভিখারীর মত শুজাউদ্দৌলার আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছেন। রাজধানীতে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না।

আজমত : ওই যে কথা আছে দেওয়ানজী যে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল? দিল্লীতে ঢোকবার সাহস নেই। অথচ পথে পথে ঘুরে ঘুরে তিনি সনদ দিয়ে ফিরেন। আর সেই সনদ মাথায় নিয়ে ‍তিনি আবার নবাব সাজেন!

(নবাবী নিয়ে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে নবাবদের ধন-দৌলতের কথা তার মনে এসে যায়। লোভাতুর ও করুণ হয়ে ওঠে আজমতের চোখ মুখ)

কেন সাজবে না! কত টাকা! মণি-মুক্তা, হীরা–জহরত ... শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে, শ'কোটিতে, হাজার কোটিতে, লাখো কোটি...

দেবীসিংহ : উন্মাদের মত কি সব বলছ?

আজমত : না না দেওয়ানজী,– মানে–বলছিলাম, নবাব হলে যা হয়!

দেবীসিংহ : তোমারও কি নবাব সাজার ইচ্ছা হয়?

আজমত : হেঃ হেঃ–কি যে বলেন দেওয়ানজী? মনে বড় ব্যথা পাই।

দেবীসিংহ : তা এ রকম ইচ্ছায় অন্যায় কিছু নেই। বাংলার নবাব–ও সাজতে চাইলেই সাজা যায়।

আজমত : তবু মজনু শাহ্ আর আমরা? কিসে আর কিসে? তিনি হলেন

www.pathagar.com

বিপ্লবী নেতা!

দেবীসিংহ : (উত্তেজিত কণ্ঠে) বাংলার নবাব হচ্ছেন মুবারকউদ্দৌলা। মজনু শাহ্ কেউ নয়।

(নিজেকে সংযত করে)

ওই সনদের কোন মূল্য নেই। কোম্পানীও আদায় করেছে সনদ। শাহ্ আলমের সনদ। (আপন মনে) সারা বাংলায় এখন তাই টিকবে। একদিকে কোম্পানী, অন্যদিকে মজনু শাহ্!

(টেনে টেনে হাসে)

আজমত : এখনো দমন করতে পারলে—

দেবীসিংহ : হ্যাঁ, দমন তো করতেই হবে। এত টাকার ইজারা। আজমত, ব্রেনান সাহেব কেমন যেন হয়ে গেছে। শেষটায় সব না ভন্ডুল হয়ে যায়!

আজমত : কেন? কি হয়েছে দেওয়ানজী?

দেবীসিংহ : দিলারা বড় পাগলামী আরম্ভ করেছে কিনা! তাছাড়া সাহেব আরও নতুন জিনিষ চায়। কাউকে পাওয়া যাবে?

আজমত : পাওয়া যায় বৈকি! আপনার হুকুম পেলেই হয়ে গেল।

দেবীসিংহ : যাও, যত শিগগীর পার, হাত করা চাই। লোকজন যা লাগে নিয়ে যেয়ো। দেরী করলে, সাহেবের জাত—বুঝতেই পার। কখন সব কিছু অগ্রাহ্য করে স্বরূপ ধরে বসে। তাহলে তোমারও গেল, আমারও গেল।

আজমত : আপনার ভয় আমি দূর করে দেব। কিন্তু টাকা?

দেবীসিংহ : যত টাকা লাগে, পাবে। কালই নিয়ে যেয়ো। কিন্তু কাজ ফতে করা চাই।

আজমত : দোয়া রাখবেন দেওয়ানজী।

(চলে যায় আজমত। দেবীসিংহও ভিতরে যায়। বাইরের আলো ম্লান হয়ে আসে। প্রায় অন্ধকার। এদিক ওদিক চেয়ে পা' টিপে টিপে এসে ঢোকে কাসেম। চোখে তার কিসের নেশা। ঘরে দিলারার হাসি শুনে কাসেম চমকে তাকায়। ব্রেনানের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা যায়– "ড্যাম ইয়োর হাসি। আও, আমার পাশ আও।" হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে দিলারা। পিছনে পিছনে ব্রেনান। কাসেম আত্মগোপন করে)

www.pathagar.com

ব্রেনান : দিলারা, আমার পাশ আও।

দিলারা : তোমার পাশে বহুত গেছি সাহেব, আজ যেতে মন চাইছে না।

ব্রেনান : কেন চাইছে না? আও।

(সজোরে দিলারাকে বুকের দিকে আকর্ষণ করে। দিলারা সাহেবের হাতে কামড় দেয়। হাত ছেড়ে দেয় ব্রেনান। টাল সামলাতে না পেরে দিলারা ছিটকে পড়ে বারান্দার উপর)

দিলারা : আল্লাহ্।

(সংগে সংগে কাসেম ঢোকে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা' বাড়ায়)

ব্রেনান : কৌন্?

(কাসেম হিংস্র চোখে ফিরে দাঁড়ায়। দিলারা মাথা তুলে দেখে)

দিলারা : কে?

(দিলারা যেন প্রায় চিনতে পারে। কাসেম কি ভেবে দ্রুত পায় বেরিয়ে যায়)

কে? কে এসেছিল?

(ম্লান আলোয় দিলারার মুখ বড় করুণ দেখা যায়)

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

(কাসেমের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যা হয়-হয়। কাসেম প্রাঙ্গণে পায়চারী করছে। বোঝা যায়, মনে তার ঝড় বইছে। রহমান আসে)

রহমান : কাসেম!

কাসেম : কে! ও, রহমান! এস।

রহমান : কি হয়েছে তোমার? খুব দুশ্চিন্তায় আছ বলে মনে হচ্ছে?

কাসেম : না, তেমন কিছু না। বস।

রহমান : বসছি। কিন্তু তোমার চিন্তার কথাটা জানতে না পারলে যে আমারও চিন্তা করতে হচ্ছে!

কাসেম : দেশের অবস্থা খারাপ। তাই কত চিন্তাই না মাথায় আসে।

রহমান : উঁহুঁ। এ তোমার মনের কথা নয়। কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে? খুঁজতে এসে তোমাকে পাই নি। ভাবী বললেন, তার কাছেও কিছু বলে যাও নি।

কাসেম : কাল একটু কাজে গিয়েছিলাম।

রহমান : সে কাজটা কি তাই তো জানতে চাই। শোন, মনের কথা কারও না কারও কাছে নাকি বলতে হয়। নইলে সে কথা মনকে অস্থির করে মারে। তোমার যদি কোন সমস্যা থাকে, আমিও হয়তো তোমার চিন্তার দোসর হতে পারি। তুমি কি দিলারার কথা ভাবছ?

কাসেম : থাক রহমান, এসব কথার দরকার নেই। তোমার কথা বল।

রহমান : তোমারটা না শুনে তো আমারটা বলতে পারছি না। বল, কাল রাতে দেবীসিংহের কাছারীতে গিয়েছিলে? আমার কাছে মিথ্যা বলোনা।

কাসেম : হ্যাঁ।

রহমান : দিলারার খবর আনতে?

কাসেম : হ্যাঁ!

রহমান : খবর পেলে?

কাসেম : পেয়েছি। তবে না পেলেই বোধ হয় ভাল হত। রহমান! যে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি কেন কাল তা স্মরণ করিয়ে দিলে?

www.pathagar.com

রহমান : বাস্তবের আঘাতে এতটুকু ভেঙে পড়লে তো চলে না ভাই। যে স্বামীর ঘরে সুখী হতে পারে নি, তার অসুখে তোমার মনে আগুন জ্বলে উঠল কেন?

কাসেম : কেন উঠল তা জানি না। কেন মানুষের এমন হয় তাও বলতে পারব না। কিন্তু বুকে আজ হাত দিয়ে দেখি, আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

রহমান : বুঝতে পেরেছ এ আগুন কিসের? প্রতিহিংসার না অনুতাপের না সহানুভূতির? অথবা অন্য কিছু?

কাসেম : না, এত বোঝবার ক্ষমতাই আমার নেই হয়তো!

রহমান : কি করতে চাও এখন?

কাসেম : তাও জানি না। কিন্তু দিলারার বর্তমানকে আমি ভুলতে পারছি না।

রহমান : তাকে উদ্ধার করতে চাও?

কাসেম : চাইলে হয়তো কাল রাতেই তা পারতাম। কিন্তু চাই না যে তাও বা বলি কি করে!

রহমান : দিলারাকে তার বাপের ভিটায় রেখে আসতে চাও?

কাসেম : কেউ সেখানে বেঁচে নেই।

রহমান : তাহলে? দিলারাকে তোমার ঘরে আনতে চাও?

কাসেম : না না, তা কি করে হয়? আমিনাকে আমি ভালবাসি। সে আমার স্ত্রী।

রহমান : হুঁম্ ! যে চিন্তার পিছনে চেষ্টা থাকে না, তা শুধু মনই পোড়ায় কাসেম, সুমুখে এগিয়ে দেয় না। শোন, আমাদের এখন ঘর বাঁচাতে হবে।

কাসেম : কি বলছ তুমি রহমান?

রহমান : হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি। দিলারাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে তখনই, যখন এ ঝড়ের দাপট থেকে নিজের ঘর বাঁচাতে পারবে। মনের অস্থিরতা ঝেড়ে ফেল। তোয়ের হও সে কঠিন কাজের জন্য। আমি একটু পরেই আসব। ভেবো না দোস্ত, দিলারাকেও উদ্ধার করব আমরা।

(রহমান কাসেমের পিঠে হাত বুলিয়ে চলে যায়। একটু পরে ঘরে থেকে আমিনা আসে)

www.pathagar.com

আমিনা ঃ এই যে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কি হয়েছে তোমার?

(কাসেম মন খুলেই হাসে যেন)

কাসেম ঃ কই, কিছুতো হয় নি আমিনা। দিনকাল যা পড়েছে, কত চিন্তাই মনে আসে।

আমিনা ঃ কিন্তু আমিও তো তোমার এ চিন্তার ভাগী হতে পারি! আজ সারাদিন তুমি অন্যমনস্ক থেকেছ।

কাসেম ঃ পুরুষের কত চিন্তাই করতে হয়।

আমিনা ঃ আর নারী বুঝি সে-চিন্তার কারণ নিয়েই চিন্তা করবে? তুমি কি দিলারার কথা ভাবছিলে?

কাসেম ঃ কিছুটা। জান, দিলারা আজ পতিতা?

আমিনা ঃ এতটুকু জানতাম না। সত্যি, বড় দুঃখিনী দিলারা!

কাসেম ঃ যাক সে কথা। দেবীসিংহের জুলুমে সমস্ত বাহারবন্দ্ পরগণা আবার উচ্ছন্নে যেতে বসেছে আমিনা। দেশের এই অরাজকতার দিনে দেবীসিং একটা মূর্তিমান শয়তান।

আমিনা ঃ এ শয়তানের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায়ই কি নেই?

কাসেম ঃ কি উপায় আর আছে। সর্বস্ব দিলেও তার খাজনার শেষ হবে না। খাজনা না দেওয়ার জন্য প্রজাদের লাঞ্ছনার কথা তো শুনেছ। শুনেছ তুমি, শয়তান দেবীসিংহের বিচারে ঘরের মেয়ে-বউ পর্যন্ত রেহাই পায় না? ধর্ম, মানবতা, কিছু নেই দেবীসিংহের?

আমিনা ঃ তাহলে কি করবে এবার? আজমতের কাছ থেকে ধার নেবে?

কাসেম ঃ আজমতের কাছ থেকে ধার? আজমতের ঋণ নেওয়া মানে মৃত্যুর মুখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাওয়া। আজমত দেবীসিংহের সাহায্যেই এ ধার শোধ করবে এমনি জুলুম করে।

আমিনা ঃ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তুমি একটু বস। আমি ঘরে প্রদীপ জ্বেলে আসি।

(আমিনা চলে যায়। কাসেম ফুলের গাছটা ঠিকঠাক করে দেয়। আমিনা ঘটি ভরে পানি এনে চারার গোড়ায় ঢালে)

আমিনা ঃ আর কিছুদিন পরেই ফুল ফুটবে গাছে।

কাসেম ঃ হ্যাঁ, সবই আল্লা'র হাতে আমিনা। মোনাজাত করি, যেন তাই-ই হয়।

আমিনা ঃ আচ্ছা, আমার গহনাগুলো বিক্রি করে খাজনার টাকা হয় না?

কাসেম ঃ তোমার এ সামান্য গহনার কি এমন ক্ষমতা আছে আমিনা যে

www.pathagar.com

দেবীর অতল পেট ভরাতে পারবে?

আমিনা ঃ তাহলে চল এ দেশ ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

কাসেম ঃ কোথায় যাব? দেবীর মত শয়তানেরা আজ সারা দেশ আগলে রয়েছে। তাছাড়া বাপদাদার ভিটা, ছেড়ে কি যাওয়া যায়? সংসার ফেলে যেতে তোমার মনও কি চাইবে?

আমিনা ঃ কষ্ট হবে জানি, কিন্তু তোমার হাত ধরে চলে যেতে আমি পারব।

কাসেম ঃ তোমার ফুলের চারা কাঁদবে না?

আমিনা ঃ তুমি নতুন করে চারা লাগিয়ে দিয়ো। আবার আমি পানি ঢালব।

কাসেম ঃ তা হয় না আমিনা। এখানেই তুমি ফুল ফোটাও।

আমিনা ঃ শাহ্ সাহেব তো শুনেছি মস্ত বড় মানুষ। তিনি আমাদের টাকা ধার দেবেন না?

কাসেম ঃ কি করে দেবেন? তাঁর সবই গেছে কোম্পানীর পেটে। টাকা পয়সা যা ছিল, সবই তো প্রায় গত দুর্ভিক্ষে বিলিয়ে দিয়েছেন পরগণার সমস্ত প্রজাদের মধ্যে। আজ তিনি ফকির, পথে পথে ঘুরে বেড়ান।

আমিনা ঃ সব ছেড়ে এমনি ঘুরে বেড়ান কেন?

কাসেম ঃ মানুষের কান্না তাঁকে ঘরে থাকতে দেয় না আমিনা। তাই তো তিনি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দেশের স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে আনবেন।

(দূরে আযান)

আমিনা ঃ চল, নামাজ পড়বে চল।

(দু'জনে ঘরের ভিতরে যায়। অন্ধকারে ছেয়ে যায় প্রাঙ্গণ। একটু পরে আজমত পা' টিপে টিপে ঢোকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়িটা দেখে নিয়ে চলে যায়। একটু পরেই কথা বলতে বলতে আসেন মজনু শাহ্, দয়াল, মুসা, দেবু ও রহমান। ওদের আসার কিছু পরে কাসেম এসে সবাইকে বসতে দেয়)

মজনু ঃ সুদূর পানিপথ থেকে স্বর্ণ-প্রসবিনী বাংলার নাম শুনে শকুনির লোলুপতা নিয়ে এসেছে আগরওয়ালা বৈশ্য ওই দেবীসিংহ। তার চাই টাকা। যে কোন মূল্যে হোক, টাকা সে আদায় করবেই।

দয়াল ঃ কোম্পানীর নিয়ম রয়েছে, কোন এলাকার দেওয়ানকে সে এলাকার ইজারা দেওয়া হয় না। কিন্তু দেবীসিংহকে দেওয়ান করেও কি করে কোম্পানী তাকে ইজারাদার করেছে?

www.pathagar.com

মজনু : ভুলে গেছ দয়াল, আজকের দিনে চাঁদির রূপে আইনের চোখও ঝলসে যায়। হেষ্টিংস সাহেব জানে, দেবীসিংকে হাতে রাখলেই তার ভান্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। নইলে পূর্ণিয়ার ইজারা পেয়ে দেবী তার নিজ প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়েছিল, তার পরেও তাকে ক্ষমতায় রাখা কোন ন্যায় বিচারকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মুসা : পূর্ণিয়ার কাজের জন্য সে বরখাস্ত পর্যন্ত হয়েছিল জনাব।

মজনু : তা হয়েছিল। কিন্তু তলে তলে হেষ্টিংস দেবীর ছিল বিলক্ষণ প্রণয়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সেদিন বুঝেছিল, হৃদয়হীন দেবীর হাতে পূর্ণিয়ার ইজারা আর রাখা যায় না। তাই দেবী হারাল পূর্ণিয়ার ইজারা। কিন্তু হেষ্টিংস দেবীসিংহের প্রতি বাড়াল তার অভয় হাত।

রহমান : আমরা কি নবাব–দরবারে এর প্রতিকার দাবী করতে পারি না?

মজনু : কোম্পানীর সাজানো নবাবের কি ক্ষমতা আছে রহমান?

রহমান : সেখানে ব্যর্থ হলে বাদশা'র দরবার রয়েছে।

মজনু : নামে মাত্র বাদশাহ শাহ্-ই-আলম। কোম্পানী ছলনা করে তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী। দেওয়ানের বিরুদ্ধে প্রজার আবেদনে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা শাহ্-ই-আলমের কোথায় রহমান?

দয়াল : কিন্তু এমনি করে যে অর্থলোলুপ কর্মচারীর লালসা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে জনাব?

রহমান : নারী–পুরুষ সকলের উপর এই জুলুম আর কত সহ্য করবে মানুষ?

(আর্ত হাহাকার করে এক প্রৌঢ় চাষী আসে ব্যগ্র হয়ে)

চাষী : বাঁচাও বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

মুসা : কে? কে তুমি? কি হয়েছে?

চাষী : আমি পাশের গাঁয়ের এক দরিদ্র চাষী। খাজনা দিতে পারি না বলে দেবীর লোকেরা আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, আমার খোকনকে ধরে মারধোর করেছে! আর আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি যাব মজনু শাহ্র কাছে। তাকে বলব, দেশের নেতা থাকতে আমরা এইভাবে মরব কেন? আপনারা বলতে পারেন,

www.pathagar.com

মজনু শা'কে আমি কোথায় পাব?

মজনু : (পাশে যেয়ে) মজনু শাহ্ তোমারই সামনে ভাই। পারি নাই, পারি নাই তোমাদের সব কিছু রক্ষা করতে। আমি নেতা নই ভাই, আমিও তোমার মতই এ দেশের একজন মানুষ।

চাষী : আ-আ-আপনিই মজনু শাহ্? আপনি!

মুসা : জনাব! সব খুইয়েও চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে মা বোনের অসহ্য অপমান, চরম লাঞ্ছনা !!

মজনু : কি করতে চাও তোমরা? আমি জানি, দেবীর জুলুম আরও বাড়বে।

দেবু : আরও বাড়বে জনাব?

মজনু : হ্যাঁ বাড়বে। টাকা না দিতে পারার অপরাধে প্রকাশ্য দিবালোকে অবর্ণনীয় জুলুম চালাতে পারে দেবীসিংহের লোকেরা। মায়ের সম্মুখে শিশুকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতে পারে!

দেবু : জনাব, আমরা কি মানুষ নই?

মজনু : দেবীর জুলুম এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। পিতার সম্মুখে তার বয়স্কা কন্যার দেহ নগ্ন করে অকথ্য জুলুমের স্বাক্ষর-

দেবু : এ জুলুম আমরা আর সহ্য করব না।

কাসেম : আপনিই বলুন জনাব, কি আমাদের করতে হবে?

মজনু : তোমরা সবাই বুঝেছ, নীরবে মার খেলেই এ জুলুমের শেষ হবে না?

রহমান : এলাকার সবাই আমরা একথা বুঝেছি জনাব।

মুসা : এ সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট।

মজনু : (চাষীটিকে) ভাই ! তোমার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা নেবই!

চাষী : হুজুর ! আমিও আজ হতে দেবীর জুলুমের বিরুদ্ধে আপনাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাব। আমাকে আপনারা সঙ্গে নিন।

মজনু : চল, দেশের মাটি হাতে তুলে নেই। (সবাই হাতে মাটি নেয়) বল, এই আমার দেশের মাটি। এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা জুলুম করবে তাদের আমরা ক্ষমা করবো না। হয় জুলুম খতম করব, নয়তো বরণ করব মৃত্যু।

সকলে : হয় জুলুম খতম করব, নয়তো বরণ করব মৃত্যু !

www.pathagar.com

মজনু : দয়াল ! ভবানন্দের ফিরে আসার সময় হল?

দয়াল : রানী ভবানীর উত্তর নিয়ে ভবানন্দ এখ্‌খুনি ফিরে আসবে।

মজনু : কাসেম! রহমান! তৈরী হও তোমরা।

কাসেম : আমাদের কি করতে হবে জনাব?

মজনু : প্রয়োজনে জালেমকে মেরে মরতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকলেও মরবে। মরবেই যদি, ভীরুর মত দয়ার প্রত্যাশী হয়ে মরবে কেন? তোমরা এদেশের লাখো মানুষ ওই এক শয়তানের ভয়ে তটস্থ হয়ে আছ। তোমাদের ইজ্জত, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে আজ তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। আমি, আমার ছেলে কামাল-জামাল, আমরা সবার আগে থেকে প্রথম গুলী বুক পেতে নেব। এদেশ আমার, এদেশ তোমার! তোমার আমার পূর্ণ অধিকার এদেশের মাটিতে। সে অধিকার হারিয়ে আমরা আজ মরতে বসেছি। মরবার আগে তাই চেষ্টা করে দেখি, দেবীর উদ্ধত শির মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি কি না!

সকলে : আমরা প্রস্তুত জনাব।

মজনু : তোমাদের মত হাজারো হিন্দু-মুসলমান এই একই শপথ নিয়ে জমায়েত হয়েছে ত্রিস্রোতার তীরে তীরে, গভীর বনদেশে। তোমরা তাদের শক্তি দাও। কোম্পানীর গোলাম ওই দেবীসিংকে বুঝিয়ে দাও, জোর করে দাবিয়ে রাখলেও বাঙালী জীবন্ত কেউটে। মরবার আগেও সে ছোবল দিতে জানে।

(অদূরে কোলাহল। মানুষের চিৎকার। আখনজী ছুটে আসে)

মজনু : ওই, আবার মানুষের কান্না!

আখন : মেরে ফেলেছে, সুধীরের মেয়েটাকে দেবীর লোকেরা একেবারে মেরে ফেলেছে! তোমরা কি দাঁড়িয়ে দেখবে? কিছু করবে না?

মজনু : মুসা! দয়াল! চল।

(সবাই ছুটে বেরিয়ে যায়। আমিনা ঘরের দুয়ারে এসে শুকনো মুখে দাঁড়ায়। তারপর ধীর পায় আবার ঘরে যায়। আঁধার প্রাঙ্গণে পা' টিপে টিপে এসে ঢোকে আজমত ও আরও কয়েকজন। তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। তারপর ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে আমিনার চিৎকার শোনা যায়।–তারপর সব নীরব। আসে কাসেম)

কাসেম : আমিনা ! আমিনা !– কোথায় গেলে? একি ! ঘরের দরজা ভাঙা?–আমিনা! তাহলে–আমিনা!

www.pathagar.com

(দৌড়ে বাইরে যায়। রহমান আসে)

রহমান : কাসেম ! শাহ্ সাহেব আবার আসছেন। কাসেম !—একি ! এইমাত্র এসে গেল কোথায়? কাসেম!

(পা' টেনে টেনে আসে কাসেম)

কি হল কাসেম?

কাসেম : রহমান, আমিনা নেই!

রহমান : কাসেম ! কি বলছ তুমি?

(কাসেম ফুলের চারাটিকে হাতে ধরে বারান্দায় বসে পড়ে)

কাসেম, আমি আসছি।

(ত্রস্ত পায় বেরিয়ে যায়। একটু পরেই মজনু শাহ্, মুসা, দয়াল, দেবু ও রহমান ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসেন)

মজনু : কাসেম, বাবা! ওঠ। এ দুশমনের কাজ। বসে থাকলে চলবে না। ওঠ, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও।

(কাসেম শুকনো মুখে তাকায়)

আমাদের ঘরের মেয়ে নিয়ে গেছে! জালেমের প্রাসাদ ভেঙে উদ্ধার করে আনতে হবে মা আমিনাকে।

(ভবানী পাঠক আসে)

ভবানী এসেছ! একটু আগেই এখানে এক সর্বনাশ হয়ে গেল। আমিনাকে দুশমনেরা ধরে নিয়ে গেছে।

ভবানী : আমি প্রস্তুত জনাব।

মজনু : কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি।

ভবানী : তবু মায়ের উদ্ধারের জন্য এতটুকু ক্লান্তি বোধ করব না। কোথায় যেতে হবে জনাব?

মজনু : বলছি। রানী ভবানী জবাব দিয়েছেন?

ভবানী : দিয়েছেন। মানুষের লাঞ্ছনার কথা শুনে চোখের জলে—

মজনু : বল, বল ভবানন্দ! রানী ভবানী চোখের জলে আমাকে কি বার্তা পাঠিয়েছেন?

ভবানী : সর্বরকম সাহায্যের আশ্বাস তিনি আপনাকে দিয়েছেন জনাব। আরও বলেছেন, কোম্পানীর কাছে তিনি নিজে এর প্রতিকার প্রার্থনা করবেন।

মজনু : প্রার্থনায় কোন ফল হবে না ভবানন্দ। রহমান, তুমি কৌশলে

www.pathagar.com

প্রচার করে দাও, আমিনার শোধ নিতে আমরা আজ রাতেই আজমতের বাড়ি ধ্বংস করে দেব।

রহমান : কিন্তু জনাব, আমরা আমিনাকে পেতে চাই !

কাসেম : (হিংস্র চোখে) শুধু তাই নয় রহমান। আমি চাই প্রতিশোধ। জীবন পণেও যদি তা করতে পারি, আমি পিছ পা' হব না জনাব!

মজনু : আমিনাকে উদ্ধার করতেই আমরা যাচ্ছি। দয়াল, তুমি কিছু লোক নিয়ে আজমতের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাও! ভবানী, তুমি তোমার লোক নিয়ে ত্রিস্রোতায় সাহেবের নৌকা খুঁজে দেখ। আমি কাসেমকে নিয়ে যাচ্ছি দেবীর বাড়িতে। মুসা, তুমি আমাদের ঘাঁটি আগলে থাক।

দয়াল : কিন্তু আজমতের বাড়ি আক্রমণের কথাটা প্রচার করে—

মজনু : হ্যাঁ, আজমতের সাহায্যে দেবী তার অনেক সিপাহী পাঠাবে। দেবীর বাড়িতে আমাদের কাজ তাতে সহজ হয়ে উঠবে। যাও।

(অন্ধকারে বেরিয়ে যায় সবাই)

দৃশ্যান্তর

(গাঁয়ের পথ। আঁধার রাত। বুড়া আখন একা একা কথা বলে পথ চলছে)

আখন : এবার বোঝা যাবে, কে কেমন বীর। এতবড় সাহস আজমতের! এবার যে বাড়িটা ধ্বংস করে দেবে, বলি বাঁচাবে কে?

(চাদর মুড়ি দিয়ে রামকান্ত আসে)

রামকান্ত : কি হল আখনজী?

আখন : কি হয় নি বলুন? কাসেমের বউটাকে ধরে নিয়ে গেল না?

রামকান্ত : কে ধরে নিয়ে গেছে?

আখন : ওই আমজত নাকি নিয়ে গেছে! ও ছাড়া এমন কাজ আর কে করবে?

রামকান্ত : তা হলে কি হবে?

আখন : হবে যে কি, তা আজমতই বুঝতে পারবে। মজনু শা'র দল ক্ষেপে গেছে। সবাই এগিয়ে চলেছে আজমতের বাড়ি ধ্বংস করতে। আজমতকে শিখিয়ে দেবে হারামী কাজ করার কি ফল।—কিন্তু সাবধান, কথাটা যেন কেউ না শোনে।

www.pathagar.com

রামকান্ত ঃ না না, কে আর শুনবে! (অন্যদিকেপা'বাড়ায়)

আখন ঃ কোথায় যাচ্ছেন?

রামকান্ত ঃ আমার একটু কাজ আছে, আসছি। (চলেযায়)

আখন ঃ হ্যাহ্ কাজ! কাজ যেন আমার নেই! যাক-আমার কি। আহা! বউটা ছিল কত ভাল!

(বলতে বলতে চলে যায়। আরও কয়েকজন ব্যস্ত লোকের আনাগোনা। একদিক দিয়ে আজমত ও অন্যদিক দিয়ে রহমান আসে। আজমতের মনে খুশী আর ধরে না। বারে বারে সে বুকে হাত দিয়ে টাকার থলেটা অনুভব করে আরাম বোধ করে)

রহমান ঃ এই যে আজমত সাহেব, কোথায় চলেছেন?

আজমত ঃ (চমকে) ও রহমান, তা কেমন আছ? আজকাল আর তোমাদের দেখাই পাওয়া যায় না।

রহমান ঃ আর দেখবেন কি করে বলুন? আপনারা হলেন বড়লোক, সাহেব-সুবার সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা করেন।

আজমত ঃ তা দেখ, পেটের ধান্ধায় ঘুরতে হয়! সবার সঙ্গে একটু মিল-মহব্বত না রাখলে কি করে চলে? আর সাহেবদের কথা বলছ না? আজ হোক, কাল হোক, মানে ওরাই—মানে—

রহমান ঃ মানে কিছু কিছু বুঝেছি! সাহেবদের সুখ-সুবিধার দায়িত্বটা আপনারই উপর তো।

আজমত ঃ বুঝলে কি না রহমান, ওরা হলেন আমাদের মেহমানের মত। তাই একটু দেখাশুনা, মানে-তাছাড়া ওরা বড় দিল-দরিয়া। কিন্তু তোমাকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে রহমান? ব্যাপারটা কি বল তো?

রহমান ঃ ব্যাপার বেশ একটু ঘোরালোই মনে হচ্ছে।

আজমত ঃ আহা কি বলবে খুলেই বল না!

রহমান ঃ কেন, আপনি শোনেন নি বুঝি? কাসেমের স্ত্রী আমিনাকে ধরে নিয়ে গেছে যে!

আজমত ঃ এ্যাঁ! বল কি রহমান? কে, কারা, কোথায়, মানে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে- মানে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রহমান?

রহমান ঃ বোঝবার আর কি আছে। গরীবের ঘরের বৌ-বেটিবড়লোকদের

www.pathagar.com

কাজে লাগার জন্যই তো জন্মায়।

আজমত : তা হয়েতো জন্মায় ! তাই বলে এরকম ভাবে না বলে নিয়ে যাবে?

রহমান : হ্যাঁ, কেউ জেনে শুনেই নেয়, আবার কারও বেলায় জানানোর দরকারই হয় না।

আজমত : হ্যাঁ, তা মানে, বুঝলে রহমান, এর একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। চোখের সামনে বৌ-বেটির ইজ্জত-

রহমান : প্রতিকারের ব্যবস্থাও হচ্ছে। দয়াল রাজা সেজন্যই বেরিয়েছেন। শয়তান কে তা তাড়াতাড়ি জানতে পারব। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। পাপ কখনও চাপা থাকে না আজমত সাহেব। আর পাপের সাজাও হয়। (চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে হররাম আসে)

হররাম : আজমত যে! বড় খুশী মনে হচ্ছে? বলি ব্যাপার কি? মোটা রকমের কিছু মিলেছে বুঝি?

আজমত : হ্যাঁ, তা মিলেছে বই কি! তবে কারও হিংসা হওয়ার মত কিছুই না।

হররাম : না, তোমাকে হিংসা করবে কে? কাজকাম করছ। তার পরিবর্তে টাকা পাচ্ছ।

আজমত : বুঝলে কিনা হররাম, কর্মই মানুষের জীবন। আর তার মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনে উন্নতি করে। একটা কথা আছে না, যে যেরকম কাজ করে সে রকম ফল পায়?

হররাম : হ্যাঁ, ফল হাতে নাতে পাওয়ার বন্দোবস্তই হচ্ছে। বেশি দেরীও নেই।

আজমত : তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না হররাম!

হররাম : পারবে, পারবে। এসে পড়লেই বুঝতে পারবে।

আজমত : কাদের কথা বলছ হররাম? কারা আসবে?

হররাম : আর কারা? ঐ মজনুর দল। তোমার বাড়িটা যখন ধ্বংস করে দেবে,তখন টের পাবে।

আজমত : এ্যাঁ! বল কি হররাম? আমার বাড়ি-মানে আমার বাড়ি ধ্বংস করে দেবে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সর্বনাশ! আমি এখন কি করি?

হররাম : ভয় নেই। তবে টাকা-পয়সা ঠিক মত রাখা আছে তো?

www.pathagar.com

আজমত : তা রেখেছি। কিন্তু আমার বাড়ি?

হররাম : আসছে, আরো আসছে।

আজমত : কে আসছে হররাম?

হররাম : আর কারা? গোরা সৈন্য আসছে তোমার সাহায্যের জন্য।

আজমত : এ্যাঁ! সত্যি বলছ হররাম? কে পাঠালে বাবা?

হররাম : তোমার ওনারাই পাঠাচ্ছেন।

আজমত : তা হলে জলদি চল হররাম। আর দেরী করা চলে না।

হররাম : আমি আর যেয়ে কি করব? তুমিই যাও।

আজমত : না না, তুমিও চল।

হররাম : কেন? একা বুঝি সাহসে কুলাচ্ছে না?

আজমত : না, তা ঠিক নয়। তবে দু'জনে আরো বেশি সাহস পাই। চল চল।

হররাম : আচ্ছা চল। তোমাকে পৌছে দিয়েই যাই।

(দু'জনেই চলে যায়)

দৃশ্যান্তর

(দেবীসিংহের কাছারীর প্রাঙ্গণ। গভীর রাত। কোন লোকজন নেই। থমথেমে আবহাওয়া। অনুসন্ধিৎসু কাসেম ও মজনু শাহ্ সন্তর্পণে এসে ঢোকেন)

মজনু : (চাপাগলায়) কোথাও আমিনার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কাসেম।

কাসেম : (চাপাগলায়) কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আমিনা দেবীর বাড়িতেই রয়েছেজনাব!

মজনু : তুমি সন্তর্পণে ও ঘরের দিকে এগিয়ে যাও। আমি এ ঘরটা দেখে আসি।

(কাসেম পাশে বেরিয়ে যায়। মজনু শাহ্ বারান্দায় উঠে চারদিক আর একবার দেখে নেন। ঘরের দরজায় হাত দিয়ে দেখেন দরজা খোলা আছে। সংগে সংগে দিলারা বারান্দায় আসে)

দিলারা : কে? কে তুমি?

মজনু : (চাপাগলায়) চুপ! জোরে কথা বললে তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিতে আমি বাধ্য হব।

দিলারা : আপনি কে?

মজনু : তার আগে আমার কথার জবাব দাও। গাঁয়ের যে বউটিকে আজ ধরে আনা হয়েছে সে কোথায়?

www.pathagar.com

দিলারা : জানি না।

মজনু : কিন্তু আমি জানি, তুমি জান। বল সে কোথায়?

দিলারা : ভয় দেখিয়ে এখানে কোন লাভ হবে না। সব ভয়ের উপরে উঠে গেছিআমি।

মজনু : জান তো, বদ্ধ পাগলও মৃত্যু–যন্ত্রণায় ছটফট করে!

দিলারা : এ বীরত্বটুকু সাহেবদের সংগে দেখালেই পারেন।

মজনু : সে সাহস না থাকলে দেবীর খপ্পরে এসেছি? বল সে কোথায়?

দিলারা : জানলেও আমি বলব কেন?

মজনু : কারণ তুমি নারী। একটি কুলবধূর দুঃখে তোমার মন সহানুভূতি জানাবে, তাই। বল, সে কোথায়?

দিলারা : আপনি বুঝি আমিনার লোক?

মজনু : হ্যাঁ, দেরী করতে পারব না আমি।

দিলারা : কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের দিনে, এমনি রাতের অন্ধকারে কেউ তো এ বাড়িতে আসেন নি? আজ তো খুব এসেছেন! আমার পথের সাথী হবে আমিনা, তার দুঃখে মন আমার কাঁদবে কেন?

মজনু : তুমি কি দিলারা?

দিলারা : আমার নামটি পর্যন্ত আপনারা জানেন। অথচ একবারও ভাবেন নি, কেন আমি এখানে।

মজনু : তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তোমার স্বামী।

দিলারা : যে স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে, সে? আপনাদের এ কৈফিয়তের অর্থ আমি জানি। আমার জন্য সেদিন যখন কোন দায়িত্বই ছিল না আপনাদের, আজও সে দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

মজনু : তোমার মনের দুঃখ আমাদের জানা ছিল না মা। কিন্তু আজ তুমি এ উপকারটুকু কর। তারপর যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি, বল। তা করতে আমরা পিছ পা' হব না।

দিলারা : কোন উপকারই করতে হবে না। আমিনা এ বাড়ীতে নেই।

মজনু : কোথায় সে?

দিলারা : না না, আমি বলব না। আমি ঘর হারিয়েছি। আমিনাও ঘর হারিয়েছে।

www.pathagar.com

মজনু : ঘর হারানোর যে কি জ্বালা, তা তো তুমি জান মা!

দিলারা : তার ভাঙা আশাকে জোড়া লাগাতে এত ব্যস্ত আপনারা! আমার আশা কি আশা ছিল না? সে আশা কি আমার ভেঙে খান খান হয়ে যায় নি?

মজনু : মা! অবুঝ হয়ো না। এ দয়াটুকু আজ কর তুমি। এ আমার অনুরোধ। আমি তোমাদের মজনু শাহ্?

দিলারা : আপনি মজনু শাহ্?

মজনু : আমার কাছে আমিনাও যা, তুমিও তাই মা।

দিলারা : ত্রিস্রোতায় সাহেবের বিলাসের নৌকা ভাসছে। আমিনা সেখানেই বন্দিনী।

অদূরে

দেবীসিংহ : (নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে) কে ? কে ওখানে?

মজনু : আমি আসি মা। কাসেম এসেছে, আমিনার স্বামী। ও ঘরে আছে। তাকে খবরটা দিয়ো।

দিলারা : দাঁড়ান একটু। (ঘরে গিয়ে একটা কাগজ নিয়ে আসে) সাহেবের নামাঙ্কিত কাগজ। প্রযোজনে দেখালে প্রহরীরা পথ ছেড়ে দেবে।

(মজনু শাহ্ কাগজ নিয়ে চলে যান। দেবীসিংহ আসে)

দিলারা : (আপন মনে) কালও কি সে এসেছিল!

দেবীসিংহ : কে এখানে দিলারা? কার সঙ্গে কথা বলছ?

দিলারা : কেউ তো নেই বাবা ! আমি হয়তো আমার সঙ্গেই কথা বলছিলাম।

দেবীসিংহ : কিন্তু আমি যে শুনলাম! যাক–অনেক রাত হল। তুমি আর পাগলামী না করে শুয়ে পড় গে'।

দিলারা : আজ সাহেব যে কোথায় গেল! এখন কার সঙ্গে আমি কথা কই বাবা?

দেবীসিংহ : যাও যাও, আর দেরী করো না। (চলে যায়। দিলারা ম্লান হাসে)

দিলারা : কাসেম এসেছে! সেই কাসেম! (পাশের ঘরে পায়ের শব্দ) কে? কে ওখানে?

(উদ্‌ভ্রান্ত কাসেম আসে)

কাসেম : চুপ! কোন কথা নয়।

www.pathagar.com

দিলারা : (হাসে) কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল কাসেম! গভীর রাত, ঘুমন্ত পুরী। আজ আমি কথা বলব না? কেমন আছ কাসেম?

কাসেম : আমার আমিনা কোথায়?

দিলারা : তোমরা আমিনা? আমি যে পথে এসে এতদিন পর তোমার কুশল জিজ্ঞেস করছি, সেই পথেই যাচ্ছে আমিনা।

কাসেম : হেঁয়ালী রাখ। সোজা উত্তর দাও।

দিলারা : কাসেম। আমিনাকে তুমি এত ভালবাস? দেবীসিংহের খপ্পরে আসতেও এতটুকু ভয় হল না?

কাসেম : তোমার সঙ্গে আলাপ করার মত সময় আমার নেই।

দিলারা : কিন্তু আমার সময় যে এতদিন অধীর প্রতীক্ষায় কেটেছে কাসেম! কত মুহূর্ত জড়িয়ে ছিল এমনি একটি মুহূর্তের কামনা!

কাসেম : শোন, তোমার কণ্ঠ থেকে জোর করে সে–খবর আদায়ের বেদনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। বল সে কোথায়?

দিলারা : কাসেম! যে কোন মুহূর্তে এসে যদি আমার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে, আমি তোমার দিকে চেয়ে সানন্দে ঢলে পড়তাম।

কাসেম : হাজার কামনায়ও গত দিন ফিরে আসে না। এখানে এসেও সেসব কথা মনে আনছ? ছিঃ!

দিলারা : জানি, তুমি আমায় ঘৃণা করবে। জানতে যদি, আমি নিজেই আমাকে কত ঘৃণা করে আসছি! কিন্তু কেন, কেন আমি ঘৃণার পাত্রী? জীবনের কি মূল্য আমি পেয়েছি? কেন আমি এখানে?—জানি, এখন তোমরা নীরব থাকবে। জানি, সব জানি আমি। সুদখোর লম্পটের হাতে পড়ে যে নারীর জীবন এমনি ব্যর্থ হয়ে গেল, তার ব্যথাতুর মন যদি তোমার অবহেলা পায়, আমি কিছুই বলব না। কিন্তু কাসেম!

কাসেম : দিলারা!

দিলারা : কাসেম!

কাসেম : সে দিনের পরিচয়ের দাবীতে বলছি। বল, আমিনা কোথায়?

দিলারা : আমিনা, আমিনা! আজ আমিনার বদলে দিলারার জন্যেও তো এমনি রাতের অন্ধকারে এখানে আসতে পারতে?

কাসেম : যদির বিলাসে কোন লাভ হবে না। বল।

www.pathagar.com

দিলারা : আমি বলছি, আমিনার জন্যে কোন ভয় নেই তোমার। তুমি শান্ত হয়ে কিছু কথা আমার সঙ্গে বলে যাও।

কাসেম : তুমি আমার অবস্থা নিয়ে পরিহাস করছ দিলারা?

দিলারা : কেউ আসছে। এস আমার সংগে।

(কাসেম দিলারার সংগে পিছনের ঘরে যায়। হররাম ভিতর থেকে এসে এদিক ওদিক দেখে বাইরে চলে যায়। দিলারা মুখ বার করে দেখে, কাসেমকে ডাকে, দু'জনই প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়)

দিলারা : কাসেম! আজ যদি তোমাকে দেবীর হাতে ধরিয়ে দিই?

কাসেম : পারবে দিলারা? তুমি তা পারবে আজ?

দিলারা : কাসেম! আমিনাকে তুমি খুব ভালবাস–না?

কাসেম : হ্যাঁ।

দিলারা : আমার কথা তোমার মনে পড়ত?

কাসেম : আবার সেই অতীতের কথা? সেসব কথা থাক দিলারা।

দিলারা : অতীতের সেই সম্পদ ছাড়া আমার আর কি আছে কাসেম? কাল রাতে তুমি এসেছিলে?

কাসেম : হ্যাঁ।

দিলারা : কাসেম! চল, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।

কাসেম : এ তুমি কি বলছ দিলারা?

দিলারা : (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) মনের রুদ্ধ কামনাকে প্রকাশ করছি কাসেম। স্বপ্নের মত যা ছিল কল্পনা, আজ তাই বাস্তব হতে পারে কাসেম। চল, আমরা পালাই। আমিনার খোঁজে এসেছিলে, আমাকে নিয়ে চল।

কাসেম : দিলারা!

দিলারা : আজমত তোমার আমিনার সর্বনাশ করেছে। নিয়ে গেছে আমিনাকে তোমার বুক থেকে। তুমি কেন নিয়ে যাবে না তার দিলারাকে?

কাসেম : আমিনাকে হারিয়ে আমার মনের যে জ্বালা, তোমাকে হারিয়ে আজমত তা কোনদিন পাবে না দিলারা। কোনদিনও পাবে না।

দিলারা : তা জানি কাসেম, জানি। জানি বলেই তো আরও জ্বলছি! কারও বুকে জ্বালা ধরাতে পারি নি, শুধু নিজেই জ্বলে মরলাম, এ দুঃখও কি আমার কম কাসেম?—আমাকে নিয়ে চল, আমিনার

www.pathagar.com

খোঁজ তোমাকে দেব।

অদূরে

দেবীসিংহ : দিলারা! দিলারা। কার সংগে কথা বলছ?

দিলারা : দেবীসিং টের পেয়েছে। আর দেরী নয়, চল।

কাসেম : কিন্তু–

দিলারা : বাঁচতে চাইলে এস।

(কাসেমের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দেবীসিংহ আসে)

দেবীসিংহ : দিলারা! দিলারা!–একি দিলারা নেই! এই কে আছ? দ্বারওয়ান! হররাম!!

(হররাম আসে)

হররাম : কি হয়েছে দেওয়ানজী?

দেবীসিংহ : দিলারাপালিয়েছে।

(দূরে ত্রিস্রোতায় গুলী চলছে)

ত্রিস্রোতায় গুলীর আওয়াজ?

হররাম : মজনুর দল বুঝি এসে গেছে!

দেবীসিংহ : যাও, দিলারা এখনও দূরে যেতে পারে নি। সিপাহীদের খবর দাও। জীবিত বা মৃত ধরে আনা চাই।

(হররাম দ্রুত বেরিয়ে যায়)

হুঁম্‌! মজনু শাহ্‌!

(দূরের গুলীর শব্দ এবার আরও কাছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দেবীসিংহ। বন্দুকের আওয়াজে চারদিক সচকিত হয়ে ওঠে)

দৃশ্যান্তর

(জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে কাসেম ও দিলারা। গুলীগোলা ছুটছে। গভীর রাত আরও ভয়াল হয়ে উঠেছে)

দিলারা : কাসেম! সব সিপাহী জেগে উঠেছে। দেবীসিংহের লোক তাদের পথ দেখিয়ে আনছে। আর বুঝি রক্ষা নেই!

কাসেম : কিন্তু আমিনার কি হল, কিছুই জানতে পারলাম না।

দিলারা : আগে নিজে বাঁচ, আমিনার খোঁজ পরে করবে। চল।

কাসেম : কিন্তু যাব কোথায়? চারদিকে গুলীগোলা ছুটছে!

দিলারা : তবু এই গুলীগোলার মধ্যেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের!

www.pathagar.com

কাসেম : কিন্তু আমিনা–

দিলারা : মুহূর্তের জন্যও আমিনাকে ভুলতে পারবে না জানি। কিন্তু এই নিশীথে, এই গভীর বনে যখন তুমি আমি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন হাতে হাত রেখে জীবনের আশায় চঞ্চল হওয়াই কি উচিত নয়?

কাসেম : মৃত্যু যে এত বিষাদ–মধুর হয়ে উঠবে, কে জানত দিলারা!

দিলারা : বুঝতে পারছ না, এত গুলীগোলা আমাকে নিয়ে এসেছ বলে নয়। এত সৌভাগ্য আমার হয়? মনে নেই, ত্রিস্রোতায় প্রথম বন্দুকের আওয়াজ হয়? বেশ বোঝা যায়, আমিনার জন্যই এসব হচ্ছে।

কাসেম : আমাদের লোকজন তাহলে দুশমনের মোকাবিলা করছে?

দিলারা : একথা বুঝতে পারছ না?

কাসেম : কি জানি, সবকিছু আমার মাথায় গুলিয়ে যাচ্ছে।

দিলারা : আমার জন্য কাসেম?

কাসেম : অসম্ভব মনে করছ কেন?

দিলারা : কাসেম! চারদিকে বিপদের বিভীষিকা। কিন্তু আমার মনে আজ খুশীর ঢেউ!

কাসেম : কেন দিলারা? এই বন্ধুর পথে চলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

দিলারা : না। আজ তুমি যে আমার পাশে! কাসেম! আজ দুশমনের গুলীতে যদি আমি মারা যাই, আমার জন্য কাঁদবে না? আমিনাকে হারানোর দুঃখ আমার জন্য পাবে না তুমি?

(কাসেম দিলারাকে কাছে টেনে এনে তার অবিন্যস্ত চুল ঠিক করে দেয়)

কাসেম : আমি জানি, তুমি বড় দুঃখী দিলারা! বড় দুঃখী!

(রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে দিলারার মন। কাসেমের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। হাস্যস্নাত মুখখানি তার অতীতের স্বপ্নে ভরা)

দিলারা : আর আমি দুঃখী নই!

কাসেম : আজ যদি বেঁচে যাই, তোমাকে নিয়ে কাল কোথায় যাব?

দিলারা : কালকের কথা ভেবে লাভ নেই। আজ এই মুহূর্ত যদি এল, প্রাণ ভরে তাকে– (কাছেই বন্দুকের আওয়াজ হয়)

কাসেম : সিপাহীরা এদিকে এগিয়ে আসছে! চল।

দিলারা : জঙ্গলের ওপাশে নদী। চল, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

কাসেম : তারপর?

www.pathagar.com

দিলারা ঃ সাঁতরে ওপারে উঠতে পারব।

কাসেম ঃ কিন্তু মজনু শা'র দল রয়েছে এপারে, এই জঙ্গলে। হয়তো আমিনার—

দিলারা ঃ কিন্তু মাঝে রয়েছে দুশমনের সিপাহী। এখানে থাকলে প্রাণ দিতে হবে। (আবার বন্দুকের আওয়াজ) এস। তুমি আমি হারানো স্বপ্ন নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেই!

(দু'জন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। আসে হররাম ও আজমত)

হররাম ঃ কোন খোঁজই পাচ্ছি না দিলারার। হাওয়া হয়ে গেল নাকি?

আজমত ঃ কিন্তু কার সঙ্গে গেল, বুঝতে পারছি না।

(হাতে তার টাকার থলে। ওটাকে দেখে নেয়)

হররাম ঃ ওটা কি? টাকার থলে?

আজমত ঃ তাড়াতাড়ি আসতে হল, কোথাও রেখে আসতে পারি নি।

হররাম ঃ সাবধানে রেখো। বলা তো যায় না, টাকার লোভ, কেউ যদি—

আজমত ঃ না না, কি যে তুমি বল হররাম! না না, ওটা একটা কথার কথা হল?

হররাম ঃ যায় যদি, টাকাও গেল, দিলারাও গেল।

(হররামের চোখে রহস্য। আজমত বোকার মত হাসতে থাকে)

আজমত ঃ না না, সে ভয় আমার—মানে তুমি এসব বাজে কথা বলো না। (থলেটা বুকে চেপে ধরে) সিপাহীরা গুলী চালাচ্ছে না কেন? চল এগোই।

হররাম ঃ ভয় নেই, এস।

(ওরা চলে যায়। একটু পরে আমিনাকে নিয়ে সন্তর্পণে আসে ভবানী পাঠক। তার হাতে বন্দুক)

ভবানী ঃ পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে মা?

আমিনা ঃ না বাবা, কিন্তু তিনি কোথায়?

ভবানী ঃ কাসেমের কথা বলছ? সে বুদ্ধিমান। নিশ্চয়ই গা বাঁচিয়ে পথ চলছে। এস।

(ওরা বেরিয়ে যায়। পিছন দিক দিয়ে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন মজনু শাহ্ আসেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি কি দেখেন)

মজনু ঃ ভবানী যাচ্ছে না? তাই তো! সঙ্গে আমিনা? আল্লাহ্! হাজার শোকর তোমার দরগায়। ভবানী! এই যে আমি।

(চাপা গলায় ডাকতে ডাকতে ব্যস্ত পায় এগিয়ে যান)

www.pathagar.com

চতুর্থ অঙ্ক

(গভীর বনে পুরনো ঘাটি। ঘাটির সম্মুখভাগ। মজনু শা'র দলের লোকজন ভোর হতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে ভবানী পাঠক ও দেবু কথা বলছে)

ভবানী : বড়ই আশ্চর্য হচ্ছি দেবু, কাসেমের কোন খোঁজ এ পর্যন্ত পাওয়া গেল না!

দেবু : আমি অনুসন্ধানে যতটুকু জানতে পেরেছি, দেবীর হতে কাসেম ধরা পড়ে নি। কারও মুখে কাসেমের কথা শুনলাম না। কিন্তু দিলারা দেবীসিংহের খপ্পর থেকে পালিয়েছে।

ভবানী : তাই ভাবছি। তুমি তো কাসেমের বন্ধু। দিলারার সংগে কাসেমের কোন পরিচয় ছিল?

দেবু : ছিল। কিন্তু কাসেম–আমিনার সংসারও খাঁটি ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভবানী : কোন স্থির সিদ্ধানেই আসা যাচ্ছে না। কিন্তু রহমান এখনও ফিরে আসছে না কেন?

দেবু : গভীর বন। রাতে গুলীগোলা ছুটেছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তাছাড়াও রয়েছে দুশমনের চর। সবটা দেখে আসতে একটু দেরী হওয়া স্বাভাবিক।

ভবানী : আচ্ছা, এর আগে দিলারার জন্য কাসেমের মনে চাঞ্চল্য দেখেছ কোনদিন?

দেবু : না। আমি লক্ষ্য করি নি।

ভবানী : যাক, দিবা আর নিশিকে বলে দাও, আমিনা গাঁয়ের বউ। এ আকস্মিক ঘটনায় খুবই ভেঙে পড়েছে। খুব সাবধানে তার সঙ্গে যেন ব্যবহার করে।

দেবু : একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না।

ভবানী : বল।

দেবু : আপনার বাড়িতে একটা ভিখারী দিবা আর নিশির সংগে অনেকক্ষণ আলাপ করছিল।

ভবানী : তুমি ভিখারীর গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলে?

দেবু : করেছিলাম।

www.pathagar.com

ভবানী : সন্দেহের পেলে কিছু?

দেবু : না।

ভবানী : রামকান্ত হয়ে থাকলে তোমার চোখে ধূলো দিয়েছে সে। কিন্তু দিবা আর নিশিকে দেখে কি মনে হল?

দেবু : ওদের মুখচোখ দেখে কোন সন্দেহ হল না।

ভবানী : তবু লক্ষ্য রেখো। মানুষের মন, কিছুই বলা যায় না। আচ্ছা, দিলারাকে নিয়ে যদি কাসেম পালিয়ে এসে থাকে, তুমি কি মনে কর আমিনার খবর নিতে এখানে সে আসবে না?

দেবু : তা-ই যদি সম্ভব হয়, তবু আমিনার খবর নিতে কাসেম ছুটে আসবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

(মজনু শাহ্ ও দয়াল আসেন)

মজনু : ভবানী! কাসেমের খোঁজ নিয়ে রহমান ফিরে আসে নি?

ভবানী : না জনাব।

মজনু : বড়ই আশ্চর্য ! দয়াল, লোহারবন্দ্ কারখানার কাজ রীতিমত চলছে তো?

দয়াল : চলছে জনাব। অস্ত্রের অভাব আমাদের হবে না। কিন্তু গোলাবারুদ-

মজনু : রোহিলা-অধিনায়ক নাজিবুদ্দৌলার কাছে গোলাবারুদ চেয়ে আমি লোক পাঠিয়েছি, তা তো অবশ্যই জানা তাছাড়া আমার কারখানার জন্য কারিগরও চেয়েছি। আশা করা যায়, দুয়েকদিনের মধ্যেই প্রচুর গোলাবারুদ ও কারিগর আমরা পাব।

দয়াল : চমৎকার!

মজনু : যতটুকু জানতে পেরেছি, কোম্পানীর ফৌজ এখানে আমাদের আক্রমণ করতে আসবে না। ওরা হয়তো মঈনপুরের দিকে এগিয়ে যাবে। ছাউনি করবে আমাদের ফুলচৌকির পাশেই।

ভবানী : ওদের এ কাজের পিছনে কোন পরিকল্পনা রয়েছে জনাব?

মজনু : আমার মনে হয়, ওদের জুলুমের মাত্রা আরও বাড়বে। হয়তো আশা করবে, ওদের দমন করতে আমরা ওদিকেই ধাবিত হব।

ভবানী : তাই যদি করি আমরা?

মজনু : ওদের অন্যদল পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে আমাদেরকে মধ্যে

www.pathagar.com

রেখে বিপর্যস্ত করবে।

দয়াল : আমরা যদি পিছনের আক্রমণের জন্য অন্য দল রাখি জনাব?

মজনু : তবু তা উচিত হবে না। এখানেই আমাদের সংগ্রামের শেষ নয় দয়াল। ওরাও এদের সমস্ত শক্তি ওখানে রাখবে না। শক্তিক্ষয়ের আগে তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

ভবানী : তাহলে কি আমরা এখানেই অপেক্ষা করব?

মজনু : না। কামাল–জামাল আর দয়ালের ছেলে জয়দেব কিছু লোক নিয়ে খন্ড যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবে কোম্পানীর ফৌজকে। ভবানী যাবে লোহারবন্দ্ কারখানার শক্তিবৃদ্ধি করতে। আমি আর দয়াল কাল মোগলহাটের দিকে রওনা হব। তারপর অবস্থা বুঝে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করা হবে।

দয়াল : মেয়েরা কি আমাদের সংগে থাকবে?

মজনু : হ্যাঁ, ওরা আমাদের সংগেই থাকবে। মোগলহাটে পৌছে ওদের সেবা–শিবিরে রেখে আসব। ভবানী ! লোকজনদের ডাক। (ভবানী বেরিয়ে যায়। রহমান আসে) কি খবর রহমান?

(দরজায় সর্বহারার ব্যথায় ভেঙে পড়া আমিনাকে দেখা যায়)

রহমান : শুধু একটি লোক বললে, কাসেম দিলারাকে নিয়ে পালিয়েছে।

মজনু : পালিয়েছে? কাপুরুষ! যাক, ভবানীর সময় নেই দয়াল। যাও, সবাইকে ডেকে আন।

(মজনু শাহ্ ছাড়া সবাই বেরিয়ে যায়। আমিনা এসে দাঁড়ায় তাঁর পাশে)

আমিনা : বাবা!

মজনু : মা!

আমিনা : তিনি নিরাপদ আছেন, এ সন্ধানও পাওয়া গেল না?

মজনু : পাব, পাব। নিশ্চয়ই সন্ধান পাব তার।

(আমিনা কেঁদে ওঠে)

কাঁদে না মা। বিপদকে মানুষ ভয় করে সত্য, কিন্তু সামনে এসে গেলে তার মোকাবেলা করা ছাড়া আর তো উপায় থাকে না! আমি জানি, আশ্বাসে শান্ত হচ্ছে না তোমার মন। ভেঙে পড়লে তো চলবে না। শত ঝড়–ঝাপ্টার মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

আমিনা : কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি বাবা?

www.pathagar.com

মজনু : অপরাধ তোমার নয় মা। অপরাধ এই দেশের, এ দেশের মানুষের। পলাশী থেকে আজ পর্যন্ত সে অপরাধ সমানে চলে আসছে। শাস্তি পেতে হচ্ছে সবাইকে, দোষী–নির্দোষ নির্বিশেষে।

আমিনা : এ দুঃখের কি শেষ হবে না বাবা?

মজনু : হবে মা, হবে। হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু দেশের ভাগ্যে সুখের উদয় হবেই।

আমিনা : কিন্তু কতদিন পর?

মজনু : চোখের পানি মোছ মা। আজ কর্তব্যের ডাক এসেছে। সে ডাকে সাড়া দিতে হবে নারীপুরুষ সবাইকে। হাজার মায়ের হাজার মেয়ের সুখের ঘর নিরাপদ রাখতে আজ কারও কারও প্রাণ যাবে। আল্লা'র রাহে দেশের সেবায় এ প্রাণদান মানুষের কর্তব্য।

আমিনা : আমি যে কিছুই করতে জানি না বাবা?

মজনু : নিজেকে তৈরী করতে হবে। ঘর হারানোর ব্যথা তুমি বুঝেছ। এমন কাজ তোমার করতে হবে, যাতে আর কেউ ঘর না হারায়। দুশমনকে তোমাদের বোঝাতে হবে, এ দেশের নারী শুধু মমতায় গড়া নয়, এ দেশের নারী বীরাঙ্গনা। বোঝাতে হবে, সুলতানা রিজিয়া, চাঁদ সুলতানার মেয়েরা আজও বেঁচে আছে।

আমিনা : বাবা! আমাকে, আপনার মেয়েকে, আপনি তৈরী করে নিন। আল্লা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি প্রস্তুত।

মজনু : এই তো এ মজনুর যোগ্যা মায়ের উত্তর। কোন ভয় নেই মা। আল্লা'র রাহের পথিককে আল্লা' সাহায্য করেন। আমার দিকে ফিরে চাও মা।

(আমিনা দৃপ্ত ভংগিতে মুখ তুলে চায়)

এবার আল্লাহ্‌কে হাযের নাযের জেনে বলঃ আল্লা'র জন্য জীবন, আল্লা'র জন্য মরণ, আল্লা'র পথে আমার পথ চলা।

(মন্ত্রমুগ্ধের মত আমিনা তা–ই উচ্চারণ করে যায়)

আমিনা : আল্লা'র জন্য জীবন, আল্লা'র জন্য মরণ, আল্লা'র পথে আমার পথ চলা।

মজনু : বলঃ মানুষের দুঃখ ঘোচাতে যে কোন দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করব।

আমিনা : মানুষের দুঃখ ঘোচাতে যে কোন দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করব।

www.pathagar.com

মজনু : বলঃ প্রাণের চেয়েও ভালবাসি আমার দেশের মাটিকে, সোনার চেয়েও দামী আমার দেশের স্বাধীনতা। জীবন দিয়েও রক্ষা করব দেশের মর্যাদা।

আমিনা : প্রাণের চেয়েও ভালবাসি আমার দেশের মাটিকে, সোনার চেয়েও দামী আমার দেশের স্বাধীনতা। জীবন দিয়েও রক্ষা করব দেশের মর্যাদা।

(অদূরে শোনা যায় গান। মুগ্ধ মনে শুনছেন মজনু শাহ্, পাশে দাঁড়িয়ে আমিনা।)

গান। ছায়া-ঢাকা পাখী ডাকা চিরশ্যামল বেশ,
মাঠে মাঠে সোনা ফলায় সে যে আমার দেশ।
যুগে যুগে বুলবুলিতে
গেল রে ধান খেয়ে,
যুগে যুগে এই মাটিতে
বর্গী এল ধেয়ে।
তবু তোমার বুকে সাজাই স্বপন পরিপাটি।।
আমার দেশের মাটি।

(গানের শেষে দূরে বন্দুকের আওয়াজ হয়। সচকিত হয়ে ওঠেন মজনু শাহ্। কেঁপে ওঠে আমিনা)

মজনু : দুশমনদের নতুন জুলুমের সূচনা। ভয় পেলে মা?

আমিনা : না বাবা, ভয় নয়। কিন্তু-

মজনু : এর উত্তরে আমাদের বন্দুকও গর্জে উঠবে। কোন ভয় নেই। আল্লা' আছেন। ভিতরে যাও মা। আমরাও তৈরী হই।

(আমিনা ভিতরের দিকে পা' বাড়ায়। ব্যস্ত হয়ে মুসা আসে)

একি ! মুসা! তোমার তো এখানে আসার কথা ছিল না?

মুসা : ফুলচৌকি আমি সুরক্ষিত করে রেখে এসেছি জনাব। আমার মন বলছিল, আপনি হয়তো বিপন্ন। তাছাড়া কোম্পানীর ফৌজ মঈনপুরে তাঁবু ফেলেছে। চারদিক থেকে এ ঘাটি তারা আক্রমণ করতে পারে।

মজনু : যুদ্ধ-কৌশলে তোমাদের মজনু কি এতই অজ্ঞ মুসা?

মুসা : আপনার হুকুম অমান্য করে আমার গোস্তাকী হয়েছে জনাব। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

www.pathagar.com

(ভবানী ও দয়াল আসে)

মজনু : এই যে ভবানী, দয়াল! মুসা আমার বিপদ সম্ভাবনায় ছুটে এসেছে। তোমার কোন গোস্তাকী হয় নি মুসা। কিন্তু এখ্‌খুনি তোমাকে ফিরে যেতে হবে। ফুলচৌকি থেকে তোমাকে ফৌজ নিয়ে ফিরে আসতে হবে মঈনপুরের দিকে। আর ভবানী তার লোকজন নিয়ে এখান থেকেই মঈনপুরের পথে এগিয়ে যাবে।

মুসা : আর আপনি?

মজনু : তোমরা কোম্পানীর ফৌজকে যুদ্ধে ভুলিয়ে রাখবে। এই অবসরে আমি আর দয়াল আমাদের লোকজন নিয়ে মোগলহাট পৌছে যাব। তাই না দয়াল?

দয়াল : এই পরিকল্পনাই আমরা গ্রহণ করেছি মুসা শাহ্‌।

ভবানী : কোম্পানীর ফৌজ তাদের আগমন বার্তা জানিয়েছে জনাব।

মজনু : তোমরাও এগিয়ে যাও। এস বাবা। আল্লাহ্‌ যেন তোমাদের তৌফিক দেন।

(মুসা চলে যায়। অন্য সবাই ভিতরে যেতে পা' বাড়ায়)

দৃশ্যান্তর

(মঈনপুরে কোম্পানীর তাবু। অদূরে মানুষের আর্তনাদ, কোলাহল। আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ছে, তারই শব্দ। তাঁবুর সামনে পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে হাসতে আসে দেবীসিংহ। পেছনে তার হররাম)

দেবীসিংহ : হাঃ হাঃ হাঃ—ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছ হররাম? বেশ বেশ। এদেশের মানুষ হল সব কুঁড়ে, অলস। ঘর পুড়িয়ে দিলে ওদের আলস্য দূর হবে। ভালই করেছ হররাম। কিন্তু পেলে কেমন?

হররাম : তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না সিংজী। গরীব চাষীরা বড় কান্নাকাটি করে। দরকার হলে তাদের কিছু ছেড়ে টেড়ে দেব?

দেবীসিংহ : আরে না না, বল কি হররাম! সামান্য দরিদ্র চাষী হলেও প্রয়োজনীয় অর্থে তার দানও কম হবে না। হোক তা দশ পাঁচ টাকা। যাও, ঘটি বাটি, হোক তা ভাঙা, যা পাও নিয়ে এস। কর্তব্য সাধন কঠোর কাজ হররাম।

হররাম : কিন্তু যা-ই বলুন, আজমতকে এত টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে না। ব্যাটার ছিল কি? দুদিনেই যে ফেঁপে উঠল।

www.pathagar.com

দেবীসিংহ : হ্যাঁ, তা দু'পয়সা পেয়েছে। কিন্তু হারিয়েছেও তো কম দামী জিনিষ নয়!

হররাম : কিন্তু লগ্নির জন্য এত টাকা ব্যাটাকে দেওয়া মানে লাভের অংশ নষ্টকরা।

দেবীসিংহ : বারিবিন্দু যদি শুধুই বাষ্প হয়ে যেত, তাহলে সাগরও এদ্দিনে শুকিয়ে যেত হররাম। কিন্তু সেই বাষ্প মেঘ হয়ে জল হয়ে সাগরে এসে মিশে। তাই সাগর আজও সাগর। নদী-নালা-খাল-বিল-ডোবা-গোস্পদ কোন স্থানের জলকে অবহেলা করো না। আমার টাকা আজমতের হাত হয়ে বর্ধিত হয়ে আসছে। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ প্রজাগণ যারা খাজনা দিতে পারে নি, তাদের বলদের পৃষ্ঠে বসিয়ে বাদ্যধ্বনিসহ নগর প্রদক্ষিণ করাও।

হররাম : কিন্তু ধর্মে এত সইবে তো সিংজী?

দেবীসিংহ : ধর্ম? কর্তব্যের ধর্ম আরও বড়।

হররাম : লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর সম্পত্তির খাজনাও চাইব সিংজী?

দেবীসিংহ : অবশ্যই। আজ যে সব সম্পত্তিই কোম্পানী-উত্তর হররাম!

হররাম : আর যে সব স্ত্রী-জমিদার টাকা দিতে পারছে না-

দেবীসিংহ : হ্যাঁ, তাদের ভবনের চারদিকে প্রহরী নিযুক্ত কর। আর নাজির পদাতিক দিয়ে তাদের ধন-রত্ন অলঙ্কারাদি ক্রোক করিয়ে নাও। কিন্তু দেখো, এসব নাজির যেন স্ত্রীলোক হয়। হাজার হোক, মাননীয়া সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-জমিদার!

হররাম : আমি যাচ্ছি। কিন্তু মজনু শা'র কতদূর কি হল?

দেবীসিংহ : ওই পাশে জঙ্গল দেখছ? ওখানে আটকা পড়েছে মজনু শাহ্। আশা করছি, ওখানেই তার শেষ। আর এসব চিন্তা ওই ম্যাকডোনাল্ড সাহেবই করছেন। যার যা কাজ। আমাদের কাজ আমরা করে যাই।

হররাম : তা তো অবশ্যই। ওদের ফন্দিতে আপনার দান থাকলেও আমি তা শুনতে যাব কেন? যাই।

দেবীসিংহ : কিন্তু তুমি কাজগুলো যথাযথ করতে পারবে তো? তোমার আবার মমতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে?

হররাম : কিছু না সিংজী। খুনী আসামী হররাম, আপনার দয়ায় আজও

www.pathagar.com

বেঁচে আছি। পারব সিংজী, অবশ্যই পারব। আসি। (চলে যায়)

দেবীসিংহ : কঠোর কর্তব্য সাধন! হাঃ হাঃ হাঃ—দেখি, পথে দাঁড়িয়ে দেখি, আগুন কেমন জ্বলছে।

(চলে যায়। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব আসে। পিছনে আসে রামকান্ত)

ম্যাকডোনাল্ডঃ রামকান্ত, দিবা আরও নিশি বহুত ইনাম চায়?

রামকান্ত : হ্যাঁ সাহেব, বহু কষ্টে রাজি করিয়েছি। ওরা আশা করছে কোম্পানী বাহাদুরের কাছ থেকে দুটো জমিদারী দু'জনে পাবে।

ম্যাকডোনাল্ডঃ ইহা অনেক বেশী আছে না?

রামকান্ত : গত কয় বছর মজনুর দল আমাদের যে হয়রানী করেছে, তা কোম্পানীর কেউ ভুলতে পারবে না। দিবা আর নিশির সাহায্যে মজনু শা'কে যদি বাগে পাই, তার তুলনায় জমিদারী দুটো কিছুই নয়।

ম্যাকডোনাল্ডঃ দিবা–নিশি সব খবর সত্য দিয়াছে?

রামকান্ত : সত্যসাহেব।

ম্যাকডোনাল্ড : আমি তাহাদের প্রস্তাবে রাজি হইলাম। তুমি যাও ব্রেনান কা পাশ। আমার সালাম দাও। এইতো ব্রেনান এসে গেছেন।

(রামকান্ত চলে যায়)

কর্ণেল ব্রেনান, এই আমার ওয়ার–প্ল্যান! (প্ল্যানটা দেয়) কর্ণেল ব্রেনান, তোমার অবস্থা আমি জানি। লেকিন মজনু শা'কে এ্যাটাক্ করতে যাবে তুমি ... এই আমি চাই।

(ব্রেনানা মাথা নত করে আনুগত্য জানায়)

ম্যাকডোনাল্ডঃ কর্নেলব্রেনান।

ব্রেনান : We shall do or die!

ম্যাকডোনাল্ডঃ Our country- Britain!

(দৃপ্ত ভঙ্গীতে বাহিরের দিকে চেয়ে আদেশ দেয় ব্রেনান)

ব্রেনান : Play on Rule Britania!

(বাইরে Rule Britania বেজে ওঠে)

ম্যাকডোনাল্ডঃ Britania rules the waves!

ব্রেনান : To arms my men, to arms!

(বীর পদক্ষেপে বাইরে যায় দু'জনই)

www.pathagar.com

পঞ্চম অঙ্ক

(মোগলগাট। দূর্গের বহির্ভাগ। রাত তখনো শেষ হয় নি। বাইরে অদূরে গোলাগুলীর শব্দ। কোম্পানীর ফৌজ এগিয়ে আসছে। দুর্গের সামনে মজনু শাহ্ ও দয়াল)

মজনু : সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কোম্পানী আমাদের আক্রমণ করেছে দয়াল। মুসা ভবানী আমার সঙ্গে নেই। কামাল জামাল জয়দেব– কেউ আজ কাছে নেই। আমার মুষ্টিমেয় সৈন্য–সংখ্যার সুযোগ নিতে কোম্পানী আর দেবীসিংহ এই মোগলহাটে ধাওয়া করেছে। কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না দয়াল, দুশমনেরা আমার মোগলহাটে আসার খবর কি করে পেল?

দয়াল : আমাদের মধ্য থেকে কেউ নিমকহারামী না করলে এ খবর বাইরে পৌছা কিছুতেই সম্ভব নয়।

(ব্যস্ত হয়ে রহমান আসে)

রহমান : জনাব ! দিবা আর নিশি এই রাতের অন্ধকারে পালিয়েছে।

দয়াল : দিবা আর নিশি পালিয়েছে?

মজনু : সব এখন বুঝতে পেরেছি দয়াল। দিবা আর নিশি পালিয়েছে। আমাদের এ মোগলহাটে আসার খবর কোম্পানীকে দেওয়ার পর তাদের এখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। ওরা পালিয়েছে।

দয়াল : আর আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে পঁচা শামুকেও পা' কাটে।

মজনু : তুমি যাও রহমান। দুশমনের মোকাবেলার জন্য তৈরী হও গে'।

(রহমান চলে যায়)

দয়াল! অতর্কিতে আমরা আক্রান্ত । তবু এ কয়জন সৈন্য নিয়েই আমাদের আজ দূর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

দয়াল : বিপদে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার শিক্ষা আমরা পেয়েছি জনাব।

মজনু : ফুলচৌকিতে আর ভবানীর কাছে আমি খবর পাঠাচ্ছি। কামাল জামাল আর জয়দেবকে ফুলচৌকিতে রেখে মুসা আর ভবানী যথা শীঘ্র এখানে এসে পৌছুবে। তুমি এখানে এ গাছের আড়াল থেকে গুলী চালাও। দয়াল! দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব তোমার।

দয়াল : আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে শুধু দুশমনেরা দুর্গ–প্রবেশ করতে

www.pathagar.com

পারবে।

মজনু : আমি এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করছি। দেবু-রহমান, তোমরা আমার মধ্যবর্তী স্থানে যে কোন সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

(বাইরে গুলীর আওয়াজ। মজনু শাহ্ দয়ালের দুই কাঁধে হাত রাখেন)

দয়াল ! মানুষের জীবনই একটা সংগ্রাম।

দয়াল : জনাব! আপনার শিক্ষা ভুলি নি। ভুলি নি, প্রাণের চেয়েও ভালবাসি আমার দেশের মাটিকে।

মজনু : সোনার চেয়েও দামী আমার দেশের স্বাধীনতা।

দয়াল : জীবন দিয়েও রক্ষা করব আমার দেশের মর্যাদা।

মজনু : ওরা এগিয়ে আসছে। আমি আসি দয়াল।

(চলে যান। দয়াল চেয়ে থাকেন তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে। বাইরে বন্দুকের আওয়াজ। দয়াল গাছের পাশে থেকে বন্দুক হাতে করে দাঁড়ান। আমিনা এসে দুর্গের দরজায় দাঁড়ায়)

আমিনা : বাবা।

দয়াল : কে? ও আমিনা। উনি দুশমনের মোকাবেলা করতে গেছেন মা। তুমি ভিতরে যাও। একমনে ভগবানকে ডাক।

আমিনা : ওঁর কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি?

দয়াল : কাসেমের কথা বলছ মা? পাব, খবর নিশ্চয়ই পাব।

আমিনা : রাজাবাবু! আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখব।

দয়াল : না মা, তা হয় না। দুশমনেরা এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। আমি সবই বুঝতে পেরেছি মা। কিন্তু পাগলামী তুমি করতে পার না। যাও। প্রয়োজনে তোমাকে ডাকব আমি। যাও মা।

(কোন কথা না বলে ছলছল চোখে আমিনা ভিতরে যায়। গুলীগোলা ছোটে। দয়ালের বন্দুক উত্তর দিয়ে চলে। ধোঁয়ার ছেয়ে যায় চারদিক)

আমিনা! মা আমিনা!

(আমিনা দরজায় এসে দাঁড়ায়)

আমিনা : রাজাবাবু!

দয়াল : ভিতর থেকে এখানে আরও গুলী এনে রাখ মা। গুলী ফুরিয়ে এসেছে।

(আমিনা ভিতরে যায়। দেবু আসে)

www.pathagar.com

দেবু : রাজাবাবু! শাহ্ সাহেব ওদের সফল ভাবেই বাধা দিচ্ছেন। কোম্পানীর ফৌজ পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার এক অংশ হয়তো এই দুর্গে প্রবেশের জন্য গা ঢেকে এগিয়ে আসতে পারে। আপনাকে এই খবর দিতে শাহ্ সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।

(দেবু চলে যায়। আমিনা আরও গোলাবারুদ এনে দয়ালের কাছে রাখে)

দয়াল : তুমি ভিতরে যাও মা।

(আমিনা ভিতরে যায়। কাসেম ও দিলারা আসে)

কাসেম : রাজাবাবু!রাজাবাবু!

দয়াল : কে? কাসেম এসেছ! না না, আমার কাছে নয়। তোমর হাতে রয়েছে বন্দুক। এগিয়ে গিয়ে গুলী চালাও।

(কাসেম যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। দিলারা এসে তার হাত ধরে)

দিলারা : কাসেম ! পাগলের মত কোথায় এগিয়ে যাচ্ছ?

কাসেম : তোমার আমার দুশমন, সারা দেশের দুশমন যেখানে মৃত্যু রঙে মেতে উঠেছে, সেখানে!

দিলারা : কিন্তু দুশমনের অবস্থান–পরিস্থিতি না জেনে তুমি যেতে পার না।

কাসেম : না না, আমাকে বাধা দিয়ো না দিলারা। আমার বিক্ষিপ্ত মনকে এমনি করে আর পিছু টেনো না। ওই মৃত্যুর মাঝেই মনুষ্যত্বের আলোক জ্বলে উঠতে পারে।

দিলারা : এসব কি বলছ কাসেম?

কাসেম : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমার আমিনার দুশমন, তোমার দুশমন এগিয়ে আসছে। (চলে যায়)

দিলারা : কাসেম, কাসেম! একা এমনি করে যেয়ো না!

(সেও কাসেমের অনুসরণ করে। দরজায় আমিনা এসে দাঁড়ায়)

আমিনা : কে? কে এসেছে?

দয়াল : আমিনা! মা-আ–

(বুকে গুলী লাগে। দয়াল পড়ে যান। আমিনা এসে তাকে ধরে)

আমিনা : রাজাবাবু ! একি হল রাজাবাবু?

দয়াল : এই তো স্বাভাবিক মা। মা! কাসেম এসেছে।

(কথা শেষ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ব্রেনান এগিয়ে আসে)

ব্রেনান : হাঁ, এই তো পেয়েছি। যুদ্ধে আমরা পরাজিত। লেকিন আমি

www.pathagar.com

তোমার...

(এগিয়ে গিয়ে আমিনাকে ধরে। আমিনা চিৎকার করে ওঠে। তখনই কাসেম ও দিলারা আসে। কাসেম ব্রেনানকে গুলী করে)

ব্রেনান : আ....আ... (পড়ে যায়)

কাসেম : শয়তান।

(আমিনা কাসেমের পাশে এসে দাঁড়ায়)

ব্রেনান : হাঁ, একটা মানুষ শয়তানই হইয়া গেল। আ...(গোপনে হাতের পিস্তল ঠিক করে নেয়) আমি মরছি দিলারা, লেকিন তোমার কাসেমের....

(কাসেমকে গুলী করতে দেখে দিলারা গিয়ে কাসেমের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে)

দিলারা : কাসেম!

(গুলী লাগে দিলারার বুকে। কাসেম ও আমিনা দিলারাকে ধরে)

কাসেম : দিলারা!

আমিনা : দিলারা বোন!

ব্রেনান : আমি তোমাকেই গুলী করলাম দিলারা? আ...

(নিস্তব্ধ হয়ে যায় ব্রেনানের কণ্ঠ)

কাসেম : আমাকে বাঁচিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ দিলারা?

দিলারা : আমার কোন দুঃখ নেই কাসেম! সত্যি বলছি, কোন দুঃখ নেই আমার! কেন থাকবে আমার দুঃখ?

(হাসতে যায়। কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠে না)

কাসেম : দিলারা!

(আমিনা দিলারার মাথা কোলে করে বসে। আহত মজনু শা'কে ধরে রহমান আসে)

মজনু : কাসেম! তুমি এসেছ? একি! দয়াল— আল্লাহ্! দয়াল আমাকে ছেড়ে গেল!—ও কি, দিলারা?

কাসেম : জনাব! দিলারা নেই।

(সবাই মজনু শা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্দুকের আওয়াজ থেমে যায়)

আমিনা : বাবা, আপনি আহত?

মজনু : ও কিছু নয় মা, কিছু নয়।

(দেবু আহত আজমতকে গলায় বেঁধে নিয়ে আসে)

দেবু : শয়তানকে বেঁধে এনেছি জনাব। একি!

www.pathagar.com

মজনু : আজমত!

আজমত : দিলারা মরে গেছে? হাঃ হাঃ হাঃ...(বুকে কি যেন হাত দিয়ে দেখে নেয়) আমাকে ছেড়ে দাও বাবা। আমি কোন দোষ করি নি।

রহমান : তোমার বুকে কি আজমত?

আজমত : ও কিছু নয় বাবা, সামান্য ক'টা টাকা। হেঃ হেঃ হেঃ—আমাকে ছেড়ে দাও।

কাসেম : ছেড়ে দেব?

(হিংস্র হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। রহমান বুকের টাকা খুলে ফেলে। টাকা ছড়িয়ে পড়ে। আজমত পাগলের মত হেসে ওঠে)

মজনু : কাসেম!

(কাসেম দাঁড়ায়)

ওকে যেতে দাও। ওর প্রতিশোধ আরম্ভ হয়েছে। টাকাগুলো কুড়িয়ে দাও রহমান।

(টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পাগলের মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় আজমত)

রহমান : আমাদের কর্তব্য বলে দিন জনাব।

মজনু : কর্তব্য। মহান ও বিরাট কর্তব্য আমাদের সামনে। পরাস্ত আমরা কোনদিন হব না। গড় থেকে অন্য গড়ে, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গড়ে উঠবে আমাদের এমনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জন্মভূমিকে আমরা বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করব, এই আমাদের পণ। কাসেম রহমান দেবু! বিপ্লবের অগ্নিবাণী ছড়িয়ে দাও প্রতিটি ঘরে। এ মহান কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে প্রতিটি মানুষকে আহবান জানাও।

রহমান : জনাব, আপনি আহত।

মজনু : হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চল আমার ফুলচৌকিতে। এ ঘাটি আপাততঃ শূন্য পড়ে থাক!

দেবু : এখনই আমরা রওনা হব?

মজনু : হ্যাঁ, এখনই।

কাসেম : জনাব, আমরা কি সফল হব না কোনদিন?

মজনু : অবশ্যই সফল হব। রুদ্ধ আক্রোশ ওদের উপর ছড়িয়ে পড়বে। ওরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এদেশ আবার মুক্ত

www.pathagar.com

হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়। আজ না হোক, কাল... সেই স্বর্ণ প্রভাতে আমার দেশ আবার হেসে উঠবে!

(সকলের চোখেমুখে আলোর দ্যুতি ধীরে ধীরে আঁধার নামে। ভেসে আসে গান)

গান। স্বপ্ন যদি ভাঙে তবু ভাঙে না তো আশা!
আঁধার পারে আলোর পাখী
বাঁধবে আপন বাসা।।
ঘুমের ছেলে জাগবে আবার
পাড়া জুড়াবে না,
শোধিবে তার আপন জনের
অন্ধ-রাতের দেনা।
মুক্ত ভোরে হাসবে এ দেশ
আঁধার যাবে কাটি'।।
আমার দেশের মাটি।
ও আমার দেশ আমার দেশের মাটি।
প্রাণের চেয়ে দামী সে যে
সোনার চেয়ে খাঁটি।।
আমার দেশের মাটি।।

(নেমে আসে যবনিকা)

www.pathagar.com

কাজলরেখা নাম

একটি রূপকথা।

সেই কথা এমন এক কন্যার নাম যার কাজলরেখা, দশ বছর বয়স না হতেই যার মা মারা যায়, তারপর জীবনের দীর্ঘ কুসুম-কালটি যার অঘ্রাণী রাতের নিয়রে ভেজা।

ভাটির দেশের এক সওদাগর, ধনেশ্বর নাম। এক কন্যা, এক পুত্র। কন্যা কাজলরেখা, পুত্র রত্নেশ্বর।

দশ না বছরের কন্যা কাজলরেখা নাম।
দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপাম।।
চাইর না বছরের পুত্রে নাম রত্নেশ্বর।
রত্ন না জিনিয়া তার সুঠাম কলেবর।।

সুখে-শান্তিতে ভরা সওদাগরের সংসার। বাপের কালাইন্যা ধন-সম্পদে সাধু ধনেশ্বর এক ধনপতি। কোন কিছুর অভাব নাই, তেমন কোন দোষও নাই স্বভাবে-চরিত্রে। সামান্য দোষ বলতে একটাই। জুয়া খেলার অভ্যাস আছে সাধু ধনেশ্বরের। আর এই অভ্যাসের ছিদ্রপথেই ঢুকল যে সর্বনাশের অগ্নিকণা, তার ধিকি ধিকি আগুনেই একদিন জ্বলে পুড়ে গেল ধনেশ্বরের সংসার। ধনপতি সাধু ধনেশ্বর হয়ে গেল দিশাহারা। এমনি সময়েই সাধু হারাল কাজল-রত্নের মা-কেও।

বড় বাপের বড় বেটা ছিল ধনপতি।
জুয়াতে হারিয়া তার এতেক দুর্গতি।।
কন্যাপুত্র মাত্র সাধুর হইল সম্বল।
বার ডিঙা ধন সাধুর সবই হইল তল।।

এই অবস্থায় কষ্টেসিষ্টে সাধুর দিন যায়। দিন গড়ায় মাসে, মাস গড়ায় বছরে। দেখতে দেখতে এক বছর গড়ায় আরেক বছরে। এই-ই যখন অবস্থা, তখন একদিন সওদাগরের বাড়িতে দেখা দিল এক সন্ন্যাসী। ধনেশ্বর সাধ্যমত সেবাযত্ন করে সন্ন্যাসীর। খুশী হয়ে বিদায় নেওয়ার আগে সন্ন্যাসী কয় ঃ

— রে সাধু, নিজের সর্বনাশ তো করছস্। এখন তোরে দিয়া যাই কিছু জিনিস যার সাহায্যে তুই অনেক কিছু করতে পারবে।

বলেই শূন্যে হাত বাড়ায় সন্ন্যাসী। চউক্ষের নিমেষে হাতে এসে বসে একটা পক্ষী,

www.pathagar.com

অন্য হাতের মুঠায় একটা আংটি। সন্ন্যাসী কয় ঃ

— এই পক্ষী হইল ধর্মমতি শুক। দরকার বুঝলে কথা কয়, উপদেশ দেয়। এই শুকপক্ষীর কথামত কাজকাম করলে আবার ফিইরা পাইবে হারানো ধন-সম্পদ। আর দেখতে সুন্দর এই শ্রীআঙ্গুটি, এর দামও অনেক। এই দুইটা জিনিসই তোরে দিয়া গেলাম রে সাধু।

আচানক আনন্দের সঙ্গে কথাগুলি শোনে ধনেশ্বর! বাবা ধর্মঠাকুরের আশীষ-পাওয়া ধর্মমতি শুক আর শ্রীআঙ্গুটি আজ তার হাতে!! সাধুর মনের এই ভাবটা কাটতে না কাটতেই অদৃশ্য হয়ে যায় সন্ন্যাসী। জুয়াখেলার অপরাধবোধটা ধনেশ্বরের মনে বরাবরই ছিল। এবার ধর্মমতি শুকপক্ষী আর শ্রীআঙ্গুটি হাতে পেয়ে সে হয়ে উঠল খুবই আবেগময়। চোখ তার অশ্রু-টলমল। শুকপক্ষীরে কয় সওদাগর ঃ

ধর্মমতি শুক তুমি জ্ঞান বিবরণ।
আমার এ দুঃখের শেষ হইবে কখন।।

শুকপক্ষী তখন কয় ঃ

কাইন্দো না কাইন্দো না সাধু না কান্দিও আর।
দুঃখের এই দিন শেষ হইবে তোমার।।
শ্রীআঙ্গুটি নিয়া সাধু বিকাও নগরে।
ভাঙা ডিঙা সারাইতে আনো কারিগরে।।
মূলধন লইয়া তুমি বাণিজ্যেতে যাও।
ধনরত্নে ভইরা লক্ষ্মী দিবেন তোমার নাও।।

এই কথা না শুনল যখন সাধু, শ্রীআঙ্গুটি নিয়ে নগরে গেল, আর তা বিক্রি করে ঘরে ফিরল। কামলা-কারিগর ডেকে সকল ভাঙা ডিঙা মেরামত করিয়ে মেলা দিল বাণিজ্যে। শুকপক্ষীর কথামত বাণিজ্য করে এক বছরের মধ্যেই আবার যেই-সেই ধনপতি সাধু সওদাগর।

ঘরে স্ত্রী নাই, পুত্রকন্যা তো আছে! আর আছে নতুন উপার্জনের ধন-সম্পদ, আছে বার-ডিঙা বাণিজ্য-বহর। মনের সুখে এখন ঘুমায় সাধু ধনেশ্বর। একদিন হল কি, ঘুমের মধ্যে সাধুকে দেখা দিয়ে সন্ন্যাসী কয় ঃ

— রে ভাগ্যিবান, বাপের কালাইন্যা ধন-সম্পদ তো ফিইরা পাইছস্। দুঃখের দিন তোর শেষ। কিন্তু ঘরে যে তোর বিয়ার যুগ্যি কন্যা, তারে নিয়া নিশ্চিন্ত আছস্ ক্যান্?

ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠে সাধু দেখে- সন্ন্যাসী নাই! তখন ডাইনে না চায়, বাঁয়ে না চায়, সাধু ধনেশ্বর গিয়ে দাঁড়ায় শুকপক্ষীর কাছে। ধর্মমতি কাজলরেখার বিয়ে সম্পর্কে শুকপক্ষীরে জিগায়। উত্তর দেয় ধর্মমতি শুক ঃ

— জুয়াড়ীর কলঙ্ক তোমার গায়ে লাইগা গেছে সাধু। এই কলঙ্কের দাগ সহজে

www.pathagar.com

মোছে না। জুয়াড়ীর কন্যারেও তাই কেউ বউ করতে চায় না, চাইবও না। এই অবস্থায় তোমার কি করবার আছে, ওই সন্ন্যাসীই তা জানে।

দুশ্চিন্তার কালো মেঘে সাধু ধনেশ্বরের রাতের আকাশ আরও কালো হয়ে দেখা দেয়। নির্ঘুম সেই রাত তার কাটতে চায় না। এমনি এক রাতে আধা-জাগা আধা-ঘুমে ধনেশ্বরের স্বপ্নে আবার দেখা দেয় সন্ন্যাসী। কয় ঃ

— রে সদাগর, ওই রাইতের আন্ধাইরের মত মানুষের ভাগ্যেও যে কি আছে, তা কেউ জানতে পারে না। তোর কন্যার ভাগ্যের কথাও তুই জানতে চাইস্ না। শুধু কইয়া যাই- কন্যারে তুই আর ঘরে রাখিস না, বনবাসে দিয়া আয়।

স্বপ্নের কথা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সাধু সওদাগর। তারপর এক সময় স্থির করে মন। কন্যা কাজলকে নিয়ে সে বাণিজ্যের ডিঙায় গিয়ে ওঠে। কাজলরেখা জানে- বাপ তাকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যেই রওনা দিয়েছে। কিন্তু তার মনে সন্দেহ দেখা দিল তখন যখন সে দেখল, সাধু ধনেশ্বর তাকে সঙ্গে নিয়ে এক গভীর বনে গিয়ে ঢুকল। কন্যার প্রশ্ন ঃ

পরথমে ছাড়িলা বাড়ি বাণিজ্য কারণে।

ডিঙা রাইখ্যা নদীর কূলে কেন আইলা বনে!!

বাপের মুখে কোন কথা নাই। অরণ্য-জঙ্গলার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দুইজন তারা অনেকটা দূরে চলে গেল। বাপ-ঝি দু'জনই পরিশ্রমে ক্লান্ত। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে একটা পুরানা মন্দির। কোথাও কোন লোকজন নাই, শুধু এক পুরানা মন্দির! দু'জনে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে। তিয়াসে কাতর কন্যা কাজলরেখা। এই কথা জেনে বাপের মন উথাল-পাথাল। পানির সন্ধানে বেরিয়ে যায় বাপ। এইদিকে না করে কি কাজলরেখা- আছিল সিঁড়িতে বসে, উঠে গিয়ে মন্দিরের বন্ধ কপাটে রাখল নিজের হাত। অমনি কথা নাই বার্তা নাই বন্ধ কপাট গেল খুলে। ঘোরে-পাওয়ার মত কাজলরেখা মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। আর তখনই, কি আচানকের কথা, বন্ধ হয়ে গেল মন্দিরের কপাট। অনেক চেষ্টা করেও তা আর খুলতে পারল না কাজল!

এইদিকে সাধু ধনেশ্বর ঘড়া ভরে জল এনে দেখে- কাজল নাই! তাইলে কি কাজল মন্দিরের ভিতরে গেছে? কাজলের নাম ধরে ডাকে সে। নাহ্, কোন সাড়া-শব্দ নাই! কতক্ষণ পরে সওদাগরের কানে আসে কাজলের অস্পষ্ট কথা। 'বাইরে আয় মা, আমি জল নিয়া আইছি'। কিন্তু কাজলের বাইরে আসবার পথ যে বন্ধ! কন্যা তখন কপাটে মুখ লাগিয়ে সব কথা বাপকে জানায়। সাধু সওদাগরও অনেক ধাক্কা-ধাক্কি করেও কপাট খুলতে পারল না। এই অবস্থায় বুক তার ভেঙ্গে যেতে চায়। তবু কোন উপায় নাই। ভাগ্যের হাতে বাপ ও ঝি দু'জনই বন্দী। উপায়ান্তর না দেখে সওদাগর ডেকে কয় ঃ

— পরাণের ঝি, এই না মন্দিরের মধ্যে দেখছ তুমি কি?

মন্দিরের ভিতর থেকে কাজল কেঁদে কেঁদে কয় ঃ

www.pathagar.com

— মন্দিরে এক মৃত কুমার, তার শিয়রে জ্বলতাছে ঘিয়ের বাতি। আর কুমারের সারা গায়ে বিইন্ধা আছে সূইচ আর শাল।

তখন সওদাগর ডেকে কয় ঃ

— পরাণের ঝি! তোমার কপালে দুঃখ আমি করব কি?

বাকী কথাগুলো বলতে সওদাগরের বুক ফেটে যেতে চায়। তবু সে কয় ঃ

শোন লো পরাণের ঝি কইয়া যাই আমি।
সামনে আছে মরা কুমার সে তোমার স্বামী।।
সাক্ষী হইও চান সুরুজ বনের দেবতা।
আজ হইতে ছাইড়া গেলাম প্রাণের মমতা।।
সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া।
ঘরে আছে মরা স্বামী লও জিয়াইয়া।।

মন্দিরের মধ্যে কাজলরেখার মুখে কোন কথা নাই। সে শুধু ভাবে- এই-ই কি তার ভাগ্যে ছিল! চোখে তার শাওনের ধারা।

বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দে বনের পাখী।
অরণ্য জঙ্গলায় কন্যা রহিল একাকী।
বাপের ভাঙ্গয়ে হিয়া কন্যার ভাঙ্গে বুক।
যাইবার কালে না দেখিল কেউ কারও মুখ।।

চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে সওদাগর চলে গেল। কাজলরেখা মন্দিরে মৃত স্বামীর পাশে একা। তার বুঝতে বাকী রইল না- সামনে তার একটি মাত্র পথই খোলা আছে। এই মৃত স্বামীকে নিয়েই তাকে সেই পথে চলতে হবে... কিন্তু স্বামী কি তার সত্যিই মৃত? অথবা কাল ঘুমে নিদ্রিত? নিদ্রিত বলেই তো মনে হয়!

জাগ জাগ সুন্দর কুমার কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি অভাগিনী আঁখি মেইল্যা চাও।।
যে হও সে হও তবু তুমি তো সোয়ামী!
যতকাল তুমি আছ ততকাল আমি।।
মুখ খুইল্যা কও কথা আঁখি মেইল্যা চাও।
জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না তাড়াও।।

কাজলরেখার চোখে অশ্রুর ধারা। হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে কপাট খোলার শব্দ। সেদিকে তাকিয়ে কাজলরেখা দেখে- এক সন্ন্যাসী দুয়ারে খাড়া! অবাক কাজলরেখারে কয় সন্ন্যাসী ঃ

— তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই কন্যা। এই যে মরার মত কুমার, সে

www.pathagar.com

একজন রাজপুত্র। আমিই তারে এখানে এই অবস্থায় রাখছি। এর গায়ের সূইচ-শালগুলা তুমি এক-একটা কইরা খুলতে থাক। কিন্তু দুই চউক্ষের সূইচ দুইটা খুইল্যোনা। সকল সূইচ-শাল খোলা হইয়া গেলে চউক্ষের সূইচ দুইটা খুইল্যা আমার হাতের এই গাছের পাতার রস তাতে দিবা। তাইলেই মরা কুমার আবার বাঁইচ্যা উঠব। কিন্তু সাবধান, তোমার ভাগ্যে আরও যদি দুঃখ আসে, তা জোর কইরা খণ্ডাইতে যাইওনা। ধর্মমতি শুক যতদিন তোমার স্বামীর কাছে তোমার পরিচয় না দেয় ততদিন নিজের পরিচয় দিও না। দিলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি বিধবা হইবা।

এই কথা বলেই সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁর কথামত তখনই কাজে লেগে যায় কাজলরেখা। সাতদিন সাত রাইত বসে বসে স্বামীর গা থেকে এক-একটি করে সকল সূইচ-শাল খুলে ফেলে। আষ্ট দিনের দিন কাজলরেখা কুমারের চউক্ষের দুইটা সূইচ রেখে বের হয়ে যায় কোন একটা পুষ্কুনীর সন্ধানে। একটু দূরে পেয়েও যায় একটা পুষ্কুনী। তার শানে বান্ধা ঘাট, ডালিমের রসের মত পানি। কাজলরেখা স্নানের জন্য পুষ্কুনীতে নামতে যাবে, তখনই শোনে- কে যেন বলছে ঃ 'ধাই চাই গো, ধাই? দাসী?' অল্পক্ষণের মধ্যে একজন অভাবী লোক এক উঠতি বয়সী মেয়েকে নিয়ে পুষ্কুনীর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটারে সে বিক্রি করবে। একটু আগে এক সন্ন্যাসীর কাছে সে শুনেছে- এই বনের মন্দিরে এক কন্যা আছে, তার একজন দাসীর দরকার। কাজলরেখা মনে মনে ভাবে- জানিনা কিসের জন্য এক বাপ তার একমাত্র কন্যারে বনে নিয়া আসল। আর এক বাপ পেটের দায়ে নিজের কন্যারে বিক্রি করতে চায়! আবার এক সন্ন্যাসী সেই বাপেরে কাজলের সন্ধান দেয়! এই কন্যা যে আমারই মত অভাগিনী! যা আছে করম্‌ কপালে, এই মেয়েটিরে আমি নিজের কাছে রাখব। কিন্তু সঙ্গে কোন টাকাপয়সা নাই, কি দিয়া কিনব এই মেয়েটিরে?

কাজলরেখার চোখ পড়ে তার নিজ হাতের কঙ্কণের উপর। সে মনস্থির করে। মেয়েটির নতুন নাম দিবে সে এই কঙ্কণের সঙ্গে মিলিয়ে। নিজের হাতের কঙ্কণ দিয়ে মেয়েটিরে সে কিনে নেয়।

কপাল দোষে কাজলরেখা হইল বনবাসী।
কঙ্কণ দিয়া কিনল ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী।।

মেয়ে রেখে অভাবী বাপ কাজলের দেওয়া কঙ্কণ নিয়ে চলে যায়। কাজলরেখা তখন তার কাঙ্কণ দাসীরে কয় ঃ

— তুমি ওই মন্দিরের মধ্যে যাও। সেখানে আছে এক মরা কুমার। তারে দেইখ্যা ডরাইওনা। তার শিয়রের কাছে রইছে গাছের পাতা। সেই পাতা ছেইচ্যা রস কইরা রাইখ্যো। আমি স্নান সাইরা গিয়া কুমারের চোখ থনে সূইচ দুইটা খুলব। খুইল্যা তার চউক্ষে দিব পাতার রস। তাইলেই কুমার বাঁইচ্যা উঠব।

এই কথা না কইল যখন কন্যা কাজলরেখা, কেঁপে উঠল তার বাম চউক্ষের পাতা।

www.pathagar.com

অমঙ্গলের লক্ষণ।

কাঙ্কণ দাসীরে যখন কইল এই কথা।

তরাসে কাঁপিল কন্যার বাম চউক্ষের পাতা।।

কাঙ্কণ দাসী তখন মন্দিরের দিকে রওনা দেয়। পথে যায় আর ভাবে।

আগে চলে কাঙ্কণ দাসী পাছে পাছে চায়।

মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়।।

মনে ধুকধুকানি নিয়া স্নানের জন্যে কাজলরেখা পুষ্কুনীতে নামে। আর ওইদিকে কাঙ্কণ দাসী মন্দিরে ঢুকে কাজলের কথামত পাতার রস করে। তারপর কাজল যা করতে কয় নাই, তা-ও করে বসে।

দুই চউক্ষের দুই সূচ দুই হাতে খোলে।

গাছের পাতার রস দুই চউক্ষে ঢালে।।

কুমারের দুই চোখে পাতার রস পড়তেই মরা কুমার জীবন পেয়ে জেগে ওঠে কাল ঘুম থেকে।

অঙ্গ ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া।

কাঙ্কণ দাসী কয়- কুমার, আমারে কর বিয়া।।

কুমার তো অবাক। এত তাড়াতাড়ি বিয়ার কথা? তবু যে-কন্যা তাকে বাঁচাল, তার অনুরোধ না-রাখে কি করে? কন্যার কথায় কুমার সম্মতি জানায়। কয় ঃ

রাজ্যধন আছে যত লোক আর লস্কর।

বনেতে ফেলাইয়া সবে গেল একেশ্বর।।

তোমার দয়ায় কন্যা পরাণ যে পাই।

তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্য নাই।।

কারা যে কন্যার বাপ-মা, কি তাদের জাত-পরিচয়, কিছুই জানল না কুমার। প্রাণ-দাতা বলে মন্দিরের ঘিয়ের বাতি ছুঁয়ে রাজকুমার অজানা কন্যারে বিয়ে করতে তিন সত্য করল। আর তখনই স্নান সেরে কাজলরেখা ঢুকল মন্দিরে। ঢুকেই দেখে- বিছানায় পাশাপাশি বসে আছে রাজকুমার আর তারই হাতের কঙ্কণে কেনা দাসী।

গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ।

কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস।।

প্রভাতের ভানু জিনি দেখিতে সুন্দর।।

একে একে দেখে কাজল সর্বকলেবর।।

কাজলে দেখিয়া কুমার লাগে চমৎকার।

এমন নারীর রূপ না দেইখাছে আর।।

www.pathagar.com

'কোথা হইতে আইলা কন্যা কিবা নাম ধর।
কিবা নাম বাপ-মার কোন্ দেশে ঘর।।'
আগু হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্কণ হাসি।
'কঙ্কণে কিন্যাছি ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী।।'

এই মিথ্যার কি উত্তর দিবে কাজলরেখা? সে নীরব হয়ে যায়। সন্ন্যাসীর আদেশমত এত বড় মিথ্যার সামনেও কাজল স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারল না। নতুন দুঃখের পসরা সে মাথায় তুলে নিল।

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কপালদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী।।

তারপর স্বামীর সঙ্গে দাসীরূপেই স্বামীর রাজ্যে চলে গেল কাজলরেখা। রাজ্যের নাম চম্পানগর।

রাজকুমার এখন রাজ্যের রাজা, সবার কাছে পরিচিত সূচরাজা বলে। সূচরাজার রাজবাড়িতে কাজলরেখা দাসীর মত থাকে খায় আর কাজকাম করে। নীরবেই সে দাসীর কাজ করে, রাতদিন নকল রাণীর সেবা করে। এত করেও সে নকল রাণীর মন পায় না। উঠতে বসতে শুধু গালাগাল। সূচ রাজা সব দেখে, সব লক্ষ্য করে। রাজার মনে প্রশ্ন- কে এই দাসী? চালচলনে, কথাবার্তায় কেমন যেন উল্টা মনে হয় রাজার। রাণীই যেন দাসী, আর দাসীই যেন — রাজার মনে অনেক জিজ্ঞাসা। কিন্তু কোন উত্তর পায় না। দিনের মত দিন যায়, বছরের পর বছর। রাজার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। তাঁর জীবন-কথাও জানা নাই তাঁর। এক রহস্যের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায় সূচরাজার মন। অবশেষে স্থির করে সূচরাজা। দেশ ভ্রমণে যাবেন। যাবার আগে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে প্রকাশ করে যান ওই দুই নারী সম্পর্কে তাঁর মনের খটকার কথা। বলে যায়- মন্ত্রী যেন ওই দুই নারীর ব্যবহার লক্ষ্য করেন।

সূচরাজা দেশভ্রমণে যাবেন। রাণী আর দাসী, দু'জনের কাছেই জানতে চান- তাদের জন্য কি কি আনতে হবে। যার যার জ্ঞানমতে দুইজন জিনিসপত্র আনবার দাবী জানায় রাজার কাছে। নকল রাণীর জিনিসের ফর্দ অনেক বড়, আর কাজলরেখার একমাত্র দাবী - রাজা যেন তার জন্য আনেন এক ধর্মমতি শুকপক্ষী। সূচরাজা অবাক।

অনেকদিন ধরে দেশ ভ্রমণ করেও সূচরাজা ধর্মমতি শুকপক্ষীর সন্ধান আর পায় না। শেষে সূচরাজা কাজলের বাপের দেশ ভাটির দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। রাজা কিন্তু জানে না যে এই ভাটির দেশই কাজলরেখার বাপের দেশ। সেই দেশে উপস্থিত হয়ে রাজা বাজারে ঢোল সহরত করে দিল যে এক ভ্রমণকারী ধর্মমতি শুকপক্ষী কিনতে চায়। কারও কাছে এই শুকপক্ষী থাকলে ভ্রমণকারী কিনতে পারে।

এইদিকে হল কি- সাধু ধনেশ্বরও শুনল এই ঢোল সহরতের কথা। শুনে সে খুব

www.pathagar.com

আশ্চর্য হল। ভাবল– তার সেই কন্যা কাজল ছাড়া শুকপক্ষীর সন্ধান আর কে করবে? কাজলই ধর্মমতি শুকের জন্য লোক পাঠিয়েছে! সে তখন মনে মনে স্থির করল– সুখে থাউক, দুঃখে থাউক, লোকটার কাছে তার ধর্মমতি শুকপক্ষীরে দিয়ে দিবে। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। ভ্রমণকারী সূচরাজা পেয়ে গেল ধর্মমতি শুকপক্ষী।

সূচরাজা দেশে ফিরে এসে যার যার দাবী অনুযায়ী নকল রাণী আর কাজলরেখাকে জিনিসপত্র দিয়ে দিল। শুকপক্ষী পেয়ে কাজলরেখার আনন্দ আর ধরে না! তার হাতে যেন সাত রাজার ধন।

এইদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখেও সূচরাজা অনেক কথাই শুনল। তাতে রাজার বিশ্বাস আরও বাড়ল যে এই 'কাঙ্কণ দাসী' আসলে বড় ঘরের কন্যা, কিন্তু রাণী তা নয়। তবু শেষ না জানা পর্যন্ত রাজা সব কথা মনেই চেপে রাখল। এই সময়কালে রাজার এক বন্ধু আসল রাজবাড়িতে। আসল বেড়াতে। থাকলও বেশ কয়দিন। অতিথির সেবাযত্নেও রাণী আর দাসীর ব্যবহারে অনেক বেশ্‌কম্‌ ধরা পড়ল রাজার কাছে, মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু চাপা থাকল সব কিছু।

এক সময় কাজলকে কাছে পেয়ে সূচরাজা আবার জিগায় ঃ

স্বরূপে সুন্দর কন্যা দাও পরিচয়।
কামুলী দাসীর কাজ তোমার না সয়।।
মনে হয় তুমি কোন রাজার ঝিয়ারী।
কর্মের লিখনে কন্যা ফির আন্‌ বাড়ি।।

তখন মনটাকে আবার পাষাণে বেঁধে কাজলরেখা আগের মতই জানায় ঃ

আমি যে কাঙ্কণ দাসী শুন দিয়া মন।
তোমার নারী কিনল দিয়া হাতের কঙ্কণ।।
বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যায়।
ভাত কাপড় জোটে রাজা তোমার দয়ায়।।
ছোট কালে মা মরিল অন্য কেউ নাই।
আসমানের মেঘ হইয়া ভাসিয়া বেড়াই।

এই কথায় রাজার মন বুঝ মানে না। কিন্তু বুঝ না মানলেই আর উপায় কি? তাই মনটারে হালকা করার জন্য রাজা কয় ঃ

তোমার যত দুঃখ কন্যা আমার বুকে লাগে।
তোমার কথা দিনে রাইতে আমার মনে জাগে।।

কাজল নতমুখে নীরব। চলে যায় সূচরাজা।

আর ধর্মমতি শুকপক্ষী পেয়ে কি করল কাজলরেখা? চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে

www.pathagar.com

কাজল শুকের কাছে জানতে চায় তার বাপ-ভাইয়ের খবর, জানতে চায়- কবে শেষ হবে তার দুঃখের টানা দিন আর দীঘল রাইত!

কওরে কও শুকপক্ষী পূর্বের বিবরণ।
ঘরে আমার বাপ-ভাই আছে বা কেমন।।
দশ বছর গোঁয়াইলাম পাইয়া নানা দুখ্।
একদিনও না দেখিলাম বাপ-ভাইয়ের মুখ।।
হাতের কাঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।।
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী।
কবে পোহাইব আমার দুঃখের রজনী।।

কন্যার কান্দনে শুকপক্ষীর অন্তরও কান্দে। কয় ঃ

কাইন্দোনা কাইন্দোনা কন্যা, না কান্দিও তুমি।
বাপের বাড়ির কুশল তোমায় কইবাম আমি।।
তোমারে না বনে দিয়া বাপ সদাগরে।
দশ বছর ধইরা সে যে বাণিজ্য না করে।।
চন্দ্রসূর্য মইলান কন্যা রাত্রদিবা কালে।
তোমার লাইগ্যা বনের পক্ষী কান্দে বইয়া ডালে।।
জ্বালিলে না জ্বলে বাতি পুরী অন্ধকার।
এইখানে কহিলাম দেশের সমাচার।।
দশ বছর গেছে কন্যা দুই বছর আছে।
দুই বছর গেলে কন্যা সুখ পাইবা পাছে।।

আরও দুই বছর বাকী? মুখ নীচু করে ভাবে কাজলরেখা। রাইত কাটে, দিন আসে। দিন যায়, রাইত আসে। কাজল কন্যার কথা কওয়ার সাথী এখন শুকপক্ষী। এর মধ্যে ঘটল আর এক ঘটনা। নকল রাণী তো 'কাঙ্কণ দাসী' রূপী কাজলরে কোনদিনই সহ্য করতে পারে নাই! এইবার সূচরাজার বন্ধুর চোখে নকল রাণী দেখল 'কাঙ্কণ দাসী'র জন্য এক প্রচণ্ড লোভ। বন্ধুর ভাবনা- কি করে কাঙ্কণকে দখল করবে। ফলে, নকল রাণীর সঙ্গে রাজার বন্ধুর বোঝাপড়া হয়ে গেল। আরম্ভ হল ষড়যন্ত্র।

রাজার বন্ধুর কাছে ফিস্‌ফিসাইয়া নকল রাণী কয় ঃ

দিনে রাইতে এক জপনা- দাসী আর দাসী।
রাজরাণী হইয়া আমি যেন বনবাসী।।

রাজার বন্ধু উত্তর দেয় ঃ

www.pathagar.com

যে আগুনে লোহা গলে, কাঠ হয় ছাই।
সেই আগুন থাকলে কাছে, কারও রক্ষা নাই।।

কথা শুনে উস্‌কানী দেয় নকল রাণী ঃ

সেই আগুন যে কাষ্ঠে লাগায় তারেই পুরুষ কয়।
বন্ধুর লাইগ্যা সেই না পুরুষ সুহৃদ বন্ধু হয়।।

ইঙ্গিতটা বুঝে হাসে রাজার বন্ধু।

কাজলরেখা রাত্রে তার শয়ন ঘরে একলা থাকত। তার সঙ্গের সঙ্গী ছিল একমাত্র সেই ধর্মমতি শুক। নকল রাণী রাজার বন্ধুর পরামর্শে কেউ না জানে এমন ভাবে কাজলের ঘরের দুয়ারে সিন্দুর লেপে রাখল এক রাত্রে। আর রাজার বন্ধু সেই সিন্দুরের উপর আসা–যাওয়ার পায়ের দাগ রেখে দিল। দেখলে মনে হবে– কোন পুরুষ এই শয়ন ঘরে একবার গিয়ে আবার বাইরে চলে গেছে।

পরের দিন নকল রাণী কথাটা রাষ্ট্র করে দিল। ব্যস, কলঙ্কিনী হয়ে গেল 'কাঙ্কণ দাসী'। কোন উপায় না দেখে কাজলরেখা ধর্মমতি শুকপক্ষীরে সাক্ষী মানল। কিন্তু শুকপক্ষী কিছুই স্মরণ করতে পারছে না বলে জানাল। এইবার 'কাঙ্কণ দাসী'র শাস্তি। সূচরাজা বন্ধুকে বলল কোন সাগর–দ্বীপের চরে 'কাঙ্কণ'কে নির্বাসনে দিয়ে আসতে। রাজার বন্ধু তো একপায় খাড়া।

বিদায় মাগিল কন্যা শুকপক্ষীর কাছে।
চক্ষের জলেতে কন্যার বসুমতী ভাসে।
চন্দ্রসূর্য সাক্ষী কইরা উঠিল ডিঙায়।
পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়।।

নদীতে ভাসল রাজার বন্ধুর ডিঙা। ডিঙায় আছে মাঝি–মাল্লা, রাজার বন্ধু আর কাজলরেখা। সুযোগ পেয়ে রাজার বন্ধু কন্যারে কয় ঃ

কাঞ্চনপুরে আমার বাড়ি নাম সোনাধর।
বড় বাপের বেটা আমি বাপ কোটিশ্বর।।

তারপরই রাজার বন্ধু দেয় বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে কাজলরেখা। তখন রাজার বন্ধু জোর করেই কাঞ্চনপুরের দিকে ডিঙার মুখ ফিরায়। কি করে এখন কন্যা কাজলরেখা? সে যে নিরুপায়! কিন্তু ন্যায়ধর্ম বলে কি কিছু নাই? নিশ্চয়ই আছে। না থাকলে এই দুইন্যাই চলব ক্যামনে? এমনটি ভাবতে ভাবতে কাজলরেখার মনে একটা আলাদা জোর এসে গেল। কান্নাভেজা কণ্ঠে কইতে লাগল কন্যাঃ

কোথায় আমার বাপ–ভাই এমন বিপদকালে।

www.pathagar.com

কেউ না বুঝিবে দুঃখ কান্দিয়া মরিলে।।

সোয়ামী যে বনে দিলা জাইন্যা কলঙ্কিনী।

জন্ম হইতে কর্মদোষে আমি অভাগিনী।।

মরার উপরে দুষ্ট এখন তুলছে খাড়া।

সতী নারী হই যদি সাগরে দেউক সাড়া।।

ঠিক তখনই দিনে ডাক দিল– গুড় গুড় গুড় গুড় – এসে গেল ঝড়। চারদিকে ঝিলকি–ঠাডা, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথাল–পাথাল নদী–সাগর! চারদিকে যেন ধ্বংসের তাণ্ডব! এর মধ্যে কোথায় থাকে বন্ধুর ডিঙা? সব কিছুই মিস্মার্!

ঝড়–তুফান থামল যখন, কোন এক সাগর–দ্বীপের কয়জন জেলে দেখে কি– একটা ভাঙা ডিঙার পাশে চরের বালুর উপর পড়ে আছে একটা সুন্দরী কন্যা! জেলেদের সর্দার বুড়া জেলে বাপের আদরে কন্যাটিকে তুলে আনে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্নে তাউত্ করে তোলে। জ্ঞানগম্যি ফিরে পেয়ে কন্যাটি জানায় বুড়া জেলে আর তার জেলেনীকেঃ

জন্ম–অভাগিনী মাগো কাজলরেখা নাম।

কর্মদোষে আমার ভাগ্যে বিধি হইল বাম।।

কাজলরেখার দুঃখের কাহিনীর কিছু কিছু শোনে বুড়াবুড়ী। কাহিনীর কিছুকথা তো আর কইতে পারে না কাজলরেখা, সন্ন্যাসীর বারণ। আপন জন করে বুড়াবুড়ী কাজলকে রেখে দেয় নিজেদের কাছে।

সূচরাজার সেই বন্ধু আর মাঝি–মাল্লাদের কি হইল? তারাও সবে বেঁচে রইল। সেই সাগর–দ্বীপটার কাছেই আছিল কাঞ্চনপুর। অন্যান্য জেলেদের সাহায্যে প্রাণ পেয়ে তারা চলে যায় সেই কাঞ্চনপুরে, রাজার বন্ধুর নিজ দেশে। কিন্তু গেলেই আর কি। কাজলের রূপে তার মনে যে তুষের আগুন জ্বলল, সেই আগুন তো সহজে নিভে না। ঘরে আছে স্ত্রী, তবু তার কাজলরে চাই। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। লোকজন যোগাড় করে সে। সাগর–দ্বীপ থনে জোর করে ধরে আনবে কাজলকে।

এইদিকে সূচরাজার খবর– 'কাঙ্কণ দাসী'রে নির্বাসনে দিয়ে নিজের মনের শান্তিও হারিয়ে বসল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোন কাজেই আগ্রহ নাই! অবশেষে মনের দুঃখে আবার দেশভ্রমণে বেরিয়ে যায় সূচরাজা। এক দেশ থেকে অন্য দেশ, অন্য দেশ থেকে আরেক দেশ। 'কাঙ্কণ দাসী'র কথা ভুলতে চায় রাজা, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভ্রমণে ভ্রমণে কতদিন যে কেটে যায় রাজার! কিন্তু রাজার মনে হয়– কয়দিনই বা গেল দেশভ্রমণে। এই তো সেদিন মাত্র 'কাঙ্কণ দাসী'কে নির্বাসনে পাঠানো হল। কাঙ্কণ দাসী, কাঙ্কণ দাসী! হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ মন্ত্রীর পাঠানো লোক এসে রাজার সামনে দাঁড়ায়। অনেক কষ্টে সে রাজার সন্ধান পেয়েছে। কি খবর?

www.pathagar.com

খবর খুব দুঃখের। বৃদ্ধ মন্ত্রী ভাল রকম খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন– সূচরাজার বন্ধু আর রাণী ষড়যন্ত্র করে 'কাঙ্কণ দাসী'র নামে কলঙ্ক রটিয়েছিল। 'কাঙ্কণ দাসী' কোন কলঙ্কের কাজ করে নাই। শুধু তা–ই নয়। রাজার কুচরিত্র বন্ধু 'কাঙ্কণ দাসী'কে নির্বাসনে নেওয়ার পর থেকেই হাত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু 'কাঙ্কণ দাসী' তার সকল প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এবার লোক–লস্কর নিয়ে সে যাচ্ছে সাগর–দ্বীপে। উদ্দেশ্য– জোর করে 'কাঙ্কণ দাসী'কে কাঙ্কনপুরে তার নিজের কাছে নিয়ে যাবে!

মাথায় যেন বাজ পড়ে সূচরাজার। পরক্ষণেই স্থির করে– না, আর কোন দ্বিধা নয়, কাপুরুষ বিবাগীর মত আর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো নয়। কুচরিত্র 'বন্ধু'র হাত থেকে 'কাঙ্কণ'কে উদ্ধার করতে হবে। দেরী না করে সূচরাজা নিজের রাজ্যের পথে পা বাড়ায়। যায় আর ভাবেঃ দেরী হয়ে গেল না তো? কি অবস্থায় আছে 'কাঙ্কণ' কে জানে? এই চরম বিপদে কে রক্ষা করবে অসহায় 'কাঙ্কণ'কে?

এইদিকে কুচরিত্র রাজ–বন্ধুর লোক–লস্করের বিরুদ্ধে অসহায় 'কাঙ্কণের' সহায় হয়ে বুক ফুলিয়ে লাঠি হাতে দাঁড়ায় সাগর–দ্বীপের যত সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে 'কাঙ্কণ'ও নিরস্ত্র নয়। তবু কুচরিত্র 'রাজ–বন্ধু'র লোকদের আক্রমণ ছিল ভয়ঙ্কর পৈশাচিক। এই আক্রমণ যেন সাগরের উন্মত্ত ঢেউয়ের আক্রমণ! সামনের সকল প্রতিরোধ ভাসিয়ে নিতে চায়। বীর নারী কালরেখাও কি ভেসে যাবে? গুরু ধর্মঠাকুরের কাছে কাজলের আকুল জিজ্ঞাসা ঃ পশুদের হাতে যাবে নারীর সম্মান?–কিন্তু কাজলের এই জিজ্ঞাসা পশুদের উল্লাসে তলিয়ে যায়।

কাজলের আকুল ডাক ঃ

কোথায় তুমি সূচরাজা জীবনের সাথী।
আমারে যে ঘিইরা ধরে সর্বনাশা রাতি।।

ওইদিকে সেনা–সৈন্য নিয়ে ধেয়ে আসা সূচরাজা দ্বিগুণ বেগে অশ্ব চালনা করে।...
এইদিকে কাজলের বুকফাটা আর্তনাদ ঃ

কোথায় রইলে রত্নেশ্বর আমার গুণের ভাই।
আমি ডাকি কাজলরেখা– দুঃখের সীমা নাই।।

আর ঠিক তখনই–

ঘরে বইসা রত্ন সা[illegible] মনে ঢেকির পাড়।
ডাইক্যা কয়ঃ লোক[illegible] সাজাও আমার।।
এতদিন পরে কেন বইনের ডাক শুনি।
কেন আমার বুকে বাজে সর্বনাশের ধ্বনি।।

চিন্তা–ভা[illegible]নার সঙ্গে সঙ্গে কাজ[illegible]ইনের ডাকে সাড়া দিতে চলল রত্নেশ্বর।

সাজ রে সাজ রে সবে রত্নেশ্বর যায়।

সঙ্গীসাথী লইয়া রত্ন চড়িল ঘোড়ায় রে

চড়িল ঘোড়ায়।।

পাহাড় নদী পার হইয়া রত্ন সাধুর ঘোড়া।

দৈবের ইঙ্গিতে যেন শূন্যে দিল উড়া রে

শূন্যে দিল উড়া।।

রত্ন সাধুর সঙ্গে চলে গুণের সঙ্গিগণ।

বায়ুর বেগে পার হয়ে যায় পাহাড় উপবন রে

পাহাড় উপবন।।

*　　　*　　　*

বিজয়ী বেশে 'রাজ-বন্ধু' ধরতে যাবে বিপর্যস্ত কাজলকে, তখনই একদিকে সূচরাজার সেনা-সৈন্যদের হুঙ্কারে, অন্যদিকে রত্ন সাধুর লোক-লস্করের বজ্রকঠোর সাবধান-বাণীতে তারা ভীত-অবাক দৃষ্টিতে শঙ্কাকুল। উন্মুক্ত অস্ত্রহাতে এগিয়ে আসে সূচরাজা আর রত্নসাধু। — বন্দী হল 'রাজ-বন্ধু' আর তার লোক-লস্কর।

এবার সবারই প্রশ্ন- কে এই 'কাঙ্কণ দাসী'? কি তার পরিচয়? রত্নেশ্বরের মনেও প্রশ্ন- এই কি তার একমাত্র বোন কাজলরেখা? কিন্তু কাজলরেখা নীরব। তার একটিমাত্রই কথাঃ যা কইবার কইবে সেই ধর্মমতি শুক।

*　　　*　　　*

যথাসময়ে সাগর-দ্বীপে জনসভা। সে-সভায় কথা কইবে ধর্মমতি এক শুকপক্ষী। সূচরাজার রাজবাড়ি থেকে আনা হয়েছে সেই শুক পক্ষীটাকে। শুকপক্ষী আগেই বলে দিয়েছে- তার সঙ্গে নিজেদেরই অজানায় কথা কইবে গান গাইবে সভার আরও কোন কোন নারী-পুরুষ। সভা আরম্ভ হল।

গান আরম্ভ করে ধর্মমতি শুক ঃ

ধর্মমতি শুক আমি করি নিবেদন।

মন দিয়া পূর্বকথা শোনেন সভাজন।।

ভাটিয়াল দেশে ছিল এক সওদাগর।

ধনপতি ছিল সাধু নাম ধনেশ্বর।।

এক কন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে।

ধন হারাইয়া আবার সে যে ধনলাভ করে।।

কাজলরেখা কন্যা আর পুত্র রত্নেশ্বর।

www.pathagar.com

শান্তিসুখে দিনপাত করে সওদাগর।
কন্যারে বিয়া দিতে চিন্তে সারাক্ষণ।
হেনকালে সন্ন্যাসীর পুনঃ আগমন।।
"মরা পতির সনে তার বিবাহ যে হবে।
দুঃখে দুঃখে এই কন্যার বার বছর যাবে।।
এই কন্যা যদি সাধু সংসারেতে থাকে।
কন্যা লইয়া তুমি পুনঃ পড়িবা বিপাকে।।
এই কন্যা লইয়া গিয়া রাখ বনান্তরে।
দুঃখ যে খণ্ডিবে কন্যার বার বছর পরে।।"

ধর্মমতি শুকপক্ষী এইভাবে বলে যায় মরা স্বামীর গা থেকে সূইচ-শাল খোলার কথা, পুষ্কুনীর ঘাটে যাওয়ার কথা, দাসী কেনার কথা, আর সেই দাসীর সব কাজকামের কথা। তখন শুকপক্ষীরে ইঙ্গিতে উপস্থিত কয়েকজন নারী তার গানের সঙ্গে দুঃখের ধুয়া ধরে ঃ

আহারে সুন্দর কন্যা কাজলরেখা নাম।
কপালের দোষে কন্যা
(তোমার) বিধি হইল বাম রে—
কত দুঃখ লেখে কন্যা তোমার কপালে।।
রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম অভাগিনী রে—
কত দুঃখ লেখে কন্যা তোমার কপালে।।

সভায় বসে নিবিষ্ট মনে এই কাহিনী শোনে সূচরাজা আর সাধু রত্নেশ্বর। শুকপক্ষী আবার গান ধরে ঃ

কাজলরেখা কন্যার কথা এইখানে থইয়া।
সূইচ রাজার জন্ম কথা শোনেন মন দিয়া।।

ধর্মমতি শুকের ইঙ্গিতে তখন উপস্থিত কয়েকজন পুরুষ দুঃখের ধুয়া ধরে ঃ

নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে।
পুত্র নাই যার ঘরে
(মায়ের) আঙ্খির পানি ঝরে রে-
কত দুঃখ লেখে সাধু তোমার কপালে।।

তার সঙ্গে গান ধরে ধর্মমতি শুক ঃ

www.pathagar.com

চম্পা নগরে ঘর　　　　নামে সাধু হীরাধর
সেও রাজার পুত্র কন্যা নাই।
আটকুর বলিয়া খ্যাতি　　　　বংশে তার দিবে বাতি
সংসারেতে তার লক্ষ্য নাই।।
তার কিছুদিন পরে　　　　আটকুর রাজার ঘরে
সন্ন্যাসী আসিয়া তারে কয়।
রূপে গুণে চমৎকার　　　　এক পুত্র হইবে তার
বিধি বুঝি হইয়াছে সদয়।।

শুকপক্ষীর ইঙ্গিতে উপস্থিত এক পুরুষ গানের লাচারী ধরে ঃ
অকাল আমির্তি ফল তুইল্যা দিল হাতে।
ফল পাইয়া হীরাধর তুইল্যা লইল মাথে।
সেই অমির্তি ফল নিয়া দিল যে রাণীরে।
মরা পুত্র হইল এক দশমাস পরে।।
এইবার উপস্থিত কয়েকজন পুরুষ আবার দুঃখের ধুয়া ধরে ঃ
নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে।
পুত্র নাই যার ঘরে
(মায়ের) আঙ্খির পানি ঝরে রে-
কত দুঃখ লেখে সাধু তোমার কপালে।।
ধর্মমতি শুক তখন লাচারী গায় ঃ
সন্ন্যাসীর কথায় রাজা কোন্ কাম করিল।
সর্ব অঙ্গে মরা শিশুর কাঁটা বিন্ধাইল।।
সূইচ কুমার নাম হইল তেই সে কারণে।
সন্ন্যাসী কহিল পুত্র রাইখ্যা আস বনে।।
নিরালা জঙ্গলে এক মন্দির গাঁথিয়া।
তার মধ্যে রাখে শিশু যতন করিয়া।
গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে।
কাল ঘুমে সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে।।
বাড়িতে বাড়িতে তার যৈবনকাল আইল।

www.pathagar.com

দৈবের নির্বন্ধে কাজল সেইখানে গেল।।

উপস্থিত কয়েকজন পুরুষ আবার দুঃখের ধুয়া ধরে ঃ

নিশির কান্দন জমে নিয়রে নিয়রে।
পুত্র নাই যার ঘরে
(মায়ের) আঙ্খির পানি ঝরে রে-
কত দুঃখ লেখে সাধু তোমার কপালে।।

শুকপক্ষী এইবার গান ধরে ঃ

কান্দিতে কান্দিতে কন্যার শিলা গইল্যা যায়।
দুই আঙ্খির জলে কন্যা স্বামীরে ধোয়ায়।।
সাত দিন সাত রাইত শিয়রে বসিয়া।
অঙ্গের শাল তোলে কন্যা বাছিয়া বাছিয়া।।
না খাইয়া না শুইয়া কন্যার সাতদিন গেল।
চউক্ষের শাল রাইখ্যা কন্যা বাহিরে আসিল।।

উপস্থিত নারীরা দুঃখের ধুয়া ধরে ঃ

আহারে সুন্দর কন্যা কাজলরেখা নাম।
কপালের দোষে কন্যা
(তোমার) বিধি হইল বাম রে-
কত দুঃখ লেখে কন্যা তোমার কপালে।।

এইবার শুকপক্ষীর গান ঃ

তারপরেতে কাঙ্কণ দাসী সাজল নকল রাণী।
আসল রাণী কাজলরেখা আবার অভাগিনী।।
ডাইনীর মত নকল রাণী ডাইনীর মত মন।
রাজার বন্ধু হইল নকল রাণীর আপন জন।।
দুইজনের ষড়যন্ত্র সবই আমার জানা।
কিন্তু বার বছর আগে কইতে ছিল মানা।।
সফল হইল নকল রাণীর সাজানো কাহিনী।
নির্বাসনে চলে কাজল হইয়া কলঙ্কিনী।।
পাপিষ্ঠ রাজার বন্ধু একাকিনী পাইয়া।
ছলে বলে কাজল কন্যায় করতে চায় বিয়া।।
শত দুঃখ পাইয়া কন্যার শেষে হইল জয়।

www.pathagar.com

এই সভাতে স্বামী-ভাইয়ের দিলাম পরিচয়।।

তারপরে কি? এর পরে কি?- লোকজনের প্রশ্ন। তখন-

উড়িতে উড়িতে পক্ষী সভার আগে কয়।

আজ হইতে কন্যার বার বছর গত হয়।।

সূচরাজা আগাইয়া আসে কাজলরেখার দিকে, আর কাজল কন্যা আগাইয়া যায় তার স্বামীর দিকে। রত্নেশ্বরের মুখে ফোটে হাসি। মনে পড়ে বাপ ধনেশ্বরের কথা। কিছুদিন আগেই সে মারা গেছে। শুকপক্ষীর মুখে তখনও গান ঃ

দুঃখের নদী পার হইয়া কন্যা কাজলরেখা।

অবশেষে পাইল স্বামী সূইচরাজার দেখা।।

তারপর?

ধর্মমতি শুক দিয়া সবার পরিচয়।

শূন্যে উড়াল দিল পক্ষী আর না কোথাও রয়।।

'রাজার বন্ধু' তো বন্দী, কিন্তু নকল রাণীর কি হল? কিন্তু তার আগে কই— খুবই ধুমধামের সঙ্গেই শেষ হল সূচরাজা-কাজলরেখার বিয়ের উৎসব। উৎসব শেষে সূচরাজা রাণী কাজলরেখাসহ চলে গেল নিজের পুরীতে। গিয়ে অন্দর বাড়িতে খুব বড় একটা গর্ত করাল! নকল রাণী আসল 'কাঙ্কণ দাসী' এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সূচরাজা কইল ঃ তাটির এক রাজা আসবে এই রাজবাড়ি লুট করতে। আমাদের সব ধন-সম্পদ নিয়ে আশ্রয় নিতে হবে এই গর্তে।

এই না কথা শুনল যখন কাঙ্কণ দাসী, রাইতের আন্ধাইরে নিজের সব গয়না-গাটি ধন-রত্ন সঙ্গে নিয়ে কাউরে কিছু না ক'য়ে একা একা ঢুকল গিয়ে সেই গর্তে। গোপনে প্রস্তুত আছিল রাজার লোকজন, আগের নির্দেশ মত তারা গর্তে দিলো মাটি চাপা! বারটা বচ্ছর অন্যায়ভাবে এই নারী কত না কষ্ট দিছে কন্যা কাজলরেখারে!!

www.pathagar.com

দৃষ্টিফুল
(কিশোর নাটক)

এ নাটকের চরিত্র

তাজুল মুলুক্

প্রথম ছেলে

দ্বিতীয় ছেলে

তৃতীয় ছেলে

মেয়ে

মা

বদ্যিবুড়ো

মায়াবিনী

মায়াবিনীর সঙ্গিনীরা

রাক্ষস

খোক্কস

দানব

অন্যান্য রাক্ষস–খোক্কস–দানব

পরীস্তানের তত্ত্বাবধায়ক

বাউল

ও

বাকৌলী

www.pathagar.com

ভূমিকা

গুল্‌-এ-বাকৌলী বাংলা পুঁথি-সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন। কিশোর-নাট্য 'দৃষ্টি-ফুল' এই পুঁথির কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, গুল্‌-এ-বাকৌলীর কাহিনী 'পূর্বদেশীয়'।

এ-নাটকের মঞ্চায়ন সম্পর্কে দু-একটা কথা বলার আছে। আমি ধরে নিয়েছি, যাত্রার আসরের মত মুক্তাঙ্গনে এ-নাটকের অভিনয় করা হবে। নগরে-শহরেউচ্চমানের থিয়েটার মঞ্চে এ-নাটকের সফল প্রয়োজনা করা যাবে– এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার মঞ্চের দৈন্যের জন্যই এ নাটকের সফল মঞ্চায়ন সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে তিন–দিক খোলা আসরে এ নাটকের অভিনয় করলে এবং একদিকে পর্দা রাখলে তাতে প্রয়োজনীয় 'কাট্‌-আউট'–এর ছায়া ফেললে এর সাফল্য অনেকটা এগিয়ে যাবে বলে মনে করি।

এ-নাটকের ডায়লগ ছন্দোবদ্ধ। পরিচালক বা নাট্য-শিক্ষক এ-দিকটা লক্ষ্য রাখবেন আশা করি। এবং তদনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে কথা বলাবেন। বিভিন্ন দৃশ্যে ছন্দের কিছুটা তারতম্য আছে। সেটা দৃশ্যের মুড-অনুযায়ী পূর্ব-পরিকল্পিত।

সব মিলিয়ে এ-নাটকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে সফল প্রযোজনা ও পরিচালনার উপর।

যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পূর্বদেশ। এই কুসংস্কারের শিকার দেশের রাজাও। তাই বহু–প্রত্যাশিত রাজপুত্রের জন্মের পর গণকের কথা অনুযায়ী রূপবান পুত্রকে যাতে চোখে দেখতে না হয়, তার জন্য রাণীসহ রাজপুত্রকে মাটির নীচে নির্মিত প্রাসাদে রেখে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুদিন পর ঘটনাচক্রে মাটির নীচে থেকে সঙ্গোপনে উপরে উঠে আসা রাজপুত্র তাজুল মুলুক্‌ পড়ে গেল রাজার চোখের সামনে। গণকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রাজা হারিয়ে ফেললেন তাঁর চোখের দৃষ্টি। ক্রোধে অন্ধ রাজা জয়নুল মুলুক্‌ মা–সহ ছেলেকে দূর বনে নির্বাসনে পাঠালেন। সেখানে একদিন ঘটনাচক্রে জানা গেলঃ পূর্বদেশের রাজা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নদের অন্ধ চোখে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন পরী বাকৌলীর বাগানের ফুল, গুল্‌-এ-বাকৌলী। মায়ের নির্বাসন ব্যথায় ব্যথিত তাজুল মুলুক্‌ এই কষ্টসাধ্য এবং আপাত দৃষ্টিতে অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে অর্থাৎ বাকৌলীর বাগান থেকে ফুল আনতে পরীস্তানে রওয়ানা হয়। পথে পথে বহু কষ্ট, বহু বাধা, বহু প্রলোভন। তবুও এগিয়ে চলে তাজুল মুলুক্‌। পরীস্তান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সু-উন্নত কোন দেশ। সে-দেশে মানুষকেই রাক্ষস-খোক্ষস নাম দিয়ে পরিশ্রমের কাজ-কাম করানো হয়। তাজুল মুলুক্‌ তাদের পরিচিতির এই ভ্রান্তি ভেঙে দেয়। তারাও নিজদের

www.pathagar.com

মানুষ বলে চিনতে পারে। তারপর? যে মানবতার পথে দুঃসাহসিক পথিক তাজুল মুলক্, সে-মানবতারই জয় হয়। বাকৌলীর বাগানের ফুল আনতে সমর্থ হয় তাজুল মুলক্, যার পরশে অন্ধত্ব ঘুচে যাবে রাজার, অন্ধত্ব ঘুচে যাবে তার দেশের। বাকৌলীর বাগানের ফুল তো আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফুল।

আমরা আশা করি, 'দৃষ্টি-ফুল' নাটক যাদের জন্য রচিত তারা এই নাটকের তাৎপর্য বুঝবে এবং জন্মভূমি বাংলাদেশের অনগ্রসরতা দূর করার লক্ষ্যে নিজেরা তাজুল মুলুকের চরিত্রে অনুপ্রাণিত হবে।

www.pathagar.com

প্রথম দৃশ্য

[বনের ধারে শেষ রাত। ভেসে আসছে গান। অস্পষ্ট আঁধারে এক বুড়ো পথ চলেছে। চেয়ে চেয়ে দেখে সে চারদিক, আর পথ চলে। ভেসে আসে গান)

বাউল। (গান) ঘুম জড়ানো গাঁয়ের ধারে
কাজলা নদীর বাঁকের পারে
আমার দেশের সূর্য ওঠে ওই।
শিশির ঝরা ধানের ক্ষেতে
সোনা রোদের আঁচল পেতে
মনে বনে প্রভাত আসে ওই।।

(সুরের পরিবর্তন)

জাগে পাখী, কিষাণ জাগে
নায়ের পালে বাতাস লাগে
ঝিকিমিকি অনুরাগে
জাগে নদীর পানি,
রাখালিয়া গানে গানে
কার নয়ানে স্বপ্ন আনে
দখিনায় বাঁশীর তানে
হয় যে জানাজানি।।

(সুরের পরিবর্তন)

কোথায় জাগে রাত্রি কারও
বহুদূরে, দূরে আরও
স্বপ্ন-লোকের প্রান্ত ছুঁয়ে ওই।।

(ভোর হয়ে এসেছে। ছেলে-মেয়েরা খেলতে আসছে, একজন দু'জন করে। বুড়ো চলে গেছে আগেই)

প্রথম ছেলে। রাত্রি শেষ। বন্ধুরা সব চলে এস।
ওই যে দেখ, পূর্বাকাশে তরুণ সূর্য
উঠছে হেসে। ভোরের বাতাস ঝিরিঝিরি,
সাত সকালে জাগার সময় যায় যে বয়ে।

(একটি মেয়ে আসে)

মেয়ে। পাখী যখন ডাকল বনে, একটি দু'টি
অনেক পাখী, শিয়র থেকে হঠাৎ যেন
উধাও দূরে ঘুমের পরী। নিঁদ মহলার

www.pathagar.com

মায়ার বাঁধন ওই পেছনে রইল পড়ে।
পাখীর ডাকে ছুটে এলাম বনের ধারে।
(দ্বিতীয় ছেলে আসে)

দ্বিতীয় ছেলে। এলাম ছেড়ে কত কষ্টে ঘুমের সোহাগ,
ঘরের শাসন, শতেক বাধা। আসছি যখন
ঢলঢল শিশির-কণা, নরম ঘাসের
কচি ডগা পায়ে পায়ে শিরশিরিয়ে
বলছে ঃ ঘুমের আমেজ কেন এই সকালে?
(তৃতীয় ছেলে আসে)

তৃতীয় ছেলে। খেলার সময় এসে গেছে, ঘরে কি আর
রইতে পারি? তাইতো বনের পথটি ধ'রে
ভোরের আলোয় দিলাম সাড়া।

প্রথম ছেলে। ওই দেখ ফুল—
চম্পা, বেলি, যুঁই, বকুল হিমেল হাওয়ায়
দুষ্ট-দোদুল।

মেয়ে। ওই দেখ ওই হিজল গাছে
রাঙা নরম ফুলে ফুলে বিনিসূতোয়
গাঁথা মালা।

দ্বিতীয় ছেলে। ভোরের হাওয়া, ফুলের মেলা,
সব কিছু আনন্দে ভরা। কিন্তু কোথায়
খেলার রাজা?

মেয়ে। তাজুল মুলূক্? গিয়ে দেখ,
তাজ হয়তো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে
রাঙা ভোরের সোহাগ কুড়ায়।

প্রথম ছেলে। আমরা আছি সঙ্গী কত, খেলার সাথী,
তবু যেন মা-কে ছাড়া চলেই না তার।

তৃতীয় ছেলে। অথবা ওই তাজকে ছাড়া বনের ধারে
কুঁড়ে ঘরে একলা মায়ের দিন কাটে না।

প্রথম ছেলে। চল না ওই ছোট্ট নদীর পাড়ে থেকে
ঘুরেই আসি। হতে পারে, এর মধ্যে
মায়ের সঙ্গে সোহাগ সেরে এসেই যাবে
তাজুল মুলূক্।

www.pathagar.com

তৃতীয় ছেলে। ওই তো আসে তাজুল মুলূক্!
সব কিশোরের সেই তো তাজ। (তাজুল মুলূক্ আসে)

তাজ। বন্ধুরা সব কুশল খবর?

সকলে। সবই কুশল। তোমার শুধু আসতে দেরী।

মেয়ে। লাজে মরি। তাজুল মুলূক্ খেলার রাজা,
আসতে তারই দেরী এত। এত অলস!

প্রথম ছেলে। পূবের সূরুজ রাঙা যখন, মায়ের বুকে
তখন তুমি ঘুমু ঘুমু চুপটি মেরে?

মেয়ে। আমাদেরও ঘরে ঘরে মা আছে তো।

সকলে। সকলেরই আম্মা আছেন। দেরী করবে
তুমিই শুধু?

তাজ। আসব যখন, দ্বারের পথে
আম্মা ডেকে বলছেন : ওরে, একটা কথা
শুনেই যা' না! যেই গিয়েছি, অমনি জান,
আমাকে না বুকে চেপে আম্মা বলেন :
ওরে তাজুল, একটুখানি আর থেকে যা।

মেয়ে। খেলার রাজা! মায়ের ছেলে হয়েই যখন
থাকবে ঘরে, খেলবে কখন সবার সাথে?

তাজ। এইতো এলাম। এখন শুধু কত খেলা!

প্রথম ছেলে। কি খেলা আজ খেলব বল? এক্কা দুক্কা?
কানামাছি?

দ্বিতীয় ছেলে। দাড়িচা না বাঘবন্দী?

তাজ। তোমরা বল।

মেয়ে। নতুন কিছু বের কর না!
নতুন খেলা।

তাজ। যুদ্ধের খেলা খেলব সবাই।

তৃতীয় ছেলে। যুদ্ধের খেলা? নিয়ম বল। কার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ হবে?

প্রথম ছেলে। একটা কিছু ভেবে নাও না!
তাজ তো আছে, তাজই বলুক।

তাজ। এক দেশে ——
এক রাজা ছিল। মস্তবড় দেশের রাজা।

www.pathagar.com

দেখতে ছোট, একটু বেকুব, কিন্তু বহুত
দেমাকওয়ালা। তারই পাশে ছোট্ট যে দেশ,
সেই সে দেশে ছোট্ট এতিম। বাঁচতে চায় সে
নিজের মত। কিন্তু রাজার অত্যাচারে
জর্জরিত। এমনি সময় সেই না দেশের
আরেক পাশের বীর জোয়ান ভাই বললে হেঁকে ঃ
থামাও তোমার জুলুমবাজি। দেমাকওয়ালা
বেকুব রাজা তাই না শুনে রেগে মেগে
অগুনতি লোক-লস্কর নিয়ে বীরের রাজ্যে
দিল হানা।

সকলে। জানি জানি। তারপরে যা'
সবাই জানি। মারের চোটে বেকুব রাজা
পগাড়-পাড়ে হাঁপায় শুধু হাঁপায় বসে।

প্রথম ছেলে। এই খেলাটাই জমবে ভাল। বেকুব রাজা
সাজবে কে ভাই?

তাজ। তোমাদের কেউ। আর আমি ভাই
বীর জোয়ান সেই। ছোট্ট দেশের এতিম ভা'য়ের
পাশে থেকে করব লড়াই। রাজী সবাই?

দ্বিতীয় ছেলে। না না না না, কিছুতেই না। মস্তবড়
রাজা বটে, তবু কেমন হাবা-গোবা।

তৃতীয় ছেলে। বেকুব রাজা সেজে বল যুদ্ধে যাবে
কোন্ সে বেকুব?

প্রথম ছেলে। তাজুল মুলক, তুমিই সাজ
সেই রাজাটি। মায়ের ছেলে, আদর পাওয়া,
নাদুস-নুদুস, জমবে ভাল।

দ্বিতীয় ছেলে। আমরা সবাই
বাপের বেটা। কে যাবে ভাই সাজতে বেকুব?

তাজ। বেটা সবাই বাপ ও মায়ের। তোমার আমার
সবার বেলা-ই সত্য কথার একটি কথা।

প্রথম ছেলে। সত্য বটে, খুবই সত্য। তবু তোমার .....

তাজ। বল বল। বলতে গিয়ে থামলে কেন?

দ্বিতীয় ছেলে। সবার কাছে তোমার বাপের নামটি বল।

www.pathagar.com

(আনন্দের সুর হঠাৎ কেটে যায়। তাজের মুখ অন্ধকার)

মেয়ে। আমরা সবাই বলতে পারি, তুমি পার
তাজুল মুলুক্?

(বলতে বলতে আম্মা আসে)

আম্মা। তাজুল মুলুক্। ঘরে চল।
লেখাপড়া ক'রে শেষে খেলতে এসো।

তাজ। আম্মা! আমার .....

আম্মা। কি হল তাজ? বলবে কিছু?

তাজ। আমার আব্বা ....তাঁর পরিচয় ....

আম্মা। তাঁর পরিচয় ?

তাজ। এরা সবাই জানতে চাইছে ....

আম্মা। জানতে চাইছে?

তাজ। ওরা সবাই বলে কিনা .....আমার আব্বা.....

প্রথম ছেলে। ওই দেখ সে-ই আসছে বুড়ো।

দ্বিতীয় ছেলে। কোন্ সে বুড়ো?

মেয়ে। সেই যে সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো। (এক বুড়ো আসে)

বদ্যিবুড়ো। এই যে সবাই। শুভ প্রাতের হাসি-খুশী
ছড়িয়ে মুখে খেলার হাজির। কিন্তু ... একি।
মা ও ছেলের চাঁদমুখে আজ হাসি কোথায়?
তাজুল মুলুক্, আম্মা ওরে। স্নিগ্ধ সুনীল
আকাশখানি মেঘে মেঘে ঢাকা কেন?

আম্মা। ছেলে আমার এমন কথা শুনতে চায় আজ,
মা হ'য়ে যা' বলতে আমার বাঁধছে বুকে।

বদ্যিবুড়ো। বুঝেছি মা। সূর্য-রশ্মি ঢাকতে বুঝি
আঁধার হল দিশাহারা? তাহলে তা'
আমিই বলি। তিন কাল গে' এক কাল আছে,
দ্বিধা সঙ্কোচ আমার কাছে তাই কিছু নয়।
শোন শোন তাজুল মুলুক্, শোন সবাই।
পূর্বদেশের শ্যামল ভূমি, জয়নুল মুলুক্
নামে রাজা, একথাটি সবাই জানে।
মায়ের তাজ তাঁরই ছেলে, তাজুল মুলুক্।

প্রথম ছেলে। তাজুল মুলুক্ রাজার ছেলে?

www.pathagar.com

মেয়ে। রাজার ছেলে!

দ্বিতীয় ছেলে। তা-ই যদি হয়, একলা এই মায়ের সঙ্গে
পাতার ঘরে বনে কেন?

বদ্যিবুড়ো। নির্বাসনে।

সকলে। নির্বাসনে!! কি আশ্চর্য! কেন, কেন? •
(মা নিজেকে সামলাতে না পেরে চলে যায়)

তৃতীয় ছেলে। বদ্যিবুড়ো, সব কাহিনী খুলে বল।
রাজার ছেলে ফকীর কেন?

বদ্যিবুড়ো। শোন শোন——
বলছি শোন। রাজার রাজ্যে ধন-দৌলত
শান্তি-সুখ সবই ছিল। লোক ছিল,
লস্কর ছিল, হাতী ঘোড়া সবই ছিল।
আজও আছে। একটা শুধু অভাব ছিল,
নতুন দিনে নতুন পথে চলতে জানার
জ্ঞান ছিল না। তাইতে রাজা শান্তিবিহীন।
সর্বগুণের রাজপুত্র কামনা তাঁর।
হঠাৎ রাজার আশার প্রদীপ উঠল জ্বলে।

সকলে। কেন, কেন? আশার প্রদীপ জ্বলল কেন?

বদ্যিবুড়ো। বলছি শোন। জানা গেল, ছোট রাণী
শীঘ্র হবেন সন্তানের মা।

মেয়ে। তাইতে খুশী?

বদ্যিবুড়ো। তাইতে খুশী রাজা সাহেব। দিন বয়ে যায়,
রাত কেটে যায়। ক্রমে ক্রমে আসে সেদিন,
রাজা যেদিন শুনতে পেল, জন্মেছে এক
রূপের কুমার, রাজ্য জুড়ে সেদিন কী যে
আনন্দেরই জোয়ার এল! নজুম এসে
বলল দেখেঃ এই যে ছেলে, বীরত্বে আর
রূপে গুণে একক হবে। আর হবে সে
এই দুনিয়ায় গরীব-নেওয়াজ, বন্ধু দুখীর।

তাজ। তারপরে কি? বল বুড়ো, আম্মা আমার
বনে কেন?

বদ্যিবুড়ো। কথা ছিল, সে-নজুমই

www.pathagar.com

বলেছিল— সুনির্দিষ্ট কালের আগে
রাজা যদি নিজের চোখে দেখে তোমায়,
মুহূর্তে সে অন্ধ হবে। ভাগ্য-লেখা।

মেয়ে। কেন, কেন? রূপের আলোয় অন্ধ হবেন?

প্রথম ছেলে। অন্ধ হবেন ছেলের রূপের অহঙ্কারে?

বদ্যিবুড়ো। হয়তো তা-ই, হয়তো বা নয়। ভাগ্য লিখন।

সকলে। তার পরে কি বদ্যিবুড়ো? তার পরে কি?

বদ্যিবুড়ো। রাজার হুকুম— মাটির নীচে প্রাসাদ গড়।
গড়া হল। মা ও ছেলে সে-প্রাসাদে
থাকতে গেল, যেন রাজা দেখতে না পান।
বন্ধ ঘরে সঙ্গোপনে বাড়ছে সে-চাঁদ
দিনে দিনে। মায়ের ছেলে মায়ের বুকে
রূপের কুমার তাজুল মুলুক্। দিন চলে যায়।

মেয়ে। কষ্ট হয় না? এটা রাজার খুবই অন্যায়।

প্রথম ছেলে। আমি হলে হাঁটতে শিখেই কোন্ এক ফাঁকে
মাটির উপর চলে আসতাম চুপি চুপি।

দ্বিতীয় ছেলে। দেখতাম এই হাসিখুশীর দুনিয়াকে।

বদ্যিবুড়ো। তাজুল মুলুক্ও এসেছিল। অবুঝ শিশু–
তবু যেন কেমন করে একদিন সে
বেরিয়ে এল বুক ফুলিয়ে মাটির উপর।

প্রথম ছেলে। তাজের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি আগেই ছিল।

বদ্যিবুড়ো। সেদিন রাজা আপন মনে ঘুরছেন একা
বাগান পথে। সামনে হঠাৎ এক অপরূপ
রূপের কুমার এই চাঁদ-মুখ! মুগ্ধ রাজা।
কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে রাজার চোখের
সকল আলো হারিয়ে গেল। অন্ধ হল
পূর্বদেশের জয়নুল মুলুক্ নামে রাজা।

তাজ। তাই কি ভাগ্যের অপরাধে শাস্তি পেলেন
নির্দোষ এই অভাগিনী আম্মা আমার?

বদ্যিবুড়ো। তাই তো মা ও ছেলের ভাগ্য এই বনেতে
নির্বাসিত। অন্ধ রাজার শাস্তি–বিধান।

(কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব)

www.pathagar.com

তাজ। তাহলে তো বদ্যিবুড়ো, ওদের মত
আমারও এক পিতা আছেন! জন্মদাতা!

বদ্যিবুড়ো। আছেন আছেন, পিতা আছেন। এ-কথাটি
তেমনি সত্য, যেমন সত্য দিনের আলো।
তবে তিনি আজও অন্ধ, দৃষ্টিহারা!

তাজ। এর জন্য কে দায়ী বুড়ো?

বদ্যিবুড়ো। কেউ দায়ী নয়।

সকলে। কেউ দায়ী নয়? কি করে হয়? রাজা দায়ী।

বদ্যিবুড়ো। দায়ী শুধু অজ্ঞানতা— তা সে-রাজার,
রাজার দেশের।

তাজ। অথচ এর শাস্তি পেলেন আম্মা আমার!

বদ্যিবুড়ো। চিরদিনের এই তো রীতি! দুঃখ যত,
শাস্তি যত, সবই থাকে মায়ের ভাগে।

তাজ। বদ্যিবুড়ো, এর অবসান হবে কিসে?
কোন্ কাজেতে চিরদুঃখী আমার মায়ের
মুক্তি বাঁধা? লাঞ্ছনা আর অপমানের .....

বদ্যিবুড়ো। ওরে তাজুল, মুক্তি শুধু মায়ের কেন?
ভাবছ না কি— তোমার পিতা, জন্মভূমি,
বন্দী-অন্ধ, আলোর আশায় দিন গুণছে?

তাজ। রাজপ্রাসাদ বা ওই রাজ্য কোনটাই বা
কাউকে আমি চাই না বুড়ো। দালান-কোঠা
কিংবা কোন রাজমুকুটের ঝিকিমিকি-
তুচ্ছ মানি। চেনা-জানার বাইরে আমার।
আমি জানি, আমি চিনি শুধুমাত্র
মা-কে আমার! আর চিনি ওই পর্ণ কুটির!

বদ্যিবুড়ো। এই জানা যে দেশকে জানা! পাতার ঘর আর
মা-কে চিনে দেশ চিনেছ! তার পরেও যে
কথা থাকে!

তাজ। কিসের কথা? কোন্ সে-কথা?

বদ্যিবুড়ো। অন্ধ তোমার পিতা যিনি মা-কে তোমার
শাস্তি দিলেন, তিনিও তো দেশের মানুষ!
দেশটাই যে অন্ধ আজও! অন্ধকারে

www.pathagar.com

ভরা এ-দেশ!

তাজ। বদ্যিবুড়ো, কি বলতে চাও?

বদ্যিবুড়ো। সর্বগুণে গুণান্বিত পুত্র পেয়েও
রাজা গেলেন অন্ধ হয়ে। তুমিই পার
জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতা মুছে দিতে।
আলো দিয়ে অন্ধকারকে দূর করতে
পার তুমি, তুমিই পার।

তাজ। বদ্যিবুড়ো।

বদ্যিবুড়ো। এই অভিমান কেন তোমার?

তাজ। বদ্যিবুড়ো!!

বদ্যিবুড়ো। অন্ধ যারা, অজ্ঞানতায় ডুবে যারা,
কৃপার পাত্র সবাই তারা। ক্রোধে-ঘৃণায়
তুমি কেন তাদের প্রতি বিরূপ হবে?
সব কিছুর ঊর্ধে উঠে তুমিই তো
জ্ঞানের আলোয় অন্ধ চোখে দৃষ্টি দেবে!

তাজ। নিদের্শ চাই বদ্যিবুড়ো।

বদ্যিবুড়ো। অনেক দূরে —
পরীস্তানে বাকৌলী সে নামে পরী,
রূপে গুণে তুলনাহীন। তার বাগানে
আছে যে ফুল, কেউ কখনো সে ফুল যদি
আনতে পারে, তবেই তাতে অন্ধ যারা
চোখের আলো ফিরে পাবে। সে ফুল যদি
আনতে পার, দৃষ্টি পাবেন তোমার পিতা।
দেশের আঁধার কেটে যাবে। দুঃখ যত
মা ও ছেলের শেষ হ'বে তা' নতুন দিনে।
(ধীর পায় মা আসে)

তাজ। আনতে সে ফুল আলোভরা— অন্ধ চোখে
দৃষ্টি দিতে, মায়ের অশ্রু মুছে দিতে,
আমি যাব পরীস্তানে।

আম্মা। তাজুল মুলক্ !......
আমার পাতার কুঁড়ে ঘরে তোকে পেয়েই
খুশী আমি। মুক্তি আমি চাই না কোন।

www.pathagar.com

চাই না আবার রাজপ্রাসাদের রাণী হতে।

তাজ। ছেলে হতে চাই যে আমি। মায়ের ছেলে,
চিরদুঃখী আমার মায়ের যোগ্য ছেলে।

আম্মা। পরীস্তানে গেলে মায়ের এই ভরা কোল
শূন্য রবে। পর্ণকুটির হবে খালি।

তাজ। কিন্তু আম্মা, সুয়োরাণী হয়েও তুমি
এ ঘোর বনে নির্বাসিতা দুয়োরাণী।
সইবে কি তা-ও তোমার ছেলে?

আম্মা। তবু যে তোর সামনে আছে কত বিপদ,
চলার পথে বিঘ্ন বাধা হাজারো ভয়।

তাজ। বলব হেঁকেঃ পথ ছেড়ে দাও, মায়ের কাজে
যাচ্ছি আমি। সে দূর পথের হাজার বাধা
কোথায় দূরে মিলিয়ে যাবে। তোমার তাজের
পথে পথে সকল বাধা বিঘ্ন যত
ফুল হ'য়ে মা পড়বে ঝ'রে।

আম্মা। ওই কুটিরে তোকে ছাড়া কি ধন নিয়ে
কাটবে আমার দীর্ঘ দিন আর আঁধার নিশি?

তাজ। দিন ভরে মা আমার স্মৃতি মনে রেখো,
বন্ধুদেরে বুকের কাছে নিয়ে দেখো।
রাত্রি হলে জেগে জেগে হাজার তারায়
আমায় খুঁজো।

আম্মা। তাজুল মুলক্, ওরে তাজ!

তাজ। আম্মা তুমি......তুমি যে কী আমার কাছে .....
কথা দিয়ে প্রকাশ করি— এত কথা
কোথায় পাব।

আম্মা। আমার কাছে তুই যে কত .....
(কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে)

তাজ। একটি কথাই মুখে আমার যোগায় শুধু–
আম্মা! আমার দুঃখিনী মা।।

আম্মা। তাজুল মুলক্ !

বদ্যিবুড়ো। বীর সাহসী জঙ্গী ছেলে তোমার মা গো,
ঘরে বন্দী রইবে না তো! পাহাড়–চূড়ায়,

www.pathagar.com

সাগর-জলে, পরীস্তানে, সে তো যাবেই।
ভয় কিরে মা? সব বিপদে সহায় যিনি
তিনিই তো মা সকলেরই চিরসঙ্গী।
দাও মা যেতে পরীস্তানে, আল্লা' আছেন
তার নেগাবান।

(তাজের চোখে দূরের দৃষ্টি। মায়ের দৃষ্টি আশীষ মাখা। সহানুভূতি জানায় বন্ধুরা। বদ্যিবুড়ো নিঃশব্দে হাসে। পা' বাড়ায় তাজুল মুলক্। প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলে ছাড়া অন্যরা চলে যায়)

প্রথম ছেলে। তাজুল যাবে পরীস্তানে!

দ্বিতীয় ছেলে। তাই তো বলে!

প্রথম ছেলে। কথাটা তুই বিশ্বাস করিস?

দ্বিতীয় ছেলে। শুনলাম যা— মনে হল, বিশ্বাসযোগ্য।

প্রথম ছেলে। বিশ্বাসযোগ্য? তুই একটা আস্ত গাধা!

দ্বিতীয় ছেলে। গাধা হলে কথা বলতাম? বেম্‌ড়াতাম না?

প্রথম ছেলে। বেম্‌ড়াসনা যে— সেটাই তোর মহাভাগ্যি।
আজগুবি সব, গাঁজা— বুঝলি? ভাবের ফানুস।

দ্বিতীয় ছেলে। ফানুসটাতে ভরা শুধু গাঁজার ধোঁয়া?

প্রথম ছেলে। সেই ফানুসটা চলল উড়ে পরীস্তানে!

দ্বিতীয় ছেলে। ফানুস থেকে গাঁজার ধোঁয়া বেরিয়ে গেলে?

প্রথম ছেলে। ক্রমে ক্রমে বেরুবে তো। এই তো নিয়ম!

দ্বিতীয় ছেলে। ফানুসের কি হবে তখন?

প্রথম ছেলে। চুপ্‌সে যাবে।

দ্বিতীয় ছেলে। এবং তাজুল?

প্রথম ছেলে ধপাস করে মাটির বুকে।

দ্বিতীয় ছেলে। তবু আমার মনে হয় রে —

প্রথম ছেলে। কি মনে হয়?

দ্বিতীয় ছেলে। ব্যাপারটাতে একটা বোধ হয় 'কিন্তু' আছে।

প্রথম ছেলে। তোর 'কিন্তু' শুনতে শুনতে চল্ ঘরে যাই।

(দু'জনই চলে যায়। আসে বদ্যিবুড়ো)

বদ্যিবুড়ো। আমরা জানি- মানুষ হল সৃষ্টির সেরা।
সেরা মানুষ সদুদ্দেশ্যে যখন কিছু
করতে এগোয়, আল্লা'র ইচ্ছায় করতে পারে।
ভাবছিলাম ওই তাজের কথা। সন্ধ্যা হল।

www.pathagar.com

এখনই তাজ রওনা দেবে। দেখে এলাম-
সবাই মিলে তাজকে ওরা সাজিয়েছে।
মাথায় তার পাতার মুকুট, তীক্ষ্ণ অসি
কটিবন্ধে। তাজের আম্মা তাজকে তার
বুকে চেপে অশ্রুমতী! অশ্রুধারা
তাজের চোখেও। নিঃশব্দে চলে এলাম।

(ভেসে আসছে বাউলের গান)

নেপথ্যে বাউল। (গান) আমার দেশের আকাশ নামে
হিজলতলীর গাঁয়।
মেঘের তরী নোঙর ফেলে
শান্ত-শীতল ছায়।।

বদ্যিবুড়ো। আসছে ওরা, মা ও ছেলে, আড়ালে যাই।

(বদ্যিবুড়ো পর্দার আড়ালে যায়। পরীস্তানে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আসে তাজ, আম্মা এবং দু'টি মেয়ে। পর্দায় গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্যের ছায়া পড়ে। গান চলছে। পর্দায় ছায়ায় দেখা যায় : মাঠের মানুষ ঘরে ফিরছে, ঘরে ফিরছে ঘাটের মানুষও। দূর গাঁয়ের কুটিরে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে কোন মেয়ে)

নেপথ্যে বাউল। (গান) মাঠে ঘাটে অস্তবেলার
শতেক অনুরাগে,
পায়ে চলার পথে পথে
স্বপ্ন-স্মৃতি জাগে।।
ঘরে ঘরে মাটির পিদীম
জাগে মৃদুল বায়।।

তাজ। (আম্মা ও মেয়ে দু'টিকে) এবার তোমরা বিদায় নেবে।

আম্মা। বিদায় নেব!

তাজ। আমার চলা-পথের পানে এমনি করে
চেয়ে থাকলে পা' যে আমার চলে না মা!

(তবু আম্মা তেমনি দাঁড়িয়ে। তাজ সকলকে চলে যেতে বলে। আম্মা ছাড়া সবাই চলে যায়)

তাজ। সঙ্গে নিলাম মায়ের স্নেহ, বোনের প্রীতি।

(আম্মা কিছু মাটি হাতে নিয়ে বলে—)

আম্মা। এই নে রে তাজ দেশের মাটি, সঙ্গে রাখিস।

(মাটি দিয়ে চলে যায় মা। তাজ মা-কে দেখে, দেখে মাটিকে। তারপর সেই মাটি বেঁধে নেয় চাদরের কোণায়। দাঁড়ায় দৃঢ় পায়)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

(অজানা পথে হাঁটছে তাজুল মুলক্। জানা নেই, কোন পথে যাবে সে)

তাজ। অন্ধ পিতার দৃষ্টি দিতে, পরীস্তানের
ফুল বাগানে আছে যে ফুল, তারই জন্যে
আজকে আমি অচিন পথে। দয়াল বন্ধু
যে কেউ থাক, দাও ইশারা সেই সে-পথের।

(পথের বাঁকে গাছের ফাঁকে ভেসে ওঠে বদ্যিবুড়োর মুখ)

বদ্যিবুড়ো। জেনে রাখ, বিপদ ভরা কঠিন সে-পথ!

তাজ। তবু আমি শঙ্কাবিহীন, ক্লান্তিবিহীন।

বদ্যিবুড়ো। তা-ই যদি হয়, দৃঢ় পদে সুমুখ পানে
এগোও তবে।

তাজ। পরীস্তানের দাও ইশারা।

বদ্যিবুড়ো। সরষে ফুলের ক্ষেত পেরিয়ে পথের যে বাঁক,
তা-ও এড়িয়ে ঢেউ খেলানো ধানের সোনা
বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলে ধু-ধু বালির
মরুভূমি। তা-ও পেরুলে বিশাল পাহাড়।
মৃত্যুহিমেল পাহাড়-চূড়া ছাড়িয়ে গিয়ে
অকূল সাগর। তার পাড়ে যে আলোর সাড়া,
পরীস্তানের তা-ই ইশারা।

তাজ। সেই ইশারার
লক্ষ্য পানে ক্লান্তিবিহীন পথিক আমি।

(পথ চলে তাজুল মুলক্। পা' এগুতে চায়না তাজুল মুলকের। তবু সে পথ চলে। .... আঁধার হয়ে আসে। আকাশে মেঘ। দেয়া ডাকে গুড়ু গুড়ু। তাজ দেখে, সামনে যেন এক কালোর পাহাড়! ভীতি-বিহ্বল তাজ দাঁড়িয়ে যায়। বদ্যিবুড়োকে দেখা যায়, অন্ধকারে লণ্ঠন হাতে)

বদ্যিবুড়ো। মনে রেখো— মায়ার বাঁধন, ভীতির পাহাড়,
জ্ঞান-পিয়াসীর পেরুতে হয়।

তাজ। মনে রাখব।

(বদ্যিবুড়ো অদৃশ্য হয়ে যায়। নতুন উৎসাহে পথ চলে তাজুল মুলক্..... জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। তাজুল মুলক্ চেয়ে দেখে, নদীর ঢেউ উথাল-পাথাল। দাঁড়িয়ে ভাবছে তাজ, বদ্যিবুড়োর মুখ দেখা যায় পথের পাশে)

বদ্যিবুড়ো। উথাল-পাথাল ঢেউ-এর শাসন বীর সাহসী
মাড়িয়ে চলে।

www.pathagar.com

তাজ। মাড়িয়ে যাব সকল কিছু।

(তাজুল মুলুক্ এগোয়। বদ্যিবুড়োকে দেখা যায় না, কথা শোনা যায়–)

বদ্যিবুড়ো। হাজার বাধা বিঘ্ন শত পেরিয়ে যাবে
আলোর পথিক।

(পথ চলে তাজুল মুলুক্ দৃপ্ত পায়)

তাজ। পেরিয়ে যাব বিঘ্ন–বাধা।

বদ্যিবুড়ো। তোমার মা ও সাথীবৃন্দ এবং আমার
শুভাশীষ ও দোয়া রইল তোমার জন্য।

(দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে যায় তাজুল মুলুক্। চলে যায় দৃষ্টির বাইরে)

তৃতীয় দৃশ্য

(রহস্যময় এক স্থান। এক মায়াবিনী তার সঙ্গিনীদের নিয়ে এগিয়ে আসে। সেখানে আসে ক্লান্ত তাজুল মুলুক্। কথায় নতুন ছন্দ)

মায়াবিনী। একি, কে! কে তুমি এখানে এলে?

তাজ। রাহ্‌গীর এক, পূর্বদেশের লোক।

মায়াবিনী। পূর্বদেশের লোক! চলেছ কোথায়?

তাজ। লক্ষ্য পরীস্তান– ওই বাকৌলীর দেশ।

মায়াবিনী। বাকৌলীর দেশে যাবে? অভিপ্রায়?

তাজ। বাকৌলীর বাগানেতে অত্যাশ্চর্য
ফুল আছে। অন্ধ চোখে দৃষ্টি দেয়—
দুর্লভ ফুল, আমি চাই। সেই ফুল।

(মায়াবিনীর চোখে-মুখে রহস্য নামে)

মায়াবিনী। তোমাদের দেশে বুঝি অন্ধ আছে?

তাজ। অন্ধ আছে। সারা দেশ অন্ধকারে।

মায়াবিনী। মনে হয় তুমি খুব পরিশ্রান্ত?

তাজ। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত আমি।

মায়াবিনী। তাই বুঝি প্রয়োজন বিশ্রামের?

(মায়াবিনী সঙ্গিনীদের ইশারা করে। তারা চলে যায়)

তাজ। এ দেশের নাম? আর কি তোমার পরিচয়?

মায়াবিনী। কুহ-এ-কাফ এই দেশ। রাজা নেই,
রাণী আমি। এই দেশ ভরা শুধু
দুঃখহীন সুখে আর আনন্দে গানে।

www.pathagar.com

তাজ। এই দেশে কারো কোন দুঃখ নেই?

মায়াবিনী। কারো কোন দুঃখ নেই, শুধু সুখ।

(এক সঙ্গিনী পানীয় নিয়ে আসে। মায়াবিনী তা হাতে নিয়ে তাজের সমুখে ধরে)

পান কর। শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হবে।

(কিছুটা ইতস্ততঃ করে তা পান করে তাজ। খালি পাত্র নিয়ে চলে যায় সঙ্গিনী)

নিশ্চয় জান তুমি- দু'দিনের
এ-জীবন, পদ্ম-পত্রে যেন নীর।
তুমি-আমি সকলেই দু'দিনের
মুসাফির। তা-ই যদি, তবে কেন
অবান্তর চিন্তা করে জীবনকে
ক্ষয় করা? দু'দিনেই পেতে হবে
জীবনের সুখ-ভোগ সবটুকু।

তাজ। আমার মা, দেশ আমার — কিছু নয়?

মায়াবিনী। যতসব ভাবালুতা। পরীস্তান,
ওই পরী- সে তো শুধু মরীচিকা।

তাজ। মরীচিকা?

(তাজুল মুলক অসুস্থ বোধ করে)

মায়াবিনী। কি হয়েছে রাহ্গীর?

তাজ। অসুস্থতা।

মায়াবিনী। অসুস্থতা?

(তাজ চাদরে বাঁধা মাটিতে হাত দেয়। দৃঢ়পায় দাঁড়ায়)

তাজ। পান করতে কি দিয়েছ?

মায়াবিনী। মিষ্টি পানি। ... এ রাজ্যেই বাস কর।
সুখ পাবে, শান্তি পাবে। আনন্দে
ভরে যাবে এ জীবন। ইচ্ছাকামী
এই দেশ, সব কিছু যাদুময়।

(দুই হাতে তালি দেয়। পর্দায় ভেসে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন যাদু-দৃশ্য)

মায়াবিনী। পূর্বদেশী রাহ্গীর। কথা কও।

তাজ। কুহ-এ-কাফ অধিশ্বরি। বুঝতে পারি—
তুমি এক ধ্বংসকরী মায়াবিনী।

মায়াবিনী। বুঝতে পার? জান আমার শক্তি কত?
আমার কাছে পথ ভুলেছে কত জনা—

www.pathagar.com

তার ধারণা করতে পার?

তাজ। কিছু কিছু।

মায়াবিনী। আমি জানি- তুমিও আজ পথ ভুলেছ।

তাজ। বুকেতে যার আঁকা থাকে দেশের ছবি,
সারাদেহে জড়িয়ে থাকে মায়ের স্নেহ,
তাকে নিয়ে যাদু-মায়া ব্যর্থ সবই।

(চাদরের আঁচলে বাঁধা মাটি চেপে ধরে হাতের মুঠোয়)

মায়াবিনী। কি ধরেছ হাতের মুঠোয়?

তাজ। দেশের মাটি।

মায়াবিনী। (হাসে) দেশের মাটি? কেন, কেন?

(লাস্য ভঙ্গিমায় তাজের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)

তাজ। (গর্জে ওঠে) পথ ছেড়ে দাও।

(দৃঢ়পায় এগিয়ে যায় তাজুল মুলক্। নির্বাক চেয়ে থাকে মায়াবিনী।
নেপথ্য থেকে ভেসে আসে বদ্যিবুড়োর কণ্ঠ-)

নেপথ্যে

বদ্যিবুড়ো। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও মায়ের ছেলে!

(চলে যায় তাজ ও মায়াবিনী। আসে বদ্যিবুড়ো)

বদ্যিবুড়ো। পথ চলেছে তাজুল মুলক্। বন্ধুর পথ।
পেরিয়ে যাবে পাহাড়-চূড়া, অকূল সাগর।
আরেক পর্যায় আসবে তখন-পরীস্তানের
প্রবেশ-পথভয়াল-ভীষণ। দৈত্য-দানব,
রাক্ষস আর খোক্কসেরা প্রবেশ-পথে।

(চলে যায় বদ্যিবুড়ো। পর্দায় ভাসে পাহাড়ীয়া বন-জঙ্গল)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাক্ষস ও খোক্কস আসে। ওরা পাহারাদার। রাক্ষস-খোক্কস আর কিছু নয়, নিগ্রো-প্রায় কালো-দেহী মানুষ। চোখে মুখে ঠোঁট বাঁচিয়ে রাক্ষস-খোক্কসের মুখোস। দৈত্য-দানবরাও সেরকম। ওরা বড় বড় পাথর-বোঝা বহন করে চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, নতুন বোঝা আনতে যাচ্ছে। এ পর্যায়ে কথায় নতুন ছন্দ, প্রকৃতিতে নতুন সুর। এক 'দানব' একটা বড় বোঝা মাথায় করে পা' টিপে টিপে আসছে। সবাই কথা বলছে ধীর লয়ে, নতুন ছন্দে)

রাক্ষস। এ কি রে দানব, হাঁটি হাঁটি পায় পায় যাস?

দানব। পাহারাদার রাক্ষস ভাই। মাথায় তো বোঝা,
পড়ে যাই যদি- তাই আমি পায় পায় হাঁটি।

www.pathagar.com

খোক্কস। ঠিক ঠিক, আস্তে আস্তে চল। পড়ে যাস যদি–
জীবনটাই যাবে তোর।

দানব। (যেতে যেতে) ঠিক বলেছ খোক্কস, ঠিক।

রাক্কস। এবং যদি হাঁটতে গিয়ে জীবনটাই যায়–

খোক্কস। অর্থাৎ কিনা পড়ে গিয়ে মরে যাস যদি–

দানব। তখন এই পরীস্তানে সেবা করবে কে?

রাক্কস। (বুদ্ধিমানের মত) সবাই যদি মরে, তবে সেবা করবে কে?

নেপথ্যে

তত্ত্বাবধায়ক। কাজ ফেলে কথা কেন?

(সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় তত্ত্বাবধায়ক। হাতে চাবুক। পোষাক–আষাকে স্যুট–কোট পরা এক মডার্ন যুবক)

কেন, কথা কেন?

(উত্তর দিতে গিয়ে কারও মুখে কথা নেই। সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে)

এই! বোঝা নামা।

(দানবের মাথা থেকে বোঝা নামানো হয়)

এত দিলাম প্রশিক্ষণ–

(দৈত্য–দানব সবাই এসে এ্যাটেনশ্যন হয়ে দাঁড়ায়)

এত করে বোঝালাম সারাক্ষণ কর্তব্য কি–
তবু তোরা বুঝবি না?

(কেউ কথা বলছে না দেখে তত্ত্বাবধায়ক রাক্কসের দিকে তাকায়)

রাক্কস। (হঠাৎ সম্বিত পাওয়ার মত) বুঝবি না?

(তত্ত্বাবধায়ক তাকায় খোক্কসের দিকে)

খোক্কস। (হঠাৎ সম্বিত পাওয়ার মত) বুঝবি না?

তত্ত্বাবধায়ক। তোদের আমি শেষবার কয়েকটা বাণী দেব।
তার আগে বল্– আমি কে? কাজ কি আমার?

(কেউ কথা বলছে না)

সবাই বল্, আমি হলাম তোদের কাজের–

দৈত্য–দানবেরা। তত্ত্বাবধাক

(বিরক্ত মুখে রাক্কস–খোক্কসের দিকে তাকায়)

রাক্কস-খোক্কস। তত্ত্বাবধাক।

তত্ত্বাবধায়ক। (বিরক্ত হয়ে) ভুল করলি উচ্চারণে। .....

www.pathagar.com

আমি হলাম তোদের তত্ত্বাবধায়ক এবং–

সকলে। তত্ত্বাবধায়ক এবং

তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধানই কর্ম আমার।
সব কিছু পরিষ্কার?

রাক্ষস-খোক্ষস। পরিষ্কার।

দৈত্য-দানবেরা। পরিষ্কার।

তত্ত্বাবধায়ক। হাতে আমার দেখছিস তো .... এটার কি নাম?

সকলে। জানি, জানি, সবাই জানি। চাবুক এটা।

তত্ত্বাবধায়ক। এই বাণীটার বাকীটুকু–

সকলে। সবাই জানি।

তত্ত্বাবধায়ক। তোদের সবার এক কর্তব্য– কথা রেখে
কর্ম করা।

সকলে। কথা রেখে কর্ম করা।

তত্ত্বাবধায়ক। পরীস্তানের আরও অনেক উন্নতি চাই।

সকলে। উন্নতি চাই। আরও অনেক উন্নতি চাই।

তত্ত্বাবধায়ক। বাণী শেষ।

(দৈত্য–দানবেরা কাজের জন্য ত্রস্তপায় চলে যায়।
তত্ত্বাবধায়ক রাক্ষস– খোক্ষসকে বলে–)

তোরাই তো পাহারায় রে?

রাক্ষস-খোক্ষস। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু!

তত্ত্বাবধায়ক। হুঁশিয়ার,সাবধান।

রাক্ষস। কেন হুজুর? কোন কিছু বিপদ–আপদ .....

তত্ত্বাবধায়ক। জানিস তো, পরীস্তানে জ্ঞান–বিজ্ঞান
কত আছে! প্রযুক্তির যত বিদ্যা আয়ত্ত্বাধীন।

খোক্ষস। (বুঝতে না পেরে) আয়ত্ত্বাধীন .... মানে .... ইয়ে ....

তত্ত্বাবধায়ক। বুঝলি না?

রাক্ষস-খোক্ষস। না তো প্রভু, বুঝলাম না।

তত্ত্বাবধায়ক। মানে হল জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে
আমরা হলাম সারা বিশ্বে সেরা জাতি।

রাক্ষস। আপনারাই তো দুনিয়াটার কর্তা হুজুর!

খোক্ষস। সব জাতি, সব দেশেরই মালিক মোখ্‌তার!

তত্ত্বাবধায়ক। অনুন্নত, অসভ্য আর ছোট যারা–

www.pathagar.com

তারা কিন্তু সর্বক্ষণই তক্কে তক্কে
আছে, এবং সুযোগ পেলেই
ফুরুত্ করে পরীস্তানে ঢুকে যাবে।

রাক্ষস-খোক্কস। ফুরুত্ করে ঢুকে যাবে .... কারণ হুজুর?

তত্ত্বাবধায়ক। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ওই প্রযুক্তির
কিছু কিছু জেনে নেওয়া। তাতে করে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দিয়ে নিজের দেশকে
রোশনি করা। উন্নত আর সভ্য করা।
তাই বলছি, পাহারাতে সাবধান খুব।

রাক্ষস। (খোক্কসকে) খুব সাবধান!

খোক্কস। (রাক্ষসকে) খুব সাবধান!

তত্ত্বাবধায়ক। পাহারা দে।

(চলে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাক্ষস-খোক্কস। কথায় ছন্দের কিছুটা পরিবর্তন আসে)

রাক্ষস। যাক, গেছে!

খোক্কস। বিপদটা কেটে গেছে!

রাক্ষস-খোক্কস। (স্বস্তির সঙ্গে) হাঁউ মাঁউ কাঁউ।

খোক্কস। কি, কি?

রাক্ষস। গন্ধ!

খোক্কস। গন্ধ?

রাক্ষস। মানুষের গন্ধ পাঁউ!

(দু'জনেই বাতাস শোঁকে)

খোক্কস। (উৎকর্ণ হয়ে) ও রাক্ষস ভাই!

রাক্ষস (সাবধানে) কি খোক্কস ভাই?
ওই শোন্, কাছে যেন শোনা যাচ্ছে-
হাঁউ মাঁউ কাঁউ!

খোক্কস। (উৎকর্ণ হয়ে) তাই তো রে, পবিত্র এ-পরীস্তানের
প্রবেশ-পথে মানুষ-মানুষ গন্ধ পাঁউ।

(পাহারাদার হিসাবে দু'জনই শক্ত পায় দাঁড়ায়)

রাক্ষস। পরীস্তানের পাহারাতে তুই-আমি-

খোক্কস। রাক্ষস-খোক্কস।

রাক্ষস। পরীস্তানের প্রবেশ পথে-

www.pathagar.com

খোক্কস। পাহাড় দু'টি!

রাক্কস। (নেপথ্যে লক্ষ্য করে) হুঁশিয়ার, সাবধান!

খোক্কস। (নেপথ্যে লক্ষ্য করে) মানুষের সন্তান!

রাক্কস। যেই এসে ঢুকবে—

খোক্কস। শক্ত হাতে রুখবে।

রাক্কস। ঘাড়টা না মটকে—

খোক্কস। ফেলে দেব সটকে।

রাক্কস। যেই হও, হুঁশিয়ার!

খোক্কস। যে আসছ, সাবধান!

(খুবই ক্লান্তদেহে আসে তাজ! ওরা অবাক। আবহটাই যেন বদলে যায়। নতুন সুর, নতুন ছন্দ)

তাজ। বন্ধু সুজন, রাস্তা ছাড়।

রাক্কস। কে, কে?

খোক্কস। কে তুমি হে?

তাজ। পথিক আমি পরীস্থানের।

রাক্কস। মরতে ইচ্ছা? সন্তান কার?

খোক্কস। পরিচয় কি? নিবাস কোথায়?

তাজ। বহু দূরে, পূর্বদেশে।

রাক্কস। মাটির মানুষ?

তাজ। সেই সে দেশে, বুক ভরে যার অনেক প্রীতি,
যে-দেশ জুড়ে অনেক নদী— মেঘনা-পদ্মা—
মধুমতী-সুরমা-কংস—ধলেশ্বরী।
গাঁয়ের পরে গাঁও যে দেশে— মনোহরপুর,
রূপাখালী, চন্দনখোলা, হিজলতলী।
যে-দেশেতে কটকতারা দুধসর ধান—
সেই সে-দেশের বনের ধারে, পাতার ঘরে,
দুঃখী মায়ের একলা ছেলে।

রাক্কস। কি যে বলছে, কিছুই তো এর বুঝি না রে?

খোক্কস। শুধু বুঝি— কথাগুলো মিষ্টি-মিষ্টি।

রাক্কস। কিন্তু জানিস— আমরা দু'জন পাহারাদার?

খোক্কস। রাক্কস-খোক্কস ভয়াল ভীষণ?

রাক্কস। মানুষ পেলেই রক্ত খেয়ে—

www.pathagar.com

খোক্কস। সাবাড় করি অবহেলে?

রাক্কস। জানিস- আমরা মমতাহীন?

খোক্কস। কঠোর কঠিন কী ভয়ঙ্কর?

তাজ। তোমরা যে ভাই বন্ধু সুজন। ভয়ঙ্কর বা
কঠোর-কঠিন হবে কেন? তোমরা-আমরা
সবাই মানুষ।

রাক্কস। কি বলছিস? সবাই মানুষ? খোক্কস রে,
শুনতে পেলি?

খোক্কস। শুনলাম আর অবাক হলাম!

রাক্কস। ঘাড় মটকাতে যাব যখন, তখন বেটা
বলে কি রে!!

খোক্কস। তৈরী হচ্ছি— রক্ত খাব, তখন বলে
এমনি কথা!!

রাক্কস। ওরে সব রাক্কসরা, খোক্কসরা,
দৈত্য-দানব কোথায় তোরা?

খোক্কস। নতুন কথা শুনে যা রে!

(সবাই এসে ভিড় করে)

সকলে। নতুন কথা? বাণী নয় তো?

রাক্কস। না রে, না না। বাণী নয়, কথা বলছে।

খোক্কস। বলছে বেটা- তুই আর আমি, সে এবং সে,
রাক্কস-খোক্কস, দৈত্য–দানব
সবাই আমরা মানুষ নাকি। ওরই মত।

(সকলেই হেসে ওঠে)

রাক্কস। তা-ও কিনা মিষ্টি–মধুর করে বলে!

খোক্কস। কথার গায়ে কথা মিলায় ছন্দ দিয়ে।
(রাক্কসকে) ক্ষেপে যাই, কি বলিস রে?

রাক্কস। (ক্ষেপে গিয়ে) মানুষ হলে এই চেহারা? এমন ছিরি?

(নিজেদের চেহারা দেখায়)

খোক্কস। (ক্ষেপে গিয়ে) বনের পশু- তারও অধম?

রাক্কস। (তেমনি ক্ষিপ্তভাবে) সারাজীবন পাহারাদার?

খোক্কস। (তেমনি ক্ষিপ্তভাবে) হিমেল রাতেও পথে পথে?

দানব। (চিৎকার করে) বুক ফেটে যায় শ্রমের ভারে?

www.pathagar.com

রাক্ষস-খোক্কস। (চিৎকার করে) ঘৃণার কাঁটায় রক্ত ঝরে?

সকলে। (চিৎকার করে) বাণী শোনায় 'তত্ত্বাবধাক'?

তাজ। (শান্ত কণ্ঠে) কত কষ্ট করছ রে ভাই! তোমরা যাদের
মানুষ বল, এমনি কষ্ট তারাও করে।

(পর্দায় ভাসে দুঃখী মানুষের নানা ছবি)

আরাম করে জনাকতক। তাদের কাছে
দুঃখী মানুষ, মানুষ হয়েও পশুর অধম!
বঞ্চনা আর ঘৃণার কাঁটায় রক্ত ঝরে!

সকলে। কি বলে রে, এ কি বলে??

তাজ। এইখানে এ-পরীস্তানে আরামবাদী
যারা আছে, তারাই অন্য সকলকে
রাক্ষস-খোক্কস-দানব বলে
তাদের থেকে ঠেলছে দূরে। সবার মুখে
দিচ্ছে ওরা ওসব নামের মুখোস এঁটে।
সবটাই এর ভাওতাবাজি।

রাক্ষস-খোক্কস। ভাওতাবাজি?

সকলে। ভাওতাবাজি?

তাজ। এই যে মুখোস তোমার মুখে, তোমার মুখে,
সবার মুখে— সব মুখোসই ওদের দেওয়া।
খুলেই দেখ তোমার-আমার নেই কোন ভেদ!

(তাজ খুলে দেয় একজনের মুখোস, অন্যজনের মুখোস, সবার মুখোস।
ওরা সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একে অন্যকে দেখে অবাক হয়ে)

রাক্ষস। আরে আরে, খোক্কস রে, অনেকটা তুই
এরই মত!

(দানবকে দেখায় এরা। নিজের চেহারা দেখছে না বলে
একজনকে অন্যজনের সঙ্গে মিলাচ্ছে)

খোক্কস। তোকেও রাক্ষস তা-ই মনে হয়।

দানব। কি আশ্চর্য!

সকলে। আজব ব্যাপার!

রাক্ষস। চেহারাটা মুখোস শুধু?

খোক্কস। তা-ও বুঝি নাই এতদিনে?

রাক্ষস। (তাজকে) তোমরা আমরা সবাই মানুষ?

তাজ। সবাই মানুষ, বান্দা খোদার।

www.pathagar.com

দানব। রাক্ষস রে, ও খোক্কস। রঙটা কিন্তু
এক হল না।
আমরা কালো, ওটা শ্যামল।

তাজ। আবহাওয়াতে-জলবায়ুতে রঙটা কোথাও
সাদাটে হয়, কোথাও কালো, শ্যামল কোথাও।
শরীর কেটে সবার যদি রক্তের রঙ
মিলিয়ে দেখ— দেখবে, ওই রক্তের রঙ
সকলেরই এক হয়েছে।

সকলে। ঠিকই তো রে, ঠিক বলেছে।

রাক্ষস। আজ যে দেখি সবাই আমরা নতুন করে
জন্ম নিলাম। জানতাম সবে — জন্মসূত্রেই
আমরা ছোট, তুচ্ছ অতি। হঠাৎ দেখি—

খোক্কস। সবার সাথে আমরা সমান। এক অধিকার
সবার মত। তুমি বন্ধু কত মহৎ!!

রাক্ষস। পূর্বদেশের দয়াল বন্ধু সালাম তোমায়!

সকলে। বন্ধু সুজন, হাজার সালাম!!

রাক্ষস-খোক্কস। মায়ের কাজে, দেশের কাজে, পরীস্তানের
সফর তোমার–

সকলে। সফলতায় উঠুক হেসে!!!

(ওরা সবাই অভিবাদনের ভঙ্গিতে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।
এগিয়ে যায় তাজুল মুলুক)

পঞ্চম দৃশ্য

(পরীস্তানে বাগানে হাঁটছে বাকৌলী। আবহাওয়ায় হাল্‌কা নূতন সুর।
নূতন ছন্দ। অন্য পরীরা আসে)

পরী। বাকৌলী। শাহ্‌যাদী। মনে হয়–
কি যেন কি ভাবছ মনে?

বাকৌলী। না না, কিছু ভাবছি না তো।

পরী। আমরা তোমার সহেলিয়া, সঙ্গী সখী।
খুলে বল।

বাকৌলী। মনে হয় ভাবছি কিছু। কিন্তু সখি!
সেটা যে কি, জানি না তা।

www.pathagar.com

তোমরা সবাই এস এখন।

পরী। সে কি সখি! তোমাকে একলা রেখে
চলে যাব- কি করে হয় শাহ্‌যাদী!

বাকৌলী। চাঁদ ওঠা এই রাত,
ফুল ফোটা এ বাগান,
সব কিছু সুন্ সান্,
নির্জন, নিঝ্‌ঝুম।
ঝরাপাতা মৃদুবায়
সর্ সর্ নড়ছেই।
যেন কার নূপুরের
ধ্বনি মৃদু বাজছেই।

পরী। তাই তুমি একা রবে?

বাকৌলী। তাই আমি একা রব।

(পরীরা চলে যায়। বাকৌলী পায়চারি করে আর ভাবে। আসে তাজুল মুলূক)

তাজ। শাহ্‌যাদী বাকৌলী!

বাকৌলী। কে? কে তুমি এখানে, কে?

তাজ। পরদেশী রাহ্‌গীর।

বাকৌলী। পরদেশী! রাহ্‌গীর!
এইখানে এ সময়?

তাজ। বিশেষ এক প্রয়োজনে, শাহ্‌যাদী
বাকৌলী — এ বাগানে এ সময়
আসার যে প্রয়োজন!

বাকৌলী। এই মুখ — তুমি কে?
কোনদিন দেখেছি কি?

তাজ। আমি জানি, দেখ নাই।
তবু যদি মনে হয়- কোনদিন দেখেছিলে,
তবে তা-ও স্বপ্নেতে। আমিতাজ।

বাকৌলী। তাজ! তাজ —এই নাম —

তাজ। শ্যামল মাটির দেশ, পূর্বদেশ নাম।
সে দেশের ছেলে আমি।

বাকৌলী। শ্যামল মাটির দেশ ....

www.pathagar.com

মানুষের ছেলে তুমি!
পরীস্তানে এ বাগানে
মৃত্যু-মুখে কেন এলে?

তাজ। মৃত্যু-মুখে! কেন পরী?

বাকৌলী। শোন নাই, পরীস্তান
বাসভূমি পরীদের?
মরণের ফাঁদ পেতে
চারদিক ঘিরে এর
রাক্ষস খোক্কস?
এইখানে মানুষের
আসবার অধিকার
নেই জান?

তাজ। কেন নেই?

বাকৌলী। মাটি দিয়ে গড়া দেহ
মানুষের। তাই তার
বাসভূমি মাটিতেই।

তাজ। সে যে কত গর্বের, আনন্দের—
আমরাই জানি শুধু, মানুষের
মাটিতেই থাকি যারা!!
আচ্ছা পরী, এ বাগান,
এ জমীন, কিসে গড়া?

বাকৌলী। স্বপ্ন আর সুন্দরে
গড়ে ওঠা এই দেশ
পরীস্তান আমাদের!

তাজ। সে যে শুধু কল্পনা!
বাস্তবে কিছু নয়।
তাই ভুল।

বাকৌলী। কেন তাজ, ভুল কেন?

তাজ। এ-ও যে মাটির দেশ,
গড়ে ওঠা মাটিতেই!
ঐশ্বর্যের জৌলুষ দিয়ে,
নবরূপে সাজানো হয়েছে।

www.pathagar.com

তবু তা মাটিরই দেশ।
আমাদের মত মানুষ যে তোমরাও!
তোমার আমার তাই
পরিচয় মানুষের।

বাকৌলী। সে কি হয়? না না, না।

তাজ। কেন নয়?

বাকৌলী। আমরা যে পরী তাজ! এই দেশ-
পরী-দেশ। মাটির দেশের সাথে
আমাদের মিত্রতা কোনদিন
ছিল না তো! মিত্রতা আজও নেই।

তাজ। জান বাকা! রাত্রির জোছনায়,
সকালের সোনা রোদে, কত কিছু
ভেবেছি যখন-

বাকৌলী। ভেবেছ যখন!

তাজ। আমাকে মা যখনই তাঁর বুকে টেনে
নিয়েছেন, তখনই জেনেছি আমিঃ
মানুষে মানুষে নেই কোন ভেদাভেদ।

বাকৌলী। তাই নাকি?

তাজ। তা-ই পরী, সত্য তা-ই।
মাটি আর পরী-দেশ
স্রষ্টা যিনি তাঁর কাছে
প্রীতি আর মমতায়
যুগ যুগ ধরে বাঁধা।
নিঝ্‌ঝুম কোন রাতে
ঢেউ-ঢেউ দীঘি-জলে
দেখ নাই মুখ পরী?
পউদের ফুল যা'তে
নিজেকেই দেখে শুধু
চাঁদ ওঠা রাতভর?

বাকৌলী। কী মিষ্টি কথা কও!

তাজ। জান বাকা, বুকভরা কত আশা
নিয়ে আমি এসেছি যে!

www.pathagar.com

বাকৌলী। কত আশা?

তাজ। শাহ্‌যাদী বাকৌলী।
পথে কত কষ্ট আর
বিপদের বেড়াজাল
ভেঙে ভেঙে এসেছি যে,
তা কি তুমি শুনবে না?

বাকৌলী। ঝরনার কাছে চল।
আমাদেরও ঝরনায়
ঝিক্‌মিক্ ঝিরঝিরি
পানি বয় অবিরাম।
দেখো আর কথা বলো।

(ওরা দু'জন এগিয়ে যায়। সন্তর্পনে আসে মুখোসহীন রাক্ষস আর খোক্কস)

রাক্ষস। খোক্কস, চুপ্ চাপ্ সরে আয়।
এইদিকে একেবারে নির্জন।

খোক্কস। কেউ যদি টের পায়,
ফেঁসে যাবে আমাদের
ফন্দি ও ফোঁস-ফাঁস।

রাক্ষস। ফেঁসে যদি যায়, যাবে তোরই জন্য রে।

খোক্কস। কেন ভাই রাক্ষস, কেন কেন?

রাক্ষস। বুদ্ধি-সুদ্ধি তোর আবার নেই—
সেটা জানিস তো? নাকি জানিস না?

খোক্কস। জানি, আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু মোটা।
তবে—

রাক্ষস। চুপ! বোকারাম, বুঝলি কিছু?

খোক্কস। না তো, কিছু বুঝলাম না। কার কথা?

রাক্ষস। তাজুল মুলক্ আর ওই শাহ্‌যাদী।

খোক্কস। দু'টিতে তো বেশ দেখি! মিলে মিশে-

রাক্ষস। বাকৌলী কত ভাল।
মমতায় ভরা মন।
তবে তার পিতামাতা
টের পেলে সব শেষ।

www.pathagar.com

পরীস্তানে এসেছে তো।
জান নেবে মানুষের।
খোক্কস।	পিছে পিছে চুপচাপ লেগে আছি।
মৃত্যুই আসে যদি
আমরাই দেব জান। শেষ কথা।

(অদূরে পায়ের শব্দ। গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে–)

নেপথ্যে
রাজা।	কে ওখানে? ফিসফাস কথা কেন?

(আবহাওয়া বদলে গিয়ে আবার থমথমে হয়ে যায়। বদলে যায় সুর, ছন্দ)

রাক্কস।	ওরে বাবা। রাজারাণী।
খোক্কস।	এ দিকেই আসছে যেন।
নেপথ্যে
রাজা।	পাহারাদার। কে কে আছিস?
রাক্কস।	(ভীত নিম্ন কণ্ঠে) গা ঢাকা দে।
নেপথ্যে।
রাজা।	যে যে আছিস– সবাই তোরা আয় এদিকে।
রাক্কস।	রাজা–রাণী চলে যাচ্ছে। কোন্ দিকে রে?
খোক্কস।	যন্ত্রঘরের দিকে যাচ্ছে।
রাক্কস।	তাহলে তো –
খোক্কস।	কি তাহলে? ক্ষতি কিছু?
রাক্কস।	মারণাস্ত্রের যন্ত্রঘরে গিয়ে যদি কল টিপে,
শুরু হবে ধ্বংস-লীলা।
খোক্কস।	তাহলে কি টের পেয়েছে– তাজ এখানে?
রাক্কস।	কি যে করি। বুদ্ধি একটা বাৎলা না রে।
খোক্কস।	কি বাৎলাব। আমার আবার মোটা বুদ্ধি।
রাক্কস।	(হঠাৎ খুশী) ব্যস্, পেয়েছি। কি কর্তব্য বুঝে নিলাম।
খোক্কস।	(চিন্তা শেষে) ইয়ে–হ্যাঁ, আমিও এক ফন্দি পেলাম।
রাক্কস।	বিপদ যখন এসেই যাবে, ভয় পেতে নেই।
খোক্কস।	বেজায় সাহস বুকে নিয়ে দাঁড়াতে হয়।
রাক্কস।	তাজের কথায় মুখোস যখন খুলেই গেল–
খোক্কস।	মানুষ যখন হয়েই গেলাম–
রাক্কস।	বাদবাকী সব রাক্কসদের মুখোস খুলি।

www.pathagar.com

খোক্কস। ঠিক ঠিক, খোক্কসদেরও তাই করি গে'।

রাক্কস। (অনুযোগেরকণ্ঠে) তুই তো আবার বেজায় ভীতু, ভয় পেয়ে যাস!

খোক্কস। আসল কাজে খুব সাহসী তুইও নস্!

রাক্কস। ভয় পেলে আর চলবে না রে! রাক্কস-খোক্কস
যত আছি, সকল মানুষ মিলে তখন-

খোক্কস। মিলে তখন?

রাক্কস। একটি মানুষ রাখব ঘিরে!

খোক্কস। দৃষ্টিফুলের আশীষ নিয়ে-

রাক্কস। ফিরবে দেশে মায়ের ছেলে!

(বাইরে কোলাহল জাগে। প্রচণ্ড ঘড় ঘড় শব্দ। রাক্কস-খোক্কস ভীতি-বিহ্বল)

খোক্কস রে!

খোক্কস। রাক্কস! দেহে জোর পাই না!

রাক্কস। তাহলে আর ফন্দি কিসের? সাহস বাড়া।

খোক্কস। আয় তাহলে দু'জন মিলে শব্দ করি।

রাক্কস। কি শব্দ রে? হাঁউ মাঁউ কাঁউ করবি?

খোক্কস। তাই করি আয়।

(বাইরে কোলাহল চলছে। দু'জন দু'জনকে ধরে একসঙ্গে শব্দ করতে চায়। চেষ্টা করেও সে শব্দ বড় হয় না)

রাক্কস-খোক্কস। (ভীত ক্ষীণ আওয়াজ) হাঁউ মাঁউ কাঁউ।

(বাইরে প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণ হয়। ভয়ে লাফিয়ে ওঠে রাক্কস-খোক্কস। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ চিৎকার করার মত শব্দ করে বলে ওঠে-)

রাক্কস-খোক্কস। হাঁউ মাঁউ কাঁউ!!!

(অদূরে কোলাহল)

রাক্কস। এ কি হল?

খোক্কস। কি হল রে?

রাক্কস। ওই যে তাজ!
রাজার লোকে মারণাস্ত্রের কল টিপছে!
তাই তো দেখি, ধরা পড়ছে তাজুল মুলক্।

খোক্কস। তেলেসমাতে চতুর্দিকে পাহাড় এসে
তাজুল মুলক্‌কে ধরছে ঘিরে! কি হবে রে?

(আরও দু'একজন মুখোসহীন রাক্কস-দানব দৌড়ে আসে)

দানবেরা। পাহাড় ঘেরায় তাজ যে একা অস্ত্রবিহীন!!

www.pathagar.com

রাক্ষস-খাক্কস। সঙ্গীবিহীন মায়ের ছেলে তাজুল মুলুক্!!!

(দূরে থেকে ভেসে আসছে তাজের কণ্ঠ)

নেপথ্যে

তাজ। কে আছ ভাই, অস্ত্র দিয়ে শক্তি দিয়ে
তাজুল মুলুকে মদদ কর। যাদু বলে
পরীস্তানের পাষাণপুরে বন্দী আমি!

(রাক্ষস–খোক্কস–দানবেরা ব্যগ্রভাবে ছটফট করছে। পর্দায় ভেসে উঠছে মা–এর ছবি। মা আল্লা'র দরগায় মোনাজাত করছে। দু'টি মেয়েও)

রাক্ষস। জীন পরীরা যাদু জানে! যাদু বলে
প্রতিপক্ষে অস্ত্র হানে! মারণাস্ত্র!

খোক্কস। ওরে রাক্ষস-খোক্কসেরা! বঞ্চিত সব দানবেরা!
ওদের মত আমাদেরো যাদু মন্ত্র জানা নাই কি?

সকলে। আছেআছে!!

খোক্কস। আছে যদি, তাহলে তা কাজে লাগা!

সকলে। মন্ত্রশক্তি কাজে লাগা, কাজে লাগা!

(সবাই আবেগে উত্তেজিত। রাক্ষস মন্ত্র চালনার ভঙ্গিতে হাত চালায়)

রাক্ষস। আমার আর রাক্ষস আর খোক্কসদের
যত শক্তি, মন্ত্র বলে পাঠিয়ে দিলাম!

(সবাই রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে মন্ত্রশক্তি পাঠানোর কায়দা করে। সবাই হাত ছুঁড়ে দেয় পর্দার দিকে। পর্দায় একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি এগিয়ে যায়)

খোক্কস। মেঘে মেঘে বজ্র যত, বুকে বুকে
যত জ্বালা হো-মন্তরে পাঠিয়ে দিলাম!!

(আকাশে বজ্রধ্বনি হয়। সকলেই আগের মত কায়দা করে পর্দার দিকে হাত ছোঁড়ে)

সকলে। পাঠিয়ে দিলাম, হো-মন্তরে পাঠিয়ে দিলাম!!!

(রাক্ষস–খোক্কসদের মধ্যেও কিছুটা হৈ চৈ। এর মধ্যে চরম উত্তেজনায় কথা বলে যায় রাক্ষস ও খোক্কস)

রাক্ষস। তাজুল মুলুক্। পাষাণ–ঘেরা ভেঙ্গে ফেল।

খোক্কস। হুহুঙ্কারে দাও ফাটিয়ে পাহাড়–চূড়া।

(নেপথ্যে যুদ্ধস্থলের দিকে তাকিয়ে রাক্ষস–খোক্কস আবেগ–উত্তেজনায় হাত পা ছুঁড়ছে। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় না তাকিয়েই একজন আরেকজনকে মারছে। বাইরে শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে– প্রচণ্ড শব্দ)

রাক্ষস। ওই ভেঙেছে, ভেঙেছে ওই পাহাড়–ঘেরা!

খোক্কস। শত শত দৈত্য-দানা আসছে ছুটে।

দানব। কিন্তু রাক্ষস-খোক্কস ভাই, দৈত্য-দানা

www.pathagar.com

ওরা কেন তাজকে মারে? আমরা সবাই
তাজুল মুলুকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হলাম!

রাক্ষস। আমরা যেমন মানুষ হলাম, ওদের বেলায়
তা হয়নি তো! ওদের মুখে মুখোস পরা!

খোক্ষস। পার যদি ছুটে গিয়ে বোঝাও ওদের,
মুখোস খোল।

দৈত্য-দানবেরা। তাই করি গে'। চল্ রে সবাই।

(ওরা সকলে ছুটে যায়। রাক্ষস-খোক্ষস তেমনি উত্তেজিত)

রাক্ষস। খোক্ষস রে, আওয়াজ তোল্, উৎসাহ দে!

খোক্ষস। তুই আগে বল্। আমি তোর সঙ্গে আছি।

রাক্ষস। নির্ভয়ে তাজ অস্ত্র চালাও ওদের উপর!

খোক্ষস। ভয় নাই তাজ! মরছে রাজার সৈন্যগুলো!

রাক্ষস। ওই যে দেখ, ঘুষি দিয়ে জীনটাকে তাজ
করল সাবাড়! সাবাস বেটা মায়ের ছেলে!

(না জেনে ঘুষি দেয় খোক্ষসকে)

খোক্ষস। সাবাস তাজুল! আরেক ঘুষি পাশেরটাকে!

(না জেনেই সে-ও ঘুষি দেয় রাক্ষসকে)

রাক্ষস। ওই জেগেছে বাঘের মত তাজুল মুলুক্!

খোক্ষস। বাঘ নয় রে, সিংহের মত গর্জে তাজুল!

খোক্ষস। (উল্লসিত কণ্ঠে) সিংহ–শাবক তাজুল মুলুক্ বিজয়ী বীর!

(এবার দু'জনই অবসাদে হাঁপাতে থাকে। যুদ্ধটা এতক্ষণ যেন তারাই করেছে)

রাক্ষস। কিন্তু খোক্ষস, তুই যে আমায় খুব মেরেছিস?

খোক্ষস। তাই না কি রে? হুঁশ ছিল না, মাফ করে দে।

রাক্ষস। তা কি আবার বলতে হবে?
ওই যে দৌড়ে আসছে বাকা!

খোক্ষস। ছুটে যাচ্ছে তাজের কাছে।

রাক্ষস। তাজও আসছে এদিক পানে!

খোক্ষস। এ-সময়টা .... চল্ দু'জনে কেটে পড়ি।

(ওরা চলে যায়। ফিরে আসে তাজ ও বাকৌলী। শ্রান্ত-ক্লান্ত তাজের চেহারা)

বাকৌলী। রাজাকে সব বলার আগেই
বিপদ তোমায়

www.pathagar.com

ধরল ঘিরে।

তাজ। ও কিছু নয়। যুদ্ধ সে তো
জীবন-পথে আসেই কত।

বাকৌলী। দেশের জন্য, মায়ের জন্য,
দুঃখকষ্ট বিঘ্ন বাধা
অনেক তুমি সয়েছ তাজ।

তাজ। বাকৌলী। জান তুমি—
মায়ের দুঃখ মুছে দিতে,
অন্ধ পিতার দৃষ্টি দিতে
লাগে যে ফুল, ওই বাগানে
ফুটে আছে! সে ফুল আমার——

বাকৌলী। ফুল নেবে তো? নাও না সে ফুল।
তুমি যখন চাইছ এসে.....

তাজ। একটি কথায় দিয়ে দেবে?

(বদ্যিবুড়ো আসে হাসিমুখে)

বদ্যিবুড়ো। মনটি যখন কালিমাহীন,
চন্দ্র যখন প্রীতি ঝরায়,
সকল চাওয়া সকল পাওয়া
এক হয়ে যায় একটি কথায়।
আমি বুড়ো আদ্যিকালের,
চিরকালের মনকে জানি।
প্রীতির বিজয় সর্বকালের,
সত্য বলে তাই যে মানি!

তাজ। আদ্যিকালের সেই সে বুড়ো?

বাকৌলী। চির তরুণ সেই সে বুড়ো?

বদ্যিবুড়ো। সেই সে বুড়ো চিরকালের।

(অবাক হয় বাকৌলী)

বাকৌলী। সকল কালে সকল স্থানে থাক তুমি?

বদ্যিবুড়ো। স্থান ও কালের ভেদ মানি না, থাকি আমি।

তাজ। যখন যেথায় ইচ্ছা কর, যেতে পার?

বদ্যিবুড়ো। যখন যেথায় ইচ্ছা করি, যেতে পারি।
চলার ছন্দে পথের বাঁকে দেই ইশারা।

www.pathagar.com

তাজ। এবার তোমার কোন্ ইশারা?

বাকৌলী। কি মন্তব্য?

বদ্যিবুড়ো। তাজ তো এবার দেশে যাবে মায়ের কাছে।
খুলে দেবে পিতার দৃষ্টি, দৃষ্টি সবার।

(তাজ ও বাকৌলী খুশী)

বাকৌলী। আমার বাগের ফুল সম্পর্কে বলবে কিছু?

বদ্যিবুড়ো। সকল জনের, সকল জ্ঞানের, ওই যে বাগান-
তাতে আছে সকলেরই সমান দাবী।
ওই বাগানে বিশ্ব-জ্ঞানের যে-ফুল ফোটে-
তারই ছোঁয়ায়, তারই আলোয়, অন্ধজনের
চোখে চোখে আলোভরা দৃষ্টি আসে।
তোমার দেশেও আসুক তাজ জ্ঞানের জোয়ার,
সবার চোখে আলোভরা দৃষ্টি আসুক-
সফলতার শুভখনে রইল দোয়া বদ্যিবুড়োর।

বাকৌলী। তাজুল মুলুক্! সঙ্গে এস।

(তাজ ও বাকা যায় ফুল আনতে। বদ্যিবুড়ো অন্যদিকে তাকিয়ে দেখে-
দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে রাক্ষস- খোক্ষস-দানবেরা)

বদ্যিবুড়ো। একি রে ভাই, মুখোসগুলো গেল কোথায়?

রাক্ষস। খুলে গেছে।

খোক্ষস। মুখোস তো নয়- ভাওতাবাজি।

দানব। মানুষ এখন দানব-রাক্ষস-খোক্ষসেরা।

বদ্যিবুড়ো। (হাসিমুখে) ভাল ভাল, বড় ভাল। রাক্ষস নও,
খোক্ষস নও, দৈত্যদানব কিছুই নও।

সকলে। সবাই মানুষ। তাজ বলেছে।

বদ্যিবুড়ো। তাজ বলেছে!

(হাসতে থাকে। ফুল নিয়ে আসে তাজুল মুলুক্ ও বাকৌলী)

তাজ। (সোৎসাহে) বদ্যিবুড়ো! ফুল পেয়েছি!

বদ্যিবুড়ো। ফুল পেয়েছ?

তাজ। মায়ের কাছে চলি পরী——
মাটির কথা মনে রেখো।

বাকৌলী। মনে রেখো প্রীতির এ-খন,
নিতে এসো তোমার দেশে।

তাজ। আসব পরী, আবার আমি

www.pathagar.com

পরীস্তানে আসব ফিরে
তোমায় নিতে মাটির দেশে।

(রাক্ষস-খোক্কস-দানব সবাই খুশী)

বদ্যিবুড়ো। সেদিন আমি তরুণ হয়ে স্বপ্ন-রঙিন
বিনি-সুতোয় গাঁথব মালা নতুন ফুলে!

তাজ। বিদায় পরী। আজকে আমি ফুল পেয়েছি।
বুক ভরে আজ খুশীর জোয়ার!

বাকৌলী। আবার এসো।

তাজ। বন্ধুরা সব, চাইছি বিদায়।

রাক্ষস, খোক্কস, দানবেরা। আবার এসো।

তাজ। আমার মা আর সঙ্গী-সাথী সবাই তারা
পথের ধারে আমার আশায় দিন গুণছে!

সকলে। দেশে ফেরো দেশের ছেলে, আমরা খুশী।

তাজ। বদ্যিবুড়ো, আমার কানে ভেসে আসছে
সেই উদাসী বাউলের গান!

বদ্যিবুড়ো। বাউলের গান?

(ভেসে আসে বাউলের গান। গান চলতে থাকে। বেরিয়ে যায় রাক্ষস-খোক্কস-দানবেরা। পর্দায় ভাসে পূর্ব-দেশেরনিসর্গ-দৃশ্য)

বাউল। (গান) আমার দেশের ঘরে ঘরে
মায়ের অবুঝ মন,
সন্তানেরি কল্যাণাশায়
জাগেসারাক্ষণ।।
দোয়েল-কোয়েল সেই না দেশে
গান গেয়ে যায় চারণ বেশে——
কত নদীর সাতনরী হার
তার বুকে জড়ায়।।
আমার দেশে আকাশ নামে
হিজলতলীর গাঁয়!

(তাজ পা' বাড়ায়। চেয়ে থাকে বাকৌলী। বুড়ো হাসতে থাকে নিঃশব্দে)

www.pathagar.com

লোক-সংস্কৃতি

লোক-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে ঃ লোকই বা কারা আর সংস্কৃতিই বা কি।

লোক ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টি Folk ও Culture-এর সমার্থবোধক। Folk বলতে দেশের বা জাতির নিরক্ষর গ্রামবাসীকে যাদের 'ভদ্র' বা 'সভ্য' সমাজ 'ইতর' আখ্যায় নিজেদের থেকে পৃথক ক'রে রাখেন তাদের বোঝায়। অবশ্য আদিম মানব সমাজের সবাই এই Folk শ্রেণীভুক্ত ছিল। তারপর সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ ক'রে এক দল শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হ'য়ে 'সভ্য' হ'য়েছেন আর বাদবাকী সব রয়ে গেছে নিরক্ষর, অসভ্য, গেঁয়ো। শিক্ষাদীক্ষায় মানুষের জ্ঞান বাড়ে ও তার মানসিক গঠনের উন্নতি হয়। এই উন্নত ও মার্জিত মানসিকতার প্রকাশ হয় তার ধ্যান-ধারণায়, কথায়, কাজে, আচারে, ব্যবহারে, শিল্পসাহিত্যে, এক কথায় তার সব কিছুতে। আর এই উন্নত ও মার্জিত মানসিকতার সুষ্ঠু প্রকাশই তার সংস্কৃতি। সংজ্ঞানুযায়ী Folk-এর কোন Culture থাকার কথা নয়; কারণ Folk হ'ল Uncultured; কিন্তু দেখা গেছে দুনিয়ার সব দেশেই Folk বা 'লোক'দের সংস্কৃতি আছে। কাগজে কলমে শিক্ষা এরা নাই বা পেল, দেশের সামগ্রিক শিক্ষার প্রভাব তো এদের উপর পড়ে। এগিয়ে যাওয়া পৃথিবীর এরাও তো একটা বড় অংশ। 'সভ্য'দের প্রয়োজনে বা দয়ায় বা মনুষ্যত্বের অনুপ্রেরণায় অগ্রগতির ছিটেফোঁটা এরাও কিছুটা পায়। তদুপরি হৃদয়-বৃত্তির প্রেরণায় নিরক্ষর গেঁয়োরাও নিজেদের জ্ঞানায়ত্ত সুন্দরের ধ্যান করে, অনুভব করে সেই সুন্দরকে, আর নানা কাজেকর্মে প্রকাশ করে সেই সুন্দরের অনুভূতিকে। তাদেরও রীতি আছে, নীতি আছে, আর কাল প্রভাবে সেই রীতিনীতির উন্নত পরিবর্তনও আছে। মেঘমেদুর বরষায় তাদের মনও ভদ্র মনের মতো বাণীমুখর হ'য়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। হয়তো অলংকার ও ছন্দশাস্ত্রের নিয়মে সেই বাণীকে সুসজ্জিত ক'রে ধরতে পারে না তারা, কিন্তু মনের ভাবে স্নিগ্ধ ক'রে অনায়াসে বলতে পারে—

"গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিল্‌কি ঠাডা পড়ে"; বলতে পারে, "হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নাইমা আসে।"

এদেরই ঘরের অশিক্ষিতা মেয়েটি প্রিয়তমকে বলতে পারে—

"নয়ানের কাজল রে বন্ধু তুমি গলার মালা।"

www.pathagar.com

এরাও ভালোবাসে, গান গায়, হাসে, কাঁদে। আদিই হোক আর অন্তই হোক, ভাবের ও রসের আনাগোনা ভদ্র-মনের মতো এদের মনেও হয়, আর সেই ভাবের ও রসের প্রকাশও হয়। বুদ্ধিবিবেচনায় সেই প্রকাশ যতো অমার্জিতই হোক না কেন, হৃদয়ের কাছে তার আবেদন কিন্তু কম নয়। কাঁথা সেলাই করতে বসে যে মেয়ে আনমনে 'সোনাবন্ধু'র হাতের বাঁশীটিকেই সূতার রেখায় আটকে রাখল, বিশুদ্ধ শিল্প-বিচারে সে পাশ নম্বর না পেলেও তার শিল্পী মনের অনুভূতির স্বীকৃতি অবশ্যই পাবে। অমার্জিত হ'লেও এই যে কথায় সুরে শিল্পে গানে হৃদয়ানুভূতির আবেগময় প্রকাশ, এই-ই তার সংস্কৃতি..... লোক-সংস্কৃতি।

তাদের মনের এই সুন্দর 'ভদ্র'-সুন্দরের পরিহাস কুড়ালেও নিজেদের মনকে তৃপ্ত করেছে চিরদিন। বাড়ির চাকর-বাকর বা পেয়াদা-মৃধার অনুরোধে 'বাবু সাহেব'রা গাঁয়ের যে 'গুনাই'র দলটিকে গান গাইবার অনুমতি দিয়েছেন, সে দলটি 'বাবু সাহেব'দেরকে হয়তো বেশিক্ষণ খুশী করে গানের আসরে বসিয়ে রাখতে পারে নাই, কিন্তু সেইসব চাকর-বাকর বা পেয়াদা-মৃধাকে মুগ্ধ ক'রে বসিয়ে রাখতে পেরেছে সারা রাত। গুনাইর দুঃখে তারা কেঁদেছে, গুনাইর সুখে সুখী হয়েছে। গুনাইর সঙ্গে যে তাদের চির আত্মীয়তা! 'গুনাই'র রচয়িতা বা অভিনেতৃবৃন্দ তাদের নিজ নিজ কর্তব্যে যতো কাঁচামোর প্রমাণই দিয়ে থাকুক, ওদের শ্রেণীর প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু তা-ই অনুভব করেছে সমস্ত মন দিয়ে। এ যে তাদেরই মানস-সুন্দরের প্রকাশ! এর প্রকাশ শুধু একদিকে নয়; সাহিত্যে, শিল্পে, গীতিকথায়, রূপ-কথায়, প্রবাদে, ছড়ায়, নাচে, গানে, সংস্কারে, তাদের সবকিছুতেই রয়েছে এই সংস্কৃতির প্রকাশ। কাজেই লোক-সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হ'লে এ সবের পরিচয় পেতে হ'বে। কাজটি সামান্যও নয়, সহজও নয়। এ সাধারণ আলোচনায় তাই সে অসামান্যের আশা করাও ঠিক হবে না। আর সে অসামান্যকে তুলে ধরার ক্ষমতাও আমার নাই।

সংস্কৃতির পিছনে কাজ করে শিক্ষা, আর শিক্ষার পাখায় ভর ক'রে আসে নানা মতাদর্শ। শিক্ষাকে আমি শুধু কাগজে কলমে শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। আদর্শের প্রভাবে মানুষের জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা এবং তার সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতিও প্রভাবান্বিত হয়। কাজেই যে কোনো দেশের সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের ধারা ও উপধারা এসে মিলিত হয়। মানুষের মনে আসন ক'রে নেবার ক্ষমতা অবশ্য সবগুলির সমান থাকে না। তাছাড়া আজকের আসন কালকে না-ও থাকতে পারে। বাঙলার 'ভদ্র' এবং 'লোক' উভয় সংস্কৃতির রূপ, গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ সত্যের প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে। আমাদের লোক-সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে এর প্রধান বাহক লোক-সাহিত্যের আলোচনা দরকার। সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলেই আমাদের লোক-সাহিত্য থেকে আমাদের 'লোকে'র জীবন ও মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর এই পরিচয়ই হ'বে তাদের সংস্কৃতির পরিচয়। এই লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার পুঁথি, পাঁচালী, গীতিকথা, পালানাটক, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি নানা রত্নরাজিতে পূর্ণ। বিচারকের সূক্ষ্ম আইনে হয়তো এর সবগুলিই একই আওতায় পড়বে না, কিন্তু আমরা সবগুলিকে একই আওতাভুক্ত ক'রে আলোচনা করব। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'লোকে'র মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা ক'রে দিয়ে গৌড়ের সুলতানেরা সাহিত্য-ধারার সুমুখ থেকে বাঁধ কেটে দিলেন বলেই তা' বাঙলার শ্যামল ভূমিতে অবাধ প্রবাহের সুযোগ পেল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙলার মানুষ এ প্রবাহে পরম উল্লাসে অবগাহন ক'রে নিল। নিজের মুখের ভাষায় এই প্রথম শুনতে পেল তারা 'অমৃত সমান' মহাভারতের কথা। শুনতে পেল,

> "রাজার কুমারী এক নামে ময়নামতী
> ভূবন বিজয়ী যেন জগৎ পার্বতী।"
> (লোর-চন্দ্রানী- কাজী দৌলত)

সিক্ত হ'ল তারা জ্ঞান-প্রদীপ, নবীবংশ ও শবে মে'রাজের কাব্যরসে। ফলে বাঙলার সাধারণ মুসলমান, যারা-

> "বঙ্গেতে এসব কথা কেহ না জানিল"

তারাও-

> "নবী-বংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল"।
> (শবে মে'রাজ - সৈয়দ সুলতান)

আরও শুনল তারা, তাদের ঘরের মেয়ের মতই ক্রন্দনমুখর পদ্মাবতী স্বামী-গৃহে যাবার সময় সখীদের গলা ধ'রে বলছে-

> "শুন প্রাণ-সখী আমি চলি যাব যথা
> তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা।
> ....
> পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও
> অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও।"
> (পদ্মাবতী- আলাওল)

www.pathagar.com

শুনল, নায়িকারা–

"সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে।।
দশন মুকুতা বিজলী হাসি।
অমিয় বরিষে আঁধার নাশি।।
(পদ্মাবতী– আলাওল)

সংসারের নানা ঝামেলার অবসরে তারা সয়ফুল মুল্‌কের সংগে পরী–রাজকন্যা বদিউজ্‌জামালের রাজ্যে ঘুরে এসেছে, গুলে বাকাওলী, শাহ্‌ এমরান–চন্দ্রভান, কমরুয্‌যামান–বেদৌরার সংগে একাত্মবোধ করেছে, জংগনামার বীররসে উজ্জীবত হ'য়েছে, শহীদে কারবালার ইমাম–বংশের দুঃখে চোখের পানি ফেলেছে। এইসব পাঁচালী ও পুঁথির সবগুলি সত্যিকারের লোক–সাহিত্য না হ'লেও নিঃসন্দেহে লোক–মানসকে তৃপ্ত করেছে আর লোক–সাহিত্যিককে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। গৌড়ের সুলতান ও আরাকান–রাজসভার মুসলমান অমাত্যগণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী, সৈয়দ সুলতান, আলাওল প্রমুখ সুপণ্ডিত কবিগণ যেসব কাব্যকাহিনী রচনা করেছেন, তা' সংজ্ঞানুযায়ী ঠিক লোক–সাহিত্য নয়, তবুও 'লোক'দের প্রায়–পরিচিত ভাব–ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে এগুলি অসামান্য লোকপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই বাঙলারই মাটিতে সেগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছিল। প্রায়–পরিচিত ভাব–ভাষায় বললাম এইজন্য যে, তখন বাঙলার গ্রামীন মুসলমানদের কাছে নাগরিক মুসলমানের 'তাহ্‌যীব ও তমদ্দুন'–ধারা কিছুটা পরিচিত ছিল; আর এই ধারার পুষ্টিসাধন করত তখন ফারসী ও উর্দূসাহিত্য। কালক্রমে মুসলমান লোক–মানস বাঙলারই প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছে এবং নিজেদের মতো তার অমুসলমান প্রতিবেশীর লোক–ধর্ম, কাব্য ও সংগীতকে ভালোবেসেছে। উপরোক্ত কবিগণের পুঁথি ছাড়াও বাঙলায় আরও অসংখ্য পুঁথি লিখিত হয়েছে। সেগুলির প্রায় সবই লোক–সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত পুঁথির মুক্তপক্ষ কবি–কল্পনা অবাস্তবের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেও তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই বাস্তব। আর সেই কল্পরাজ্যের বর্ণনাতেও তাদের এই অতি পরিচিত পৃথিবীর রূপটিই ফুটে উঠেছে। এ যেন কল্পনাকে মাটির আবেষ্টনীতে বন্দী করা।

এই পুঁথি সাহিত্যেরই পাশাপাশি এবং তার যৌবনকালের পরে আর যে একটি অমূল্য সাহিত্য গড়ে উঠল, তা' শুধু বাঙলার লোক–সাহিত্যের স্বর্ণযুগই সূচনা

www.pathagar.com

করে নাই, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যকেও সম্পদশালী করেছে। তা' মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের গীতিকা–সাহিত্য। এই পল্লী–গাথার প্রতি ছত্রে যে জীবন, যে হৃদয় ধরা দিয়েছে, তা' একান্ত পল্লীবাসীর। স্বর্ণকারের কারুকার্য না থাকলেও তা' একেবারে খাঁটি সোনা। পল্লীবাসীর সহজ সরল প্রাণ, পল্লী-গাথার সহজ সরল কথায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হ'য়ে ধরা দিয়েছে। পল্লী কবিরা তাঁদের মায়ের, বোনের, মেয়ের,তাঁদের ছেলের, তাঁদের মনের মানুষের প্রাণের কথায় বাঙালী জীবনের অফুরন্ত সুধা-ভাণ্ড উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন। বঙ্গপল্লীর কুন্দ গন্ধরাজ চম্পা নাগেশ্বর, বাঙলার বিল ও পুকুরের পদ্ম কুমুদ, বাঙলার বনজঙ্গলের দোয়েল কোকিল, বাঙালীর ঘরের পোষা বুলবুলি কূড়া, মায় বাংলার পুকুর-পাড়ের মাঁদার গাছটি পর্যন্ত এতে কথা ক'য়ে উঠেছে। বাঙলার মানুষ ও প্রকৃতি বোধ হয় আর কোনো লেখায় এমন বাণীমুখর হ'য়ে উঠে নাই। বাঙলার 'ভদ্র'–সাহিত্য যখন সেন রাজাদের প্রবর্তিত কৌলিন্যের আচারে আর ইরাণ-তুরাণাগত শরাফতীর অন্দরে বন্দীজীবন যাপন করছে, তখন এই মুক্তপক্ষ পল্লী-সাহিত্য নিরাড়ম্বর কুটীরাঙনে মুনষ্যত্বের মেলা বসিয়েছে; ফুলেশ্বরী, ঘোড়াউৎরা, ধনু, মেঘনার রূপালী ধারায় মন-পবনের নাও ভাসিয়েছে। শহরে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তখন ভাবতেই পারেন নাই কেন "ছোট লোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙলের উপর বাহু ভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে"। (ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন)। আর তাতে "এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন।" তাঁরা তখন বুঝতে পারেন নাই "অবজ্ঞাত 'অশিষ্ট' ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায়",যাঁরা কবিতা লিখতেন, যাঁদের "পয়ারের শেষভাগে প্রায়ই মিল নাই", তাঁরা "ছন্দের শব্দৈশ্বর্যের কাঙাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়তো বড় বড় তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল।" (ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন)। এই সব পল্লীকবির অংকিত নারী চরিত্র স্বীয় মাধুর্যে ও ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর, যে কোন সভ্য সাহিত্য–সমাজের শ্রদ্ধা পাবার অধিকারী। পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, একনিষ্ঠতায়, বিপদে, ধৈর্যে এবং উপায়–উদ্ভাবনায় এগুলি অতুলনীয়। তাঁদের নায়িকারা কুলধর্মের উপরে নারীধর্মকে স্থান দিয়েছেন। পল্লী কবিরা জানেন আইন–কানুন বা সমাজরক্ষকের চিন্তায় নারীর সতীত্বের জন্ম নয়, নারীর সতীত্বের জন্ম প্রেমে, তা' নিজের বলে বলীয়ান। বাইরের শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে রক্ষা করতে পারে মনের শক্তি, প্রেমের শক্তি, নারীত্বের শক্তি। যাদের কবিরা এতবড় জিনিষ ভাবতে পারেন, তাদের মনের সুন্দর কি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য নয়?

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি, শত দুঃখ শত বাধার সুমুখেও তাঁদের 'মহুয়া' প্রেমের মুক্তা-হার কণ্ঠে পরে, মৃত্যু বরণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। তাঁদের নারী-প্রকৃতি অন্যের শিখানো বুলি পড়ে বড় হয় না, বড় হয় প্রেমে। 'মদিনা' ছেঁড়া কাপড় পরেও স্বামী-সোহাগিনী, ক্ষেতের কাজে অম্লান বদনে স্বামীর সাহায্যকারিণী। বানিয়াচংগের দেওয়ানরা এই গৃহস্থ-কন্যার মর্যাদা না দিলেও সমস্ত দুনিয়া এই মহিয়সীর মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসবে। এমনি মর্যাদা পাবার যোগ্য করেই পল্লীকবি তাকে এঁকেছেন। তাঁদের 'সখিনা' স্বামীর মান ও প্রাণ বাঁচাতে নিজের পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও পিছপা হয় না। স্বামীর জীর্ণ গৃহে অনশনে থেকেও তাঁদের 'মলুয়া'র মুখের হাসি মিলায় না। কামুক দেওয়ানের লোভ, উৎপীড়ন তাকে এতটুকু টলায় না। শুধু কি তাই? প্রেমের জন্য তাঁদের 'নদের চাঁদ' ধন, জন, জাতিকুল সব ছাড়তে পারে। জীবন দিতে পারে প্রেমের বেদীমূলে। পল্লীকবিরা কিসে কম? প্রথম যৌবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে যাঁরা বলতে পারেন-

> "শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
> অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চম্পক বরণী।।"
> (কঙ্ক ও লীলা- মৈঃ গীতিকা)

নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনের মুহূর্তে যাঁরা বলতে পারেন-

> "ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
> লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন।।"
> (মহুয়া- মৈঃ গীতিকা)

তাঁদের কাব্য-মাধুর্য অস্বীকার করবে কে? ফুলেশ্বরী তীরে ফুল তোলে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী, কিশোর কিশোরী। কবি জানেন, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে এদের মনে। কবিও শুধু তার ইংগিত দিয়ে অতি সংযত হাতে চিত্র এঁকেছেন-

> "ডাল নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
> তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী।।"
> (চন্দ্রাবতী- মৈঃগীতিকা)

তারপর অজ্ঞাত জ্ঞাত হ'চ্ছে ধীরে ধীরে। মন জানাতে চায় একজন আরেকজনকে। তারই সূচনায় কবি আভাস দিয়েছেন-

> "আবে করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
> প্রভাত কালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা।।"

(চন্দ্রাবতী- মৈঃ গীতিকা)

www.pathagar.com

এ যে বিয়ের মাধ্যমে মিলনের পূর্বাভাস। তারপর একদিন " স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন" মিলিয়ে যায়, কবিও অশ্রুজলে বুক ভাসান।

ছেলের বিদেশ গমনে পল্লী মায়ের মনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে যে কবি বলেন—

"আশ্বিনে পূবের মেঘ পচ্চিমে ভাস্যা যায়।
ঘরে থাকা কান্দ্যা মরে অভাগিনী মায়।।"
(মলুয়া - মৈঃ গীতিকা)

যে কবি জানেন—

"মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানব কি।
মায়ের বুকের লৌ পুত্র আর ঝি।।"
(দেওয়ানা মদিনা— মৈঃ গীতিকা)

সেই কবি শ্রদ্ধা পাবেন না কেন?

একমাত্র কন্যা লীলার মৃত্যুতে গর্গের ব্যথাকাতর পিতৃ-মনকে কবি নিজের মন দিয়ে অনুভব করেন, সমস্ত প্রকৃতিকে দিয়ে অনুভব করান; তাই তো বলতে পারেন তিনি—

"আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কান্দনে।
ভাটিয়ালে কান্দে নদী না বহে উজানে।।
আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রৈয়া।
বনের পশুপক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া।।"
(কঙ্ক ও লীলা— মৈঃ গীতিকা)

মৃত্যুশয্যায় যে তিনি লীলাকে দেখেছেন, তাই তো বলছেন—

"বৈকালীর রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়।।"
"এই ত না ছিল লীলার সোনার যৈবন।
হেমন্ত নিয়রে যেমন মরে পদ্মবন।।"
(কঙ্ক ও লীলা— মৈঃ গীতিকা)

পল্লী-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে এইসব পল্লীকবির চোখে। তাঁরা দেখেছেন বাসর ঘরে বর-কনেকে পৌছে দিয়ে—

www.pathagar.com

"পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে।
বেড়ার ফাঁক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে।।"
(মলুয়া- মৈঃ গীতিকা)

জীবনের কোন দিকই এদের দেখতে বাকী নাই। কবি জানেন ঈর্ষাকাতর মনের খবর। তাই তিনি বলেন-

"বগা যেমন চোখ বুজ্য়্যা পাগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডীমাছ ধরে।।"
(দেওয়ানা মদিনা- মৈঃ গীতিকা)

উপমা খুঁজতে গিয়ে এইসব কবিরা কোনদিন অচেনা রাজ্যে গমন করেন নাই। তাঁরা এই বাঙলারই গাছপালা, মাটিজল থেকে পরিচিত উপমা গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁদের রচিত সাহিত্যে চিত্ররূপ এত বাস্তব, এত আবেদনশীল। সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে এরা প্রকৃত মানুষের হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের কথা দরদ দিয়ে বলতে পেরেছেন বলেই তাঁদের সৃষ্টির সংগে তাঁরাও মানবতার গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়েছেন। মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের এই গীতিকা-সাহিত্য তাই কাব্য-মাধুর্যে, মানবতায় ও বাস্তবতায় প্রাণময়; বাংলাসাহিত্যের এক অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ। এর মারফতে লোক-সংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা পাই, তা' সকল কালের, সকল মানুষের শ্রদ্ধার্জনে সক্ষম।

এতেই শেষ নয়। পল্লীবাসীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে আছে আরও রত্ন। আছে রূপকথা, আছে সাময়িক কবিতা, প্রবাদ, ছড়া। মানুষের মন চিরকাল স্বপ্ন দেখেছে, কল্পনার রূপালী ভেলায় ভেসে গিয়েছে মাটির ঘাট থেকে কল্পনার রূপালী হাটে। সৃষ্টি করেছে রূপকথা। এসব রূপকথা যে তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা শুধু তা' নয়, সত্যের রূপকেও তা' সমুজ্জ্বল। রূপালী হাটে সওদা কিনবার সময় তাঁরা ভুলে যান নাই মাটির বাস্তবতাকে। তাই দেখি, রূপকথার বক্তব্যে বাস্তব ও কল্পনার এক অপূর্ব সমন্বয়। এসব রূপকথা শিশুমনকে চিরদিন দোলা দিয়েছে, সন্ধ্যার অবসরে চিরদিন তাদের নিয়ে গেছে কোন্ এক কল্পরাজ্যে। সে রাজ্যের পরিচয় ও প্রকৃতি অবিকল এই মাটির পৃথিবীর মতোই। সেখানের মানুষজনও তাদের অপরিচিত নয়। শুধু নবীনের শিশুমন কেন, পল্লী-প্রবীণের শিশুমনও তাতে তৃপ্ত হ'য়েছে। তাদের কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, মধুমালা একান্ত আপনজনের মতোই তাদেরকে সে রাজ্যের সংগী করেছে। কল্পরাজ্যের মানুষ হয়েও কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, মধুমালা তাদের গাঁয়েরই মেয়ে। শত রূপালী কথার মতো এমনি জীবনের মাধুরীমাখা কত ছড়া বাঙলার মা-বোনদের মুখে

www.pathagar.com

মুখে টিকে রয়েছে।

"আজ থুবড়ীর কাচন কোচন কাল থুবড়ীর বিয়ে,
থুবড়ীরি নিয়ে যাবে ঢাকাই শাড়ী দিয়ে।
মা তুমি কাঁদ কেন চালের বাতা ধরে,
বু' তুমি কাঁদ কেন পালকীর খুরা ধরে
যার মানুষ সে নিয়ে গেল গয়না গাতি দিয়ে।"
(খুলনার ছড়া)

আইবুড়ো মেয়েটি, অধিক বয়সেও বিয়ে হয় না বলে যার বাপমায়ের দুশ্চিন্তা ও বিরক্তি 'থুবড়ী' নামটিতে জমা হয়ে ছিল, তারও বিয়ে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বাপ-মাকে ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রার করুণ মুহূর্তটি মা বোনের স্নেহ মমতায় কী অপরূপ হ'য়ে ধরা দিয়েছে!

"মা গো মা কাইন্দোনা শ্যামের গলা ভাইঙ্গোনা
শ্যাম গেছে নসীফুল ফুইটা রইছে কত ফুল।
(মোমেনশাহীর ছড়া)

মা বোনের মনের কথা নিয়ে তাদেরই মুখে এমনি কত কথা রয়েছে বাঙলার আনাচে কানাচে।

"মেন্দী লাগাও হাতে কন্যার হলদি মাখ গায়,
ছোটকালের মল দুইডা পরাইয়া দেও পায়।
তোমরা দেখ আমার মায়ের চান্দের মুখখানি
ঘরের কোণে চোখ মোছে মাও অভাগিনী।
(মোমেনশাহী ছড়া)

বিয়ের কনেকে সাজিয়ে তার 'চান্দের মুখখানি' দেখছে পাড়া-পড়শীরা। মা যে দেখছে না, তা' নয়। কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মায়ের মন যে অবুঝ! ঘরের কোণে লুকিয়ে সে কাঁদেই শুধু। মেয়েলী মনের মৌনভাষার বাহক এসব ছড়া ছাড়াও পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো শত ঘটনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনুভূতি নিঃসৃত হ'য়েছে তাদেরই রচিত হাজারো প্রবাদের মধ্য দিয়ে। বাপ-মায়ের প্রতি উদাসীন স্ত্রৈণ পুরুষের বিসদৃশ ব্যবহার তারা জানে। তাই বলতে পারে—

"মায়ের গলায় দিয়া দড়ি
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী।"
অথবা–

www.pathagar.com

"মায়ের পেটে ভাত নাই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।"

অভিজ্ঞতা থেকেই তারা বলতে পারে–

"বামুন বাদল, বাণ
দক্ষিণা পেলেই যান।"

দেখে দেখে তারা শিখেছে যে "অদৃষ্টের কিল ভূতেও কিলায়", আর "চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে"। কে কবে প্রবাদগুলির প্রচলন করেছে, তা' জানা সম্ভব নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে এগুলি সাধারণ মানুষেরই সম্পত্তি। জীবনের বিচিত্র বহুদর্শিতাই এই প্রবাদ সৃষ্টির মূলে রয়েছে, আর লোকপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে যাচাই হ'য়ে এগুলি যুগ যুগ ধরে টিকে আছে। লোকস্মৃতি এগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে। প্রবাদ কিন্তু নীতিকথা নয়। নীতিকথা প্রাজ্ঞোক্তি, আর প্রবাদ লোকোক্তি। অবশ্য দুই–ই ব্যবহারিক জগতে কার্যকরী। নীতিকথা নৈতিকজগতের সত্য, আর প্রবাদ ব্যবহারিক জগতের তথ্য। অভিজ্ঞতার তথ্য নৈতিক সত্যের সংগে না–ও মিলতে পারে, তবু অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হ'য়ে সাধারণ মানুষ এই তথ্যকেই কর্তব্য নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করে। সাধারণ জন–মনে প্রবাদের সাফল্যের মূলে কাজ করছে এগুলির জোরালো ও স্পষ্ট ভাষায় সহজ প্রকাশভংগী। অল্পকথায় প্রবাদের বক্তব্য ঘনীভূত, সহজ ও সুজ্ঞাত বলেই জন–মনে এগুলির আবেদন এত গভীর। তাদের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের এমন কোন দিক নাই, যে দিকে তারা প্রবাদের সাহায্য পাবে না। তাদের গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি জিনিষ প্রবাদ–স্রষ্টার চোখে পড়েছে। ভাত, কাপড়, তেল, নুন, ঘটি, বাটি, মায় ঢেঁকি ও ভাঙা কুলাটি পর্যন্ত প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। এক কথায় প্রবাদের রেখায় যেন চিত্রিত হ'য়েছে তাদের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবন– বলা যায় তাদের সম্পূর্ণ জীবন। তাছাড়াও আছে খনার বচন।

"পূর্ব আষাঢ় দক্ষিণা বায়　　সেই বৎসর বন্যা হয়"
"বৈশাখের প্রথম জলে　　আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে"
"খাটে খাটায় দুনা পায়　　বসে খাটায় আধা পায়"
"মঙ্গলের উষা বুধে পা'　　যথা ইচ্ছা তথা যা"

এই সব খনার বচন তাদের চাষ-বাস, জল-হাওয়া, শুভযাত্রা বা শুভতিথির নিরূপণে পথ প্রদর্শক। লোক-সাহিত্যে তো বটেই, 'ভদ্র'-সাহিত্যেও এই প্রবাদগুলি যুগে যুগে ঠাঁই পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের রায়গুণাকর থেকে

www.pathagar.com

আধুনিককালের লেখা পর্যন্ত অল্প বিস্তর প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, গুরুগম্ভীর 'ভদ্র'-সাহিত্যে প্রবাদগুলি অনেকটা অস্বস্তিবোধ করে। অস্বস্তির কারণ, সাধারণ রসিক গেঁয়ো পরিবেশে এগুলির জন্ম। গুরুগম্ভীর কোন কিছু দেখলেই এগুলির পক্ষে কিছুটা ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সরস ভদ্র-রচনায় অবশ্য এগুলি বেশ খাপ খাইয়ে চলতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে স্বস্তিবোধ করে লোক-সাহিত্যের আসরে নেমে। তখন একান্ত আপনজনের মাঝে থেকে ও তাঁদের ভাব ও ভাষায় এগুলি মন খুলে কথা বলতে পারে। মার্জিত নয় বলে ভদ্র সমাজ এগুলিকে নিজেদের ক'রে নেন নাই, তাই এগুলির চিরস্থায়ী দখলিস্বত্বকার গাঁয়ের সাধারণ মানুষ।

এই তো গেল মোটামুটি সাহিত্যের কথা। কারুকলায়ও লোক–সংস্কৃতির প্রকাশ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে, চলতে গিয়ে তারা যা' যা' দেখে বা অনুভব করে, তারই ছাপ পড়ে মনের কোণে। আবার অন্য কোন কাজ করতে গিয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে সেই ছবি এসে হাতের কাজে রূপ নেয়। গাঁয়ের মেয়ে কাঁথা সেলাই করে। তার অতিপরিচিত জিনিষের ছবি আছে তার মনে। তারই একটি হয়তো রূপ নিল কাঁথায়। সূতার রেখায় কাঁথায় আঁকল হয়তো একটা মাছের নয়তো আম নারকেল বা অনুরূপ কোন জিনিষের আকৃতি। পাখা তোয়ের করছে কোন মেয়ে। তাতেই রূপ নিল কয়েকটা লতাপাতা। মৃৎশিল্পীর কল্পনায় হয়তো দেখা দিল কলস কাঁখে একটি মেয়ে। তারই রূপময় প্রকাশ ফুটে উঠল তার মাটির কাজে। দেখা দিল কলস কাঁখে একটি মেয়ে। হয়তো তার কল্পনায় দুগ্ধপানরত গো–শাবকের ছবিটি মমতা ও বাৎসল্যে অপরূপ হ'য়ে ধরা দিল তার তৈরী মাটির খেলনায়। এমনিভাবে মৃৎশিল্পে, কাপড়ের ডিজাইনে, পাখা, পাটী ও কাঁথার কারুকার্যে, নানারকম সিকার পাকে পাকে তাদের মনের সুন্দর আত্মপ্রকাশ করে। রান্নাঘরের চুলা ও বাসন রাখার জায়গাটি নানা ডিজাইনের মধ্য দিয়ে গাঁয়ের বধূর শিল্পী মনকে ধরে রাখে। ঘরদোর তৈরীর কাজেও এমনি কুশলী শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষ শুধু কাজই করে না। কাজ করতে করতে গান গায়। মনের কথা সুরের পাখায় ভর ক'রে প্রকাশের পথ খোঁজে। 'গানের রাজা বাঙালী' কথাটার প্রমাণ দিতে পারে এরাই, এই পল্লীবাসীরাই। পল্লীর হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে, প্রান্তরে– পল্লীর ঘরে ঘরে গানের আসর। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মারফতী, বাউল, কবি, জারি, সারি, কীর্তন, গাজীর গান, মেয়েলী গান, গম্ভীরা, গাজন– এমনি কত ধরণের গানে গানে গাঁয়ের আকাশ বাতাস ভ'রে আছে। হালে অবশ্য ভদ্র সমাজ

www.pathagar.com

এর অনেকগুলিকেই তাঁদের আসরে একটু ঠাঁই দিয়েছেন, তবে গ্রাম্যকে শহুরে বানাতে গিয়ে কিছুটা বিকৃতিও ঘটিয়েছেন। তাতে এগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ধাপে ধাপে যেন আড়ষ্টতা। তবু 'কিছুই না'র বদলে এই 'কিছু' উৎসাহ দানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আশার কথা। এসব গানের মধ্যে বিভিন্ন কালের জীবনদর্শন ও সাধারণ বুদ্ধি মিলে যে নূতন জীবনবোধ তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

ভাটির সোঁতে নৌকা ভাসায় মাঝি। তার মন চলে যায় কোন সুদূরে। মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে একটি মেয়ের ছবি। সে আজ আরেক বাড়ির বউ। সে ভাবে, তারপর ভাটির সুরে গান ধরে–

"তুই না বন্ধু বলেছিলে
ভুলবে না জীবন গেলে গো– "

রাত নেমেছে গাঙের শান্ত ধারায়। গান থামিয়ে মাঝি ভাবে আরেক রাতের কথা। সে রাতে গাঙে ছিল উতলা ঢেউ। ঢেউয়ের মাঝেই ডিঙা ভাসিয়েছিল একটি অবুঝ তরুণ। ওই পারে যে মেয়েটির বাড়ি, তার সংগে দেখা করার কথা ছিল যে। কে জানি তখন গাইছিল–

"কূল ভাঙা ঢেউয়ে ঢেউয়ে উতল গাঙের বুক,
আন্ধাইর রাইতে জ্বলে ওই বন্ধুর চান্ মুখ রে!'

পূর্ববাঙলার যৌবন ভাটির সুরে মনের 'নিগুম কথা' ক'য়ে ক'য়ে সবচেয়ে আনন্দ পায়। এ যেন 'বন্ধুর' সুর! উত্তর বাঙলায় এমনি এক মনের সুর ভাওয়াইয়া।

"ও কন্যা! হস্তে কদমের ফুল
তিন কন্যা জলোক যায় কার বা ক্যামন গুণ কন্যা হে!"

অথবা–

"কাইন্দোনা কাইন্দোনা বইন গো
কপালে হাত দিয়া,
আর কয়টা দিন পরার ঘরোৎ
থাকো রইয়া সইয়া রে।
তোমার বাপের বাড়ি যায়া
কবো তোমার কথা,
বড়াইর গাছে জড়াইয়া বইন
কান্দে আলোকলতা রে!"

www.pathagar.com

মনের ঔৎসুক্যে ও মাধুর্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল এই গান– তার কথা, তার সুর। উত্তর বাঙলার অধিকাংশ 'লোক'–মন এই সুরে মনের কথা কয়।

বাউল ও মারফতী গানের সুরে আছে অসীমের জন্য ভক্ত মনের আকুলতা।

"বানাইয়া রঙ্মহল ঘর
এই ঘরে লুকাইল আমার ঘরের কারিগর।"

"ও মন করলে কেনে বঞ্চনা,
তোর আপন ঘরে আপন মানুষ
অবহেলায় চিনলি না।"

কীর্তনের সুরে এই আকুলতা থাকলেও সেই অসীম সসীম হ'য়েই ধরা দিয়েছে এই প্রেমের ধরণীতে।

"রাই জাগো কানু জাগো শুকশারী বলে,
কত নিদ্রা যাও কানু মাণিকের কোলে।"
"এক চাঁদ আকাশে ওঠে তাই তো মোরা জানি,
কোটি চন্দ্র ঘিরিয়াছে চরণ দু'খানি।"

অসীম তাদের ঘরের ছেলে– কানু। নিত্যকর্মে তাকে ধরা যায়, পাওয়া যায়।

"না পুড়া'য়ো রাধা অঙ্গ
না ভাসা'য়ো জলে,
মরিলে বাঁধিয়া রেখো
তমালের ডালে।।
আমি তমাল বড় ভালবাসি।
আমার বঁধুয়া কালো তমাল কালো
তাইতে তমাল ভালবাসি।।"

সেই কানু তাদের একান্ত আপন জন, বঁধুয়া।

বাউল, মা'রফতী ও কীর্তনে মরমী সূফীবাদের প্রভাব খুবই বেশী। কবিগান শুধু একটা গানের রীতি। উত্তর–প্রত্যুত্তর বা বাদ–প্রতিবাদের মাধ্যমে এতে স্বভাব কবির প্রতিভা প্রকাশিত হয়। এ গানের রীতিটা লৌকিক। কিন্তু তা যেসব বিশুদ্ধ সুরে গাওয়া হয়, সেগুলি মোটেই লৌকিক নয়।

কারবালায় ইমাম বংশের করুণ কাহিনীই জারিগানের বিষয়বস্তু। এর সুর

www.pathagar.com

'লোক'দের নিজস্ব। কাহিনীকে কয়েকটা পর্যায়ে ভাগ ক'রে এক এক পর্যায়ের জন্য এক একটা দিশা গেয়ে তার সংগে পাঁচালী ঢংএ একটা সুরসহ কাহিনী বলে যাওয়া হয়।

"আরে ও

ঘোড়ার নাচে রে সিঙ্গী দরজায়,
নাচিতে নাচিতে ঘোড়া নূপুর দিল পায়।।"— দিশা

অথবা

"আরে ও

ভাই গেল্ মদিনা রৈল খালি,
ভাইয়ের শোকে পাগল হইয়া
বনে বনে ঘুরি।।"— দিশা

সারি গানকে বলা যায় কর্ম-সংগীত। এতে সুরের চেয়ে তালের প্রয়োজনীয়তাই বেশী। নৌকা দৌড়ের গানও সারি গান। বৈঠা টানার তালে তালে এই গান গাওয়া হয়। গুনাইবিবি, কুড়া শিকারী, মহুয়া প্রভৃতি পালা গানের মত বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীতে পালা গানের রীতিনীতি থাকলেও গাঁয়ে এই পালার নাম ভাসান যাত্রা। বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী দ্বিজ বংশীদাসের লেখা 'পদ্মাপুরাণ' পূর্ব বাঙলায়, বিশেষ ক'রে ময়মনসিংহে, সুরসংযোগে গাওয়া হয়। বংশীদাস নিজেও এই পালা এমনিভাবে গাইতেন। তাঁর কন্যা কবি চন্দ্রাবতীর 'দস্যু কেনারামে'র পালায় এর উল্লেখ আছে। একই গায়েন গান ও কথার সাহায্যে রামায়ণের খণ্ড খণ্ড ঘটনা অবলম্বনে যে গান গায়, তাকে বলা হয় রামায়ণ–গান বা 'রামমঙ্গল'। 'পদ্মাপুরাণ', 'রামমঙ্গল'– এসবের সুর কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লৌকিক সুর নয়। দেশপ্রেমমূলক গম্ভীরা গানের চল্ উত্তর বাঙলায়, বিশেষ ক'রে দিনাজপুর অঞ্চলে, রয়েছে। তাছাড়াও পূর্ব বাঙলার প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু গাজনের প্রচলন আছে। তবে তা' এখন লোপ পাবার পথে। কোন কোন জায়গায় এখনও চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হ'য়ে থাকে। দোল এবং রাস উপলক্ষ্যে গ্রাম্য কবির লেখা গান গাওয়া হয়। এসব লোকসংগীত ছাড়াও পাহাড়ী অঞ্চলের 'লোক'দের নিজস্ব সংগীত রয়েছে। তার অধিকাংশই কোন না কোন উৎসবে গীত হয়। এদের সংগীতের রীতিনীতি সম্বন্ধে আমি ওয়াকেবহাল নই। তাই বলার থাকলেও আমি বলতে পারছি না। শুধু আমি কেন, অনেকের বেলাতেই, এবং আমাদের সমগ্র লোক–সংগীতের বেলাতেই কথাটা খাটে। আমাদের 'লোক' ও তার সংগীতকে জানি আমরা কম আর যতটুকু জানি তাও সত্যিকারের জানা কি না, তাতেও

www.pathagar.com

সন্দেহ আছে। অথচ মনে করি যে জানি। এটা অনভিপ্রেত। লোক-সংগীতের সুরের যে বৈশিষ্ট্য, তার গতি প্রকৃতি কি, এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। অথচ এ জ্ঞান মোটেই কম থাকা উচিত নয়। তাতে দেশের 'লোক'কে জানা সম্পূর্ণ হয় না। তাদের সুরের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি বৈশিষ্ট্য আছে সুরযন্ত্র ও তালযন্ত্রের। বাঁশের বাঁশী, একতারা বা 'লাউ', দো-তারা, সারিন্দা প্রভৃতি সুরযন্ত্র এবং ঢোল, খঞ্জনী প্রভৃতি তালযন্ত্র 'লোক'দের নিজেদেরই। আজকাল অবশ্য ভদ্রদের যন্ত্রপাতিও তাদের আসরে ঠাঁই পাচ্ছে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বাংলা লোক-গীতির সুর-বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে সুন্দর ও বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী।

সংগীতের দিক থেকে 'লোকে'রা যেমন সম্পদশালী, নাচের দিক থেকে কিন্তু তেমনটি নয়। তাদের পালা নাটকে 'ছোকরা' নামে পরিচিত কিশোর অভিনেতারা সখী বা নর্তকী হিসাবে নাচ পরিবেশন করে থাকে। নায়িকারাও অবশ্য মাঝে মাঝে প্রেম বা আনন্দের দৃশ্যে নেচে ওঠে, তবে 'ছোকরা' বা নায়িকা কারও নাচ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। জারিগানের সংগে যে নাচ তা' সত্যিই নাচ। তবে সে নাচেরও তেমন কোন অর্থ বোঝা যায় না। ঘাটুগানে 'ঘাটু' নামধারী কিশোরেরাও নেচে থাকে। কিন্তু তা-ও ওই 'ছোকরা'দের নাচের মতো। পাহাড়ী অঞ্চলে অবশ্য নাচের বেশ প্রচলন রয়েছে এবং তাদের নাচের অর্থও কিছুটা বোধগম্য। এসব নাচ খুব সাধারণ স্তরের হ'লেও যারা তা' দেখে, তারা কিন্তু মুগ্ধ হয়।

সাহিত্যে, শিল্পে, নাচে, গানে এই যে লোক-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রকাশ, তা' শুধু আমাদের মুগ্ধই করে না, বিস্মিতও করে। এই সংস্কৃতি এ-দেশেরই মাটির রসে উজ্জীবিত, এ-দেশেরই আলো-হাওয়ায় বর্দ্ধিত। এ-দেশের সংগে তার নাড়ীর যোগ। ভদ্র-সংস্কৃতির সাধ্যও নাই, এই লোক-সংস্কৃতিকে ছেড়ে নিজের মর্যাদাবান পরিচয় দিতে পারে। শহরে শিক্ষিত লোকেরা গাঁয়ের অশিক্ষিত জ্ঞাতি ভাইয়ের সম্পর্ক অস্বীকার করার মতোই এ হ'বে অন্যায়, অশোভন ও লজ্জাকর। আর সম্পর্কটা অস্বীকার করারই বা কি আছে! অশিক্ষিত সংস্কৃতিটি দেখতে ধোপদুরস্ত না হ'লে কি হবে, আসলে কিন্তু বেশ ভাল। উপরে চাকচিক্য না থাকলেও ভিতরে তার সম্পদ আছে। কিন্তু আজ এই সংস্কৃতির ধারা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে।

"আমি পহেলা শিকারে এলাম,
জঙ্গল মাঝে শুয়ে রইলাম
গো লোকজন।

www.pathagar.com

আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ।।"

মদনকুমার আজ আর শিকারে যাওয়ার অবসরও পায় না, 'জঙ্গল মাঝে' শুয়ে মধুমালার মুখও স্বপ্নে দেখে না। সব কল্পনা, সব ধ্যানধারণা মনে চেপে শুধু বেঁচে থাকার জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনীই তার একমাত্র সার। এই পাষাণ চাপে তাদের মনের সুন্দর মরে যেতে বাধ্য। এ মৃত্যু তাদের মনের, তাদের সংস্কৃতির। লোক-সংস্কৃতি গেলে আমাদের অনেক কিছুই গেল। এ যে আমাদের একান্ত আপন, মনের জিনিষ! তবে আশার কথা, পাষাণ চাপের বাড়াবাড়ির জন্যই হোক বা মানবতা বোধের জন্যই হোক বা 'লোক'দের রুখে দাঁড়ানোর জন্যই হোক, আজকের দুনিয়ায় ওদের মুক্তি আসছে। আর এ-মুক্তি শুধু দেহের নয়, মনেরও। কাজেই সংস্কৃতিরও। তাছাড়া দেশের দুই সংস্কৃতির ফারাক্ আজ ক্রমে কমে আসছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ, একান্ত কাম্য। লোক-সংস্কৃতিকে জানবার, আপন ক'রে নেবার, বাঁচিয়ে রাখবার এখনও সময় আছে। এ সময়ে কর্তব্যে অবহেলা ক'রে অসময়ে ওদের কাছে গেলে হয়তো শুনতে পাব-

"নয়ানে আছিল জল গিয়াছে ফুরায়ে।
এখন আইলে রে বন্ধু কি দিব সা'জায়ে।।"

www.pathagar.com

গান

(বিয়াল্লিশ)

মনে পড়ে আজো সেদিনের সেই
কিশোর দিনের বেলা।
মনে পড়ে সেই বকুলের বনে
অবুঝ মনের খেলা।।
সেই অজানারে যেন আধো জানা,
মিছে স্বপ্নের কত জাল বোনা–
মনে পড়ে রাঙা মেঘের মতই
ভাসছে আশার ভেলা।।
বকুলের ফুল স্মৃতি হয়ে ঝরে আজো কোন নিরজনে।
পাখির কূজন আজো ডেকে যায় শূন্য এক বাতায়নে।।
সাঁঝের বেলা যে আজো মনে জাগে,
হারানো দিনের শত অনুরাগে–
মনে জাগে আজো সেদিনের সেই
কত না ফুলের মেলা।।

(তিয়াল্লিশ)

ফাগুন দিনের সুরে বাঁশীখানি সাধা–
উতলা যমুনা ডাকেঃ কলঙ্কিনী রাধা!!
শত কাজে মন ছিল বন্দিনী ঘরের কোণে,
চতুর্দশী চাঁদের আলো ডাকল সঙ্গোপনে।
বিহঙ্গিনী মনটি কি আর মানে কোন বাধা!!
সেদিনের মধু স্মৃতি আজো জেগে রয়।
নীরবে সেদিন এসে আজো কথা কয়।।
জোসনা রাতে আজো যেন সেই লাবণি মাখা,
অমলিন সব কিছু স্মৃতিপটে আঁকা!
সেই নামে আজো বাঁশী বাজে আধা–আধা!!

www.pathagar.com

(চুয়াল্লিশ)

মনের দুয়ার মুক্ত হল কি করে কখন!
দেখা দিলে হঠাৎ এসে নীরবে যখন।।
বিহঙ্গেরা ফিরছে তখন নীড়ে,
সাঝেঁর মায়া নামছে ধীরে ধীরে–
কূজনমুখর হল আবার দূরের উপবন।।
সন্ধ্যাতারা দূর আকাশে মিটিমিটি জ্বলে।
নীরবেই দু'টি মন কত কথা বলে!!
- সময় যেন কাটল সহসাই,
বললে শুধু– এবার আমি যাই!
সেই কথারই ধ্বনি যেন শুনছি অনুখন।।

(পঁয়তাল্লিশ)

যতবার দেখি ভাবি ততবার– দুই যেন দুই নয়।
কত না বছর প্রাণে বাঁধা প্রাণ, এক হয়ে জেগে রয়।।
কত না যুগের সাথী,
আমার কত না যুগের সাথী!
তোমারি ধেয়ানে কেটেছে বন্ধু
কত না দিবস-রাতি।
ব্যাকুল বাঁশরী কত না ডেকেছে সুরে সুরে তন্ময়।।
তোমারি আশায় জ্বলিয়া নিভেছে
কত না সাঁঝের বাতি।
কত না আকুল রজনী কেটেছে
অঘুম বাসর পাতি'।।
মত্ত ডাহুক ডেকেছে,
কত মত্ত ডাহুক ডেকেছে!
রূপালী রাতের বরষা-হৃদয়
কত না উতল হয়েছে!
কত না যুগের শেষে অবশেষে হল এই পরিচয়।।

www.pathagar.com

(ছয়চল্লিশ)

তমসা গহন রাতে
তুমি জোহরা তারার মত-
আমার আকাশ পারে
জ্বলবে গো অবিরত।।
মুখর ধরণী যদি আঁধার শয়ন পাতি'
নিরজন অবসরে কাটায় দীঘল রাতি।
আলোর ইশারা দিয়ে
কাটাবে ভ্রান্তি যত।।
দুলবে যখন তরী- দিগন্ত ছায়াঢাকা।
অকূলে কূলের দিশা দৃষ্টিতে আঁকাবাঁকা।।
বন্ধু গো জানি সেই আঁধারের খনে এসে,
কোলাহল মাঝে তুমি হাতটি ধরবে হেসে।
দূর হয়ে যাবে ভয়
বন্ধন শত শত।।

(সাতচল্লিশ)

হে নদী কীর্তিনাশা, কথা কও।
না-বলা কথার কত হাহাকার বুকে নিয়ে তুমি বও।।
যে-মাটির বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুমি
এই না নামের নদী-
সে-মাটিতে কত হাসি-কান্নার
কথকতা নিরবধি।
যুগ যুগ ধরি' তুমি নদী তার কথাকার হয়ে রও।।
এই না দেশের ইতিকথা যেন রূপকথা হয়ে রয়।
তোমার ধারায় কত না কাহিনী কলকলি কথা কয়।।
তোমার বুকে যে কত ঢেউ জাগে
ভেঙে পড়ে কত ঢেউ—
কলস্বন তার মাথা খুঁড়ে মরে
শুনেও শোনে না কেউ।
জানিনা কি করে অবহেলা এত মৌন মুখে তুমি সও।।

www.pathagar.com

(আটচল্লিশ)

ঝিনুকের বুকে একটি শিশির বিন্দু,
কিশোরীর বুকে একটি স্মৃতির ছায়া।
কি করে যে তা–ই তিল তিল করে
ধরে মুক্তার কায়া।।
শব্দের বুকে একটি মধুর গীতি,
পথিকের বুকে একটি মনের কথা।
নীরবে গোপনে রচে জীবনের
মধুময় কথকতা।।
স্বপ্নের বুকে একটু আকুল আশা,
আকাশের বুকে একটু কাজল মায়া।
জীবনের শত কোলাহল মাঝে
জাগে তারই প্রচ্ছায়া।।

(উনপঞ্চাশ)

ও পাশ ঘেরা পাহাড়ীয়া ঘন শ্যামল ছায়,
এ পাশ দূরে মিলিয়ে গেছে
দিগন্তের ওই গায়।।
তারি মাঝে হয়তো কোথাও ধানের সবুজ শীষে
দোল দিয়ে যায় পাহাড়ী সুর দুষ্টু হাওয়ায় মিশে।
অনেক দূরে পাখির কূজন কোথায় যে মিলায়।।
পড়বে চোখে হয়তো কোথাও গোঠে চরে ধেনু।
কোথাও ভোমর গুন্‌গুনিয়ে খোঁজে ফুলের রেনু।।
বেলাশেষে সন্ধ্যা তখন হবে—
অস্তে যাবে স্বর্ণসুরুজ বিপুল গৌরবে।
পথ হারাব কোথায় সে কোন্ গাঁয়ের কিনারায়।।

www.pathagar.com

(পঞ্চাশ)

তুমি স্বপ্নই শুধু নও যেন
স্মৃতি জলে ভেসে আসা-
ঝিনুকের বুকে মুক্তার মত ভালবাসা।।
বনপথে যেতে বাঁশরীর সুর
বেজেছিল কবে উদাস বিধুর-
কতদিন পর সেই সুর শেষে
পেয়েছে নীরব ভাষা।।
জীবন-পথের কোন একদিন
চিরদিন জেগে রয়।
স্বপ্ন কখনো স্বপ্ন থেকেও
বাস্তবে কথা কয়।।
যুগ যুগ ধরি' রেখেও হিয়ায়
যুগ যুগ তবু হিয়া না জুড়ায়-
সহসাই সে যে শুকতারা হয়ে
জ্বলছে আঁধারনাশা।।

।একান্ন।

আকাশে তারার মাঝে কেন সংশয়!
চাঁদ হয়ে তুমি অশান্ত নীলে
করেছ জোছনাময়।।
পাখীর ডানায় ক্লান্ত দিনের ছায়া,
তবুও দু'চোখে একটি নীড়ের মায়া-
বুক ভরা তার শত দুর্যোগে
সংগ্রামী বরাভয়।।
আঁধারের পারে জাগছে রূপালী দিন,
উন্মুখ-সুর মুখর জীবন-বীণ-
সে-বীণের সুরে প্রবাল-দ্বীপের
স্বপ্নেরা জেগে রয়।।

www.pathagar.com

আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা

।নয়।

নতুন মোড়-নেয়া জীবনের পথে এগিয়ে চলেছি। ঘর-সংসার পাতা হয়েছে, কর্তব্য হয়েছে সুনির্দিষ্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ লেকচারার, বাসা পেয়েছি ৪৩-কে আজিমপুর এস্টেট-এ। মাইনে পাই তিন শ' টাকার মত। টায়-টায় চলে যায়। প্রতি মাসে মাইনের টাকা তুলতে যেতে হয় সদরঘাটে অবস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে। মাসের শেষে হাতের টাকাও শেষ। প্রতি মাসের পুরনো খবরের কাগজ সের দরে বিক্রি করে সদরঘাট যাওয়ার খরচা যোগাড় করি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সংসারের জন্য কেনাকাটা করে বাসায় ফিরি। চলতি মাস কাটানোর পরিকল্পনা রচিত হয়। রচিত হয় নানাবিধ কর্তব্য সমাপনের ছক।

চাকরীটা খুবই পছন্দের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা। কিন্তু ছাত্র জীবনের ফাঁকির ফাঁক-ফোকরগুলো পূরণ করতে যথেষ্ট পড়াশুনা করতে হয়, এই যা মুস্কিল। আমাদের বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, পিতৃপ্রতিম আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাকে ফলিত পরিসংখ্যানের পেপারগুলো পড়াতে দিয়েছেন। হয়তো উপলব্ধি করে থাকবেন যে তত্ত্বীয় পরিসংখ্যানের ম্যাথেমেটিক্সের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে আমার রুচি বা আগ্রহ কোনটাই তেমন নেই। তাই পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকগুলোতে আমাকে মনোনিবেশ করাতে চাইলেন তিনি। নিজেও প্রধানত ওসব বিষয়েই শিক্ষাদান করতেন। দায়িত্বটা আমার পালনীয় বলে মনে হল। কাজী সাহেবের বড় ছেলে আনোয়ার হোসেন তখন সাবসিডিয়ারিতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ছাত্র। কিছুদিন পর কাজী সাহেব আলোচনা প্রসঙ্গে জানালেন- ছেলের কাছ থেকে জেনেছেন যে ক্লাসে আমার পড়ানো বেশ সন্তোষজনক। তিনি খুশী হয়েছেন। আর আমি তো খুশীতে ডগমগ। পরক্ষণেই উপলব্ধি করলাম- সুনিপুণ বিভাগীয় প্রধান ও গাইড হিসাবে তিনি এই তরুণ শিক্ষকটিকে বরাবরের জন্যই কর্তব্য-সচেতন করে তুললেন! আমি বিষয়ভিত্তিক বইপত্র ঘেঁটে জ্ঞানভাণ্ডারে আরও সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলাম।

আরও কিছুদিন পর ওই ফলিত বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য আমি ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করার সুযোগ পেলাম। সরকারী সুযোগ,কিন্তু আমি বিদেশে যেতে নারাজ। কারণ, আমি চলে গেলে আমার পরিবার থাকবে কোথায়? আমার গাঁয়ের বাড়িতে বাপ-মা বেঁচে নেই, শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও প্রায় তা-ই। তদুপরি, দীর্ঘ তিন বছর একা একা বিদেশে থেকে পড়াশুনা করব! সপরিবারে যাওয়াও অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি, মন-টনের ব্যাপারও তো আছে! ফলে- থাকল উন্নতির চিন্তা, কাজী সাহেবের সঙ্গে গিয়ে ভাইস-চ্যান্সেল্যরকে দিয়ে আমার বদলে অন্য এক তরুণতর সহকর্মী

www.pathagar.com

আমাদেরই ছাত্র মাহবুবউদ্দিন আহমদকে পাঠানো হল ইংল্যান্ডে। শান্ত মন-মেজাজ নিয়ে আমি রয়ে গেলাম নিজ দেশেই।

তমদ্দুন মজলিসের কাজেকামে ততদিনে প্রথম যৌবনের জোয়ারে ভাটার টান ধরেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এবং আমিও সেজন্য কর্মী হয়েছিলাম, ভাষা-সংগ্রামের কঠিনতম সময় পর্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে সেই তমদ্দুন মজলিসের নেতৃতাংশ রাজনৈতিক দল গঠনের পথে এগিয়ে গেল বলেই সাংস্কৃতিক চেতনা-প্রধান অংশটির ক্রিয়াকান্ডে দেখা দিল স্থবিরতার লক্ষণ। তদুপরি, আর্থিক সঙ্কটও হয়ে উঠল প্রকটতর। বন্ধ হয়ে গেল মজলিসের মাসিক সাহিত্য-পত্র 'দ্যুতি'র প্রকাশনা।

'দ্যুতি' নেই, তার সম্পাদক হিসাবে আমার এবং সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কার্যক্রমও আর থাকল না। তমদ্দুন মজলিস তখনো আছে, আবদুল গফুর সাহেব মজলিসের সাধারণ সম্পাদক তখনও এবং সেই সঙ্গে সাপ্তাহিক সৈনিকের সম্পাদকও। আমিও আছি মজলিসের সাহিত্য ও লোককলা বিভাগের সম্পাদক হয়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পদ আছে, পদক্ষেপের সুযোগ নেই। সারাদেশ জুড়ে তমদ্দুন মজলিসের অনেক অনেক কর্মী-সমর্থক, তার অধিকাংশই তখন রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। এতদিন তমদ্দুন মজলিসের কতিপয় সার্বক্ষণিক কর্মীর খাওয়া-পরা সংস্থানের দায়িত্ব ছিল সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপর। চরম অর্থ-সঙ্কটের কালে সে-দায়িত্ব পালনেও সঙ্কট দেখা দিল। সঙ্কট পর্যবসিত হল অপারগতায়। অগত্যা, মজলিসের প্রধানতম দুই সার্বক্ষণিক কর্মীর জন্য সে-দায়িত্ব ক্ষুদ্র সামর্থের মধ্যেও আমাকেই পালন করতে হল কিছুদিনের জন্য। ছেঁড়া পাল জোড়াতালি দিয়ে খাড়া রাখার প্রয়াস আর কি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাড়া রাখা আর গেল না। তা এক ভিন্ন কাহিনী।

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অনেক পিছিয়ে থাকা আমাদের মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি-স্থবিরতা ও অজ্ঞানতা কাটিয়ে তাকে নিজস্ব জীবন-বিশ্বাস ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংলগ্ন রেখে আধুনিকতার পথে চালিত করা ছিল তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম অঙ্গীকার। মজলিসের আদর্শ সম্পর্কে জনাব আবদুল গফুরের কথাঃ "তমদ্দুন মজলিস একটি আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালে এই মজলিসের জন্ম হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যায়ে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম ও পরম উন্নতির ফলে সমগ্র বিশ্ব পরস্পরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে তখন বাস্তবতা থেকে চোখ বুঁজে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। ইসলাম যেমন কোন বর্ণ, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা ভাষার মধ্যে সীমিত নয় তেমনি কোন বর্ণ, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায় বা ভাষার বিরুদ্ধেও তার আবেদন নয়।-প্রতিটি মানুষের সর্বোত্তম বিকাশই ইসলামের লক্ষ্য বলে ইসলামের আবেদন সার্বজনীন হতে বাধ্য। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও সমস্ত সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানার নীতিতে প্রত্যয়শীল ইসলাম স্বভাবতই এমন এক মানবতা সৃষ্টি করতে চায়, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ন্যায়নীতি ও সার্বজনীনতার

www.pathagar.com

মাপকাঠিতে যা প্রকৃত পক্ষেই আদর্শ স্থানীয়। মজলিস বিশ্বাস করে, ইসলাম এমন এক অনন্য সার্বজনীন আদর্শ যার আবেদন শুধু জন্মসূত্রে মুসলমানদের জন্য নয়, যে কোন সংস্কারমুক্ত মুক্তিকামী মানুষের জন্য সমভাবে আকর্ষণীয় হতে বাধ্য- যদি তা উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করতে পারা যায়।"

এই 'উপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করতে পারা'র কাজটা অঙ্গীকার হিসাবে গ্রহণ করেছিল তমদ্দুন মজলিস। এই অঙ্গীকারের পথে অনেকখানিই এগিয়ে যাচ্ছিল এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার যখন এদেশের কোটি কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে পাশ কাটিয়ে ধর্ম-সংহতি তথা ইসলামের নামে অন্য একটি ভাষাকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, তখন তার প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল এই তমদ্দুন মজলিসের কণ্ঠেই। শুধু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীই নয়, এদেশের মাটিতে পাকিস্তানী শাসকদের 'ইসলামী শ্লোগান-সর্বস্বতার' বিপরীতে সকল মানুষের মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী বৈপ্লবিক ইসলামের বলিষ্ঠ দাবী সাংগঠনিকভাবে তুলবার গৌরবও তমদ্দুন মজলিসের প্রাপ্য। কাজ এগিয়ে চলছিল দ্রুত গতিতে। মুক্তির স্বপ্নে উজ্জীবিত এদেশে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও উদারতার আদর্শ সম্পর্কে একটা সচেতন ধারণা সৃষ্টির মূলে অবদান রেখে চলছিল তমদ্দুন মজলিস।

এমনি অবস্থায় শক্তির মূল্যায়ন ব্যতিরেকেই রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে তমদ্দুন মজলিসের গতিময়তায় রাশ টেনে ধরার মতই হয়ে দাঁড়াল। পরবর্তীতে এই গতিময়তা আর ফিরে আসে নি। রাজনৈতিক দলও প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা পেল না, তমদ্দুন মজলিসও হয়ে রইল নীড়ভাঙা পাখিদের এক ঠিকানা। তখন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ড বলতে আমার জন্য রয়ে গেল একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো এবং নগরীর এখানে-ওখানে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন দলের নাট্যানুষ্ঠানে সাহায্য করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, নাটক লেখা ইত্যাদি নানাকাজ। সেসব কথা স্মরণ করে এখনো সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে কোন-না-কোনভাবে এদেশের নাট্য-প্রয়াসকে জয়যুক্ত ও সংহত করার কাজেই তখন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলাম।

আগে থেকেই পালন করে আসা যে দায়িত্বটা ক্রমবর্ধিত হয়ে এক কষ্টকর সমস্যা হয়ে আমার সামনে সে-সময় দেখা দিল, তা গাঁয়ের বাড়িকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত। ১৯৪১ সাল থেকে আরম্ভ করে দু'তিন বছরের মধ্যে বাপ-মাসহ আমার পরিবারের জনা ছয়েক আপনজনের মৃত্যুতে পরিবারে যে ভাঙন দেখা দেয়, তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করে। এই সময়ের মধ্যে আমার কিছু 'কর্মকান্ড'ও সমস্যাকে প্রকটতর করে তোলে। বিবাহিত জীবন আরম্ভ করার পর সমস্যাসঙ্কুল দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিল পরিবারের ভঙ্গুর বিশৃঙ্খল অবস্থাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা। পরিজনদের প্রায়-উচ্ছন্নে যাওয়া জীবন-সংসারকে পুনরায় সুস্থিত করে দেওয়া, ঘর-দরজা পুনর্মেরামতের ব্যবস্থা করা, এর-তার ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদীর বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ইত্যাদির একটা সুরাহা করতে গিয়ে মনে হল- পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান

www.pathagar.com

হয়েও জ্যেষ্ঠ সন্তানের, তার চাইতেও বেশি, আমার সেই প্রজ্ঞাবান্ পিতার ভূমিকাই যেন আমাকে পালন করতে হচ্ছে! সহজেই পারতাম এসব দায়িত্বকে অস্বীকার করতে। কিন্তু পারলাম না আমার হারানো বাপ-মায়ের কথা স্মরণ করে। তদুপরি, আমার জীবন-সঙ্গিনী সে দায়িত্বটাকে আরও পাকাপোক্তই করে দিলেন। তিনি সহজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন– 'এতদিন বেশ পরিমাণ জমিজমার অধিকারী হিসাবে একা জীবন যাপন করেছ। সে জীবনের খরচাদি বাদ দিয়েও সঞ্চয়ের পরিমাণ যথেষ্টই হওয়ার কথা। তা গেল কোথায়? বিয়ের সময় এক মাসের মাইনে ছাড়া আর কিছু তোমার হাতে ছিল না কেন? গাঁয়ের জমিজমার আয় ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরেরও বেশী দিন চাকরী করার সঞ্চয়ই বা গেল কোথায়? কিন্তু তিনি এসব কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। বাড়িতে পা দিয়ে সবার কাছেই হয়ে উঠলেন কল্যানীয়া এক বউ!

ভাল, কিন্তু আমার কোষাগার যে শূন্যপ্রায়! জমিজমা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে বেশ কিছু পরিমাণ; পরিবারের সকলের দ্বারাই কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে। বাকীটুকুর আয়-উপার্জনের হিসাব–নিকাশের মধ্যে দেখা গেল হিসাবের চাইতে নিকাশের পরিমাণই বেশি। তা-ও কোন্ খাতে কি পরিমাণ নিকাশ হয়েছে বা হচ্ছে , তা রীতিমত অন্ধকারে। 'কল্যাণীয়া'র উপস্থিতিতে একটা ফয়সালা জাতীয় সিদ্ধান্ত হল— সয়সম্পত্তি ও আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ 'ফের পহ্‌লেসে' আরম্ভ হবে। নিজ নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ পরিবার চালাবে সবাই। তাতে কারো 'অন্নের' অভাব ঘটলে আমার 'অন্ন' থেকে সেটা পুষিয়ে দেওয়া হবে। তবে এই পুষিয়ে দেয়ার মেয়াদ খুব দীর্ঘ না হওয়াই উচিত। ঘর-দরজা থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদীর ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়া চলল। গরু-ছাগল হাঁস–মুরগী ইত্যাদি কিনে আয় বাড়ানোর পথও খুলে দেওয়া হল। শুধু পরিবার-পরিজনের বেলায় নয়, তাঁর কল্যাণ–হস্তের স্পর্শ নিজ গাঁয়ের, পাশের গাঁয়ের, 'গরীব-দুঃখীদের' মনেও শান্তি বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। যাকাত–খয়রাত দেওয়া চলল নিখুঁত হিসাব কষে। অল্প সময়েই দেখা গেল— 'ফের পহ্‌লেসে'র অধ্যায়েও জমিজমা থেকে আমাদের পাওনার চেয়ে দাওনাই অনেক বেশি। এবং এই দাওনার উৎস হচ্ছেন তিনি, আর তা মেটানোর দায়িত্বটা আমার। কয়েক বছরে অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে ছুটিতে আমরা বাড়ীতে যাই— আনন্দ করতে নয়, দায়িত্ব পালন করতে।

এই কর্ম পক্রিয়ায় আমার প্রতিনিয়তই মনে পড়ত হারানো বাপ-মাকে। তাঁদের আমলের সাংসারিক অবস্থা ও রীতিনীতি আমার স্ত্রীর কাছে স্মৃতি নয়, শ্রুতি মাত্র। কিন্তু আমার স্মৃতিতে তা যে সমুজ্জ্বল! সেই আগেকার দিনগুলো! নানা আইয়ামে বাড়িতে ফসলের সমারোহ.....ধান-পাট-আখ-রবিশস্য! বাড়িতে বেপারীদের আনাগোনা, গরুর গাড়ি বোঝাই করে ধান–পাট নিয়ে যাওয়া! প্রায় সারা বছরই ধান-পাড়ানিদের ঢেঁকির ব্যবহার। আষাঢ়-শাওন চৈত-বৈশাখে আশেপাশের গাঁয়ের অভাবীরা ধান নিয়ে যেত বাকীতে। সময়মত ফেরত দিত বিনা সুদে সমপরিমাণ ধান বা টাকা। আখ মাড়ানির সময়ে সপ্তাহ কাল ধরে কাঠের তৈরী দেশীয় আখ–মাড়াই কলে সারা বিকাল চলত

www.pathagar.com

আখ-মাড়াই, রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। বছরের কামলা জনা তিনেক, তদুপরি আইয়ামী কামলা প্রয়োজন মত। দুপুর পর্যন্ত আখ কাটা, তারপর মাড়াই। ভেতর-বাড়িতে বাড়ির মেয়েদের রস জাল দেওয়া, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। ওসব কাজকামের মধ্যে আমি এক আদুরে ফপরদালাল। কামলাদের কাজে ডিসটার্ব করাই আমার কাজ। কিন্তু সকলের সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি।

নানা অভাবীকে বিচার-বিবেচনা করে যা দেবার বাপজান তো দিতেনই— প্রায়ই দেখতাম, উঠানে আম্মাকে নিয়ে পড়েছে আশেপাশের গরীব-দুঃখী মেয়েমানুষেরা। এটা নেই, ওটা নেই- শত অভাবের ফিরিস্তি। বাপজান বাইরে থাকলে সাধ্যমত সব আবদার মিটিয়ে দিতেন আম্মা, কোন রকম অনুযোগ ছাড়াই। কোনদিন হঠাৎ বাইর বাড়িতে বাপজানের গলা শোনামাত্রই আম্মার মুখে কত সরোষ অনুযোগ-শাসনঃ 'কাম কইরা অভাব মিটাইতে পার না ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। বাপজান নিশ্চয়ই বুঝতেন আসল ব্যাপারটা। দূর থেকেই বলতেন-'কি দেওয়া লাগব, দিয়া বিদায় কর না!' অগত্যা আম্মা আর কি করেন! দাবী মিটিয়ে দিতেন সকলের। ঈদ পরবে এমনি দেওয়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত। কোরবানীর সময় বাপজান বলতেন— 'বড় দেইখা কোরবানী না দিলে গরীব আত্নীয়স্বজন আছে, গাঁও-গরামের অভাবীরা আছে, সবেরেই দেওয়া লাগব তো!'

বছরের কামলাদের দেখেছি, বেশ কয় বছর কাজ করে কান্নাকাটি করে বিদায় নিত। বিদায় নিত অন্য বাড়িতে কাজে লাগার জন্য নয়, নিজেই গিরস্থি জোড়াবে বলে। আমাদের বাড়িতে কাজের লোকদের জন্য ভিন্ন রান্না হত না, আমরা যা যা খেতাম কাজের লোকেরাও তা-ই খেতো। মুখের সম্বোধনও ছিল আব্বা-আম্মা-ভাই-বুবু-ভাবী ইত্যাদি। আজও তাদের সঙ্গে আমাদের আপনজনের সম্পর্ক। আজও বড় রকমের অনুষ্ঠানে তারা আমাদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে আসে। কয়েক বছর আগেও তারা আমাকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছে। আজকের কোন তাত্ত্বিক এই জাতীয় সম্পর্ককে শোষণ মনোবৃত্তির পরোক্ষ কোন উপায় বলে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও আমি তা মানব না। কারণ এ জাতীয় সম্পর্কের পেছনে কার্যকর মনোবৃত্তির ব্যাপারে আমি নিজে যথেষ্ট ওয়াকেবহাল।

উপরে বর্ণিত স্মৃতি-চিত্রগুলোর বেশির ভাগ আমার সংসারেও চলে আসছে আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম থেকেই, আজও সমানে চলছে। যেন সেই একই ট্র্যাডিশ্যন।

পত্র-পত্রিকায় লিখে কোন সম্মানী তখন পাওয়া যেত না বললেই হয়। লিখে অর্থ প্রাপ্তির একটামাত্র প্রধান উপায় ছিল বেতার নাটক রচনা। সম্ভবত ১৯৫১ সালে তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তানের জন্য বেতার নাটক রচনা আরম্ভ করি। আরম্ভটা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় কবি ফররুখ আহমদের অনুপ্রেরণায় বা নির্দেশে। আমার প্রথম বেতার নাটক ছিল 'তিতুমীর'। নাট্যানুষ্ঠানটি সফলই হয়েছিল, কারণ এর পর থেকে বহুবার তা পুনঃ-প্রচারিত হয়েছে। শেষে এমন হল যে 'তিতুমীর'-এর পুরনো স্ক্রিপ্ট আর অক্ষত

www.pathagar.com

অবস্থায় থাকল না। আমাকে তাই নতুন স্ক্রিপ্ট্ করে দিতে হয়েছে। নামটাও তাই বদলে গিয়ে হয়েছে 'বাঁশের কেল্লা'। পরে 'তিতুমীর' নামে মঞ্চ-নাটকও লিখেছি, কিন্তু আমার প্রথম বেতার নাটকের স্মৃতি হিসাবে রচনাবলীর এই খন্ডে ' বাঁশের কেল্লা'কেই অন্তর্ভুক্ত করলাম।

শ্রদ্ধেয় কবি ফররুখ আহমদের প্রেরণা-প্রভাব তখন আমার উপর যথেষ্ট কার্যকর। কিন্তু বাংলা পুঁথি সাহিত্য ও ফারসী সাহিত্যের ব্যাপারে আমি তখন নিতান্তই অজ্ঞ। তাই কবি সাহেবের প্রেরণা আমাকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করলেও সে-পথে পা বাড়ানো আমার জন্য সহজসাধ্য হল না। এর মধ্যে তাঁর মুখেই শুনলাম 'গুলে বাকাওলী' পুঁথির কথা। পূর্বদেশীয় এক কাহিনী নিয়ে এ পুঁথি নাকি রচিত। পুঁথিটা পড়লাম। এর কাহিনী ব্যবহার করে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হলাম বটে, তবে তা নিয়ে নতুন রকম কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগল মনে। পরিণামে বেশ কিছুদিন পরে রচিত হল প্রতীকধর্মী কিশোর ছন্দ-নাট্য। বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন মেজাজের ছড়া-ছন্দে এক নাটক, নাম 'দৃষ্টি-ফুল'। ঠিক পুঁথির ব্যবহার নয়, পুঁথির এক কাহিনীর ব্যবহার।

কিন্তু কবি ফররুখ উদ্দীপিত আইরিশ নাট্যকার সিঞ্জের নাট্যপ্রয়াসের দৃষ্টান্তটা আমাকে বশীভূত করে রাখল। এরই ফলে রচিত হল দু'টি বেতার নাটক 'দেওয়ানা মদিনা' ও 'অতল সায়র'। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্যতম অমর লোকগাথা ভিত্তিক 'দেওয়ানা মদিনা', আর 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র অন্যতম লোকগাথা ভিত্তিক 'নূরুন্নাহার ও কবরের কথা'র নামান্তর হচ্ছে 'অতল সায়র'। বেতার নাটক হিসাবে 'অতল সায়র' 'দেওয়ানা মদিনা'র মত সাফল্য পায় নি। তার প্রধান কারণ- তখন রেডিওতে নাটক প্রচারিত হত সরাসরি, আগে থেকে রেকর্ড করে সম্পাদনা করে প্রচারিত হত না। কিন্তু 'অতল সায়র'-এর প্রযোজক মরহুম আবদুল মতিন সাহেব রিহার্স্যালের সময় এর প্রচার-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাটকের কলেবর নিরূপণ করতে পারেন নি। অর্ধেক নাটক প্রচারিত হওয়ার পর তিনি টের পান যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তো এ নাটক শেষ হবার নয়! তখনই উপস্থিত বিবেচনায় এখানে-সেখানে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নাটক শেষ করেন। ফলে, প্রচারিত নাটকটা শ্রোতাদের মনে দাগ কাটতে পারে নি।

কিন্তু 'দেওয়ানা মদিনা' বেতার নাটক হিসাবে সাফল্য পেয়েছিল। তারই জন্যে এটা উর্দূতেও অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল একাধিকবার। তখনকার রেডিও পাকিস্তানের অন্যতম উর্ধতন কর্মকর্তা জনাব কলিমুল্লাহ্ ফাহ্মী ছিলেন এর প্রযোজক, এবং নায়ক দুলালের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেদিনের তরুণ রেডিও কর্মকর্তা সৈয়দ জিল্লুর রহমান সাহেব। আরও একটা সম্মান লাভ করেছিল 'দেওয়ানা মদিনা'। মঞ্চ থেকে সরাসরি রেডিওতে প্রচারিত প্রথম (খুব সম্ভব) নাটক ছিল এই 'দেওয়ানা মদিনা'; প্রযোজনা করেছিলেন তখনকার অন্যতম উর্ধতন রেডিও কর্মকর্তা ও নাট্যকার জনাব আশরাফ-উজ-জামান খান। বাংলাদেশের প্রাক্তন স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী তখন নাটকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধতন রেডিও কর্মকর্তা। সে-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন

www.pathagar.com

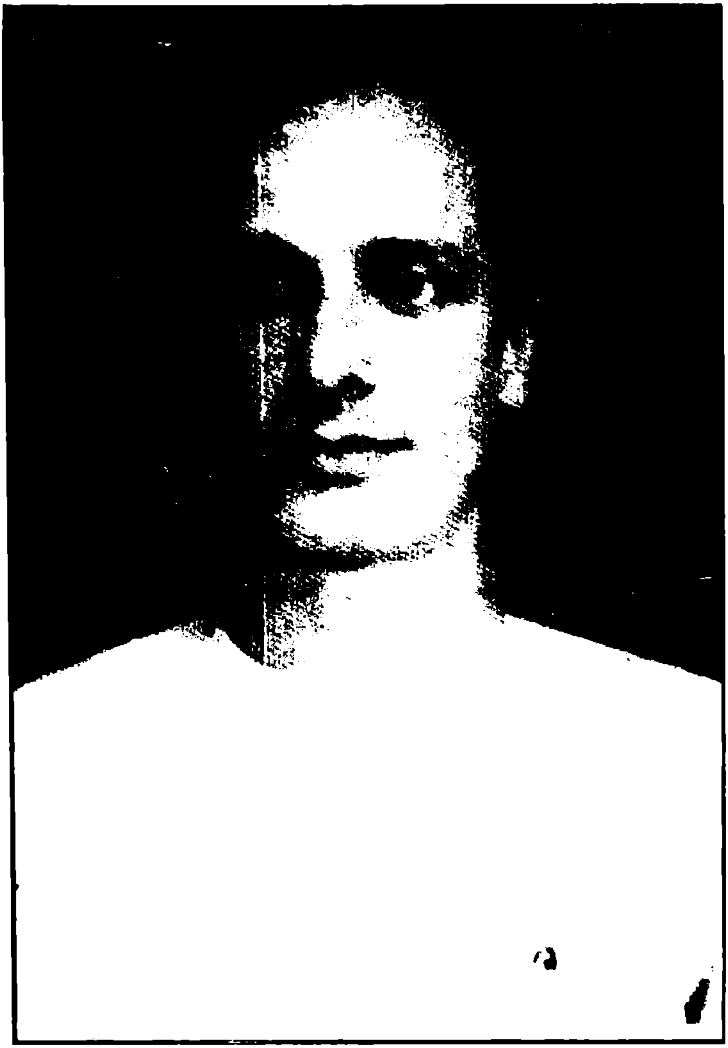

'দেওয়ানা মদিনা'র মঞ্চায়ন উপলক্ষে তোলা ছবি

www.pathagar.com

তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব সুলতানুদ্দিন আহমেদ সাহেব। এখানে আমি সবিনয়ে স্বীকার করতে চাই যে, লোকগাথা হিসাবে উপরোক্ত পালা দু'টির সাফল্য আমি চেষ্টা করেও আমার রচনায় প্রতিফলিত করতে পারি নি হয়তো। সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্যের সীমাবদ্ধতার জন্যই আমি সে-সাফল্য অর্জন করতে পারি নি বলতে হবে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্যতম সংগ্রহ 'কাজলরেখা' একটি রূপকথা। 'কাজলরেখা নাম'-এ এই রূপকথাটি আমি নিজের মত করে পুনর্লিখিত করেছি মাত্র, ১৯৫৬ সালে।

রচনাবলীর এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বেতার নাটক 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। এটা রচনা করি ১৯৫৪ সালে। রেডিও পাকিস্তানের কোন এক প্রোগ্রাম প্রোডিউসারের কথামতই এটি লিখে নিয়ে যাই নাজিমুদ্দিন রোডস্থ রেডিও ষ্টেশনে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে আমার মনে হল- প্রোগ্রাম প্রোডিউসার সাহেব কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি তেমন একটা শ্রদ্ধাশীল নন। তাঁর উপন্যাস 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র এমন একটা সমালোচনা করলেন তিনি যাতে আমার মনে হল- সাহিত্য বিষয়ে তিনি যে জ্ঞানের অধিকারী তা শুধু শিশুসুলভই নয়, হাস্যাস্পদও। নাটক আর দেওয়া হল না। এর পরেও কোনোদিন তা দেওয়ার মানসিক তাগিদ আর অনুভব করি নি। বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম সম্পর্কিত দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন কোন ব্যক্তি, অথচ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে উদ্ভট ধারণা পোষণ করবেন- ব্যাপারটা আমার কাছে এখনকার মত তখনও অকল্পনীয় ছিল।

১৯৫১ সালের কথা। আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরীতে ঢুকেছি। কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় রোগশয্যায় শায়িত। সেখানকার বা এখানকার কোন সরকারই রুগ্ন কবির ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না। অথচ জাতীয় জাগরণের সর্বশ্রদ্ধেয় কবি অসহায় রোগশয্যায় কপর্দকহীন! এমনি অবস্থায় তমদ্দুন মজলিস কবির সাহায্যার্থে একটা চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করে। আমার উপর একটা নাটক মঞ্চায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তদনুসারে কাজী নজরুলেরই বিখ্যাত উপন্যাস 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র নাট্যরূপ দেই আমি। মরহুম সাদেক নবীর পরিচালনায় সে-নাটক ঢাকার কার্জন হল ও চট্টগ্রামের ওয়াজিউল্লাহ্ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে মঞ্চস্থ হয়। চ্যারিটি শো মারফত সংগৃহীত অর্থ কবির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পাঠানোর নজির এই বোধ হয় প্রথম। 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র মঞ্চায়ন ময়মনসিংহ শহরেও হয়েছিল। কিন্তু আমার সে-স্ক্রিপ্টটা এর হাত ওর হাত করার মাধ্যমে হারিয়ে যায়। নাটকের কাঠামোটা মনে ছিল, তার থেকেই বেতার নাটক 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র জন্ম।

'কর্ডোভার আগে' নাকটিরও কিছু ইতিহাস আছে। সেই ১৯৫১ সালেরই কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেল্যর তখন ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব, আরবী সাহিত্যের প্রফেস্যর। আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব মারফত তিনি আমাকে খবর দিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কাজী সাহেবের সঙ্গেই গেলাম। তিনি জর্জি জায়দান রচিত 'ফত্‌হুল্ উন্দুলুস্' নামক একটি আরবী উপন্যাসের

www.pathagar.com

কথা আলোচনায় এনে ওটা থেকে একটি বাংলা নাটক রচনার কথা বললেন আমাকে। নাটকটি রসোত্তীর্ণ হলে সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে ইন্টামিডিয়েটে পাঠ্য করা হবে। খুব একটা অনুপ্রাণিত না হলেও রাজী হতে হল। আমার জন্য উপন্যাসটির অনুবাদ কে আর করে দেবে! আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন আরবী জানা লোকের মাধ্যমে উপন্যাসটির কাহিনী জেনে নিলাম। 'ফত্‌হুল্ উন্দুলুস্'-এর অর্থ হচ্ছে 'স্পেন-বিজয়'। উপন্যাসটিতে রাজা রডারিকের শাসনে নিপীড়িত-লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে ইহুদী জনসাধারণের, উপর অত্যাচার ও তাদের বিদ্রোহ-কথা মুসলিম বিজয়ের প্রেক্ষাপট হিসাবে বিধৃত। নাটক লিখে তার নামকরণ করলাম 'কর্ডোভার আগে'। মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনে নব-নির্মিত নগরী কর্ডোভাকে মুসলিম জীবন-বিশ্বাসের প্রতীক ধরে নাটকের এই নামকরণ। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হল। সদস্য তিনজনঃ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন ও অন্য একজন (আমার জানা নেই)। কিছু সংশোধন সাপেক্ষে পাণ্ডুলিপি অনুমোদিত হল। এবার তার প্রকাশনা ও পাঠ্য তালিকাভুক্তি। আর ঠিক তখনই এসে গেল উনিশ শ' বায়ান্না'র একুশে ফেব্রুয়ারী।

ব্যস, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রাম......মজলিস-সদস্য এক তরুণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে আবেগে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নিলাম— নিজের দেশের কাহিনী ছাড়া বিদেশী কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক পাঠ্য করার জন্য দেবই না! সিদ্ধান্ত মত কাজ। 'কর্ডোভার আগে' আর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের হাতে গেল না। ইন্টারমিডিয়েটে পাঠ্য করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সহকারী রেজিষ্ট্রার জনাব আকবরউদ্দিন সাহেবের সদ্যরচিত নাটক 'নাদির শাহ্'। পরবর্তীতে দেখলাম নির্যাতিত স্পেনীয় জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে রচিত নাটকটি একেবারে ব্যর্থ নাটক ছিল না। দেখলে কি হবে, বাস যে তখন ছেড়ে চলে গেছে অনেক দূর!

তমদ্দুন মজলিসে যোগদানের পর দেশ-জাতি-আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে ভাবতে গিয়ে ইতিহাসের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তারই পরিণামে রচিত হয় আমার মঞ্চ-নাটক 'অগ্নিগিরি'। গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস লালিত দানব-চরিত্র দেবীসিংহের নারকীয় অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের 'ফকীর'-নেতা মজনু শা'র সংগ্রাম, 'ফকীরদের' সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদ্রোহী 'সন্ন্যাসীরা'- এঁদেরই মুক্তি-সংগ্রামের ইতিকথা বিধৃত করার চেষ্টা করেছি এ নাটকে। আমার কাছে ফকীর-নেতা মজনু শাহ্ ও বাঁশের কেল্লার তিতুমীর আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের স্মরণীয় দুই জাতীয় বীর!

আদর্শের ব্যাপারে বলতে গেলে তখনও আমি অনুসন্ধিৎসু। জ্ঞানীগুণী শ্রদ্ধেয়রা, বন্ধুবান্ধব ও সাথী-কর্মীরা ইসলামী আদর্শ নিয়ে মুখর হন, কেউ কেউ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। শুনে আমি মুগ্ধ হই, কিন্তু পরক্ষণেই মুসলিম বিশ্বের বাস্তবতা এসে মনে প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই সময়টাকে আমার ভবিষ্যৎ পথ-পরিক্রমার লক্ষ্যে পথ নির্ণয়ের প্রস্তুতিকাল বলা চলে। এটা ঠিক যে আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে মানব-

www.pathagar.com

কল্যাণের উপর স্থিরীকৃত ছিল। কিন্তু প্রশ্ন ছিলঃ লক্ষ্যে পৌঁছার পথ কোন্‌টা? পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপারাদি বুঝতে গেলে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলি। আমাদের কাছাকাছি দেশগুলো সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকেবহাল আছি। ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে আরম্ভ করে চীন দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথে চলতে আরম্ভ করেছে। ধনতান্ত্রিকতা-সমাজতান্ত্রিকতার মিশ্র আদর্শে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও ভারতের অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে থেকেও তার সাম্প্রদায়িক নখদন্ত আমার কাছে অন্তত স্পষ্টত দৃশ্যমান। পাকিস্তান মূলত ধনতান্ত্রিকতার তালিমদার। এর শাসককুলের জ্ঞানকোষের সূক্ষ্মতা বলতে কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ। পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ যে ব্যবহার করছেন, তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। পাকিস্তানের এহেন অবস্থায় ইসলামের আদর্শ যেখানে কথার কথা মাত্র, সেখানে কোন্ আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হওয়া যায়?

সর্বজনাব ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রয়েছেন আমাদের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায়। এঁদের মধ্যে মাওলানা ভাসানীকেই যেন খুবই কাছের মানুষ বলে মনে হত। এসব চিন্তার মাঝে গ্রামে আমার বাপ-মায়ের জীবন-ধারার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠত। মনে পড়ত আশেপাশের গরীব-দুঃখীদের নিয়ে ,সকলের সুখে-দুঃখে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সখ্যতায় একাত্ম হয়ে চলার কথা। এলোমেলো চিন্তায় মনে প্রশ্ন জাগতঃ আমাদের গ্রামবাংলার অধিকাংশ মুসলমান গৃহস্থ পরিবার কি অজ্ঞাতসারেই একটা ইসলামী সমাজতন্ত্রী পরিবেশে জীবন যাপন করছে না? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পরিবেশটাকেই আরও কাঙ্খিত স্তরে উন্নীত করে ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সমাহৃত করা যায় না?

গ্রামবাংলার মানুষের জীবন-ধারায় আঞ্চলিক ও পরিবেশগত প্রভাব ও প্রায়োগিক (তত্ত্বীয় নয়) ধর্মীয় বোধের উপাদানে তাদের মন ও মানস গঠনে কতটুকু কার্যকর, তা জানার আগ্রহ থেকেই এ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছি। 'লোক-সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি সে প্রসঙ্গেই রচিত। এ প্রবন্ধ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ম্যাগাজিনে(১৯৫৩-৫৫) ছাপা হয়। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৫৪ সাল। এলোমেলোভাবে হলেও এতে আমার তখনকার মনের প্রকাশ কিছুটা রয়েছে। এবং বহুদিন আগেকার সে প্রকাশ কেমন ছিল, তা এতদিন পরে জানব বলেই রচনাবলীর এই খণ্ডে প্রবন্ধটির সংযোজনা।

বিবেচ্য সময়টায় 'নাম' শিরোনামে একটি ক্ষুদ্রাকার নাটিকা লিখেছিলাম একটা সাধারণ সেন্টিমেন্টকে কেন্দ্র করে। তা ছাপাও হয়েছিল, খুব সম্ভব, আজাদ পত্রিকায়। এটাকে নাটিকা না বলে 'স্কিট' বলা যায়। সেই সেন্টিমেন্টটাকে স্মরণ করেই 'নাম'কে এ রচনাবলীতে জড়িয়ে নিলাম।

www.pathagar.com

নাম

(স্কিট)

(একটি বেশ পুরনো পাকা ঘরের বারান্দা, তাতে দারিদ্রের ছাপ। তবুও নতুন বেতের চেয়ার-টিপয়ে সাজানোয় একটা সুরুচির পরিচয় স্পষ্ট। ২৮/২৯ বছর বয়সী এক যুবক সেখানে বসে একটা বড় আকারের বই নাড়াচাড়া করছে। ক্ষণ পরেই সেখানে আসে সদ্য মা-হওয়া এক তরুণী- দোহারা গড়ন, বয়স ২১/২২ বছর। যুবকের হাতের বইটির পরিচয় পেয়ে বলে-)

তরুণী : মহাকবি ফেরদৌসীর প্রতি হঠাৎ এত ভক্তি যে?

যুবক : (বই বন্ধ করে) হ্যাঁ, পাতা উল্‌টাচ্ছিলাম।

তরুণী : আজকালকার এত বই থাকতে হঠাৎ সেই কবেকার শাহ্‌নামা কেন?

যুবক : বস। (তরুণী বসে) শাহ্‌যাদার উপযোগী নাম শাহ্‌নামাতেই রয়েছে যে। খোকা ঘুমিয়েছে?

তরুণী : (হাসিমুখে) না ঘুমুলে সে কি আসতে দিত? বাপেরই স্বভাব-পাওয়া ছেলে তো!

যুবক : খোকার জনকের প্রতি তার জননীর এই কৃপা-বাণ নিক্ষেপের হেতু?

তরুণী : যখন ইচ্ছা ঘুমুবে, যখন ইচ্ছা কাঁদবে। তোমার কি? কোন হাঙ্গামা তো পোয়াতে হয় না!

যুবক : নাম খোঁজা কি কম হাঙ্গামা মনে কর?

তরুণী : যাক, নাম পেলে?

যুবক : পেয়েছি কয়েকটা, কিন্তু কোনটাই তেমন.....আচ্ছা, শাহ্‌রিয়ার কেমন লাগে তোমার? দেওয়ান শাহ্‌রিয়ার?

তরুণী : না, ওসব দেওয়ান-টেওয়ান বাদ দাও।

যুবক : কেন খান্দানের পদবী-

তরুণী : পদ নেই, পদবী দিয়ে কি হবে? ভাত জোটে না, অথচ দেওয়ান!

যুবক : পদবীর উপর এত চটা যে?

তরুণী : অর্থহীন পদবী খোকাকে শুধু মোহগ্রস্ত আর অহঙ্কারীই করে তুলবে।

www.pathagar.com

যুবক : যাঁর বাড়িতে বসে আছ, তাঁর সামনে কথাগুলো বলতে পারলে বুঝতাম- তুমি সাহসিনী।

তরুণী : আব্বা পুরনো দিনের লোক, তাঁর সামনে এসব বলে আঘাত দিতে যাব কেন?

যুবক : না বললেও তিনি জানবেন। মির্জা সাহেবের মেয়ের মুখ থেকে এজাতীয় কথা তিনি কোনদিন কল্পনা করতেও পারেন না।

তরুণী : মির্জা সাহেবের মেয়ে আমি- এছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই?

যুবক : বিত্তহীন হলেও আর আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওই পরিচয়টি ছাড়া তুমি সহজে এ বাড়িতে আসতে না। আসার পর তোমার নতুন পরিচয়, তুমি এঁদের কুলবধূ।

তরুণী : তুমিও কি শুধু তা-ই মনে কর?

(যুবক মৃদু হাসে)

যুবক : আচ্ছা, শুধু শাহ্রিয়ার নামটা কেমন হয়?

তরুণী : আমার প্রশ্নের উত্তর?

যুবক : তিন বছরে স্বামীকে চেনা কোন স্ত্রীর পক্ষেই কঠিন ব্যাপার নয়।

তরুণী : শাহ্রিয়ার ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অকর্মণ্য ছেলে- কাজের মধ্যে কাজ শুধু মদ খাওয়া। না, অন্য নাম দেখ।

যুবক : কিন্তু আর কত খুঁজবো। একটু পরেই আকিকার সময় হয়ে যাবে।

তরুণী : মনজুর তোমার কেমন লাগে?

যুবক : মনজুর? মনজুর.....হ্যাঁ, তা মন্দ কি? বেশ স্বপ্ন মাখা নাম। কিন্তু শুধু মনজুর?

তরুণী : তার সঙ্গে তোমার নাম থাকবে।

যুবক : আমার নাম.....মানে দেওয়ান গোলাম হাসান? বিশ্রী হবে। ওটা একটা নাম হল?

তরুণী : কি মুস্কিল! তোমার পুরো নামটা থাকবে নাকি? শুধু শেষেরটুকু।

www.pathagar.com

যুবক ঃ মনজুর হাসান? তা' বেশ হয়। হ্যাঁ, তা-ই। আমার ছেলে হবে আমারই নামের ধারক। বেঁচে থাকবো আমি খোকার মাঝে।

তরুণী ঃ ইস্। কবি হয়ে উঠলে যে একেবারে! (পাশের কোঠায় খোকা কাঁদে) আসছি।

(তরুণী চলে যায়। যুবকও বইটা যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে চলে যায়। আসেন বৃদ্ধ দেওয়ান গোলাম হায়দার ও বৃদ্ধ চাকর জমধর)

দেওয়ান ঃ জামালকে বল্-তার খাশির বাকী টাকা কয়েকদিন পরে দেব।

জমধর ঃ নগদ দাম ছাড়া কি দিব হুজুর?

দেওয়ান ঃ দেবে না ? জামাল কয়েকটা টাকার জন্য আমাকে বিশ্বাস করবে না?

জমধর ঃ কি দরকার হুজুর বাকীতে যাওয়ার? বাড়িতে যে দুইটা খাশি আছে, তাতেই তো আকিকা চলে!

দেওয়ান ঃ হ্যাঁ, চলে। তবে আমার নাতির আকিকা— এই প্রথম নাতি......জামাল বিশ্বাস করবে না?

জমধর ঃ প্রফেসার সায়বের কাছ থাইক্যা টাকা নিলে—

দেওয়ান ঃ হাসান টাকা দেবে? (মৃদুহাসেন) ওর হাতে কি আছে? প্রফেসারী চাকরী, কয় টাকাই বা পায়! তার সংসার খরচ আছে......তুই জামালকে বলেছিলি?

জমধর ঃ না হুজুর, কই নাই। তবে বুঝতে পারলাম।

দেওয়ান ঃ (আপন মনে) জামালের বাপ ছিল আব্বার খানাবাড়ির প্রজা!

জমধর ঃ দিনকাল তো বদল হইয়া গেছে হুজুর! এই দেওয়ান বাড়িও আগের দেওয়ান বাড়ি আর নাই।......হুজুর, প্রফেসার সায়েব আকিকার টাকাটা দিতে পারবেন।

দেওয়ান ঃ জমধর! আমি এখনো বর্তমান।.....যাক, তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্।

(জমধর চলে যায়। হাসান আসে)

হাসান! আকিকার সময় হয়ে গেল, জুমা'র আগেই শেষ করতে হবে। অথচ তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আজ পর্যন্তও কেউ এলেন না!

www.pathagar.com

হাসান : বোধ হয় ট্রেন ফেল করেছে। তাছাড়া সামান্য একটা আকিকার জন্যে......

দেওয়ান : আকিকাটা কি সামান্য হল? যাক, এলেন না বলে তো আর দেরী করা যাবে না।

হাসান : খোকার নামটা.....

দেওয়ান : হ্যাঁ, ঠিক করেই রেখেছি। দেওয়ান গোলাম কিবরিয়া।

হাসান : (সসঙ্কোচে) আব্বা!

দেওয়ান : কিছু বলতে চাও?

হাসান : ওরা সব নতুন ধরণের নাম রাখতে চায়,তাই–

দেওয়ান : নতুন ধরণের নাম! সে আবার কি? সব নামই তো পুরনো। তা' কি নাম?

হাসান : মনজুর হাসান।

(দেওয়ান সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকান)

দেওয়ান : না। এ খান্দানের ধারা বজায় রাখতে হবে। আমার নাতি, নামের চিন্তা আমারই। হ্যাঁ, তুমি অন্য সব ব্যবস্থা কর।

হাসান : কিন্তু–

দেওয়ান : (আবার ছেলেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে) তোমার নাম গোলাম হাসান, আমার নাম গোলাম হায়দার,আব্বার নাম ছিল দেওয়ান গোলাম ইয়াহিয়া, তাঁর আব্বার নাম দেওয়ান গোলাম রসুল। এ খান্দানের ছেলের নাম হবে দেওয়ান গোলাম কিবরিয়া, তা তোমার পছন্দ হয় না?

হাসান : সবাই বলছে–

দেওয়ান : সবাই ? ও! .....তা' তোমার কি মত?

হাসান : মন্দ কি! ওই নামটা আমারও পছন্দ হয় আব্বা!

দেওয়ান : ও! আজকাল ওই ধরণের নামই বুঝি চলছে?

হাসান : জ্বি।

দেওয়ান : আচ্ছা, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু মনজুর হাসান– মানে, তোমারনামেরকতকটা.....ঠিক বুঝতে পারলাম না।

www.pathagar.com

হাসান : আজকাল.....

দেওয়ান : হুঁম্— এখন থেকে তোমার নামের ধারক হবে এই খান্দান?

হাসান : আমি এভাবে কিছু চিন্তা করি নি আব্বা।

দেওয়ান : অথচ নাম রাখতে যাচ্ছ....

(বিষণ্ণ মুখে চলে যান, আসে হাসানের স্ত্রী)

তরুণী : আব্বা রাগ করলেন?

হাসান : আশ্চর্য! আব্বা কথাটাকে এভাবে নিলেন কেন?

তরুণী : না হয় থাক, আব্বার কথামতই নাম রাখ।

হাসান : কিন্তু ওই নামে আব্বার অমত কেন? এতে অন্যায়টা কি?

তরুণী : ওঁরা পুরনো দিনের লোক। এই ভাঙ্গা বাড়ির মায়ায় ওঁদের মন ঘুরে বেড়ায়।

হাসান : তিনি কি ভাবতে পারেন না, নাম নিয়ে এই আপত্তিতে ছেলের বাপ হিসাবে আমিও আহত হতে পারি?

তরুণী : আব্বাকে অমান্য করো না তুমি।

(হাসানের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা দৃঢ়তা)

হাসান : মির্জা সাহেবের মেয়ে তুমি, এটাই কি বোঝাতে চাও?

তরুণী : না। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) আব্বার মনে আঘাত দিতে চাই না।

হাসান : মিছামিছি যদি আঘাত কুড়ান—

(দেওয়ান সাহেব আসেন)

দেওয়ান : এ খান্দানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর নাম ছিল দেওয়ান গোলাম আম্বিয়া। খোকার নাম না হয় দেওয়ান মনজুর আম্বিয়াই রাখ। কি বল বউ মা?

তরুণী : বেশ তো আব্বা, আপনি যা ভাল মনে করেন, তা–ই রাখুন।

দেওয়ান : না না, হাসানও ভেবে দেখুক।

(চলে যান)

তরুণী : কাজ নেই গোলমালে। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে–

হাসান : কেন? আমার নামের অংশ থাকলে কি ক্ষতি হয় তাতে?

www.pathagar.com

(দেওয়ান সাহেব আবার আসেন)

দেওয়ান ঃ হ্যাঁ বউমা, জমধরকে পাঠালাম বড় দেখে দু'টো খাশি আনতে। বাড়িতে যেগুলো রয়েছে– বড় ছোট। আমার নাতির আকিকা হবে.....

তরুণী ঃ আপনি যা ভাল মনে করেন.....

দেওয়ান ঃ তা-ই। হাসান, নাম তাহলে ওটাই থাকল?

(হাসান নীরব)

তোমার কি এতেও অমত?

(হাসান নতমুখে নীরব। দেওয়ান সাহেব বিস্মিত হন)

ও। তা'.....

(খোকা কাঁদে, তরুণী চলে যায়। জমধর আসে)

জমধর ঃ বাড়ির সামনেই দেখা জামালের সঙ্গে। খাশি নাকি সে বেচব না অখন।

(দেওয়ান সাহেব নীরবে তাকিয়ে থাকেন)

পশ্চিম পাড়ায় আরও দুইটার সন্ধান পাইছি। কিনতে চেষ্টা করব হুজুর?

দেওয়ান ঃ থাক জমধর। বাড়ির খাশি দু'টোতেই হবে। হাসানকে নিয়ে তুই আকিকার ব্যবস্থা কর্। আর আকিকার সময় মৌলবী সাহেবকে বলে দিস– ছেলের নাম মনজুর হাসান।

(দেওয়ান সাহেব ধীর পায় চলে যান। জমধর কোন কিছু বুঝতে না পেরে একবার তাকায় হাসানের দিকে, একবার চলে-যাওয়া দেওয়ান সাহেবের দিকে)

www.pathagar.com

জীবন বৃত্তান্ত

প্রকৃত নাম ঃ এম. ওবায়দুল্লাহ্ সাহিত্যিক নাম ঃ আসকার ইবনে শাইখ

শিক্ষা

১৯৪১ ঃ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আই.এসসি.-তে ভর্তি।

১৯৪৫ ঃ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি.এসসি. ডিগ্রী লাভ।

১৯৪১
-'৪৮ ঃ কলেজ জীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি নাটক রচনা, থিয়েটার যাত্রা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশেষ মনোযোগ প্রদান, এবং তারই জের হিসাবে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত লেখাপড়ায় পূর্ণ বিরতি এবং যাত্রার দল ও নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে মাতামাতি।

১৯৪৯
৫১ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে ভর্তি হয়ে এম. এসসি. ডিগ্রী লাভ।

শিক্ষকতা

১৯৫১ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান।

১৯৫১
-'৫৪ ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে তমদ্দুন মজলিসে যোগদান এবং ১৯৫২-৫৪ পর্যন্ত মজলিসের 'সাহিত্য ও লোককলা' বিভাগের সম্পাদক হিসাবে 'মাসিক দ্যুতি' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন।

১৯৬৭ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনষ্টিটিউট(আই. এস. আর. টি.)-তে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান।

১৯৭০
-'৭১ ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান হিসাবে প্রায় ৯ মাস দায়িত্ব পালন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

১৯৭৮
-'৮৩ ঃ আই.এস.আর.টি-র ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন।

১৯৮৩ ঃ তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াই নিজ প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ।

১৯৮৪
-'৯০ ঃ আই.এস.আর.টি-তে প্রফেস্যর হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ।

গবেষণা

শিক্ষকতা জীবনে দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা ৪৯ এবং জরিপভিত্তিক রিসার্চ রিপোর্টের সংখ্যা ১১।

www.pathagar.com

সাহিত্যকর্ম

১৯৪৭ সালে 'বিরোধ' নাটক প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে আসকার ইবনে শাইখের আত্মপ্রকাশ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটক-নাটিকা, দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন-সম্পাদনা, ইতিহাসের গল্প, ইতিহাস, অনুবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা ৭৯। সামাজিক, ঐতিহ্য-ভিত্তিক লোকনাট্য গীতিনাট্য ও অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা ৩২।

'বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে জনাব তোফা হোসেন বলেন ঃ "– জনাব শাইখ মঞ্চ-রেডিও-টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন। এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন সংগ্রাম ও আশা-বাসনার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য-প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। পঞ্চাশ দশকের আরম্ভ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে এবং ৭০ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু উৎসাহীকে হাতে-কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একজন সফল অভিনেতাও। ১৯৬১ সালে নাট্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পান 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এবং ১৯৮৬ সালে জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসকার রচনাবলী

৩